

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ
ପ୍ରକାଶିତ ଅଧିକାରୀ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ



ଆହୁମା ଆମୁ ଜୀ ଏକ ମୁହାନ୍ତି
ମୁହାନ୍ତି ଆମୁ ଭାଷାକୀ (କ୍ଲାନ୍.)



তাফসীরে তাৰারী শৱীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাৰারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনুদিত এবং তৎকৃত্ক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রকল্প

গ্রন্থস্থল : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল :

আষাঢ় : ১৪০১

মহররম : ১৪১৪

জুন : ১৯৯৪

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১২৪

ইফাবা. প্রকাশনা : ১৭৬৮

ইফাবা. গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭

I S B N : 984 - 06 - 1051 - 2

প্রকাশক :

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা - ১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ও ম্যুদ্রণ :

তাওয়াকাল প্রেস

৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীরাজার, ঢাকা - ১১০০

বাইবাইকার :

আল-আমীন বুক বাইভিং ওয়ার্কার্স

৮৫, শরৎগুণ্ঠ রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচন্দ অংকনে : রফিকুল ইসলাম

মূল্য : ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

TAFSIR-E-TABARI SHARIF (6th Volume) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.

Price : Tk. 160.00 U. S. Dollar : 8.00

আমাদের কথা

কুরআনুল করীম আল্লাহ তা'আলার কালাম। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এর তাফসীর রচনার ইতিহাস সূচীত হয়। প্রাচীন তাফসীরগুলোর মধ্যে 'আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' কিতাবখানি তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে মশহুর। এটা আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জায়ার তাবারী (র.)-এর এক বিশেষ অবদান। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জানা এবং উপলক্ষ্য করার জন্য এই কিতাবখানি অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্রনাপে বিবেচিত হয়ে আসছে। মূল কিতাবখানি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত।

আরবী ভাষায় রচিত এই পবিত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত আলিম ও মুফাসুসির নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গ্রন্থখানি তরজমা করানো হচ্ছে এবং পরিষদ তা সম্পাদনা করে যাচ্ছে। আমরা এই অতি শুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিতাবখানির বাংলা তরজমার ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ রাবুল আলামীনের মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি, একে একে সব খণ্ডের বাংলা তরজমা বাংলা তাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। আমরা আরো আশা করি, বাংলাভাষায় কুরআন মজীদ চৰ্চা ও ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা কর্মে এই তাফসীরখানি মূল্যবান অবদান রাখবে।

আমি এর অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় সামান্যতম অবদানও যৌদের আছে, তাদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দেগী নির্বাহের তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাবুল আলামীন!

দাউদ-উজ্জ-জামান চৌধুরী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্লাহমদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে তাফসীরে তাবারী শরীফের বাংলা তরজমার ষষ্ঠি
খন্দ প্রকাশিত হল।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী। তাই এর অর্থ, মর্য ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায়
কুরআন মজীদের অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থকে
মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয় তাফসীরে তাবারী শরীফ তার মধ্যে অন্যতম। এ
তাফসীরের রচয়িতা আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম :
৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ-২২৫ হিজরী, মৃত্যু : ৯২৩ খ্রিস্টাব্দ- ৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে
গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে তা তিনি এতে সন্তুষ্ট করেছেন। ফলে এই
তাফসীরখনা হয়ে উঠেছে একটি প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্সিরগণের নিকট
তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখনা
তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম : “আল-জামিউল বাযান ফী
তাফসীরিল কুরআন।”

পাঁচাত্য দুনিয়ার পশ্চিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এই
তাফসীরখনা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগৎ বিখ্যাত
তাফসীর গ্রন্থখনির বাংলা তরজমা প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে
শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইনশাআল্লাহ আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রত্যেকটি খণ্ডের
তরজমা প্রকাশ করব।

তাফসীরে তাবারীর শুদ্ধেয় অনুবাদক ও সম্পাদকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সংগে এই
খণ্ডখনি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।
আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখনা প্রকাশ করতে। তবুও এতে যদি কোনরূপ
ভুলধ্যনি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে
সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করে সে অন্যায়ী আমল করার
তাওফীক দিন! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মদ লুতফুল হক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

সম্পাদনা পরিষদ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| ১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম | সভাপতি |
| ২. ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী | সদস্য |
| ৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আক্তার | " |
| ৪. মাওলানা মুহাম্মদ তামিযুদ্দীন | " |
| ৫. মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক | " |
| ৬. জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক | সদস্য-সচিব |

অনুবাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
২. মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
৩. মাওলানা আবু তাহের
৪. মাওলানা ইসহাক ফরিদী

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুন্দীন আক্তার	"
৪. মাওলানা মুহাম্মদ তমীয়ুন্দীন	"
৫. মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক	"
৬. জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

অনুবাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
২. মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
৩. মাওলানা আবু তাহের
৪. মাওলানা ইসহাক ফরিদী

সূচীপত্র

আয়াত	২. সূরা আলেইমরান	পৃষ্ঠা
৫৫.	শ্রবণ কর, যখন বললেন, ‘হে ঈসা! আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিছি এবং যারা কুফরী করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে মুক্ত করছি	০১
৫৬.	যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।	০৯
৫৭.	আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পদ্মসন্দ করেন না।	০৯
৫৮.	যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তা নির্দশন ও বিজ্ঞানময় উপদেশ। ..	১০
৫৯.	আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্যুকা হতে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তাকে বললেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল।	১১
৬০.	এত সত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।	১৫
৬১.	তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এস আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে এবং তোমাদের নিজদেরকে	১৬
৬২.	নিচয় এটি সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহ নেই। নিচয় আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।	১৭
৬৩.	যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিচয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের স্বরূপে সম্যক অবহিত।	১৭
৬৪.	তুমি বল, হে আহলে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি	২২
৬৫.	হে কিতাবিগণ! ইবরাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর; অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না?	২৫

২. সূরা আলেইমরান

- আয়াত
৬৬. দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরা তো সে বিষয়ে
তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন
তর্ক করছ?
৬৭. ইবরাহীম ইয়াহুডীও ছিল না খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম
এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
৬৮. যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও যারা ঈমান
এনেছে মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠিতম
৬৯. কিতাবীদের একদল তোমাদেরকে বিপদ্গামী করতে চেয়েছিল; অথচ তারা
তাদের নিজেদেরকেই বিপদ্গামী করে কিন্তু তারা উপলক্ষ করে না।
৭০. হে কিতাবিগণ! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতকে অঙ্গীকার কর, অথচ
তোমরাই সাক্ষ্যবহুল কর।
৭১. হে কিতাবিগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য
গোপন কর, যখন তোমার জ্ঞান?
৭২. আহলে কিতাবের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা
অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা
অবিশ্বাস কর, হ্যত তারা ফিরতে পারে।
৭৩. আর যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, তাদেরকে ব্যতীত আর কাউকে
বিশ্বাস করননা। বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই পথ।
৭৪. তিনি স্থীয় অনুগ্রহের জন্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লাহ মহা
অনুগ্রহশীল।
৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমান্ত
রাখলেও ফেরত দিবে
৭৬. “হ্যাঁ কেউ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে
আল্লাহ মুওাকিগণকে ভালবাসেন।”
৭৭. যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে
বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ
তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না
৭৮. তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা বিকৃত
করে যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা
কিতাবের অংশ নয় বরং তারা বলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে
৭৯. ‘কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে
মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, তা তার
জন্য শোভন নয়

২. সূরা আলেইমরান

- পৃষ্ঠা
আয়াত
৮০. ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরণে গ্রহণ করতে সে
তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না।
৮১. শ্রবণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে
কিতাব ও হিকমাত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা
আছে তার সমর্থকরণে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা
তাকে বিশ্বাস করবে
৮২. এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই সত্যপথ ত্যাগী।
৮৩. তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট
আত্মসমর্পণ করেছে! আর তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।
৮৪. “বল, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং
ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের
প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে
৮৫. “কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা
কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের
অন্তর্ভুক্ত।
৮৬. ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং
তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশন আসার পর যে সম্পদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে,
তাকে আল্লাহ কিরণে সৎপথে পরিচালিত করবেন?
৮৭. এরাই তারা যাদের কর্মফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ
এবং মানুষ সকলেরই –লাভন্ত।
৮৮. তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি লম্বু করা হবে না এবং
তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না
৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে তারা ব্যতীত।
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।
৯০. ঈমান আনার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাদের সত্য
প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনও কবুল হবে না।
এরাই পঞ্চম।
৯১. যারা কুফরী করে এবং কাফিররণে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারো নিকট
হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল হবে
না। এরাই তারা, যাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে; তাদের কোন
সাহায্যকারী নেই।

- আয়ত**
১২. তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পৃণ্য লাভ
করবে না।
১৩. তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্য যা
হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনী ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল
ছিল।
১৪. এরপরও যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তারাই জালিম।
১৫. বল, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের
ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, তিনি মুশরিকদের অত্তর্ভুক্ত নন।
১৬. মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্সায়, তা
বরকতময় বিশ্বজগতের দিশারী।
১৭. তাতে বহু সুস্পষ্ট নির্দেশন রয়েছে যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ
সেখানে প্রবেশ করে সে থাকবে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে
যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য
কর্তব্য।
১৮. বল, হে কিতাবিগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনকে কেন প্রত্যাখ্যান
কর? তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষী।
১৯. বল, হে কিতাবিগণ! যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে কেন আল্লাহর পথে
বাধা দিছ, তা বক্রতা অব্যেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী। তোমরা যা কর
আল্লাহ তা'আলা সে সবচেয়ে অনবাহিত নন।
১০০. হে মু'মিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল
বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার
কাফিররূপে পরিণত করবে।
১০১. আল্লাহ তা'আলার আয়ত তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের
মধ্যেই তাঁর রাসূল রয়েছেন; তা সত্ত্বেও কিরণে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান
করবে?
১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থতাবে ভয় কর এবং
তোমরা আত্মসম্পর্ককারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না।
১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো
না। তোম, তুম প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে শ্রবণ করোঃ তোমরা ছিলে
পরম্পর শক্র এবং তিনি তোমদের হৃদয়ে প্রীতির সংগ্রাম করেন।

- পৃষ্ঠা**
- ৮৩
১০৮. কল্যাণের পথে আহবানকারী একদল থাকা চাই
তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে
আহবান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত
রাখবে; তারাই সফলকাম।
- ৮৬
১০৫. ইয়াল্লাহ নাসারার মতো হলে ধৰ্ম অনিবার্য
তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশনসমূহ আসার
পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে ১৪৩
- ৯৪
১০৬. শেষ বিচারের দিন ঈমান ও কুফরী অনুপাতে চেহারা উজ্জ্বল ও মলীন হবে
সেদিন কতেক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতেক মুখ কাল হবে; যাদের মুখ
কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী
করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর ১৪৩
- ৯৬
১০৭. যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহে শাস্তিতে থাকবে, সেখানে
তারা স্থায়ী হবে।
- ১০১
১০৮. এগুলো, আল্লাহর আয়ত, আপনার নিকট যথার্থতাবে আবৃত্তি করছি।
আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি জুলুম করতে চান না।
- ১১৭
১০৯. আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সব আল্লাহ তা'আলারই; আল্লাহ
তা'আলার নিকটই সব কিছু ফিরে যাবে।
- ১১৮
১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের আবির্ভাব
হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে
এবং আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করবে।
- ১২২
১১১. সামান্য কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে
না, যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন)
করবে।
- ১২৪
১১২. আল্লাহর আশ্রয় ও মানুষের আশ্রয়ের বাইরে যেখানেই থাকুক সেখানেই
তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা আল্লাহর গ্যবে পতিত হয়েছে এবং
পরমুখাপেক্ষিতা তাদের প্রতি নির্ধারিত রয়েছে। এটা এহেতু যে, তারা
মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ত্বাবে নবীগণকে
হত্যা করত।
- ১২৭
১১৩. তারা সকলে এক প্রকার নয়। আহলে কিতাবগণের একদল দীনের উপর
কায়েম রয়েছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করে
এবং সিজদায় রত থাকে।
- ১৩১
- পৃষ্ঠা**
- ১৪৩
- ১৪৪
- ১৪৮
- ১৪৯
- ১৫০
- ১৫৬
- ১৫৮
- ১৫৯
- ১৬৩

আয়ত

২. সূরা আলেইমরান

১১৪. তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্য নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে।
১১৫. উন্নত কাজের যা কিছু তারা করে, তার প্রতিদান থেকে তাদেরকে কখনও বাঞ্ছিত করা হবে না
১১৬. যারা কুফরী করে তাদের ধনেশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে লাগবে না।
১১৭. এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যা, যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নি
১১৮. “হে মু’মিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা; তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ক্ষম্টি করবে না; যা তোমাদের বিপন্ন করে তা-ই তারা কামনা করে।

তোমরাই তাদেরকে ভালোবাস অথচ

তারা তোমাদের ভালোবাসে না

১১৯. “হুঁশিয়ার! তোমরাই কেবল তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাস কর।
১২০. “যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, তারা দুঃখিত হয়, আর যদি তোমাদের অঙ্গস্তুত হয়, তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি দৈর্ঘ্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেন।

বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের বর্ণনা

১২১. “স্বরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্ণের নিকট হতে প্রত্যুষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মু’মিনগণকে ঘৌঢ়িতে স্থাপন করছিলেন
১২২. “যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ পাক উভয়ের সহায়ক ছিলেন,

বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহর সাহায্য

১২৩. আর আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন বদরের যুদ্ধে, এমতাবস্থায় যে, তোমরা দুর্বল ছিলে

পৃষ্ঠা

১৭০

১৭১

১৭২

১৭৩

১৭৬

১৮৩

১৮৭

১৮৯

১৯৪

১৯৭

আয়ত

১২৪.

১২৫.

১২৬.

১২৭.

১২৮.

১২৯.

১৩০.

১৩১.

১৩২.

১৩৩.

১৩৪.

১৩৫.

১৩৬.

২. সূরা আলেইমরান

বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে

(হে রাসূল! আপনি) স্বরণ করুন যখন আপনি মু’মিনগণকে বলছিলেন এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিনি সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সহায়তা করবেন?

হ্যানিষ্য, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সাবধান হয়ে চল, আর তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন

“আর এ তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন এবং যাতে তোমাদের মন শাস্ত তাকে এবং সাহায্য শুধু প্রবল পরাক্রান্ত প্রভায় আল্লাহ্‌র নিকট দেকেই হয়।”

স্মারা কাফির এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

শিলি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই, কারণ, তারা সীমা লংঘনকারী।” আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চক্ৰবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।”

তোমরা সে অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার

তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা এবং সে জানাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায় যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল

আর যারা (অনিষ্ঠাকৃতভাবে) কোন অশ্রীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহকে স্বরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে তা জেনে-শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না

তারাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জানাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে

পৃষ্ঠা

১৯৯

২০০

২১০

২১২

২১৩

২১৭

২১৮

২১৯

২২০

২২২

২২৪

২৩০

আয়াত

২. সূরা আলে-ইমরান

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হয়েছে, কাজেই তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।
১৩৮. তা মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তোকীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।
১৩৯. তোমরা ইনবল হয়ে না এবং দুঃখিত হয়ে না, বস্তুত তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও।
১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই।
১৪১. যাতে আল্লাহ মু'মিনগণকে পরিশোধন করতে পারেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।
১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জাহাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না ..
১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা সচক্ষে দেখলো।
১৪৪. "মুহাম্মদ রাসূল ব্যক্তিত কিছু নয়, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। কাজেই যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে"
১৪৫. আল্লাহর অনুমতি ব্যক্তিত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মিয়াদ অবধারিত।
১৪৬. আর কত নবী যুক্ত করেছে তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা ইনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি
১৪৭. এ কথা ব্যক্তিত তাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের কাজে সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন।
১৪৮. তারপর আল্লাহ পাক তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করবেন
১৪৯. "হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে এতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।
১৫০. আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী

আয়াত

২. সূরা আলে-ইমরান

১৫১. কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিব, যেহেতু তারা আল্লাহর শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ পাঠাননি। আর জাহানাম তাদের আবাস; কত নিকৃষ্ট বাসস্থান জালিমদের।
১৫২. আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রূতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সংবলে মতভেদ সৃষ্টি করলে
১৫৩. স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন তোমরা উর্ধ্বমুখে ছুটছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন
১৫৪. তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্ত্রারপে, যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর এক দল জাহিলী যুগের অঙ্গের ন্যায় আল্লাহ সংবলে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল
১৫৫. সেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সে দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্থলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন
১৫৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ে না যারা কুফরী করে
১৫৭. তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তা অপেক্ষা শ্রেয়।
১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে
১৫৯. (হে রাসূল!) আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি কর্কশতাসী ও কঠিনচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে দূরে সরে পড়ত।
১৬০. আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার আর কেউই থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?
১৬১. অন্যায়ভাবে কোন কস্তুর গোপন করা, তা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে

পৃষ্ঠা

২৬৩

২৬৪

২৭৫

২৮৫

২৯১

২৯৩

২৯৬

২৯৬

২৯৭

৩০২

৩০৩

(আঠার)

আঠার

২. সূরা আলেইমরান

১৬২. আল্লাহ্ যাতে রায়ী, এর যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্ ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহানামহী যার আবাস? এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।
১৬৩. আল্লাহুর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দৃষ্টি।
১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের প্রতি বিশেষ ইহসান করেছেন যে, তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।
১৬৫. কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসীবত এল তখন তোমরা বললে, এ কোথেকে আসল? অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে
১৬৬. যে দিন দু'দল পরস্পরের, সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহুরই নির্দেশক্রমে হয়েছিল; এ ছিল মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।
১৬৭. মুনাফিকদেরকে জানাবার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, আল্লাহুর রাহে জিহাদ করো, অথবা শক্রদেরকে রাখে দাঁড়াও। তখন মুনাফিকরা বলল, যদি আমরা কোন নিয়মতাত্ত্বিক পত্রায় যুক্ত দেখতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা অংশগ্রহণ করতাম
১৬৮. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল, যে, তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হতো না, তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর
১৬৯. যারা আল্লাহুর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্তি
১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না
১৭১. আল্লাহুর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না
১৭২. যখন হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার
১৭৩. তাদেরকে লোকে বলেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর; বিস্তু এ কথা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছে; এবং তারা বলেছিল, আল্লাহুই আমাদের জন্য যথেষ্ট

পৃষ্ঠা

৩১৩

৩১৫

৩১৬

৩১৭

৩২২

৩২৩

৩২৬

৩২৮

৩২৮

৩৩৫

৩৩৬

৩৪০

(উনিশ)

২. সূরা আলেইমরান

১৭৪. তারপর তারা আল্লাহুর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে রায়ী তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহীল
১৭৫. শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। ...
১৭৬. যারা দ্রুতবেগে নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয় তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনো আল্লাহুর কোন ক্ষতি করতে পারবে না
১৭৭. যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহুর কোন ক্ষতি করতে পারবে না
১৭৮. কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
১৭৯. অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করবার নন; তবে আল্লাহ্ তার রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন
১৮০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে।
১৮১. যারা বলে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত তাদের কথা আল্লাহ্ শুনেছেন; তারা যা বলেছে তা ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব
১৮২. এ তোমাদের কৃতকর্মেই ফল এবং তা একারণে যে, আল্লাহ্ বাস্তাদের প্রতি জালিম নন।
১৮৩. যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্রিমাস করবে
১৮৪. তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তোমার পূর্বে যে সব রাসূল স্পষ্ট নির্দর্শন, অবতীর্ণ গ্রহসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল
১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে
১৮৬. তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশারিকদের নিকট হতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে

পৃষ্ঠা

৩৪৭

৩৪৮

৩৫০

৩৫১

৩৫২

৩৫৪

৩৫৭

৩৬৫

৩৬৯

৩৭০

৩৭২

৩৭৩

আয়াত	২. সূরা আলে-ইমরান
১৮৭.	শ্রণ কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহু তাদের থেকে প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলেন, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে
১৮৮.	যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কর্মের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে
১৮৯.	আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই
১৯০.	আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দেশনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পর্ক লোকের জন্য।
১৯১.	যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে শ্রণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ সব নির্বাক সৃষ্টি করনি
১৯২.	হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি অগ্রিমে নিষ্কেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।
১৯৩.	হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ইমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনয়ন কর। সুতরাং আমরা ইমান আনয়ন করেছি।
১৯৪.	হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রূতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদের কে হেয় করো না
১৯৫.	তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনির্ণয় নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ
১৯৬.	যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।
১৯৭.	এ সামান্য ভোগ মাত্র; তারপর জাহানাম তাদের আবাস; আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল
১৯৮.	কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জানাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে
১৯৯.	কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবন্ত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না
২০০.	হে ইমানদারগণ তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

পৃষ্ঠা

৩৭৮

৩৮২

৩৮৯

৩৮৯

৩৯০

৩৯২

৩৯৪

৩৯৬

৩৯৯

৮০৩

৮০৩

৮০৮

৮০৫

৮০৮



তাৰী শৱিক

ষষ্ঠ খণ্ড



সূরা আলে-ইমরান

অবশিষ্ট অংশ

(۵۵) إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيٌّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُظَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَا
عُلُّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ
بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিছি এবং যারা কুফরী করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে মুক্ত করছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিছি, তারপর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে, আমি তা মীমাংসা করে দেবো।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, যারা হ্যরত ঈসা (আ.)-কে হত্যার বড়যত্ন করেছিল, যারা মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং যারা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি নাযিলকৃত বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল, মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ঐ অবস্থায় মহান আল্লাহ ইবশাদ করেন, (يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيٌّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ۝ হে ঈসা! আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করছি)।

আলোচ্য আয়াতের (وفَأَةٌ (وفَاتٌ) শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ওফাত মানে নিদ্রাজনিত অচৈতন্য। তাঁদের মতে আয়াতাংশের অর্থ, হে ঈসা (আ.)! আমি তোমাকে নিদ্রামগ্ন করব এবং নিদ্রার মধ্যেই আমার নিকট উঠিয়ে নিব।

ଯାରା ଏମତେର ପ୍ରବକ୍ତା ତାଦେର ଆଲୋଚନା :

৭১৩০. ‘রবী’ (র.) আল্লাহ তা‘আলার বাণী – ﴿إِنَّمَا تُؤْتَكُ مِنْ رَبِّكُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো নির্দাজনিত মৃত্যু। আল্লাহ তা‘আলা নির্দাজ মধ্যেই তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

হাসান (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়াহুদীদেরকে বলেছিলেন, ঈসা (আ.) তো ইন্তিকাল করেননি, তিনি অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তোমাদের নিকট ফিরে আসবেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, “আমি তোমাকে ওফাত দিব” মানে আমি পৃথিবীতে তোমাকে অধিশ্রহণ করব। তারপর আমার নিকট উঠিয়ে নিব। তাঁরা বলেন, ‘ওফাত মানে কাব্য (قبض) বা মুঠিতে ধারণ করা, যেমন আরবী ভাষায় বলা হয় **تَوْفِيقٌ مِّنْ فَلَانٍ مَّا لِي عَلَيْهِ** (অমুকের নিকট প্রাপ্য অন্তি মُتোফিক ও رَافِعُكَ) তোমাকে জীবিতাবস্থায় আমি পুরোপুরি কব্য করেছি। তাঁরা বলেন- এ অর্থে আমার সকল পাওনা আমি পুরোপুরি কব্য করেছি। তাঁরা বলেন- এ অর্থে আমার পাশে গ্রহণ করার পর মুঠিতে ধারণ করা হতে আমার পাশে গ্রহণ করেছি। তোমাকে জীবিতাবস্থায় আমি পৃথিবী হতে আমার নিকটে নিয়ে আসব মৃত্যু ব্যতীত। এবং (আমার নিকটে নিয়ে আসব মৃত্যু ব্যতীত) এখন মানে আমি পৃথিবী হতে আমার বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত্রকারীদের সংস্পর্শ হতে উঠিয়ে নিব।

ଯାରା ଏମତେର ପ୍ରସ୍ତର ତୁମେର ଆଲୋଚନା :

৭১৩৪. মাতার আল-ওয়ারুক (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিব। যত্ত্ব দিয়ে নয়।

৭১৩৫. হ্যরত হাসান (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তোমাকে পৃথিবী হতে
তলেনির।

۷۱۳۶۔ **ইবন জুরাইজ** (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণী **إِنَّ مُؤْفِكَ إِلَىٰ وَدَافِعُكَ إِلَىٰ مُمْطَهِرٍ مِّنَ الْذِينَ كَفَرُوا**—এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নিকট তুলে নেয়া, তাঁকে ওফাত দেয়া এবং তাঁকে কাফিরদের হাত থেকে পবিত্র করা।

৭১৩৭. মুআবিয়া ইবন সালিহ হতে বর্ণিত, কা'ব-আল-আহবার বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইস্মাইল ইবন মারয়াম (আ.)-কে মৃত্যু দেননি। তিনি তো তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদ-দাতা ও আহবানকারীরপে, যিনি এক, অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রতি লোকদেরকে আহবান করবেন। হ্যরত ইস্মাইল(আ.) যখন দেখলেন, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কম, মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা বেশী, তখন মহান আল্লাহর দরবারে এব্যাপারে আবেদন পেশ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইস্মাইল(আ.)-এর নিকট ওহী নায়িল করেন যে, **إِنِّي مُتَوْفِّكٌ وَرَأْفِعُكَ إِلَيْ** –আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং আমার নিকট উঠিয়ে নিব। আমার নিকট তোমার এ উত্তোলন মৃত্যুরপে নয়। আমি তোমাকে কানা দাঙ্গালের প্রতি পুনঃ প্রেরণ করব। তুমি তাকে হত্যা করবে। তারপর তুমি চারিশ বছর জীবনযাপন করবে। তারপর আমি তোমাকে মৃত্যু দিব, যেমনভাবে জীবিতের মৃত্যু হয়।

কা'ব আল-আহবার (রা�.). বলেছেন, এতদ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছের সত্যায়ন হয়।
 রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন (কَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةً أَنَا فِي أُولِئِهَا وَعِيسَى فِي أَخْرَهَا) (যে উম্মতের প্রথম অংশে
 আমি এবং শেষ অংশে ঈসা (আ.), সে উপর কিভাবে ধ্বংস হতে পারে ?)

يُعْسِنِي إِنِّي ৭১৩৮. মুহাম্মদ ইবন জা'ফার ইবন যুবায়ির (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী
মনে, হে ঈসা (আ.)! আমি তোমাকে আমার মুষ্ঠিতে প্রহণ করব।

۷۱۳۹۔ **ইবন যায়দ (র.)** আল্লাহু তা'আলার বাণী -**إِنَّمَا تُوفَّىٰ كُوْرَافِعُكَ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, **مَنْ قَبَضَكَ** (আমি তোমাকে আমার মুষ্টিতে গ্রহণ করব)। তিনি এও বলেছেন যে, **إِنَّمَا تُوفَّىٰ** এবং **رَافِعُكَ** মানে **لَدُغَّتْهُ** সমার্থবোধক। তিনি বলেছেন, হ্যরত ইস্মাইল (আ.) এখনও ইন্তিকাল করেননি। দাজ্জালকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাঁর ইন্তিকাল হবে না। দাজ্জালকে হত্যা করার স্বল্প সময় পরে তিনি ইন্তিকাল করবেন। **وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا** (সে দোলনায় থাকা এ প্রসঙ্গে ইবন যায়দ (র.) তিলাওয়াত করলেন **وَكَهْلًا**) সে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে। (৩ : ৪৬)। তিনি বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা হ্যরত ইস্মাইল (আ.)-কে পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং পরিণত বয়সে আবার তাঁকে দুনিয়াতে পাঠাবেন।

۷۱۸۰. হাসান (র.) আল্লাহু তা'আলার বাণী ﴿يَعِيسَى انِّي مُتَوْفِّيٌ وَرَأْفَعُكَ إِلَيَّ ...﴾ প্রসংগে বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন। তিনি এখন আকাশে তাঁর নিকট আছেন।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଫ୍ସିରକାରଗଣ ବଲେନ, **ଏହି ମୋଫିକ** (ଆମି ତୋମାକେ ଓଫାତ ଦିବ) ମାନେ, ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଓଫାତ ।

ଯାଇବା ଏମତ ପୋଷଣ କରେନ :

৭১৪১. ইবন আব্রাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, **إِنِّي مُتَوَفِّيٌّ** (আমি মৃত্যুর মুক্ত)।

୭୧୪୨. ଓଯାହବ ଇବନ ମୁନାବ୍ବିହ ଆଲ-ଇଯାମାନୀ ବଳେନ, ଦିନେର ବେଳା ତିନ ଘଟାର ଜନ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହୁ ତାଆଳା ହ୍ୟରତ ଈସା (ଆ.)-କେ ପ୍ରାଗହିନ କରେଛିଲେନ ଏବଂ ଏସମ୍ମୟେର ମଧ୍ୟେ ତୌର ନିଜେର କାହେ ତୁଳେ ନିଯୋହେନ।

৭১৪৩. ইবন ইসহাক (র.) বলেছেন, খৃষ্টানদের ধারণা, দিনের বেলা সাত ঘন্টার জন্যে আপ্লাহ তা'আলা হ্যরত ইস্মাইল (আ.)-কে সে বিশেষ দিনের বেলায় সাত ঘন্টা প্রাণহীন অবস্থায় রেখে তারপর আবার জীবনদান করেন।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଫସୀରକାରଗଣ ବଲେନ, ଆୟାତେର ମର୍ମ ହଲୋ, ଶ୍ରବନ କର, ସଥିନ ଆସ୍ତାହୁ ବଲେଛିଲେନ, ହେ ଈସା! ଆମି ତୋମାକେ ଆମାର ନିକଟ ଉଠିଯେ ନିବ ଏବଂ ତୋମାକେ ପବିତ୍ର କରିବ ତାଦେର ଥେକେ, ଯାରା ଅବିଶ୍ଵାସ

করেছে এবং তোমাকে দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরণের পর মৃত্যু দিব। তারা আরো বলেন, আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত শব্দটি অর্থের দিক থেকে শেষে এবং শেষে অবস্থিত শব্দটি অর্থের দিক থেকে পূর্বে হবে।

ইমাম আবু জা'ফার তাবারী (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমার নিকট বিশুদ্ধতম মত হলো, যারা বলেছে মানে **فَإِبْلِسُكُمْ مَنْ فَعَلَ مِنْ شُرْكَاءِ كُمْ** হল মুসলিম তাবারী আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয়্ক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্ত কোন একটিও করতে পারে ? (৩০ : ৮০)।

৭১৪৪. হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ইস্মা (আ.)-কে প্রেরণ করবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফকারী হিসাবে। তিনি ক্রুশ তেজে ফেলবেন, শূকর প্রাণীগুলো হত্যা করবেন। জিয়ইয়াহ কর রাহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের ছড়াচড়ি করে দিবেন। সম্পদ গ্রহণ করার মত লোকও তখন পাওয়া যাবে না। তিনি হজ্জ কিংবা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে কিংবা উত্তমতির উদ্দেশ্যে 'রাওহা' এলাকা অতিক্রম করবেন।

৭১৪৫. আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মৰীগণ সবাই একই পিতার সন্তানের ন্যায়। তাদের মা ভিন্ন ভিন্ন তাঁদের দীন একটাই। আমি ইস্মা ইবন মারয়াম (আ.)-এর নিকটতম লোক, যেহেতু আমার ও তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। আমার উপরের জন্যে তিনি আমার খলীফা ও প্রতিনিধি। তিনি পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন। তাঁকে দেখলে তোমরা অবশ্য চিনতে পারবে। কারণ, তিনি মধ্যমাকৃতির দেহসম্পন্ন লোক, সাদা-লালচে দেহ-বর্ণ, ঘন কৌকড়ানো চুল বিশিষ্ট, যেন তাঁর চুল হতে পানির ফোটা ঝরছে। যদিও বা তরল পদার্থ তথায় না থাকে। তিনি ক্রুশ তেজে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, ধন-সম্পদের ছড়াচড়ি করে দিবেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করবেন, তাঁর যুগে ইসলাম ব্যাপীত সকল ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাঁর শাসনামলে মিথ্যা মসীহ দাজ্জালকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিবেন, সারা বিশ্বে শাস্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন উট ও সিংহ এক সাথে চরবে। বাধে গর্ভতে এবং নেকড়ে-বকরীতে এক সঙ্গে বসবাস করবে। কেউ কাকে আক্রমণ করবে না। শিশুগণ সাপ নিয়ে খেলাধূলা করবে। একে অন্যের ক্ষতি করবে না। তিনি চাঞ্চিশ বছর জীবন যাপন করবেন। তারপর ইন্তিকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানায়ার নামায আদায় করবেন এবং দাফন করবেন।

ইমাম আবু জা'ফার তাবারী (র.) বলেন, তা তো জানা কথা যে, যদি আল্লাহ পাক হ্যরত ইস্মা (আ.)-কে একবার মৃত্যু দিয়ে থাকেন, তাহলে পুনরায় তাকে মৃত্যু দিবেন না। তাহলে তো তাঁর জন্যে দুটো মৃত্যু হয়ে যায়। অথচ বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেন, তারপর মৃত্যু দেন, তারপর জীবিত করবেন, যেমনটি তাঁর বাণী **اللَّهُ أَذِي حَلَقَكُمْ رَزَقَكُمْ**

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয়্ক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্ত কোন একটিও করতে পারে ? (৩০ : ৮০)।

এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইস্মা (আ.)-কে বললেন, হে ইস্মা ! আমি তোমাকে পৃথিবী হতে গ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নেব এবং যারা কুফরী করে তোমার নবৃত্যাতকে অস্বীকার করেছে, তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব।

এ আয়াতে হ্যরত ইস্মা (আ.) সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাতে নাজরান প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্যে প্রমাণ রয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বাক্যবন্ধে লিঙ্গ হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, ঘটনা তাদের ধারণা মুতাবিক নয় বরং হ্যরত ইস্মা (আ.) নিহতও হননি, শূলে বিন্দুও হননি। এ আয়াতে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রয়েছে। যারা হ্যরত ইস্মা (আ.) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, অমৌক্তিক মন্তব্য করেছে, তাদের দাবী ও ধারণা ছিল মিথ্যা। যেমন :

৭১৪৬. মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নাজরান প্রতিনিধিদেরকে হ্যরত ইস্মা (আ.)-এর ব্যাপারাটি অবহিত করলেন। হ্যরত ইস্মা (আ.) ক্রুশবিন্দু হয়েছেন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তুলে নিলেন এবং এদের থেকে মুক্ত করলেন। তিনি বললেন, যখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইস্মা (আ.)-কে সংশোধন করে বললেন, হে ইস্মা ! আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার নিকট উঠিয়ে নিব।

(**وَمُطْهَرُكُمْ مِنَ الظِّينَ كَفَرُوا**) আমি তোমাকে পবিত্র করব কাফিরদের হতে) মানে, আমি তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত করব তাদের কবল হতে, যারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তোমার আনীত সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। হোক তারা ইয়াহুদী কিংবা অন্য কোন ধর্মবলয়ী।

৭১৪৭. মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তোমার ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়েছিল, আমি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে তোমাকে মুক্ত রাখব।

৭১৪৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী (**وَمُطْهَرُكُمْ مِنَ الظِّينَ كَفَرُوا**) থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী খৃষ্টান, অমি, উপাসক ও তাঁর সপ্রদায়ের কাফিরদের থেকে আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইস্মা (আ.)-কে মুক্ত ও পবিত্র রয়েছেন।

(**وَجَاعِلُ الظِّينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الظِّينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**) আর তোমার অনুসারিগণকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিব)-এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তোমার কর্মপদ্ধতিতে যারা তোমার অনুসরণ করেছে, তোমার মতাদর্শ ইসলামে ও ইসলামের প্রকৃতিতে যারা তোমার আনুগত্য করেছে, তাদেরকে আমি প্রাধান্য দিব তাদের উপরে, যারা তোমার নবৃত্যাত অস্থীকার করেছে, যারা নিজ নিজ মতাদর্শের অনুসরণ করে তোমার আনীত বিষয়াদি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা স্থীকার করা হতে বিরত থেকেছে। অনন্তর প্রথমোক্ত দলকে শেয়োক্ত দলের উপর বিজয়ী করে দিব। যেমন—

৭১৪৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, **وَجَاءُ الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** আয়াত প্রসংগে তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন ইসলামপন্থী, যারা তাঁর আদর্শ, তাঁর দীন ও তাঁর সুন্নাতের অনুসারী। তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী হবে তাদের উপর, যারা তাদের সাথে শক্রতা পোষণ করে।

৭১৫০. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَجَاءُ الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**—এর অনুরূপব্যাখ্যাকরেছেন।

৭১৫১. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনিও **وَجَاءُ الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ... - এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ মন্তব্য করেন।**

৭১৫২. ইবন জুরাইজ (র.), আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে সাহায্য করব, যারা ইসলাম ধর্মে তোমার অনুসরণ করেছে, ওদের বিরুদ্ধে যারা কুফুরী করেছে।

৭১৫৩. সুন্দী (র.), প্রসংগে বলেন, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে মানে যারা মু'মিন। এর দ্বারা ঢালাও ভাবে রোমানগণকে তাঁর অনুসরণকারী বলে চিহ্নিত করা হয়নি।

৭১৫৪. হাসান (র.), প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী হবার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, মুসলিমগণ সদা—সর্বদা ওদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখবে এবং আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদেরকে ইসলামত্যাগীদের উপর বিজয়ী করবেন।

তাফসীরকারীদের অপর দল বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমার অনুসারী খৃষ্টানদেরকে আমি ইয়াহুদীদের উপরপ্রাধান্য দেব।

যারা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা :

৭১৫৫. ইবন যায়দ (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণী **وَمَطَهِّرُكُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا** সম্পর্কে বলেন, **الَّذِينَ كَفَرُوا** মানে, বনী ইসরাইলের যারা কুফুরী করেছে, আর **الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ** মানে, ইসরাইলীয় ও অন্যান্য জাতি যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে।

মানে, কিয়ামত পর্যন্ত খৃষ্টানদেরকে ইয়াহুদীদের উপর প্রধান্য দিবেন। তিনি বলেন, প্রাচ্যে—পাশ্চাত্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান অধ্যুষিত এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখানে ইয়াহুদীদের উপর খৃষ্টানদের আধিপত্য নেই। সব দেশেই ইয়াহুদিগণ লাঞ্ছিত-অপমানিত।

(**نَمَّ إِلَى مَرْجِ عَكْمٍ فَأَحْكَمْ بِيَنْكُمْ فَيُمَّا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَافُونَ**) তারপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ রয়েছে আমিই করব তার মীমাংসা) —প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমতঃ

এর অর্থ তোমরা যারা ঈসা (আ.) সম্পর্কে মতভেদ করছ, কিয়ামতের দিন আমার নিকটই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেব। তোমরা ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে মতভেদ কর কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের মাঝে সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেব।

আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে—যারা তোমার অনুসরণ করেছে কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে আমি কাফিরদের উপর বিজয়ী করে রাখব। তারপর যারা তোমার অনুসারী অথবা বিরোধী উভয় পক্ষের প্রত্যাবর্তন আমার নিকট। তারপর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আমি মীমাংসা করে দিব। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাতঙ্গি লক্ষ্য করা যায় অন্য একটি আয়াতে, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ **حَتَّىٰ إِذَا كَنْتُمْ فِي** (এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং সেগুলো তাদেরকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে) (১০: ২২)।

(**فَإِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدِلُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ**)

(**وَمَمَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ فَيُوَفَّقُهُمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِيْنَ**)

৫৬. যারা কুফুরী করেছে আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সহায্যকারী নেই।

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে প্রসন্ন করেন না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **فَمَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا**—হে ঈসা (আ.) ! ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মবলয়ী যারা তোমার নবৃত্যাত অস্থীকার করেছে, তোমার মতাদর্শের বিরোধিতা করেছে এবং তোমার আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা তোমার ব্যাপারে অন্যায়—অসত্য মন্তব্য করেছে এবং যারা তোমার মান—মর্যাদার পরিপন্থী বিষয়গুলোকে তোমার সাথে সম্পর্কিত করেছে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিব, দুনিয়াতে হত্যা, কারাবলী, অপমান, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের মাধ্যমে সে শাস্তি তাদের উপর আসবে এবং আবিরাতে তাদের উপর শাস্তি আপত্তি হবে চিরস্থায়ীভাবে জাহানামের আগন দ্বারা। **وَمَأْلَهُمْ** (তাদের কোন সহায্যকারী নেই) অর্থাৎ শক্তি বা সুপারিশ দ্বারা কেউ আল্লাহ পাকের

আয়াবকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পরামর্শশালী, তিনি প্রতিশেধ গ্রহণকারী।

٧١٥٥. (وَمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا عَمَلُوا الصَّلِحَاتِ) (আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আশল করেছে) -এর অর্থঃ হে ঈসা! যারা তোমাতে ঈমান এনেছে, মানে, তোমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তোমার নবুওয়াত ও আমার প্রেরিত সত্যকে স্বীকার করেছে, যে ইসলাম তোমাকে প্রেরণ করেছি তা মেনে নিয়েছে, তোমার মাধ্যমে যে ফরযগুলো আমি চালু করেছি, যে বিধি-বিধানগুলো প্রবর্তন করেছি এবং যে আইন-কানুন প্রেরণ করেছি যারা সেগুলো পালন করেছে।

৭১৫৬. ইবন আবাস (রা.) আল্লাহ তা'আলার বাণী - وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ - এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যারা আমার নির্ধারিত ফরযগুলো পালন করেছে।

৭১৫৭. (فَيُؤْفَقُهُمْ جُورُهُمْ) মানে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দিবে। তা হতে তিলমাত্রও হ্রাস বা কম করবেন না।

৭১৫৮. (أَلَّا يَحْبِبُ الظَّالِمِينَ) (আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পসন্দ করেন না) -এর অর্থঃ যে স্বত্ব ও অধিকার হতে বাধিত করে যে অন্যকে জুলুম করে কিংবা অপাত্রে কোন বস্তু অর্পণ করে, যে অবিচার করে আল্লাহ তা'আলা তাকে পসন্দ করেন না।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পাক তার বান্দার প্রতি কোন জুলুম করেন না। কাফির ও অসৎ ব্যক্তিকে মু'মিন ও সৎ ব্যক্তির প্রতিদান দিয়ে, আবার মু'মিন ও সৎ ব্যক্তিকে কাফির ও অসৎ ব্যক্তির শাস্তি দিয়ে তিনি বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। আয়াতের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (আমি জালিমদেরকে পসন্দ করি না)। কাজেই আমি নিজে কী ভাবে আমার সৃষ্টির উপর জুলুম করব।

আলোচ্য আয়াত যদিও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সৎবাদ স্বরূপ, তবুও এতে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্যে শাস্তির ধর্মক এবং মু'মিন ও বিশাসীদের জন্যে পুরুষারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কারণ, তিনি তো উভয় পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিন তার প্রাপ্য হতে কম পাবে না, তার সম্মান হতে বাধিত হবে না। মু'মিনের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি কাফিরদেরকে দান করবেন, যারা তাঁর আদেশ-নিয়ে বিরোধিতা করেছে, তা তো হবার নয়। অপাত্রে মর্যাদা অর্পণ করে তিনি জালিমে পরিণত হবেন, তাতো কখনো হবার নয়।

৭১৫৯. (ذِلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأِيْتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ)

৫৮. যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তা নির্দেশন ও বিজ্ঞানময় উপদেশ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, (دِيَنْ) (এগুলো) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আ.), তাঁর মাতা মারযাম (আ.), হ্যরত মারযাম (আ.) -এর মাতা হারাহ, হ্যরত যাকারিয়া (আ.), তাঁর ছেলে

ইয়াহুড়ীয়া (আ.) এবং হাওয়ারিগণের ইতিহাস ও বনী ইসরাইলের ইতিহাস যা নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রচার করেছেন, সেদিকে ইশারা করেছেন।

٧١٥٩. (شَهَادَةً عَلَيْكَ) (আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি) মানে, হে রাসূল! আমি সে গুলো ওই হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করে জিব্রাইলের মাধ্যমে আপনার নিকট পড়ছি।

٧١٥٦. (مِنْ أَذْلَافِ) (নির্দেশনাদির অন্তর্ভুক্ত) মানে এগুলো, শিক্ষণীয় বিষয় এবং এ গুলো প্রমাণ স্বরূপ তাজের বিনিয়নে, যারা আপনার সাথে বিতর্কে লিখ হয় চাই তারা নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি হোক, চাই বনী ইসরাইলের ইয়াহুদী সম্প্রদায়, যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিকট হতে আগত স্বত্ত্বাল্প প্রত্যাখ্যান করেছে।

٧١٥৭. (وَالْذِكْرُ الْحَكِيمُ) (বিজ্ঞানময় উপদেশ) মানে, জ্ঞানগত কুরআন মজীদ। অর্থাৎ যা বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ পদ্ধতের মাঝে মীমাংসাকারী এবং যেটি সালিস আপনার মাঝে এবং তাদের মাঝে, যারা মানবিক অসম্ভাৱ ও অসার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে।

٧١٥৮. (مُحَمَّدٌ مُّصَدَّقٌ مِّنَ الْأَيْتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ) (ঈসা জা'ফর ইবন যুবায়ির (র.) (রামায়ণে, অকাট্য মীমাংসাকারী এবং হ্যরত ঈসা (আ.) ও তাঁকে নিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে এমন সত্য সংবাদ যাতে বাতিল ও অসম্ভের লেশমাত্রও নেই। কাজেই, এগুলো স্বত্ত্বাল্প আল্লাহ কোন সৎবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

٧١٥৯. (دِيَنْ) (দাহুহাক) (র.) (রামায়ণে, তা হলো, এর ব্যাখ্যায় বলেন।)

৭১৬০. (مُحَمَّدٌ مُّصَدَّقٌ مِّنَ الْأَيْتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ) (আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী মানে কুরআন এবং বিজ্ঞানময় উপদেশ ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

৭১৬১. (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمَ رَحْمَةً مِّنْ رُّبَابٍ شَهَادَةً) (০৯) (আলোচ্য আয়াত যদিও আল্লাহ তা'আলা পক্ষ হতে সৎবাদ স্বরূপ, তবুও এতে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্যে শাস্তির ধর্মক এবং মু'মিন ও বিশাসীদের জন্যে পুরুষারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কারণ, তিনি তো উভয় পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিন তার প্রাপ্য হতে কম পাবে না, তার সম্মান হতে বাধিত হবে না। মু'মিনের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি কাফিরদেরকে দান করবেন, যারা তাঁর আদেশ-নিয়ে বিরোধিতা করেছে, তা তো হবার নয়। অপাত্রে মর্যাদা অর্পণ করে তিনি জালিমে পরিণত হবেন, তাতো কখনো হবার নয়।

আলোচ্য আয়াত অভিভাবক: এর অর্থ, হে মুহাম্মদ (সা.)! নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদেরকে মানে দিল মে, পিতৃহীন ঈসাকে সৃষ্টির ব্যাপারটি আমার নিকট আদমের সৃষ্টির ন্যায়। আদমকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম মাত্র থেকে, তারপর আমি তাকে বলেছিলাম, হয়ে যাও, তারপর নরনারী ও পিতামাতাবিহীন সে হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জনক-জননী দু'জনেরই অনুপস্থিতিতে আদমের সৃষ্টি, তারপর তার রক্ত মাংসের শরীরে পরিণত হওয়ার চেয়ে শুধু পিতামাতাবিহীন ঈসা (আ.) -এর সৃষ্টি বিশ্বয়কর নয়। আল্লাহ বলেন, আমার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কোন বস্তুকে হবার নির্দেশ দিলে তা হয়ে যায়। অনুমতিবাবে ঈসার সৃষ্টির ব্যাপারটিও। আমি ওকে নির্দেশ দিয়েছি হয়ে যেতে, সে হয়ে গেল।

আয়াবকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَأَمَّا الَّذِينَ أَمْتَوا عَمَلَهُ الصَّلَحَتْ (আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে) - এর অর্থঃ হে দ্বিসা! যারা তোমাতে ঈমান এনেছে, মানে, তোমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তোমার নবৃত্যাত ও আমার প্রেরিত সত্যকে স্বীকার করেছে, যে ইসলাম তোমাকে প্রেরণ করেছি তা মেনে নিয়েছে, তোমার মাধ্যমে যে ফরযগুলো আমি চালু করেছি, যে বিধি-বিধানগুলো প্রবর্তন করেছি এবং যে আইন-কানুন প্রেরণ করেছি যারা সেগুলো পালন করেছে।

৭১৫৬. ইবন আব্রাস (রা.) আল্লাহ তা'আলার বাণী - وَعَمَلُوا الصَّلَحَتْ - এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যারা আমার নির্ধারিত ফরযগুলো পালন করেছে।

فَيَوْفِهِمْ جُنُونٌ مَّا نَعْلَمُ মানে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দিবে। তা হতে তিলমাত্রও হ্রাস বা কম করবেন না।

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পসন্দ করেন না) - এর অর্থঃ যে স্বত্ব ও অধিকার হতে বঞ্চিত করে যে অন্যকে জুলুম করে কিংবা অপাত্রে কোন বস্তু অর্পণ করে, যে অবিচার করে আল্লাহ তা'আলা তাকে পসন্দ করেন না।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পাক তার বাল্দার প্রতি কোন জুলুম করেন না। কাফির ও অসৎ ব্যক্তিকে মু'মিন ও সৎ ব্যক্তির প্রতিদান দিয়ে, আবার মু'মিন ও সৎ ব্যক্তিকে কাফির ও অসৎ ব্যক্তির শাস্তি দিয়ে তিনি বাল্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। আয়াতের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, ৪।
إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (আমি জালিমদেরকে পসন্দ করি না)। কাজেই আমি নিজে কী ভাবে আমার সৃষ্টির উপর জুলুম করব।

আলোচ্য আয়াত যদিও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ স্বরূপ, তবুও এতে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে অবীকারকারী কাফিরদের জন্যে শাস্তির ধর্মক এবং মু'মিন ও বিশ্বাসীদের জন্যে পুরুষারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কারণ, তিনি তো উভয় পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিন তার প্রাপ্য হতে কম পাবে না, তার সম্মান হতে বঞ্চিত হবে না। মু'মিনের মর্যাদা ছিন্নিয়ে নিয়ে তিনি কাফিরদেরকে দান করবেন, যারা তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করেছে, তা তো হবার নয়। অপাত্রে মর্যাদা অর্পণ করে তিনি জালিমে পরিণত হবেন, তাতো কখনো হবার নয়।

(০৮) ذَلِكَ نَتْنُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ

৫৮. যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তা নির্দশন ও বিজ্ঞানময় উপদেশ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **دَلِكَ** (এগুলো) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আ.), তাঁর মাতা মারযাম (আ.), হ্যরত মারযাম (আ.) - এর মাতা হানাহ, হ্যরত যাকারিয়া (আ.), তাঁর ছেলে

ইয়াহুইয়া (আ.) এবং হাওয়ারিগণের ইতিহাস ও বনী ইসরাইলের ইতিহাস যা নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রচার করেছেন, সেদিকে ইশারা করেছেন।

أَمِّي تَوْمَار نِيكَট بَرْنَانَ كَرَّاهِي (نَتْنُوهُ عَلَيْكَ) মানে, হে রাসূল! আমি সে গুলো ওই হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করে জিব্রাইলের মাধ্যমে আপনার নিকট পড়ুছি।

مِنْ آيَاتِ (نِيدَرْশনাদির অন্তর্ভুক্ত) মানে এগুলো, শিক্ষণীয় বিষয় এবং এ গুলো প্রমাণ স্বরূপ তাদের বিকল্পে, যারা আপনার সাথে বিতর্কে লিঙ্গ হয় চাই তারা নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি হোক, চাই বনী ইসরাইলের ইয়াহুদী সম্প্রদায়, যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিকট হতে আগত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ (বিজ্ঞানময় উপদেশ) মানে, জ্ঞানগত কুরআন মজীদ। অর্থাৎ যা বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সত্য ও অসত্যের মাঝে মীমাংসাকারী এবং যেটি সালিস আপনার মাঝে এবং তাদের মাঝে, যারা মাসীহকে অসত্য ও অসার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে।

دَلِكَ نَتْنُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, অকাট্য মীমাংসাকারী এবং হ্যরত ঈসা (আ.) ও তাঁকে নিয়ে তাদের মতপার্থক্যের ব্যাপারে এমন সত্য সংবাদ যাতে বাতিল ও অসত্যের লেশমাত্রও নেই। কাজেই, এগুলো ব্যক্তিত অন্য কোন সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

دَلِكَ نَتْنُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো, কুরআন মজীদ।

৭১৫৯. হ্যরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী **الْذِكْرِ** মানে কুরআন এবং **الْحَكِيمِ** মানে যা হিকমত ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

০৯) (০৯) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثَلِ ادَمَ مَخْلُقَةٍ مِّنْ تُرَابٍ شَمَّقَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্যুক হতে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তাকে বেলনে, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।

তাফসীরকারগণের অভিমতঃ এর অর্থ, হে মুহাম্মদ (সা.)! নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদেরকে বলে দিন যে, পিতৃহীন ঈসাকে সৃষ্টির ব্যাপারটি আমার নিকট আদমের সৃষ্টির ন্যায়। আদমকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম মাটি থেকে, তারপর আমি তাকে বলেছিলাম, হয়ে যাও, তারপর নরনারী ও পিতামাতাবিহীন সে হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জনক-জননী দু'জনেরই অনুপস্থিতিতে আদমের সৃষ্টি, তারপর তার রক্ত মাংসের শরীরে পরিণত হওয়ার চেয়ে শুধু পিতাবিহীন ঈসা (আ.) - এর সৃষ্টি বিশ্বকর ন্যায়। আল্লাহ বলেন, আবার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কোন বস্তুকে হবার নির্দেশ দিলে তা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঈসার সৃষ্টির ব্যাপারটিও। আমি ওকে নির্দেশ দিয়েছি হয়ে যেতে, সে হয়ে গেল।

তাফসীরকারণগণ বলেন যে, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বাক্যকে লিপ্ত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে নবী (সা.)-কে তথ্য প্রদানপূর্বক আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেছেন।

যারা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা :

৭১৬০. আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অন্যায় বাকবিতভায় খৃষ্টানদের মধ্যে নাজরান অধিবাসীরাই ছিল অগ্রগামী। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে তর্ক জুড়েছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের আয়াত ইন্নَّمَّاَنَّ مِنْ أَنْفُسِهِ^১ অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর নিকট ইসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্যুকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বললেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল। এসত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার নিকট জান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, এসো আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে এবং তোমাদের নিজদেরকে। তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ'লান্ত নাযিল করলেন।

৭১৬১. ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী কিছি লোক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.)-এর নিকট এসেছিল। উক্ত দলে প্রধান ও উপপ্রধান নেতা ছিল। মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে তারা বলল, কি ব্যাপার, আপনি যে আমাদের নবী সম্পর্কে বেশ আলাপ-আলোচনা করছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের কোন নবীর কথা বলছ? তারা বলল, ঈসা (আ.)-এর কথা বলছি। আপনি তো তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, তিনি নাকি আল্লাহর বান্দা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তিনি তো আল্লাহর বান্দাই। তারা বলল, তিনি আল্লাহর বান্দা হতে যাবেন কেন? তাঁর সদৃশ কোন বান্দা কি আপনি দেখেছেন? কিংবা শুনেছেন? তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার হতে বেরিয়ে গেল। সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ নিয়ে হযরত জিবরাইল (আ.) এসে বললেন, ওরা যখন আবার আপনার নিকট আসবে, তখন ওদেরকে বলে দিবেন যে, আল্লাহর নিকট ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত হযরতআদম(আ.)-এর দৃষ্টান্তের সদৃশ।

৭১৬২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্ন মুক্তি অন্ন হলে কুফর করে আয়াত প্রসংগে আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নাজরানের প্রথম ও দ্বিতীয় নেতা উভয়েই নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে জানতে চাইল। তারা বলল, প্রত্যেক মানুষের তো জন্মদাতা পিতা থাকে! হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারটি কি যে,

অন্ন মুক্তি অন্ন হলে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন-
تُرَابٌ مِّمَّا قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

৭১৬৩. সুন্দি (র.) প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন রাসূল হিসাবে প্রেরিত হলেন এবং নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ তাঁর রিসালাতের সংবাদ শুনল, তখন তাদের সন্তুষ্ট চারজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আগমন করল। প্রধান-উপপ্রধান মাসিরজাস (মাস্রজ্জ) ও মারীহায (মারিহ্জ) এদের মধ্যে ছিল। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতামত জানতে চাইল। তিনি বললেন, ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর সৃষ্টি রূহ এবং আল্লাহর কালিমা বা বাণী। তারা বলল : না, না, তা নয়, বরং তিনি আল্লাহ, আপন রাজত্ব হতে নেমে এসে তিনি হযরত মারয়ামের উদরে প্রবেশ করেছেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এসে তাঁর কুদরত, ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ড আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আপনি এমন কোন মানুষ দেখেছেন যাকে পিতা বিহনে সৃষ্টি করা হয়েছে? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন-

অন্ন মুক্তি অন্ন হলে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা কুন ফিকুন

৭১৬৪. ইকরামা (র.) প্রধান-উপপ্রধান নেতাকে উপলক্ষ করে। তারা দু'জনেই ছিল খৃষ্টান। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, নাজরানের খৃষ্টানরা তাদের একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট। তাদের মধ্যে প্রধান নেতা ও সহযোগী নেতা ছিল। তারা উভয়ই নাজরানবাসীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে তারা বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি আমাদের নেতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের নেতা কে? তারা বলল, ঈসা ইবন মারয়াম (আ.). আপনি তো তাঁকে আল্লাহর বান্দা বলে প্রচার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হাঁ, তিনি তো আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর কালিমা বা বাণী। হযরত মারয়ামের নিকট তা প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে রূহ। এতে তারা ক্ষিণ হয়ে বলল, আপনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে আমাদেরকে এমন একজন বান্দা দেখিয়ে দিন, যে মৃতকে জীবিত করতে পারে, যে জন্মান্ত্রকে করতে পারে আরোগ্য, যে মাটি হতে পাখির আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁ দিয়ে পাখি বানাতে পারে। তিনি তো আল্লাহ। তাদের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) নীরব থাকলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাইল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! যারা বলে, মারয়াম তনয় মসীহই আল্লাহ তারা তো কুফরী করেছে (৫৪:৭)। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাইল (আ.)-কে বললেন, তারা তো ঈসা (আ.)-এর সদৃশ বান্দা দেখানোর দাবী করেছে। জিবরাইল (আ.) বললেন, ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্তের সদৃশ হলো হযরত আদিম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ তা'আলা মাটি হতে সৃষ্টি করলেন, তারপর বললেন, হয়ে যাও, হয়ে গেল। তোরে তারা আবার আসলো, তিনি তাদেরকে..... অন্ন মুক্তি অন্ন হলে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

৭১৬৫. মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়ির (র.) আলোচ্য আয়াত পড়ে শোনালেন **إِنَّ مُثَلَّ عِيسَىٰ** **عِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔** **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** অর্থাৎ যদি তারা বলে যে, ঈসা (আ.) তো পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছেন, তবে বলা হবে যে, মহান আল্লাহর কুদুরতে আদম তো পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছেন। তারপর ঈসা (আ.) হ্যরত আদম (আ.)-এরই অনুরূপ রক্ত-গোশ্ত চুল-চামড়ার মানুষে পরিণত হয়েছেন। পিতৃবিহনে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টিতত্ত্ব তার চেয়ে বিশ্বকর নয়।

৭১৬৬. ইবন যায়দ (র.) **إِنَّ مُثَلَّ عِيسَىٰ عِنْ تُرَابٍ كَمَثَلُ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ**-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নাজরানের দুই অধিবাসী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে আগমন করে বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার কি জানা আছে যে, কেউ কি পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছে? যাতে হ্যরত ঈসা (আ.) অনুরূপ হতে পারেন? তারপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাখিল করলেন।

হ্যরত আদম (আ.)-এর কি পিতা মাতা ছিল? হ্যরত ঈসা (আ.) তাঁর মাতার উদরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু হ্যরত আদম (আ.) তো তাও নন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আদম শব্দটি মعرفে বা সুনির্দিষ্ট। গুলোর উক্ত আয়াতাংশ কিভাবে **صَلَّى** হিসাবে ব্যবহৃত হলো? জবাবে বলা যায় যে, আয়াতাংশ **أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ**-এর **صَلَّى** হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণিত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসাবে। অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি কেমন তা বর্ণনা করার জন্যে খল্ফে বলা হয়েছে।

প্রসংগে বলা যায় যে, সংবাদের সূচনা হয়েছিল হ্যরত আদমের (আ.) সৃষ্টি সম্পর্কে। তা এমন একটি ব্যাপার, যা সমাঞ্চ হয়ে গিয়েছে। তাঁর বর্ণনাও এভাবে দেয়া হয়েছে, যার সমাঞ্চ ঘটেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাঁকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। তারপর বললেন, 'হও' কারণ, প্রকৃতান্তরে তা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নবীয়ে পাক (সা.)-কে জানিয়ে দেয়া যে, তাঁর সূজন পদ্ধতি হলো কন বাণীর মাধ্যমে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, **فَيَكُونُ** (হবেই)। এ হিসাবে বাক্যটি নতুন একটি উদ্দেশ্য (মৰ্দা)-এর বিধেয় (ব্যবহার) এবং আদম (আ.) সম্পর্কিত সংবাদের সমাঞ্চ কর পর্যন্ত। ফলে বাক্যের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহর নিকট হ্যরত ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত হ্যরত আদম (আ.)-এর দৃষ্টান্তের ন্যায়, তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বলেছেন 'হও' এবং হে মুহাম্মদ (সা.)! জেনে নিন যে, মহান আল্লাহ যাকে 'হও' বলেন, তা হবেই।

كَمَثَلُ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা বোঝ যায় যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও সমগ্র জগতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা কোন উৎসমূল ব্যতিরেকে, পূর্ব

নমুনা ব্যতিরেকে এবং কোন উপাদান ব্যতিরেকে সরাসরি অতিত্বে এসে যায়, সেহেতু পৃথকভাবে তা বাক্যে উল্লেখ করা হয়নি। উল্লিখিত অর্থে **فَيَكُون** ভবিষ্যৎ কাল-বাচক ক্রিয়াটি অতীত কাল বাচক ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত (عَطْف) হয়েছে। কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদের মতে **فَيَكুন** শব্দটি বা উদ্দেশ্য হিসাবে এর অর্থ হও, তারপর হয়ে গেল। যেন বলা হল যে, তা তো হবেই।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ৬০)

৬০. এ সত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং, আপনি সংশয়বাদীদের অস্তর্ভুক্ত হবেন না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হে রাসূল (সা.)! আপনাকে আমি যে সংবাদ দিয়েছি ঈসা সম্পর্কে, ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত আদম (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হও'-এ সংবাদাদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য ও যথার্থসংবাদ। **فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** - কাজেই সংশয়বাদীদের অস্তর্ভুক্ত হবেন না।

শারা এমত পোষণ করেন :

৭১৬৭. হ্যরত কাতাদা (র.) আপনি বলেন, **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** মানে, হ্যরত ঈসা (আ.) হ্যরত আদমের (আ.) ন্যায় আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর বাণী ও নৃহ। এতে আপনি সন্দেহ করবেন না।

৭১৬৮. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি যা বর্ণনা করেছি যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহর বাণী ও নৃহ এবং তার হ্যরত আদম (আ.)-এর অনুরূপ। আল্লাহ হ্যরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বললেন, 'হও' তিনি হয়ে গেলেন।

৭১৬৯. মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়ির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** বলেন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সংবাদ এসেছে (আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অস্তর্ভুক্ত হবেন না।) অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে সুতরাং আপনি তাতে সন্দেহ পোষণ করবেন না।

শাকন মানে মম্তৰিন **فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ** (৭১৭০). ইবন যায়দ (র.) প্রসংগে বলেন, **فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**-সন্দেহ পোষণকারিগণ। আলমিরয়াতু (المرية) এবং আর রায়বু (الشক) শব্দ এর একই অর্থবোধক। যেমনটি বলা হয় এবং মুল্লা নাওলি, **أَعْطِنِي** এবং এ গুলো শান্তিক রূপ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন বটে কিন্তু অর্থের দিক হতে এক ও অভিন্ন (এগুলোর অর্থ আমাকে দাও)।

۶۱) فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَائَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৬১. তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এস আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ; এরপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লাভন্ত।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ -এর ব্যাখ্যা – হে মুহাম্মদ (সা.)! যে ব্যক্তি ইসা (আ.) সম্পর্কে আপনার সাথে তর্ক করে। "فِيهِ" শব্দে "مَا" সর্বনামটি হ্যরত ইসা (আ.) -এর আলোচনার প্রতি ইঙ্গিতবহু। তবে "مَا" দ্বারা "الْحَقُّ مِنْ رِبِّكَ" -এর প্রতি ও ইঙ্গিত হতে পারে। মানে ইসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এ বিষয়ে আপনার নিকট যা বর্ণনা করেছি, সে সম্পর্কে জ্ঞান আসবার পর আপনি তাদেরকে বলুন এসো, এসো, আমাদের ও তোমাদের সন্তানদেরকে ডাকি, আমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের স্ত্রীগণকে ডাকি, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ডাকি, তারপর আমরা মুবাহলা করি তথা অভিসম্পত্ত করি, বাহল (لَبْلَبْ) মানে লাভন্ত (لَعْنَةً) অভিসম্পত্ত করা। প্রবাদ আছে "مَآلَهُ بَهْلَهُ اللَّهُ" (কি ব্যাপার আল্লাহ ওকে অভিসম্পত্ত লাভন্ত করলেন কেন?) (وَمَا لَهُ عَلَيْهِ بَهْلَهُ اللَّهُ) (কি ব্যাপার ওর উপর আল্লাহর লাভন্ত ও অভিশাপ কেন?)

কবি লায়ীদ (র.) বলেছেন, نَظَرًا لِدُهْرِ الْيَهِمْ فَابْتَهِلْ -দুর্যোগ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে, তাই ধৰ্ম হয়েছে। অর্থাৎ তার ধৰ্ম কামনা করেছে।

আল্লাহ পাকের বাণী -فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ -এর ব্যাখ্যঃ এরপর ইসা (আ.) সম্পর্কে আমাদের ও তোমাদের মাঝে যারা মিথ্যাবাদী, তাদের উপর আল্লাহর লাভন্ত 'দেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭১৭১. কাতাদা (র.) কাতাদা (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যারা সে বিষয়ে তর্ক করে-এর অর্থ, যে ব্যক্তি ইসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর বাণী ও রহ এ বিষয়ে তর্ক করে তাদেরকে বলে দিন, এসো আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে লাভন্ত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।

৭১৭২. মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়ির (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, -مِنْ بَعْدِ -এর অর্থঃ আপনার নিকট ইসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর যদি কেউ তর্ক করে, তখন বলে দিন, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে.....

৭১৭৩. রবী' (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে আপনার সাথে ইসা (আ.) সম্পর্কে তর্ক করে এতদ্বিষয়ে আপনার নিকট জ্ঞান আসবার পর।

৭১৭৪. ইবন যায়দ (র.) (আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে পক্ষের উপর আল্লাহর লাভন্ত কামনা করি।

৭১৭৫. আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইবন জুয়া যুবায়দী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন, আহা! যদি আমার ও নাজরানের লোকদের মাঝে কোন অন্তরায় ও পর্দা থাকত, তবে খুব ভাল হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ওদের জন্য আচরণ ও তর্কে বিরক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মন্তব্য করেছিলেন।

إِنْ هَذَا كُلُّهُ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (৬২)

فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (৬৩)

৬২. নিচ্য এটি সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য ইলাহ নেই। নিচ্য আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৩. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিচ্য আল্লাহ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থঃ হে মুহাম্মদ (সা.)! ইসা (আ.) সম্পর্কে যে কথা আমি আপনাকে অবহিত করেছি যে, তিনি আমার বান্দা ও রাসূল, আমার বাণী, যা আমি মারযামের নিকট প্রেরণ করেছি এবং সে আমার সৃষ্টি রাহ, এসবই হচ্ছে সত্য বর্ণনা। আপনি জেনে রাখুন, আপনি যে সন্তার ইবাদত করছেন তিনি ব্যক্তিত সমগ্র সৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই।

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -এর অর্থ, যারা তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাঁর সাথে অন্য ইলাহ থাকার দাবী করে কিংবা তিনি ব্যক্তিত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাদের দড় ও শাস্তিদানে তিনি অপরাজেয়, পরাক্রমশালী। "الْحَكِيمُ" মানে তাঁর পরিকল্পনায় তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা স্থান নাভ করতে পারে না।

-فَإِنْ تَوَلُّوا -এর ব্যাখ্যাঃ

হ্যরত ইসা (আ.) সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত যে সত্য হিদায়াত ও বর্ণনা আপনার নিকট এসেছে, তা হতে যদি আপনার প্রতিপক্ষরা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তা গ্রহণ না করে

(فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) তবে আল্লাহু পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যারা তা
প্রতিপালকের অবাধ্য হয় এবং আল্লাহু পাক যা করতে নিয়েধ করেছেন, আল্লাহুর ঘর্মীনে তারা তা
অধিক বুক্ষিমান। তারা পরম্পর লা'ন্ত কামনার পক্ষে রাখ দিল। তাদের মধ্যে অপর একজন প্রজাশালী
এটিই হচ্ছে তাদের সৃষ্টি অশান্তি। আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, তিনি তাদের আমল
কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাদের কৃত কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করছেন ও
সংরক্ষিত হচ্ছে। অবশেষে ঐ কৃতকর্মের ফলই তিনি তাদেরকে দিবেন। এপর্যায়ে আমরা যা
করলাম, একদল তাফসীরকার অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭১৭৬. যুবায়র মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহু পাকের বাধন তাহে আমরা এখন কি ব্যব? আমরা যে প্রাচুর্যাত গরে এসেছি তে বলা, আগমানিক তোমরা এখন তাঁর নিকট যাবে এবং তিনি প্রস্তাবিত বিষয়টি তথ্য পরম্পর লা'ন্ত কামনা করার বিষয়টি তোমাদের নিকট পেশ করবেন, তখন তোমরা বলবে, নাউযুবিল্লাহ-আমরা আল্লাহুর পাকের আশয় প্রার্থনা এসেছেন, তা একটি সত্য ঘটনা।

৭১৭৭. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আগ্রহের নিকট অশ্রয় কামনা করছি। আশা করা যায়, এতে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। হ্যরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা সঠিক বর্ণনা।

୭୧୭୯. ହଯରତ ଇବନ୍ ଆସ୍‌ର ମାତ୍ରାକୁ ପରିଚାରିତ କରିବାକୁ କରିବାକାରୀ ହେଲେ, ଆଜିମୁସଲମାନେର ଯେ ଅଧିକାର ରଯେଛେ, ତା ତୋମାଦେର ଓ ହବେ। ମୁସଲମାନେର ପ୍ରତି ଯେ ଦାଯିତ୍ବ ତୋମାଦେର ଉପରେ ଓ ତା ‘ଆଲା ଇରଶାଦ କରେନ, ଈସା ସମ୍ପର୍କେ ଆମି ଯା ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛି ତାଇ ସତ୍ୟ ।’^{۱۷} *وَمَا مِنْ أَلْهَٰٰ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ* (ଆଜିମେ ଦାଯିତ୍ବ ଅପିର୍ତ ହବେ)। ଆଜ୍ଞାହ ତା ‘ଆଲାର ବିଧାନ ମୁତାବିକ। ଆର ଯଦି ତୋମରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ ଅସ୍ଥିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ମା’ ବ୍ୟଦ ନେଇ ।

যখন আল্লাহু পাক রাসূল করীম (সা.) ও নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদের মধ্যে ন্যায় বিচারিতে ফায়সালা করে দিলেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যদি মহান আল্লাহর একত্ব অবিশ্বাস করে ও তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি না থাকার কথা অঙ্গীকার করে এবং ইস্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথা মেনে নিতে অবাধ্য হয়, বাগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে রাখী হয়, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেন ওদের পরম্পর লা'ন্ত কামনার দিকে আহবান করেন, তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর এ আদেশ পালন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাদেরকে পরম্পর লা'ন্ত করার প্রতি আহবান করলেন তখন তারা পিছ টান দিল এবং পরম্পর লা'ন্ত করা থেকে বিরুদ্ধ।

۷۱۸۰. হযরত আমির (রা.) হতে বর্ণিত, فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، আয় দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাদের সাথে অর্থাৎ নাজরানবাসীদের সাথে পরম্পর লা'নত কামনা বিনির্দেশ দেয়া হলো। তারপর তার পরম্পর লা'নত করতে প্রতিশ্রূতি দিল। পরবর্তী দিনটি এর তারিখ

তাৰা নিখনিত হলো। তাৰা তাদেৱ নেতা ও উপনেতার সাথে পৱামৰ্শের জন্যে গেল। এ দু'জন তাদেৱ মধ্যে অধিক বৃদ্ধিমাল। তাৰা পৱস্পৰ লা'ন্ত কামনাৰ পক্ষে রায় দিল। তাদেৱ মধ্যে অপৰ একজন প্ৰজাশণী ব্যক্তিৰ নিকট তাৰা গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৱে সাথে শেষ কথা যা হয়েছে, তা তাকে জানাল। সে তাদেৱকে বলল, তোমৰা এ কি কৱলে? এবং তাদেৱকে ধিক্কার দিল। এব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সা.) পৰিত ই যদি নবী হয়ে থাকেন এবং তোমাদেৱকে বদ দু'আ দেন, তোমাদেৱ মুকাবিলায় আল্লাহু পাক কৰনো তাঁকে অসন্তুষ্ট কৱবেন না। আৱ যদি উনি কোন রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন, তাৱপৰ তোমাদেৱ

বিলুপ্ত বিজয় নাম করেন, তাহলে চিরাদনের জন্য তোমাদের নাম-নশান মুছে দিবেন। তারা বলল, তাহলে আমরা এখন কি করব? আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। সে বলল, “আগামীকাল তোমরা

তখন তার নিকট যাবে এবং তখন প্রতিষ্ঠান বিদ্যুরাচ উদ্বাধন করা হবে বলবৎ ব্যক্তিরা প্রবরাচ তোমাদের নিকট পেশ করবেন, তখন তোমরা বলবৎ, নাউয়বিল্লাহু-আমরা আল্লাহর পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তিনি প্রসন্ন তোমাদেরকে আহবান করেন, তখন তোমরা আবার বলবৎ নাউয়বিল্লাহু আমরা

আশ্চর্য নিকট অগ্রয় কামনা করছি। আশা করা যায়, এতে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।
প্রদিন প্রভুবে হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা.) হ্যরত হাসান (রা.)-কে কোলে নিয়ে হ্যরত হসায়ন (রা.)-এর

ହାତ ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଉପାର୍ଥିତ ହୁଲେନ, ହସରତ ଫାତମା (ରା) ତାଦେର ପିଛନେ ଆସଲେନ। ହସରତ ରାସୁଗୁଳ୍ଲାହୁ (ସା.) ତାଦେରକେ ଗତଦିନେର ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତି ତଥା ପରମ୍ପରାର ଲା'ନତ କାମନାର ପ୍ରତି ଆହବାନ କରଲେନ। ଉତ୍ତରେ ତାର ବଲଳ, ନାଟ୍ୟବିଲ୍ଲାହୁ ଆମରା ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ଆଶ୍ରଯ ଚାଇ । ତିନି ତାଦେରକେ ଆବାର ଆହବାନ ଜାନାଲେନ, ତାରା ବଲଳ, ଆମରା ଅସଂଖ୍ୟବାର ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଛି । ହସରତ ରାସୁଗୁଳ୍ଲାହୁ (ସା.) ବଲଲେନ, ଏହି ପରମାନନ୍ଦର ଲା'ନାଟ ଦେଇବ କଣ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷତା କର କରି ଈମଲାମ ପରମାନନ୍ଦର ଏମନ୍ତବରଷ୍ୟ ମୁଦ୍ରା

মুসলমানের যে অধিকার রয়েছে, তা তোমাদের ও হবে। মুসলমানের প্রতি যে দায়িত্ব তোমাদের উপরও সে দায়িত্ব অপর্যাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার বিধান মুতাবিক। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকৃতি জ্ঞানও, তাহলে অধিনতা স্বীকার করতে জিয়ইয়াহ কর (নিরাপত্তা কর) আদায় কর। যেমন আল্লাহ

তা'আলার নির্দেশ। তারা বলল, আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই কথা বলতে পারি। আর কারোও ব্যাপারে নয়। যদি তোমরা তাও প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি তোমাদের সাথে সমভাবে লড়াই করবো। মহান
আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক। তারা বলল, আরবদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, বরং আমরা
জিয়ইয়াহ করেই আদায় করতে বাধা থাকব।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বছরে দু'হাজার জোড়া কাপড় তাদের উপর কর ধার্য করলেন। এক হাজার পরিশোধ করতে হবে রজব মাসে, আর একহাজার সফর মাসে। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, যদি তারা পরম্পরে লা'ন্ত দিতে রাখী হতো, তা হলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা, আমার নিকট নজরানবাসীদের ধ্বংসের সংবাদ এসে ছিল। অভিশাপ দানে বৃক্ষের পক্ষীকূল এমনকি পাখীগুলো গাছের ডালে বসে থাকত....।

হয়েত জারীর (র) বলেছেন, আমি মুগীরা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, নাজরানীদের এ হাদীছে অনেক বর্ণনাকারী তো এঁদের সার্থে হয়েত আলী (রা.) ও ছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন, তখন মুগীরা

(فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ الْمُفْسِدُونَ) তবে আল্লাহ্ পাক অশাস্তি সৃষ্টিকারীদের সংধনে সম্যক অবগত। যারা তা নির্ধারিত হলো। তারা তাদের নেতা ও উপনেতার সাথে পরামর্শের জন্যে গেল। এ দু'জন তাদের মধ্যে প্রতিপালকের অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ্ পাক যা করতে নিয়ে করেছেন, আল্লাহ্ যমীনে তারা তা অধিক বুদ্ধিমান। তারা পরম্পর লা'নত কামনার পক্ষে রায় দিল। তাদের মধ্যে অপর একজন প্রজাশলী কুর্তির নিকট তারা গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে শেখ কথা যা হয়েছে, তা তাকে জানাল। এটিই হচ্ছে তাদের সৃষ্টি অশাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাদের আমল কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাদের কৃত কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন ও সংরক্ষিত হচ্ছে। অবশেষে ঐ কৃতকর্মের ফলই তিনি তাদেরকে দিবেন। এপর্যায়ে আমরা যা বললাম, একদল তাফসীরকার অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭১৭৬. যুবায়র মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাখ্যন তাঁর নিকট যাবে এবং তিনি প্রস্তাবিত বিষয়টি তথা পরম্পর লা'নত কামনা করার বিষয়টি তোমাদের নিকট পেশ করবেন, তখন তোমরা বলবে, নাউয়ুবিল্লাহ্-আমরা আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তিনি পুনরায় তোমাদেরকে আহবান করেন, তখন তোমরা আবার বলবে নাউয়ুবিল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্ নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আশা করা যায়, এতে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

৭১৭৭. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - إِنَّ هَذَا لِهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সংবাদ আপনি নি এসেছেন, তা একটি সত্য ঘটনা।

৭১৭৮. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - إِنَّ هَذَا لِهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তা একটি সত্য ঘটনা। তিনি হযরত মারওয়াম (আ.) সম্পরিত পক্ষ হতে রাহ। আল্লাহ্ বান্দা ও রাসূল হবার এ সীমারেখা (আ.) নিজেও অভিক্রম করতে পারবেন না।

৭১৭৯. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) - إِنَّ هَذَا لِهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা মুসলমানের যে অধিকার রয়েছে, তা তোমাদের ও হবে। মুসলমানের প্রতি যে দায়িত্ব তোমাদের উপরও সে দায়িত্ব অপর্যাপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মুতাবিক। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞান ও, তাহলে অধীনতা স্বীকার করতে জিয়ইয়াহ্ কর (নিরাপত্তা কর) আদায় কর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তারা বলল, আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই কথা বলতে পারি। আর কারোও ব্যাপারে নয়। যদি তোমরা তাও প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি তোমাদের সাথে সমতাবে লড়াই করবো। মহান আল্লাহ্ নির্দেশ মুতাবিক। তারা বলল, আরবদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, বরং আমরা জিয়ইয়াহ্ করাই আদায় করতে বাধ্য থাকব।

যখন আল্লাহ্ পাক রাসূল কর্মী (সা.) ও নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদের মধ্যে ন্যায় বিচার ভিত্তিতে ফায়সালা করে দিলেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যদি মহান আল্লাহ্ একত্ব অবিশ্বাস করে ও তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি না থাকার কথা অস্বীকার করে এবং ঈসা আল্লাহ্ বালুরাসূল এ কথা মেনে নিতে অবাধ্য হয়, ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক ব্যূতীত অন্য কিছু মেনে নিতে রায় হয়, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেন ওদের পরম্পর লা'নত কামনার দিকে আহবান করেন, তার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্ এ আদেশ পালন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাদেরকে পরম্পর লা'নত করার প্রতি আহবান করলেন তখন তারা পিছ টান দিল এবং পরম্পর লা'নত করা থেকে কি রাইল।

৭১৮০. হযরত আমির (রা.) হতে বর্ণিত, فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আমির দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাদের সাথে অর্থাৎ নাজরানবাসীদের সাথে পরম্পর লা'নত কামনা করে দেয়। তারপর তারা পরম্পর লা'নত করতে প্রতিশ্রুতি দিল। পরবর্তী দিনটি এর তা

হযরত জায়ির (র) বলেছেন, আমি মুগীরা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, নাজরানবাসীদের এ হাদীছে অনেক বর্ণনাকারী তো এঁদের সার্থে হযরত আলী (রা.) ও ছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন, তখন মুগীরা

(রা.) বললেন, ইমাম শাবী (র.) হ্যরত আলী (রা.) -এর নাম উল্লেখ করেননি। হ্যরত আলী (রা.) সম্পর্কে উমাইয়াদের অসন্তোষের কারণে তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করেননি কিংবা প্রকৃতই হাদীছে হ্যরত আলী(রা.)-এর উল্লেখ ছিলনা। তা আমি বলতে পারব না।

৭১৮১. مُهَمَّاً دَلِيلٌ إِنْ هُذَا لَهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (র.) (নিচয়ই তা সত্য বৃত্তান্ত, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মান্দ নেই। নিচয় আল্লাহ পাক পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিচয় আল্লাহ ফাসাদকরীদের স্থানে সম্যক অবহিত।) (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! যে কথায় আমরা এবং তোমরা একমত, সে কথার দিকে এসো, যেন আমরা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা ফিরে যায়। তবে তোমরা বলে দাও, (হে কাফিররা!) তোমরা সাক্ষী থাক, যে আমরা মুসলিম আমরা আল্লাহ পাকের নিকট পূর্ণ আত্মসম্পর্ণকারী। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে এ ন্যায় বাণীর প্রতি আহবান করেছেন এবং তাদের অভিযোগ উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। যখন হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ সম্পর্কে সংবাদ এল এবং তারা পরস্পরে লা'নত দেয়া অস্বীকার করলে পর তাদের কি নির্দেশ দেয়া হবে তা ও এসে গেল, তখন তিনি তাদেরকে পরস্পরে লা'নত দেয়ার প্রতি আহবান করলেন। জবাবে তারা বলল, হে আবুল কাসেম! (নবীজী সা.) আমাদেরকে সময় দিন। আমরা একটু ভেবে দেখি, তারপর এসে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের মতামত জানাব। তারা ফিরে গেল। আকিব (উপ-প্রধান নেতার) সাথে বৈঠক করল। সে ছিল তাদের মধ্যে দূরদৃশী। তারা তার মতামত চাইল। সে বলল, আল্লাহ কছম হে খৃষ্টান সম্প্রদায়! তোমরা তো জান যে, হ্যরত মাহামাদ (সা.) সত্যিকার প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নবী সম্পর্কে তিনি যথাযথ সংবাদই দিয়েছেন, তোমরা তো জান যে, যে, সম্প্রদায়ই কোন নবীর সাথে পরস্পরে লা'নত দেয়ার কাজ করেছে, সে সম্প্রদায়ের বয়ক কেউ জীবিত থাকেনি এবং কোন শিশু আর জন্মেনি। তোমরা যদি তাঁর সাথে পরস্পরে লা'নত দেও, তবে তা তোমাদের সম্মূলে ধ্বংসের জন্মেই। যদি ইসা (আ.) সম্পর্কে তোমাদের বর্তমান মতামতের উপর থাকতে চাও, তাহলে সে লোকটি হতে বিদ্যায় নিয়ে আপন দেশে চলে যাও পরে তাঁর কোন লোক গিয়ে তোমাদেরকে তাঁর মতামত জানাবে।

তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে বলল, হে আবুল কাসেম (সা.)! আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা আপনার সাথে পরস্পরে লা'নত দেয়ার কাজ করব না, আপনার ধর্ম নিয়ে আপনাকে থাকতে দিব। আমরা আপনাদের দীনে থাকব। তবে আপনার পসন্দমত একজন সাহায্যকারী প্রেরণ করুন। যিনি আমাদের জিয়ইয়াহ কর সম্পর্কিত মতানৈক্য দূর করত। ফয়সালা করে দিবেন। আমরা আপনাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট।

৭১৮২. يَعْلَمُ نَدْعَى أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنِّي - এর তিনি বলেছেন এতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষে দিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং, হ্যরত আলী (রা.) হ্যরত ফাতিমা(রা.) হ্যরত হাসান ও হসায়ন (রা.).

৭১৮৩. سُونِي (র.)-এর ব্যাখ্যায় : বলেন, নবী করীম (সা.) ইমাম হাসান, হসায়ন ও ফাতিমা (রা.)-এর হাত ধরলেন এবং হ্যরত আলী (রা.)-কে তাঁদের অনুসরণ করতে বললেন, ফলে তিনি ও তাঁদের সাথে বের হলেন, সেদিন খৃষ্টানগণ কিন্তু বের হয়নি। তারা বলেছিল, আমরা আশংকা করছি যে ইনি প্রকৃতই আল্লাহর নবী হতে পারেন। নবীর দু'আ কিন্তু অন্যের দু'আর ন্যায় নয়। তারপর তারা সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সরে থাকল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি তারা বেরিয়ে আসত, তবে সবাই জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যেত। অবশেষে তারা একটি নির্দিষ্ট অংশের উপর চুক্তি সম্পাদন করল যে, বছরে আশি হায়ার দিরহাম পরিশোধ করবে। দিরহাম দিতে অপারগ হলে তার পরিবর্তে মালামাল দেয়া যাবে। একজোড়া পোশাক চপ্পল দিরহাম। চুক্তিতে এও ছিল যে, প্রতি বছর তারা তেত্রিশটি যুদ্ধবর্ষ, তেত্রিশটি উট ও চোত্রিশটি যুদ্ধক্ষম ঘোড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পরিশোধ করবে। এগুলো পরিশোধ না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) যিমাদার থাকবেন।

৭১৮৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নাজরান প্রতিনিধিদলের একটি দলকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরস্পরের প্রতি লা'নত করার জন্য ডেকেছিলেন। তারা হ্যরত ইসা (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তর্কে লিঙ্গ হয়েছিল। তারা মহানবী(সা.)-এর আহবানে সাড়া দিতে মোটেই সাহস পেল না। আমরা আলোচনা শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, নাজরান অধিবাসীদের মাথার উপর আয়াব ও আল্লাহর শাস্তি বুলেছিল, যদি তারা পরস্পরে লা'নত দিত। তবে তারা সম্মূলে ধ্বংস হয়ে যেত।

৭১৮৫. كَاتَادَا (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فَلِتَعْلَمْ عَلَيْهِ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنِّي - এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নাজরান অধিবাসীদের মুকাবিলার জন্যে তাদের সাথে পরস্পরে লা'নত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতের বেলায় বের হয়ে গিয়েছিলেন। তারা যখন দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বেরিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তখন তারা ভয় পেয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে গেল। মা'মার বলেন, কাতাদা (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নাজরান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বের হবার ইচ্ছা করলেন, তখন হ্যরত হাসান ও হসায়ন (রা.)-এর হাত ধরলেন এবং হ্যরত ফাতিমা (রা.)-কে বললেন, তুমি আমাদের পিছু পিছু এসো আল্লাহর শক্তরা এ অবস্থা দেখে সবাই কেটে পড়ল।

৭১৮৬. ইবন আবাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) যাদের বিরুদ্ধে পরস্পরে লা'নত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তারা যদি তা করত, তাহলে ঘরে গিয়ে দেখত যে, তাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

৭১৮৭. ইবন আবাস (রা.) হতে অপর সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৭১৮৮. ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সে সন্তার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি ওরা আমার সাথে পরস্পরে লা'নত করত, তাহলে এক বছর শেষ না হতেই আল্লাহ তা'আলা সব মিথুককে ধ্বংস করে দিতেন, ওদের আশে-পাশে আর কেউ থাকত না।

৭১৮৯. ইবন যায়দ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, আপনি তো বলেছেন, (আমাদের ছেলে সন্তান এবং তোমাদের ছেলে সন্তান নিয়ে এসো) সে হিসাবে খৃষ্টান সম্প্রদায় যদি আপনার সাথে পরম্পর লা'ন্ত করত, তাহলে আপনি কাকে নিয়ে যেতেন। উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হাসান ও হসায়ন (রা.)-কে নিয়ে যেতাম।

৭১৯০. আলবা ইবন আহমার আল-ইয়াশকারী (র.) বলেন, **فَقُلْ تَعَالَى نَدْعُ أَبْنَائَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ** আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আগী (রা.) ফাতিমা (রা.), ও হাসান-হসায়ন (রা.)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন। অপরদিকে ইয়াহুদীদেরকে তাঁর সাথে পরম্পর লা'ন্ত-এর আহবান জানালেন। আপন জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহুদীদের কিছু যুবক তখন বলেছিল। অতীত ইতিহাস কি তোমাদের শরণ নেই? তোমাদের ভাই-বেরাদারগণ যে বানর ও শূকরে ঝুপান্তরিত হয়েছিল? তোমরা পরম্পর লা'ন্তে অংশ গ্রহণ কর না, এরপর ইয়াহুদীরা তা থেকে বিরত থাকল।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(٦٤) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَى إِلَيْكُمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ فِيهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوْلُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِإِيمَانِ
مُسْلِمِيْنَ ۝

৬৪. তুমি বল, হে আহলে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, আমরা মুসলিম।

এর ব্যাখ্যা :

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আপনি আহলে কিতাবীকে তথা তাওরাত ও ইনজীলপঞ্চাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা এসে এমন একটি কথার প্রতি, যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সমান, তথা উভয় পক্ষের দৃষ্টিতে ন্যায় ভিত্তিক। সেই ন্যায় ভিত্তিক কথা হলো, আমরা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় জানি, তাই তাঁকে ব্যতীত আমরা অন্য কারো ইবাদত করি না, তিনি ব্যতীত অন্য সকল মা'বুদ থেকে আমরা পবিত্র। তাই আমরা তাঁর সাথে শিরীক করি না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : (وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا أَرْبَابًا) আমাদের একে অন্যকে প্রতিপালকরূপে যেন গ্রহণ না করে) - এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর নাফরমানীমূলক নির্দেশ পালনে আমরা একে অন্যের আনুগত্য করব না এবং আপন প্রতিপালককে যেরূপ সিজদা করি, সেরূপ সিজদা যোগে একে অন্যকে শুদ্ধ দেখাব না।

মহান আল্লাহর বাণী : (فَإِنْ تُولِّيْنَ تَوْلِيْتُ) (যদি তারা ফিরে যায়)-এর ব্যাখ্যা : আমি যেভাবে আহবান করতে নির্দেশ দিয়েছি, সেভাবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক কথার প্রতি আপনি তাদেরকে আহবান জানানোর পর তারা যদি আপনার আহবান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, উক্ত আহবানে সাড়া না দেয়।

মহান আল্লাহর বাণী : (فَقُولُوا) (তোমরা বল) হে মু'মিনগণ! তোমরা সত্য বিমুখ লোকদেরকে বলে দাও : أَشْهُدُوْا بِإِيمَانِ مُسْلِمِيْنَ

এ আয়াত কাদের উপলক্ষে নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত বনী ইসরাইলের সে সকল ইয়াহুদীদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শহুর মদীনা শরীফের আশে-পাশে বসবাস করত।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭১৯১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার ইয়াহুদীদেরকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক কথার প্রতি আহবান করেছিলেন। তারা হ্যরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তর্কে লিঙ্গ হয়েছিল।

৭১৯২. রবী' (র.) বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার ইয়াহুদীদেরকে ন্যায়ভিত্তিক কথার প্রতি আহবান করেছিলেন।

৭১৯৩. ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, নবী করীম (সা.) মদীনার ইয়াহুদীদেরকে যে কথার প্রতি আহবান করেছিলেন, তারা তা গ্রহণে অঙ্গীকার করে। তারপর তিনি তাদের বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণীর দিকে আহবান জানালেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭১৯৪. মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَى إِلَيْكُمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ فِيهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ**..... এর ব্যাখ্যা : মদীনার নাজরানের প্রতিনিধি দলকে ন্যায়ভিত্তিক কথার প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং তাদের অভিযোগ উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

৭১৯৫. সুন্দি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে (নাজরান অধিবাসীদেরকে) আহবান করেন এবং আলোচ্য আয়াত পড়ে শুনান।

৭১৯৬. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলার বাণী **إِنَّمَا لِلَّهِ الْحَصْنُ** হ্যরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। নাজরান অধিবাসীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বললেন, তাদেরকে অধিকতর সহজ বিষয়ের

যাহুদীর মতে দিন এবং রাত সমস্ত ক্ষণেই আল্লাহর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহু পাকের বাণী।-এর ব্যাখ্যায় আমরা তাওরাত কিতাবের অনুযায়ী ইয়াহুদী ও ইনজীল কিতাবের অনুসারী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথা এজন্যে উল্লেখ করেছি যে, এর দ্বারা আল্লাহু তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের কোনটিকে উদ্দেশ্য করেছেন, তা নির্দিষ্ট নেই, অতএব এর দ্বারা ইনজীলের অনুসারী খৃষ্টানদের অথবা তাওরাতের অনুসারী ইয়াহুদীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কোন দলীল নেই। সুতরাং **পুর্বের কৃতাব্ধি** দ্বারা উভয় সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তদুপরি এক আল্লাহু পাকের ইবাদত করা, একনিষ্ঠতাবে তাঁর একত্ববাদ মেনে নেয়া প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। **আলকৃতি** শব্দটি তাওরাত ও ইনজীল গ্রন্তের অনুসারী উভয় সম্প্রদায়ের জন্যে প্রযোজ্য।

- کلمہ سواء، شدٹی کلمہ سواء، مانے نے نیای کथا، اسے کلمہ مانے نے اسے کلمہ کہا۔ اسے کلمہ کہا۔

যারা এমত পোষণ করেন :

۷۱۹۷. **كَاتَدَا** (ر.) থেকে বর্ণিত, **يَأْهُلُ الْكِتَبِ تَعَالَى إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** আয়াতে এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের উত্তিতে যে কথাটি সুপ্রতিষ্ঠিত তা হলো - আমরা এক অল্লাহ ব্যক্তিত কারো ইবাদত করব না।

۹۱۹۸. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ أَلَا اللَّهُ أَعْبُدُ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ

তাফসীরকারদের অপর এক দল বলেন, আয়াতে উল্লিখিত **كلمة سوا**، তথা সমান সমান কথা মানে **الْأَخْرَى** বল।

ଯୀର୍ବା ଏମତ ପୋଷଣ କରେନ ॥

৭১৯৯. আবুল আলিয়া (র.) বলেছেন (সমান সমান কথা) - **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ** (কلمة سواه) আল্লাহ তা'আলার বাণী শব্দটি অন্ত হিসাবে মাজরুর-এর ক্ষেত্রে অবস্থিত।

ଶଦେର ଅର୍ଥসମୂହ ସମ୍ପକେ ଆଲୋଚନା କରେଛି ଏବଂ ସେଗୁଳୋର ମଧ୍ୟେ ବିଶୁଦ୍ଧତମ ଅର୍ଥଟିର ବ୍ୟାପରେ ଓ ଆଲୋଚନା କରେଛି, ଏକଣେ ତାର ପନାରାବତ୍ତି ନିଷ୍ପଯୋଜନ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী (وَلَا يَخْدُعَ بَعْضُهُ بَعْضًا أَرِبَابًا) আমাদের একে অন্যকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে) - এর ব্যাখ্যা : আয়াতে উল্লিখিত প্রতিপালক মেনে নেয়ার তৎপর্য হচ্ছে- নেতাদের কথা মেনে চলা, আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা।

۷۲۰۰. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, **أَيُّهُمْ أَنْجَاهُ** আয়াতের
ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, আল্লাহর নাফরমানীতে আমরা যেন একে অন্যের আনুগত্য না করি। আয়াতে
উল্লিখিত রবু বানানো মানে ইবাদতে নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের নেতা ও দলপতিদের আনুগত্য
করা যদিও বা তাদের জন্যে নামায পড়ে না।

তাফসীরকারদের অপরদল বলেন আয়াতে উল্লিখিত রঞ্জ (পৰ) গ্রহণ মানে একে অন্যকে সিজদা করা।

ଯାରା ଏମତେର ପ୍ରସ୍ତର ତାଦେର ଆଲୋଚନା :

৭২০১. ইকরামা (রা.)^{وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} প্রসংগে বলেন, একে অন্যকে সিজদা না করা।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, (যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তবে তোমরা বল যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম) প্রসংগে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যাদেরকে আপনি সঠিক ও সর্বসম্মত বিষয়ের প্রতি আহবান করছেন, তারা যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কুফরী করে, তবে হে মু'মিনগণ তোমরা ওদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আল্লাহর একত্ববাদ, নির্মল তাবে তাঁর ইবাদত করা এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই ইত্যাদি যে সকল বিষয় হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, আমরা সেগুলোতে আত্মসমর্পণকারী, আমরা সেগুলোতে আনুগত্যশীল। অর্থাৎ এ সকল বিষয়ে আমরা আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবন্ত, এ গুলোর ব্যাপারে আমাদের অস্তর ও মুখের স্বীকৃতি সহকারে আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। ইতিপূর্বে আমরা দলীল সহকারে ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা করেছি। এক্ষণে তার পুনরাবত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(٦٥) يَاهُلُ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجِجُونَ فِيْ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৬৫. হে কিতাবিগণ! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর ; অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল ? তোমরা কি বুঝ না ?

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **بِيَاهِلْ الْكِتَابِ** এর অর্থ হে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারিগণ! কেন তোমরা **لِمَ حَاجُونَ** ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে তর্ক কর এবং আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বাকবিতভূ কর?

তাদের তর্কের বিষয় ছিল এই যে, উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই দাবী করত, ইবরাহীম (আ.) তাদের নিজ দলের ছিলেন এবং তাদেরই ধর্ম পালন করতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীর সমালোচনা করলেন, দাবীর অসারতায় প্রমাণ উপস্থাপন করে বললেন, কী তাবে তোমরা দাবী করতে পার যে, তিনি তোমাদের দলভুক্ত ছিলেন ? তোমাদের ধর্ম তো ইয়াহুদীবাদ কিংবা খৃষ্টবাদ। তোমাদের মধ্যে যারা ইয়াহুদী তাদের বিশ্বাস যে, তাঁর ধর্ম তাওরাত প্রতিষ্ঠা করা এবং তাওরাতে যা আছে তা আমল করা পক্ষান্তরে খৃষ্টান লোকের বিশ্বাস যে, তাঁর ধর্ম হচ্ছে ইন্জীল প্রতিষ্ঠা করা এবং তদন্তিত বিধি-বিধান পালন করা, আর এ দু'টো কিভাব তো হ্যরত ইবরাহীম (আ.)—এর ইন্তিকালের বহু পূরেই নায়িল হয়েছে সুতরাং তিনি কিভাবে তোমাদের ধর্মভুক্ত হতে পারেন ? তাঁকে নিয়ে তোমাদের পরম্পর তর্ক জুড়ে দেয়া এবং তাঁকে নিজেদের লোক বলে দাবী করার কি ইবা যুক্তি আছে ? অথচ তাঁর ব্যাপারটা তো তোমাদের জানা আছে।

তাফসীরকারগণের অপর দল বলেন, ইবরাহীম (আ.)-কে নিয়ে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিবাদ-বিসংবাদ ও প্রত্যেক পক্ষ তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত দাবী করার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নায়িল হয়।

যারা এ মতের অনুসারী তাদের আলোচনা :

৭২০২. ইবন আবাস (রা.) বলেন, নাজরানের খৃষ্টানগণ এবং ইয়াহুদীদের একদল পভিত রাস্তাল্লাহ (সা.)—এর দরবারে একত্রিত হয়ে তাঁর সম্মুখ পরম্পর তর্ক জুড়ে দিল। ইয়াহুদী পভিতগণ বলল, ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদী ছিলেন। খৃষ্টানগণ বলল, ইবরাহীম (আ.) খৃষ্টান ছাড়া অন্য কিছুই ছিলেন না। অনন্তর তাদের এ ঝগড়া-ঝাটির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নায়িল করলেন **يَأْمُلُ الْكِتَابَ لَمْ تُحَاجُّنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلَتِ التُّورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** (হে কিভাবিগণ ! ইবরাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর অথচ তাওরাত ও ইন্জীল তো তার পরেই অবর্তীর্ণ হয়েছে ? তোমরা কি বুঝ না ?)। খৃষ্টানরা বলেছিল, তিনি খৃষ্টান ছিলেন, ইয়াহুদীরা বলেছিল, তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন যে, তাওরাত ও ইন্জীল তাঁর পরেই নায়িল হয়েছে সুতরাং ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টধর্মের জন্ম তাঁর ইন্তিকালের পরে, তিনি কিভাবে ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান ধর্মালঘী হতে পারেন ?

৭২০৩. কাতাদা (র.) **يَأْمُلُ الْكِتَابَ لَمْ تُحَاجُّنَ فِي إِبْرَاهِيمَ** আয়াতাংশ প্রসংগে বলেন, হে কিভাবিগণ ! তোমরা ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে ঝগড়া কর কেন ? কেনইবা তোমরা দাবী কর যে, তিনি ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন ? তাওরাত ও ইন্জীল তো তাঁর ইন্তিকালের পরেই নায়িল হয়েছে। ফলে ইয়াহুদী ধর্মের জন্মই তাওরাতের পরে এবং খৃষ্টান ধর্মের জন্ম ইন্জীলের পরে। কেন তোমরা বুঝ না ?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইয়াহুদীরা যখন দাবী করল যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) তাদের দলভুক্ত ছিলেন, তখন আলোচ্য আয়াত নায়িল হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২০৪. কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) মদীনা শরীফের ইয়াহুদীদেরকে **كَلْمَةٌ سَوَاءٌ (ন্যায় বাণী)**—এর দিকে আহবান করলেন। তারা হ্যরত ইবরাহীম(আ.) সম্পর্কে তর্কে লিঙ্গ হয়েছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি ইয়াহুদী হয়েই ইন্তিকাল করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন এবং হ্যরত ইবরাহীম(আ.)—এর সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَأْمُلُ الْكِتَابَ لَمْ تُحَاجُّنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلَتِ التُّورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৭২০৫. রবী' (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত।

৭২০৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যা : মুজাহিদ বলেন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ দাবী করেছিল যে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরই দলভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)—এর সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করলেন এবং দীন-ই-হানীফ—এর অনুসারী মু'মিনদেরকে তাঁর সাথে সম্পর্কিত ও সংযুক্ত করে দিলেন।

৭২০৭. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

আল্লাহ তা'আলার বাণী (**أَفَلَا تَعْقِلُونَ**) তোমরা কি বুঝ না ? তোমরা কি তোমাদের বক্তব্যের ভাস্তি উপলক্ষি করতে পার না ? তোমরা বলে থাক, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন। অথচ, তোমাদের তো জানা আছে যে, তাঁর ইন্তিকালের বহু পরেই ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের উৎপত্তি।

(٦٦) هَانُتُمْ هَوْلَاءِ حَاجَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৬৬. দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরা তো সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ : তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা এমন বিষয়ে তর্ক করেছ, যা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে পেয়েছে এবং তোমাদের নবীগণ যে সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবর দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তোমাদেরকে ব্যবর দেয়া হয়েছে, যার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত।

হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে যে বিষয়ে তোমাদের ধারণা নেই, মহান আল্লাহর দেয়া কিভাবেও পাওনি, নবীগণও কোন ব্যবর দেন নি, এসব বিষয়ে কেন তর্ক করছ, বা বিবাদ করছ ?

৭২০৮. সুন্দী (র.) হাঁত্ম হোলাে হাজার্জিম কুম বৈ উল ফেল তুহাজুন ফিমা লিস লকুম বৈ উল^১ (দেখ যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, সে বিষয়ে তোমরা তো তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ?)—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের জ্ঞান আছে, যদি তাদের উপর হারাম করা হয়েছে এবং যে বিষয়ে তাদের আদেশ করা হয়েছে। আর যে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই তা হচ্ছে হ্যরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত তথ্য।

৭২০৯. কাতাদা (র.)^১ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন 'তোমরা তর্ক করছ যে সংস্কে তোমাদের জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যা তোমরা দেখেছ এবং যথায় তোমর উপস্থিত ছিলে। আর তিনি এর ফল স্বাধীন নিয়ে লিখেছেন 'তোমরা কেন তর্ক করছ সে বিষয়ে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই,' অর্থাৎ যা তোমরা দেখনি, তোমরা প্রত্যক্ষ করনি এব যথায় তোমরা উপস্থিত ছিলেন। 'এবং আগ্নাহী জানেন তোমরা জ্ঞান না।'

৭২১০. হ্যৱত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (আল্লাহই জানেন তোমরা জান না)-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হযরত ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কিত ব্যাপার ও অন্যান্য অদৃশ্য ব্যাপারগুলো যেগুলো নিয়ে তোমরা তর্ক। বিতর্ক কর অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করনি, তোমরা তা দেখনি এবং মহান আল্লাহর রাসূল (সা.)-ও সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেননি। সে সকল অদৃশ্য বিষয় আল্লাহই জানেন। কারণ, মহান আল্লাহর নিকট কোন কিছুই অদৃশ্য নেই, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছুই মহান আল্লাহর অগোচরে নয়।

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
তোমরা জানো না, অর্থাৎ তোমরা নিজেরা উপস্থিত না থাকলে কিংবা না দেখলে
কিংবা শ্রবণ ও সংবাদপ্রাপ্ত না হলে তোমরা সেগুলোর কিছই জানতে পাও না।

(٦٧) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلِكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৬৭. ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না খ্রিস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহ আলায়হি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইয়াতুন্নী ৫
খৃষ্টানদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। তারা হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ধর্ম নিয়ে বিতর্কে লিখ
হয়েছিল এবং যারা দাবী করেছিল যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াতুন্নী অথবা খৃষ্টান। আল্লাহ তা'আলা
এটা ও পরিষ্কার করে দিলেন যে, তারা হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সম্পর্কহীন এবং তারা তাঁর
ধর্মের বিরোধী। সাথে সাথে এ আয়াত মুসলিমদের জন্যে এবং হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উচ্চতদের
জন্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, তারা হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনভুক্ত এবং তারাই তাঁর শরীআত ও

বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠাকারীও পালনকারী অন্যরা নয়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছে। ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অত্তুর্ক্তও ছিলেন না। মুশরিক তারাই যারা দেবতা ও প্রতিমা পূজা করে কিংবা সমগ্র জগতের মুষ্টাও ইলাহকে ছেড়ে যারা সৃষ্টি জীবের পূজা করে।

— এর ব্যাখ্যা বরং তিনি ছিলেন (একনিষ্ঠ) অর্থাৎ মহান আল্লাহর ইবাদত ও আদর্শের অনুসারী। তিনি অনুসারী ছিলেন সেই হিদায়াতের যে হিদায়াত আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ রয়েছে।

—**মুসলিম** এর ব্যাখ্যা : অন্তরের ঐকান্তিকতা এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আত্মসমর্পণ দ্বারা তিনি মহান
আল্লাহর বাধ্য ছিলেন।

ଶଦେର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କେ ଆମରା ଇତିପୂର୍ବେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରେଛି ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ କୋଣ୍ଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକପାତ କରେଛି। ଏକ୍ଷଣେ ସେଟିର ପୁନରାୟୁତି ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ। ଆମରା ଯା ବଲାମ ତାଫ୍ସିରକାରଦେର ଏକଟି ଦଲାଙ୍କ ଅନରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ କରେଛେ।

যারা এমত পেষণ করেন :

৭২১১. আমির (র.) বলেছেন ইয়াহুদীরা বলেছিল যে ইবরাহীম (আ.) আমাদের ধর্মের অনুসারী এবং খৃষ্টানরা বলেছিল যে হ্যারত ইবরাহীম (আ.) তাদের ধর্মেরই অনুসরণকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, যে, مَكَانَ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ نُصْرَانِيًّا وَلَا يَنْصُرَانِيًّا। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাদের দাবী যিথ্যা প্রমাণিত করলেন এবং তাদের প্রমাণাদি অসার ও বাতিল করেছিলেন, অর্থাৎ ইয়াহুদীরা দাবী করল যে তিনি ইয়াহুদীই ছিলেন এবং ইয়াহুদী অবস্থায় মারা গিয়েছেন।

৭২১২. ‘রবী’ (র.) হতেও অপর এক সৃত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে

৭২১৩. মালিক তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যাইদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (بقيل) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে, তারপর দীনের অনুসরণ করার জন্যে। পথিমধ্যে ইয়াহুদী এক পশ্চিমের সাথে দেখা। তাকে তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল এবং বলল যে, আমি সম্ভবত তোমাদের দীনের অনুসারী হব, সুতরাং দীন সম্পর্কে আমাকে পরিচয় দাও। পশ্চিম বলল, আমাদের দীন গ্রহণ করলে পরে তোমাকে আল্লাহর গ্যব তথা শাস্তির কিছু অংশও গ্রহণ করতে হবে। ইয়াহুদী বলল, আরে আমি তো আল্লাহর আয়াব হতে মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণ গ্যবও সহ্য করতে পারব না। গ্যব তোগ করার শক্তি আমার নেই। আপনি আমাকে এমন কোন দীনের সন্ধান দিতে পারবেন যাতে গ্যবের আশংকা নেই? পশ্চিম বলল, হ্যাঁ আমার জানা মতে একমাত্র দীন-ই-হানীফ-ই হচ্ছে গ্যবমুক্ত দীন, সে জিজ্ঞেস করলে দীন-ই হানীফ কি? পশ্চিম বলল, এটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন। তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও না। তিনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতেন। ইয়াহুদী তার থেকে বিদায় নিয়ে খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে দেখা করলেন। পাদ্রীর দীন সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়ে বললেন, আমি সম্ভবত আপনার দীনের অনুসারী হব। আপনার দীন সম্পর্কে

আমাকে একটু অবহিত করুন। পান্তি বলল, আমাদের দীন গ্রহণ করলে তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর লা'নতের কিয়দংশও গ্রহণ করতে হবে। বর্ণনাকারী বললেন, আমি আল্লাহর লা'নতও বহন করতে পারব না। আল্লাহর গ্যবও বহন করতে পারব না। আমার সে শক্তি নেই। আপনি আমাকে এমন একটি দীন-এর খোঁজ দিতে পারেন কি ? যেটিতে আযাব-গ্যব নেই ? সে উত্তর দিল, আমার জানা মতে দীন-ই হানীফ হচ্ছে সেই দীন। তিনি পান্তি হতে বিদায় নিলেন। হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর ব্যাপারে ধারণা পেয়ে সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের কাছে তিনি দু'হাত তুলে দু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি হ্যরত ইবরাহীমের দীন গ্রহণ করলাম।

٦٨) إِنَّ أُولَئِكَ السَّاسِ يَأْبِرُهُمْ لَكُلِّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهُنَّا الظَّالِمُونَ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا هُنَّا وَاللَّهُ وَلِيُّ
لِمُؤْمِنِينَ ۝

୬୮. ଯାରା ଇବରାହିମେର ଅନୁସରଣ କରେଛିଲ ତାରା ଏବଂ ଏହି ନବୀ ଓ ଯାରା ଈଶ୍ଵାନ ଏନେହେ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ତାରା ଇବରାହିମେର ଘନିଷ୍ଠତମ୍ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ମୁ'ମିନଦେର ଅଭିଭାବକ।

তাফসীরকারগণের অভিমত

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِأَبْرَاهِيمَ**—এর অর্থ— হযরত ইবরাহিম
(আ.)—এর সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তাঁর ফয়ে লাভের অধিকযোগ্য ব্যক্তি তাঁরাই, যাঁরা তাঁর
অনুসরণ করেছে অর্থাৎ তাঁর নিয়ম-রীতি মেনে নিয়ে আল্লাহ'কে একক-বলে স্বীকার করেছে, দীনকে
একমাত্র আল্লাহ'র জন্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে, তাঁর সুন্নত পালন করেছে, তাঁর পথে চলেছে এবং
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ'র—ই অনুগত থেকেছে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের
মধ্যেও আছেন।

— وَهَذَا النَّبِيُّ — এর অর্থঃ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়ই ওয়া সাল্লাম

—وَالَّذِينَ مَنَّا— এর অর্থঃ যারা মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষে হতে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্তা রলে গ্রহণ করবে।

—وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ— এর অর্থঃ যারা মুহাম্মদ (সা.) এর উপর ইমান এনেছে, তাঁর নবৃত্যাতকে ও তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন। সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই সকল ধর্মাবলম্বী ও মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন যারা তাদের বিরোধিতা করে। আমরা যা আলোচনা করেছি তাফসীরকারগণও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

যারা একটি মন্তব্য করেছেন তাদের আলোচনা

۷۲۱۸. کاتادا (ر.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহু তা'আলার বাণী^{بِإِنَّ النَّاسَ يَأْتِيُونَ إِلَيْهِمْ لَذِينَ} প্রসংগে বলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠতম হচ্ছে যাঁরা তাঁর মতবাদ, তাঁর নিয়মরীতি, তাঁর শরীআত ও তাঁর আদর্শে তাঁকে অনুসরণ করেছেন আর যারা এই নবীতে ইমান এনেছে তথা সে সকল মু'মিন লোক যাঁরা

ଆଜ୍ଞାହୁର ନବୀକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ମେନେ ନିଯୋଛେ ଏବଂ ତା'ର ଅନୁସରଣ କରେଛେ। ମୁହାମ୍ମାଦ ମୁଖ୍ୟଫା (ସା.) ଏବଂ ତା'ର ସାଥୀ ମ'ହିନଗଣ ହ୍ୟରତ ଇବରାଇମ (ଆ.)- ଏର ଘନିଷ୍ଠତମ ବ୍ୟକ୍ତି ।

৭২১৫. রবী' (র.) হতে। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে

৭২১৬. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবীর কতক নবী বন্ধু থাকে। নবীদের মধ্যে আমার বন্ধু হচ্ছে আমার পিতৃপুরুষ ও আল্লাহর খলীল (ইবরাইম)। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

إِنَّ أُولَئِي النَّاسِ بِإِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

୭୨୧୭. ଇବନ ମାସଉଦ (ରା.) ହତେ ଅନ୍ୟସୂତ୍ରେ ଅନୁରୂପ ଏକଟି ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛେ।

୭୨୧୮. ଇବ୍ନ ଆସ୍‌ର ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଆଜ୍ଞାହ ସୁବହାନାହ୍ ତା'ଆଲା ବଳହେନ ଇବ୍ରାଇମ (ଆ.)-ଏର ସନିଷ୍ଠିତ ତାଁରାଇ, ଯୀରା ତାଁର ଅନୁସରଣ କରେଛେ ଆର ତାଁରା ହେଲୋ ମୁ'ମିନଗଣ ।

(٦٩) وَدَّتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْ يُضْلِلُونَكُمْ وَمَا يُضْلِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

৬৯. কিতাবীদের একদল তোমাদেরকে বিপদগামী করতে চেয়েছিল; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

ইমাম আবু জা'ফর তারাবী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী **وَدَّتْ** শব্দের অর্থ, কামনা করেছিল।
طَائِفَةٌ শব্দের অর্থ একটি দল। **مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** অর্থ, তাওরাতের অনুসারী ইয়াহুদী ও ইন্ডো-পাকিস্তানী নাসারী।
أَرْثٌ অর্থ, হে মু'মিনগণ! যদি তারা তোমাদেরকে ইসলাম হতে বিরত রাখতে পারত,
 তাহলে তোমাদেরকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিত ও তোমাদেরকে ধ্বংস করত। এখানে **اضلال** শব্দের
 অর্থ **وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي** -**أَهْلَكَ**-**ধ্বংস** করে দেয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী
خَلَوْجَدِيدٌ (তারা বলে, আমরা মাটির মধ্যে বিলুপ্ত হলেও কি আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (৩২ :
 ১০) এখানে **ضَلَّلْنَا** শব্দের অর্থ **مَكَّنَّ** অর্থাৎ আমরা যদি মাটির মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাই। কবি জানীরের
 নিম্নায় কবি আখতলের চরণটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্যঃ

كُنْتَ الْفَدَى فِي مَوْجَ أَكْدَرْ مُرَيْدُ * قَدْفَ الْأَتَى بِهِ فَضَلَّ ضَلَالًا

(তুমিতো ছিলে ঘোলাটে সফেন ঢেউয়ে বিদ্যমান ময়লা, ঢেউ যাকে নিষ্কেপ করেছে সমন্ব তীব্র
তারপর তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।) এখানে **ঢল্প্লাল্লা** অর্থ ধ্বংস হয়ে গেছে। বানু যুবইয়ানের নাবিগাহ
নামক কবির চরণটিও এখানে প্রণিধানযোগ্যঃ

فَاتَ مُضْلُوهٌ بَعْنَ جَلَّهُ * وَغُورٌ بِالْجُولَانِ حَزْمٌ وَنَائِلٌ

(তার ধৃৎসকারী তীক্ষ্ণ চক্ষু নিয়ে ফিরে এসেছে। আগমন ও প্রস্থানের কারণে চতুর ভাগ্যবান ব্যক্তিকে প্রতিরিত করেছে।) এখানে **مُكْلِهُ** শব্দের অর্থ মুকোহ অর্থাৎ তাকে ধৃৎসকারী।

وَمَا يُضْلِلُنَّ إِلَّا نَفْسُهُمْ - এর ব্যাখ্যা :

এখনে অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে নেবাব প্রচেষ্টা দ্বারা তারা শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে। নিজেদের মানে তাদের অনুসারীদেরকে। তদুপরি তাদের দীন-ধর্মে তাদের অনুসারী ও অনুগামীদেরকে। তারা নিজেদেরকে এবং অনুচর-অনুগামীদেরকে ধ্বংস করল এভাবে যে, তাদের এঘণ্ট প্রচেষ্টা দ্বারা তারা মহান আল্লাহর অস্তুষ্টি ও লাভন্ত তাদের জন্যে অপরিহার্য করে নিয়েছে। যেহেতু তা মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ না করা, তাঁর নবৃত্যাতের সত্যতা অঙ্গীকার করা আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের কিতাবের মাধ্যমে গৃহীত প্রতিশ্রুতিসমূহ ভঙ্গ করা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওরা যে, মু'মিনদেরকে হিদায়াত হতে বিচ্যুত করছে এবং তাদেরকে আস্তিতে নিষ্কেপ করতে চাচ্ছে এটি তাদের জন্যে অশুভ পরিণামবহ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ তা না জেনেই করছে, তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে বিভাস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ওরা যে মূলত নিজেদেরকে ধ্বংস করছে তা তারা বুঝতে পারছে না।

অর্থ তারা উপলক্ষি করছেন এবং জানতে পরছে না। ইতিপূর্বে যুক্তিপ্রমাণ যোগে আমরা এর ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি, এক্ষণে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্পয়োজন।

○ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُونَ (৭০.)

৭০. হে কিতাবিগণ! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতকে অঙ্গীকার কর, অথচ তোমরাই সাক্ষ্যবহন কর?

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যাহেল কৃতি অর্থঃ হে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ! লেম্তকুরুন অর্থঃ কেন তোমরা অঙ্গীকার করছ! তাঁর দলীল ও প্রমাণাদি যেগুলোকে নবীদের মাধ্যমে তিনি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, যা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। ও অন্তেশ্বরুন অর্থঃ তোমরা জানো যে এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের কিতাবে যা আছে তা সত্য এবং তা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত। তাদের কিতাবে তো মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবৃত্যাতের কথা বিদ্যমান রয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (সা.)-কে অঙ্গীকার করায় এবং তাঁর নবৃত্যাতকে প্রত্যাখ্যান করায় আয়াতে এদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিরক্কার এসেছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২১৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিচিতি ও বর্ণনা তোমাদের কিতাবে আছে। তারপর আবার তোমরা তাঁর সাথে কুফরী করে থাক, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে থাক এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর

না, অথচ তোমরা তোমাদের এছ তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পাও নবী-ই-উমী এর কথা যিনি আল্লাহতে ঈমান আনেন এবং আল্লাহর বাণীসমূহে বিশ্বাস করেন।

৭২২০. রবী' (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তো সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিচিতি তোমাদের কিতাবগুলোতে আছে, কিন্তু তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর না, তোমাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে তোমরা নবী-ই-উমী-এর কথা লিখিত পেয়ে থাক।

৭২২১. সুন্দী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখনে অর্থঃ মুহাম্মাদ (সা.)। অর্থঃ ওরা সাক্ষ্যদেয় যে, তিনি মুহাম্মাদ (সা.)। সত্য নবী তাদের কিতাবে তাঁর কথা উল্লেখ পেয়েছে।

৭২২২. ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলোঃ আয়াতের অর্থঃ আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম, এছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭১) يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَمْ تَلِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَنَكْسُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ০

৭১. হে কিতাবিগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমার জান?

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যাহেল কৃতি অর্থঃ হে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারিগণ! লেম্তকুরুন অর্থঃ কেন তোমরা মিশ্রিত কর। এর অর্থঃ কেন তোমরা মিশ্রিত কর। এর অর্থ মহানবী (সা.) এবং তিনি যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তারা তা মুখে স্বীকার করে অথচ তাদের অন্তরে রয়েছে ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টাবাদ।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২২৩. ইবন আব্রাম (রা.) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন সায়ফ, আদী ইবন যায়দ এবং হারিছ ইবন আউফ একে অন্যকে বলেছিল এসো, আমরা তোর বেলা হ্যারত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের উপর নাযিলকৃত বিষয়দিতে ঈমান আনব এবং বিকেলে তা প্রত্যখ্যান করব। এতে আমরা তাদের দীন সম্পর্ক তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করে দিব। সম্বত এতে তারাও আমাদের ন্যায় আচরণ করবে এবং অবশেষে তাদের দীন হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তাদেরকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন-

يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَمْ تَلِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَاسْعِ عَلَيْمٍ

৭২২৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা ইয়াহুদীবাদ এবং খৃষ্টাবাদকে কেন ইসলামের সাথে মিশ্রিত কর। তোমরা তো জান যে, ইসলাম ব্যক্তিত অন্য কোন দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৭২২৫. রবী' (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত, তবে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যা ব্যক্তিত অন্য দীন কবুল করেন না তা হচ্ছে দীন-ই-ইসলাম। অন্য কোন দীন আল্লাহ্ তা'আলা কবুলও করবেন না, পুরস্কারও দিবেন্না।

৭২২৬. ইবন জুরাইজ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী **لَمْ تَبْسُطُنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ** এর ব্যাখ্যায় বলেন-ইসলামকে ইয়াহুদীবাদ ও খুষ্টবাদের সাথে মিশ্রিত করছ কেন? অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন-

৭২২৭. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি - **لَمْ تَبْسُطُنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক হলো ঐ তাওরাত যা আল্লাহ্ হ্যরত মুসা (সা.)-এর উপর নায়িল করেছেন, আর বাতিল হলো যা তাওরাতের সে সকল অংশ তারা নিজ হাতে রচনা করেছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন **البِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** শব্দের অর্থ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এক্ষণে পুনরাবৃত্তিনিষ্পয়োজন।

أَلَّا يَعْلَمُونَ - এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হে কিতাবিগণ! কেন তোমরা সত্য গোপন করছ? যে সত্য তারা গোপন করেছিল তা হচ্ছে তাদের কিতাবে বিবৃত হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিচিতি, শুণাঞ্জন, তার আগমন ও নবৃওয়াত।

৭২২৮. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত তিনি - **وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন - তারা হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে সত্য গোপন করেছে। তাদের তাওরাত ও ইন্জীলে তারা লিখিত পেয়েছিল যে, তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবেন এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবেন।

৭২২৯. রবী' (র.) - **وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সম্পর্কে গোপন করত, অথচ তাদের তাওরাত ও ইন্জীলে তারা লিখিত পেত যে তিনি মুহাম্মাদ(সা.) তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেবেন, এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করবেন।

৭২৩০. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে **أَلَّا يَعْلَمُ** - অর্থ ইসলাম ও হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কিত তথ্য। অথচ তোমরা জান যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং মনোনীত দীন হচ্ছে দীন-ই-ইসলাম। (অথচ তোমরা জান) - এর অর্থ তোমরা সত্য গোপন করছ কেন? অথচ তোমরা জান যে, তা প্রকৃত সত্য এবং তা আল্লাহর নিকট হতে আগত। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ব্যাপারটি যার সত্যতা তারা জেনেছে, যা তারা তাদের কিতাবে পেয়েছে এবং যা তাদের নবীগণও এনেছিলেন তা গোপন করা ও অঙ্গীকার করা তাদের স্বেচ্ছাকৃত কুফরী।

(৭২) **وَقَاتَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْنُوا بِالذِّي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ**
وَأَكْفَرُوا أُخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ০

৭২. আহলে কিতাবের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবর্তীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস কর, এবং দিনের শেষে তা অবিশ্বাস কর, হ্যরত তারা ফিরতে পারে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহয়াত্তল্লাহ্ আলায়াহি বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জানীরা একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের পক্ষ থেকে তা ছিল একটি আদেশ যে, দিনের শুরুতে তারা হ্যরত নবী করীম (সা.)-এর নবৃওয়াত এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে মেনে নিবে, অন্তরে স্থিরচিন্ত ও বিশ্বাস সহকারে নয়, আবার দিনের শেষে প্রকাশ্যেই এর সবগুলো অঙ্গীকার করবে।

যৌরা এমতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা :

৭২৩১. কাতাদা (র.) বলেন, কিতাবীদের একদল অপরদলকে বলেছিল, তোমরা দিনের প্রথম ভাগে মু'মিনদের দীন সম্পর্কে সম্বত প্রকাশ করবে এবং দিনের শেষভাগে তা অঙ্গীকার করবে। এটি শ্রেষ্ঠ কৌশল, যাতে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে এবং তারা মনে করবে যে, নিচয় তাদের মধ্যে এমন কিছু পেয়েছে যা তোমরা ঘৃণা কর, পরিণতিতে তাদের দীন থেকে ফিরে আসবে।

৭২৩২. আবু মালিক (র.) হতে - **أَمْنُوا بِالذِّي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا أُخْرَهُ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদীরা বলেছিল, তোমরা দিনের প্রথম ভাগে তাদের (মু'মিনদের) সাথে ঈমান আনয়ন কর, এবং দিনের শেষ ভাগে কুফরী কর, যাতে তোমাদের সাথে ওরাও সে ধর্ম হতে ফিরে আসে।

৭২৩৩. সুন্দী (র.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণী **أَمْنُوا بِالذِّي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا أُخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আরাবিয়াহ গ্রামে বারো জন ইয়াহুদী ধর্ম যাজক ছিল। তাদের একদল অপর দলকে বলল, তোমরা দীনের প্রথম ভাগে হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দীনে প্রবেশ করবে এবং বলবে, আমরা সাক্ষ দিই যে, নিচয় মুহাম্মাদ (সা.) হক, যথার্থ ও সত্যবাদী। তারপর দিনের শেষ ভাগে তোমরা কুফরী করবে এবং বলবে যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতাদের নিকট গিয়ে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বললেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) মিথ্যক, তোমরা তো কোন গ্রহণযোগ্য কর্মে লিপ্ত নও। কাজেই, আমরা এক্ষণে ইসলাম ছেড়ে আমাদের দীনে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমাদের ইয়াহুদীবাদ তোমাদের ইসলাম ধর্ম হতে উত্তৃ। সম্ভবত এতে তারা সংশয়ে পড়ে যাবে এবং বলবে তারতো দিনের শুরুতে আমাদের সাথে ছিল এখন কি হলো যে, ফিরে গেল? তারপর তাদের যড়ফন্দ্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.)-কে অবহিত করেছিলেন।

৭২৩৮. আবু মালিক গিফারী (র.) বলেন, ইয়াহুদীদের কয়েকজন তাদের অপর কয়েক জনকে বলেছিল, তোমরা দিনের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং দিনের শেষ ভাগে ইসলাম ত্যাগ করবে। সম্ভবত এতে তারা দীন ছেড়ে দিবে। তারপর তাদের গোপন ঘড়িযন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলারাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে অবহিত করে আলোচ্য আয়াত নথিল করলেন।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଫ୍ସିରକାରଗଣ ବଲେନ ଯେ, ଇୟାହୁଡ଼ୀଦେର ଏକଦଳ ଅପର ଦଲକେ ଯା ପରାମର୍ଶ ଦିଯେଛିଲ, ତା ଛିଲ ଦିନେର ଶୁରୁତେ ସାଲାତେ ଆଶ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରା ଏବଂ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ସାଲାତେ ହାୟିର ହୋଯା। ତାରପର ଦିନେର ଶେଷ ଭାଗେ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରା।

যাঁরা এঘতের প্রবঙ্গ তাদের আলোচনা ॥

٧٢٣٥. مجاہدی (ر.)- امْنُوا بِالذِّي أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ .-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদীরা একথা বলত, তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করত এবং দিনের শেষভাগে কুফরী করত, এটি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক-যাতে মানুষকে বুঝাতে পারে যে, তারা মুহাম্মদ(সা.)-এর অনুসরণ করেছিল কিন্তু অবশ্যে তাঁর ভাস্তি তাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে। তাই তারা ফিরে গিয়েছে।

৭২৩৬. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহ আলায়ছি বলেন যে, কিতাবীদের একদল অর্থাৎ তাওরাত পাঠক ইয়াহুন্দীরা বলেছিল- سَمِنْوَا - সত্যবলে বিশ্বাস কর যা মু'মিনদের উপর নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.) যে সত্য দীন শরীআত ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন তা **وَجْهُ النَّهَارِ** মানে দিনের প্রথম ভাগে দিনের প্রথম ভাগ যেহেতু দিনের উক্তম অংশ এবং দর্শকের প্রথম দৃষ্টিতে পড়ে, সেহেতু **النَّهَارِ** -কে প্রথম ভাগ বলা হয়। রবী' ইবন যিয়াদ যেমন বলেছেন

مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بِمَقْتَلِ هَالِكَ * فَلِيَاتْ نَسْوَتَهَا بِوَجْهِهِ نَهَارٌ

(মালিক হত্যায় যারা সন্তুষ্ট, তারা ফেন-দিনের প্রথম ভাগে আমাদের মহিলাদের নিকট আসে।) আমরা যা উল্লেখ করেছি তাফসীরকারগণের অনেকেই অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

যৌবন একটি মন্তব্য করেছেন তাঁদের আলোচনা

৭২৩৮. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, অর্থ দিনের প্রথম তাগ **وَأَكْفِرُوا أَخْرَه** (তার শেষাংশে অবিশ্বাস করবে) মানে দিনের শেষভাগে কুফরী করবে।

۷۲۳۹. 'রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। وجہ النہارِ ارٹ دینےর پرথম تاگ। آر
راکف، اخ.
অর্থ দিনের শেষ তাগে কুফরী করবে।

— أَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمِنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا أُخْرَهُ — (۷۲۰).
 ۷۲۰۔ مُুজাহিদ (র.)-এর
 ব্যাখ্যাম তিনি বলেন, তারা বলেছিল, তোমরা তাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করবে এবং দিনের
 শেষ তাগে তাদের সাথে সালাত আদায় করবে না, তাতে করে সম্ভবত তোমরা তাদের পদস্থলন
 ঘটাঞ্জেপারবে।

شےٰ تاگے کو فری کرवے) مانے تارا بولئیل، دینےٰ پر ختم تاگے تادےٰ دینےٰ
میٹکو ٹومرا ساتھیان کرવے دینےٰ شےٰ تاگے ٹومرا تا افسیکار کرવے۔ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُنَّ
کیا خیال تینی بولئن، سبھیت ٹوما دینےٰ ساتھ تار و اس دین خکے فیرے یا بے، سٹیکے پاریتھاگ
کرવے।

৭২৪১. কাতাদা (র.) - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُنَّ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত তারা তাদের দীন ছেড়ে দিবে এবং তোমাদের দীনে প্রত্যাবর্তন করবে।

৭২৪২. রবী' (র.) হতেও অনুমতি বর্ণিত আছে।

৭২৪৩. ইবন আবুস (রা.) - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত তারা তাদের দীন হতে ফিরেযাবে।

৭২৪৮. সুন্দী (র.) বলেন, এর আখ্যা হলো, لَعَلَّهُمْ يَشْكُونَ সম্ভবত তারা
সন্দেহে পতিত হবে।

১৭২৪৫. মুজাহিদ (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্বত তারা নিজেদের দীন হতে ফিরে যাবে।

(٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ شَاءَ دِينَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۗ أَن يُوْقِنَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَّتُمْ
أَوْ يُحَاجِجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۚ يُوْزِنُونَ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ۝

୭୩. ଆର ଯାରା ତୋମାଦେର ଦୀନେର ଅନୁମରଣ କରେ, ତାଦେରକେ ବ୍ୟତୀତ ଆର କାଉକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନା। ବଲ,
ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥି ପଥି ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ଯେ, ତୋମାଦେରକେ ଯା ଦେଯା ହେଁଛେ ଅନୁରୂପ ଆର କାଉକେ ଓ
ଦେଯା ହବେ ଅଥବା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେ ସାମନେ ତାରା ତୋମାଦେରକେ ଯୁକ୍ତିତେ ପରାଭୃତ କରବେ। ବଲ, ଅନୁଗ୍ରହ
ଆଜ୍ଞାହରଇ ହାତେ; ତିନି ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ତା ପ୍ରଦାନ କରେନା। ଆଜ୍ଞାହ ପ୍ରାଚ୍ୟମୟ, ସର୍ବଜ୍ଞ।

— اَمْنُوا بِاللّٰهِ اَنذَلَ عَلٰى الَّذِينَ امْنَوْا وَهُنَّا نَهٰرٌ — বলেছিল এটি তাদের বক্তব্য।

-এর ন্যায়। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা উল্লেখ করলাম, তাফসীরকারগণও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

— وَلَا تَقْنِمُوا إِلَيْهِنَّ شَيْئاً يُنْكِمُ — এবং কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ' তা'আলার বাণী ব্যাখ্যায় বলেন, এটি হচ্ছে তাদের একদলের প্রতি অপর দলের বক্তব্য।

୭୨୪୭. ରବୀ' (ର.) ହତେଓ ଅନୁରୂପ ଏକଟି ବର୍ଣନା ରଖେଛେ

৭২৪৭.ক) সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি -**وَلَا تُؤْمِنُوا بِالْأَلْفَنِ تَبْغِيْكُمْ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার ইয়াহুদীদের অনুসরণ করে, তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে তোমরা বিশ্বাস করন।

৭২৪৮. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, **وَلَا تُؤْمِنُوا بِالْأَلْمَنْ تَبْعَدُنُكُمْ** – এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যার তোমাদের দীনে ঈমান আনে, তোমরা তাদেরকে বিশ্বাস করবে, তোমাদের দীনের বিরোধিতাকারীদের কে তোমরা বিশ্বাস করবে না।

ଆନ୍ତାହୁ ତା'ଆଲାର ବାଣୀଙ୍କ

- قُلْ إِنَّ الْهُدًى هُدًى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِي أَحَدًا مِثْلَ مَا أَنْتُمْ أَوْ يُحَاجِجُكُمْ عِنْدَ رِبِّكُمْ -
- এর ব্যাখ্যা:

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারণগণ এর ব্যাখ্যায় বাক্য মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, اِنَّ الْهُدَى هُدَىٰ اَي়াতٍ‌শিটি মধ্যবর্তী ও পৃথক বাক্য (جمله معتبرضه) – এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর বর্ণনাই গ্রহণ যোগ্য বর্ণনা, তার হিদায়াতই গ্রহণযোগ্য হিদায়াত, তারা বলেন, আয়াতে পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লেখিত অংশের সাথে সংযুক্ত হয়ে ইয়াহুন্দীদের একদলের প্রতি অপর দলের বক্তব্যের অংশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাদের মতের মর্ম হলো, ইয়াহুন্দীদের একদল অপরদলকে বলেছিল, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস কর না এবং একথাও বিশ্বাস কর না যে, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ অন্য কাউকে দেয়া হবে। এটি বিশ্বাস কর না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কেউ কোন যুক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে দেখাতে পারবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তার নবী (সা.)-কে বলেছেন, ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ অর্থঃ হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি বলে দিন, অন্যথই আল্লাহ্ পাকেরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা প্রদান করেন এবং আল্লাহর হিদায়াতই যথার্থ হিদায়াত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ৩

৭২৪৯. মুজাহিদ (র.) - এর ব্যাখ্যায় বলেন- ইয়াহুদীরা হিংসাবশতঃ
বলত যে, তাদের বৎশ ব্যতীত অন্য কোথাও নবী আসবেন না এবং এ উদ্দেশ্যে যে, সবাই তাদের দীনের
অনুসরণ করুক।

৭২৫০. মুজাহিদ(র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অন্য তাফসীরকারণগণ বলেন- قُلْ إِنَّ الْهَدِيَ هُدًى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدًا إِنْ يَعْلَمُ
হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ পাকের কথাই প্রকৃত কথা। এর
ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন যে, أَنْ يَعْلَمُ অর্থ অনুরূপ অন্য কোন
উপর্যুক্তকে দেয়া হবেন না। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার বাণী
অর্থ অন্য কোন ক্ষতিগ্রসক ক্ষেত্রে দেয়া হবেন না। (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেছেন, যেন তোমরা
কৰ্ত্তৃত স্বত্ত্বাতে ক্ষতিগ্রসক ক্ষেত্রে দেয়া হওয়া অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী
বিপরিতগামী না হও) (১৭৬: ১১৮) অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী
এখানে অর্থ অন্য ক্ষেত্রে দেয়া হবেন না। لَا يُؤْمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ
করেছি, তারা তাতে ঈমান আনবেন না। (২০১-২০০: ১৬)

আপ্লাহ পাকের বাণী (مِنْ مَا أُنْبَيْتُمْ) - তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ) – এর ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনাকে ও আপনার উম্মতকে যে ইসলাম ও হিন্দায়াত দেয়া হয়েছে।

() أَوْيَحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ (অথবা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তর্কে বিজয়ী হবে)-এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন, এক্ষেত্রে ও শব্দটি ছাঁ। অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ -اِلَّاْ اِنْ يُحَاجُوا- এর ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের সাথে বাগড়া করবে, তোমাদের প্রতিপালক তাদের সাথে যা করেছেন সে সম্পর্কে।

যারা এমত পোষণ করেন

ଅନ୍ୟ ତାଫୁସୀରକାରଗଣ ବଲେନ, ଯେ, ଏହି ଆଶ୍ରାହ୍ ତା'ଆଲାର ପକ୍ଷ ହତେ ହ୍ୟରତ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ (ସା.)-ଏର ପ୍ରତି ନିର୍ଦେଶ ତିନି ଯେନ ଇଯାହୂଦୀଦେରକେ । ତା ବଲେ ଦେନ ତାଁରୀ ଆୟାତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ବଲେନ, ହେ ମୁହାସ୍ଵାଦ (ସା.)! ଆପଣି ବଲୁନ, ଆଶ୍ରାହ୍ର ହିଦାୟାତ-ଇ ପ୍ରକୃତ ହିଦାୟାତ । ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଇଯାହୂ ସମ୍ପଦାୟ । ତୋମାଦେରକେ ଆଶ୍ରାହ୍ର କିତାବ ଏବଂ ନବୀ ଦେଖା ହେଁଯେଛେ । ସୁତରାଂ ତୋମାଦେରକେ ଆମି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ

দান করেছি যেন্নপ আমি মু'মিনদেরকেও দিয়েছি, তাতে তোমরা হিংসা করন। যেহেতু অনুগ্রহ আমার হাতে, আমি যাকে ইচ্ছা দান করি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭২৫২. কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন আল্লাহ তোমাদের কিতাব নাযিল করলেন এবং তোমাদের নবীর ন্যায় নবী প্রেরণ করলেন, তখন তোমরা এতে তাদেরকে হিংসা করতে আরম্ভ করলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় **قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِي أَحَدَ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ** (র.).

৭২৫৩. রবী' (র.) হতে অপর একসূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অন্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাকের বাণী **اللَّهُ أَنَّ الْهُدَى هُدَى** -এর অর্থ হলো, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের যে কিতাব দেয়া হয়েছে— তাফসীরকারগণ আরো বলেন, এ প্রসঙ্গে ইয়াহুদীদেরকে বলার জন্য মহানবী (সা.)-এর প্রতি নির্দেশ সংবলিত এটিই হলো শেষ আয়াত। তাদের মতে **وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنْ تَبَعَّدَ دِينُكُمْ** ও **أَوْيَ حَاجُوكُمْ** বাক্যাংশটি ত্যাজ্য নিষেধাজ্ঞার উত্তরের সাথে সংযুক্ত। এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করবে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করবে না। তাহলে তোমরা সত্যকেই পরিত্যাগ করবে। এতে তোমরা যার দীনের অনুসরণ করে সেটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, যার পরিচিতি ও গুণাগুণ তোমাদের কিতাবে তোমরা পেয়েছে— সে তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। এ হিসাবে **أَوْيَ حَاجُوكُمْ** বাক্যাংশটি ত্যাজ্য নিষেধাজ্ঞার উত্তরের সাথে যুক্ত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭২৫৪. ইবন জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাকের বাণী **مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ** -এর অর্থ হলো তোমরা যে ধারণার উপরে আছ যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অন্যদেরকে তা কেন দেয়া হবে? অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদেরকে ঘৃঙ্খিতে কেন পরামুক্ত করবে। অর্থাৎ তাদের একপক্ষ অপর পক্ষকে বলছে যে, তোমাদের কিতাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করে দিয়েছেন, তোমরা তা তাদেরকে বলে দিবে না, তাহলে তারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে ঘৃঙ্খি উপস্থাপন করবে ও তর্ক জুড়ে দিবে। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন। **اللَّهُ أَنَّ الْهُدَى هُدَى** (হে রাসূল)। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিকপথ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ** বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। পুরো বাক্যটি একই রীতিতে রচিত। এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, তাদের ব্যতীত অপর কথা বিশ্বাস করনা এবং এও বিশ্বাস করনা যে, তোমাদেরকে যা দেয়া

হয়েছে তার অনুরূপ অপর কাউকে দেয়া হবে। অর্থাৎ তোমাদের জ্যায় অপর কাউকে দেয়া হবে না। তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে ইমান সম্পর্কিত তর্কে কেউ তোমাদেরকে পরামুক্ত করবে তাও তোমরা বিশ্বাস করন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে মর্যাদা দান করেছেন তার বদৌলতে অন্য সব জাতি হতে তোমরাই তাঁর নিকট প্রিয়তম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো বক্তব্যটি একদল আহলে কিতাবের কথা, যে দলের কথা আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের একদল বলল, যারা ইমান এনেছে, তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়ত তারা ফিরতে পারে। আয়াতে উল্লেখ করেছেন, অবশ্য **اللَّهُ أَنَّ الْهُدَى هُدَى** এটি ব্যক্তিক্রম। পরবর্তী বাক্যটি তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের সূচনা। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সা.)। উপরোক্তিত চরিত্রসম্পর্ক ইয়াহুদীদের বক্তব্যের প্রতিবাদে আপনি বলুন আল্লাহর হিদায়াত-ই প্রকৃত হিদায়াত, আল্লাহর তাওফীকই প্রকৃত তাওফীক, তাঁর বর্ণনাই প্রকৃত বর্ণনা, এবং অনুগ্রহ তার-ই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। হে ইয়াহুদীরা, তোমরা যা কামনা কর ব্যাপার তা হয় না। উল্লিখিত মন্তব্যগুলোর মধ্যে এ ব্যাখ্যাটি আমরা মনোনীত করেছি। এ জন্যে যে, এটি অর্ধের দিক থেকে বিশুद্ধতম। আরবী বাক্যের অর্থ রক্ষায় সুলভতম বাক্তব্য ও বাচনীতির সাথে এটি অধিক সামঞ্জস্যশীল। এতদ্বারা মন্তব্যগুলো পরম্পর বিরোধী ও কষ্টার্জিত বাক্য সংযোজনের কারণে ঠিক নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী **قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ أَسْعِي عَلَيْهِ** অর্থ : বলুন, হে মুহাম্মাদ (সা.)। অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।—এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)। বস্তুদের প্রতি উপদেশ প্রদানকারী ইয়াহুদীদেরকে বলে দিন, **إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ** (অনুগ্রহ আল্লাহর-ই হাতে) অর্থাৎ ইসলামের প্রতি হিদায়াত করা এবং ইমান গ্রহণের তাওফীক দেয়া আল্লাহ পাকেরই হাতে। তোমাদের হাতেও নয়, অন্য কোন সৃষ্টিজগতের হাতেও নয়।

আল্লাহ পাকের বাণী **اللَّهُ أَنَّ الْهُدَى هُدَى**—এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তিনি যাকে দিতে চান তথা তাঁর বাল্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ আয়াত তাদের বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্থ করে। তারা তাদের অনুসারীদেরকে বলেছিল, **أَنَّ يُؤْتِي إِنَّ الْهُدَى هُدَى** (তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ কাউকে দেয়া হবে না।) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন তাদেরকে বলে দিন—এর দায়িত্ব তোমাদের হাতে নয় এবং এটি আল্লাহরই হাতে, যাঁর হাতে সবকিছুই অনুগ্রহও তাঁর হাতে যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ দানের ইচ্ছা করেন তাকে উদার তাবে দান করেন এবং কোরা অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তিনি জ্ঞাত ও অবহিত।

৭২৫৫. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন। **الْفَضْلُ إِنَّمَا يُؤْتَ لِلَّهِ مَنْ يَشَاءُ** (অনুগ্রহ) মানে ইসলাম।

يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ৭৪)

৭৪. তিনি স্থীয় অনুগ্রহের জন্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **يَخْصُّ** শব্দটি **بِ** এ **يَخْصُّ** করে। অমি অমুককে এটির জন্যে নির্দিষ্ট করেছি তাকে এটির জন্যে নির্দিষ্ট করব।) বাক্য হতে **يَفْتَعِلُ**—এর ওয়নে গঠিত। আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' শব্দটির তাৎপর্য হলো ইসলাম, কুরআন ও নবৃওয়াত।

৭২৫৬. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** (যাকে ইচ্ছা তিনি আপন অনুগ্রহের জন্যে মনোনীত করেন) —এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার রহমত দ্বারা ধন্য করেন তথা নবৃওয়াত।

৭২৫৭. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭২৫৮. রবী' (র.) হতে **يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যাকে ইচ্ছা নবৃওয়াত দানে বিশেষিত করেন।

৭২৫৯. ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, **يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** আয়াতে রহমত অর্থ কুরআন ও ইসলাম :

৭২৬০. ইবন জুরাইজ (র.) হতে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিগতের যাকে তিনি পদ্ধতি করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন এ অনুগ্রহ দান করেন। তারপর তাঁর অনুগ্রহকে 'মহান' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করে ইরশাদ করেন, তাঁর অনুগ্রহ মহান। যেহেতু তাঁর অনুগ্রহের সাথে জগতের একের প্রতি অন্যের অনুগ্রহের তুলনাই হয় না। তুলনা তো দূরের কথা কল্পনা—ই করা যায় না।

(৭০) **وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ رَأَنْ تَأْمِنَةً بِقُنْطَارٍ يُؤْدَدَهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدَدَهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا هُذِّلَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا يَسُوسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ سَيِّئُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** ০

৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখলে তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, তা একারণে যে তারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এবং তারা জেনেগুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আহলে কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এখবর দিয়েছেন যে, তারা হলো, বনী ইসরাইলের ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আমানতে খিয়ানত করে না। আর কিছু লোক আছে যারা খিয়ানত করে। এখনে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ পাক কি কারণে প্রিয় (সা.)—কে এসংবাদ দিয়েছেন? এর জবাবে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মু'মিনদেরকে এ সংবাদ দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের থেকে মুসলমানগণ তাদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে যেনো সাবধান থাকে এবং ইয়াহুদীরে সম্পর্কে মু'মিনদেরকে ডর প্রদর্শন করা যাতে ইয়াহুদীদের দ্বারা প্রতিরিত না হয়। কেননা, তাদের অধিকাংশ লোক মু'মিনদের অর্থ-সম্পদকে নিজেদের জন্য হালাল মনেকরে।

এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা এই দৌড়ায় যে, হে মুহাম্মাদ (সা.)! কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার নিকট আপনি প্রচুর সম্পদ আমানত রাখলেও আপনাকে পরিশোধ করে দিবে, তাতে খিয়ানত করবে না। আবার এমন লোক আছে যার নিকট একটি মাত্র দীনারও যদি আপনি আমানত রাখেন অনবরত চাপাচাপি ও ঘন ঘন তাগিদ দেয়া ব্যক্তিত তা পরিশোধ করবে না। এবং **عَلَى بُشِّرَيْنَ** এবং **مَرْتَلِيْلِ** এবং **بَشِّرَيْلِ** (আমি তার নিকট গিয়েছি)। (তার সাথে লেগে থাকা ব্যক্তিত) —এর ব্যাখ্যা :

তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন অহরহ তাকে বলাবলি করা ও তার নিকট চাওয়া

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২৬১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **إِلَّا مَادْمُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا** —এর ব্যাখ্যায় বলেন তার নিকট চাওয়া ও তার পিছনে লেগে থাকা ব্যক্তিত।

৭২৬২. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, **إِلَّا مَادْمُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا** —এর অর্থ, তার নিকট চাওয়া ও দাবী করা ব্যক্তিত।

৭২৬৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **إِلَّا مَادْمُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا** —এর ব্যাখ্যায় বলেন, সব সময় তার পিছনে লেগে থাকা ব্যক্তিত।

৭২৬৪. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরকারগণের অপর এক দল বলেন, **إِلَّا مَادْمُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا** —এর অর্থ তার মাথার উপর তথা তার নিকট দাঁড়িয়ে থাকা।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২৬৫. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **إِلَّا** —এর ব্যাখ্যায় বলেন, যতক্ষণ আপনি

তার মাথায় নিকট দাঁড়িয়ে থাকবেন। ততক্ষণ সে আমানতের কথা স্বীকার করবে। যদি আপনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন, তারপর ফিরে এসে তা দাবী করেন সে অঙ্গীকার করবে।

ইয়াম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা দুটোর মধ্যে সেটি অধিক গ্রহণযোগ্য, যেটিতে **إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا** মানে চাপাচাপি, বলাবলির মাধ্যমে তার পিছনে লেগে থাকার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু আরবদের কথা (অমুক ব্যক্তি আয়ার প্রাপ্যটুকু উসূল করে দেয়ার জন্যে অমুকের পেছনে লেগে থেকেছিল, অবশেষে তা উদ্ধার করে আমাকে দিয়েছে) অর্থাৎ তার থেকে আয়ার প্রাপ্যটুকু মুক্ত ও বের করে আনার জন্যে সে কাজ করেছে, পরিশ্রম করেছে, শেষ পর্যন্ত তা বের করেই ছেড়েছে।

আঘাত তা ‘আলা তাদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন যে তারা উচ্চী তথা নিরক্ষর আরবদের ধন-সম্পদ আত্মসাংকে হালাল মনে করে। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে চরম ও কড়া ভাবে দাবী না করলে তারা দেনা পরিশোধ করে না। পফ্ফাস্ট্রে ঝগী ব্যক্তির মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে তো অপরের সম্পদ হালাল হবার যে মানসিকতা তার মধ্যে বিদ্যমান তা পরিবর্তন হবে না। বরং আত্মসাংবৈধ হবার ধারণা সত্ত্বেও দাবী-দাওয়া, চাপ প্রয়োগ, মামলা দায়ের ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভের একটি ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ চাওয়া এবং দাবী করাই হচ্ছে قيام رب ل। তথা অপরের থেকে আপন স্বত্ত্ব উসুল করার জন্যে দাঁড়িয়েথাকা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী সূরিয়ের মতো এটি এ কারণে যে, তারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই) -এর বাখ্যঃ

ইয়াম আবৃ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, যে সব ইয়াতুন্দী খিয়ানত জায়িয় মনে করে, এবং তাদের নিকট পাওনা আরবদের ব্রত অস্থীকার করা বৈধ মনে করে আরবরা যা গচ্ছিত রাখে দাবী-দাওয়ার পরও তা পরিশোধ করে না তা এ জন্যে যে, তারা বলে আরবদের ধন-সম্পদ আত্মসাতে আমাদের কোন ক্ষতিও নেই পাপও নেই, যেহেতু তারা অসত্যের উপর আছে এবং যেহেতু তারা মশুরিক।

ତାଙ୍କ (ସେଟି) ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପାଦକେ ତାଫ୍ସିକାରଗଣ ଏକାଧିକ ମତ ପୋଷଣ କରେନ । ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମାଦେର ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରବା କରେଛେ ।

ଧୀର୍ଜା ଏ ଘତ ପୋଷଣ କରେନ :

৭২৬৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর **لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْرِ سَيِّئٌ** ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদীরা বলেছিল আরবদের মাল-সম্পদ আমরা দখল ও আত্মসাহ করলেও তাতে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এতে আমাদের পাপও হবে না।

—لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّةِ سَيِّئٌ^۱—
৭২৬৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহু পাকের কালাম ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এর দ্বারা তারা এই সমস্ত লোক বিবিয়েছে যারা কিতাবী নয়।

৭২৬৮. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাদের একজনকে বলা হলো, তোমার কি হয়েছে যে, তোমার কাছে গচ্ছিত সম্পদ (প্রাপককে) ফেরত দিচ্ছ না? তখন সে বলল, আরবদের সম্পদ অধিকারে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ আমাদের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন।

৭২৭০. সাঁজদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইয়াতুদিগণ বলল, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ তাদের সম্পদ গ্রহণের ব্যাপারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তারপর তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে, অজ্ঞতা যুগের যাবতীয় রীতিনীতি আমার এইদু'পায়েরনীচে।

কিন্তু আমান্ত ব্যতীত। কেননা, তা পরিশোধনীয়। তিনি এর অধিক আর কিছু বলেন নি।

۷۲۷۱. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যেহেতু তারা বলত যে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধতা নেই। এ কারণেই কিতাবিগণ বলত - এই সমস্ত লোকদের নিকট হতে আমরা যা প্রাণ হয়েছি তা ব্যবহার করতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহর এই বাণী **لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّةِ سَبِيلٌ** নায়িল হয়েছে।

ଅନ୍ୟ ମୁଫାସ୍‌ସିରଗଣ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତ ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ, ଇବନ୍ ଜୁରାଇଜ୍ (ରା.) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ଏହି ଆୟାତ ନାଥିଲେର କାରଣ ହଲୋ— ଅଞ୍ଜତାର ଯୁଗେ କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ଇଯାହୁଦୀଦେର କାହେ କିଛୁ ପଣ୍ଡବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରେଛି। ତାରପର ସଥିନ ତାରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଲ। ତଥିନ ତାରା ତାଦେଇ ବିକ୍ରିତ ମୂଳ୍ୟ ଫେରତ ଚାଇଲା। ଏମତାବିଶ୍ୱାସ ତାରା ବଲଲ, ଆମାଦେର କାହେ ତୋମାଦେରକେ ପରିଶୋଧଯୋଗ୍ୟ ଏମନ କୋନ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇ।

কেননা, তোমরা যে ধর্মে দীক্ষিত ছিলে তা তোমরা পরিত্যাগ করেছ। তারা আরো দাবী করল যে, এই কথা তারা তাদের কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ **وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** অর্থঃ তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে।

৭২৭৩. সা'সাআহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি ইবন আবাস (রা.)-কে জিজেস করলাম, আমরা তো কিভাবিগণের সাথে যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাদের ফলমূলের বাগান হস্তগত করি। (এব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তখন তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তোমরা তো কিভাবীদের ন্যায় কথা বলছ, যেমন তারা বলে - “নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই”।

৭২৭৪. সা'সাআহ (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইবন আবাস (রা.)-কে জিজেস করল- আমরা যুদ্ধে অথবা (ফলস্ত খেজুর বৃক্ষের) যিশীদের অনেক সম্পদ লাভ করি। এর মধ্যে যুরগী এবং ছাগল হস্তগত করি (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তখন ইবন আবাস (রা.) বললেন এ তো কিভাবিগণের কথার মত কথা। যেমন তারা বলে- আমাদের জন্যে (তাদের সম্পদ হস্তগত করায়) কোন ক্ষতি নেই। তিনি বললেন, এতো কিভাবিগণের কথার মত। যেমন তারা বলেছে- **لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْمَنِ سَيِّلٌ** - নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা, তারা যখন “জিয়িয়া কর” প্রদান করল, তখন তোমাদের জন্য তাদের সন্তুষ্টি ব্যক্তিত তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা হালাল নয়।

মহান আল্লাহর বাণী- **وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** (তারা জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।) - এর ব্যাখ্যা :

ইমাম তাবারী (র.) বলেন মহান আল্লাহর এই বাণীর মর্মার্থ হলো তাদের মধ্যে যারা বলে, আমাদের জন্যে আরবের নিরক্ষরদের সম্পদ খিয়ানত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তারা তাদের ভাষায় বলে- নিচয় আল্লাহ্ আমাদের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন। অতএব, আমাদের জন্যে তাদের সম্পদ খিয়ানত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তারা মিথ্যা বলার অনিষ্টতা উপেক্ষা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপের বশীভৃত হয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে বলে যে, তিনি তাদের জন্যে তা হালাল করে দিয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক বলেছেন, তারা এ ব্যাপারে অবগত আছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২৭৫. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই কথা বলে- যদি তাকে বলা হয়, তোমার কি হলো যে, তোমার কাছে গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দিচ্ছ না ? তখন সে বলে- আমাদের জন্য আরবদের সম্পদ হস্তগত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

৭২৭৬. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, অথচ তারা এ ব্যাপারে অবগত আছে। তাদের দাবী হলো তারা একথা তাদের কিভাবে পেয়েছে। যেমন তাদের কথা **لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْمَنِ سَيِّلٌ** - নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

০ (৭৬) **بَلِّيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَنْتَ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحُبِّ الْمُتَقْبِلِينَ**

৭৬. “হ্যা কেউ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ্ মুত্তাকিগণকে ভালবাসেন”।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর তয়, তাঁর তত্ত্বাবধায়ন এবং তাঁর দাসত্ব শীকার করে গচ্ছিত সম্পদ প্রাপককে প্রদান করে। অতএব মহান আল্লাহ্ বলেন, বিষয়টি একুপ নয়- যেমন আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপকারী এই সব ইয়াহুদী বলে থাকে যে, তাদের জন্যে নিরক্ষরদের সম্পদ হস্তগত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই এবং কোন পাপও নেই। তারপর তিনি বললেন, হ্যা, তবে যে ব্যক্তি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে তয় করে, অর্থাৎ অঙ্গীকার পূর্ণ করার অর্থ হলো - তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ উপদেশাবলী, যা তাওরাত কিভাবে বর্ণিত হয়েছে হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তিনি যে কিভাব নিয়ে এসেছেন- তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি বলেন, হ্যা তবে আল্লাহর কিভাবে বর্ণিত অঙ্গীকার যারা পূর্ণ করেছে এবং হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে আমানতদারের আমানত আদায়ের ব্যাপারে যা কিছু নির্দেশ নিয়ে এসেছেন তদ্বিষয়ে তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে আল্লাহকে তয় করেছে, তারাই তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তিনি বলেন - “তাকওয়া” হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কুফরী এবং অন্যান্য যাবতীয় অপরাধের জন্য আল্লাহর শাস্তি ও আয়াবকে তয় করে তা হতে বিরত থাকা। কাজেই আল্লাহ্ এই সব মুত্তাকীকেই ভালবাসেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই সমস্ত লোককে ভালবাসেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাঁর শাস্তিকে তয় করে এবং তাঁর আয়াব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলে। অতএব, তাদের উপর যেসব বিষয় হারাম করা হয়েছে, তা থেকে তারা বিরত থাকে এবং তাদের প্রতি যা কিছু আদেশ করা হয়েছে, তা তারা মেনে চলে।

ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, তাকওয়ার অর্থ হলো শিরুক থেকে বেঁচে থাকা।

৭২৭৭. ইবন আবাস (রা.) থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, **فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقْبِلِينَ**-এর অর্থ হলো যারা শিরুক থেকে বেঁচে থাকে। তাবারী বলেন, মুফাসিসিরগণের বিভিন্ন অভিমতের কথা আমরা বর্ণনা করলাম। তবে আমাদের কিভাবে ইতোপূর্বে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে যা বর্ণিত হয়েছে তাই সঠিক। কাজেই এর পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন।

(৭৭) **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ شَيْئًا قَاتِلُوكُمْ رَأْخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ**
وَلَا يَكُنُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَيْمَمٌ ০

৭৭. যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পরিশুল্কও করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলার উপরিখিত কালামের মর্মার্থ এই যে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং তাঁর নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য করা ও তিনি আল্লাহর নিকট হতে যাকিছু নিয়ে এসেছেন, সে বিষয়ে তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করার বিষয় অঙ্গীকার করে এবং তাদের মিথ্যা শপথ দ্বারা ঐসব বস্তুকে হালাল মনে করে যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হারাম করেছেন, যেমন মানুষের সম্পদ যা তাদের কাছে আমানত রাখা হয়েছিল, ইত্যাদি যদি পার্থিব তৃচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে পরিবর্তন করে, তবে তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। তিনি বলেন, যারা ঐ সমস্ত কাজ করবে তাদের জন্য পরকালে কোন কল্যাণ নেই এবং জানাতবাসীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, তা হতে তাদের তাগে কিছু জুটবে না। আমি ইতোপূর্বে ত্রাল শব্দের অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারগণের একাধিক মত বর্ণনা করেছি। আর তাদের উন্নত কথার উপর সঠিক প্রমাণও বর্ণনা করেছি। এ ব্যাপারে তাই যথেষ্ট।

আল্লাহর বাণী ﴿لَا يَكُمْهُم﴾-এর মর্মার্থ হলো - আল্লাহ তাদের সাথে 'তিনি বলেন, তাদের প্রতি আল্লাহর অস্তুষ্টির কারণে তিনি তাদেরকে কোন কল্যাণ প্রদান করবেন না। যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমার প্রতি সুন্দৃষ্টি কর, তবে আল্লাহ ও তোমার প্রতি সুন্দৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি করুণা কর, তবে আল্লাহও তোমার প্রতি কল্যাণ ও রহমত দ্বারা করুণা করবেন। আরও যেমন কোন ব্যক্তিকে বলা হলো আল্লাহ তোমার প্রার্থনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রবণ করেননি। অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে কোন সাড়া আসে নি। আল্লাহর শপথ তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই।

যেমন জনৈক কবি বলেছেন-

دَعَوْتُ اللَّهَ حَتَّىٰ خَفِّتْ أَنْ لَا * يَكُونَ اللَّهُ يَسْمَعُ مَا أَقُولُ

(আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, পরিশেষে আমার ভয় হলো যে, আল্লাহ হয়ত : আমি যা বলি তা শ্রবণ বা করুল করবেন না।)

আল্লাহর বাণী ﴿وَلَا يُزِكِّرُهُم﴾-এর মর্মার্থ হলো তাদের পাপ ও কুফরীর অপবিত্রতা থেকে তিনি তাদেরকে পরিত্রেক করবেন না। একারণেই তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

এই আয়াতের শানে নৃংল সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, আয়াতটি ইয়াহুদী ধর্মবাজকদের মধ্য হতে কোন একজন ধর্মবাজকের সম্পর্কে অবতীর্ণহয়েছে।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭২৭৮. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَمَانَهُمْ ثُمَّاً** এই আয়াতটি আবি রাফি‘, কেননা ইব্ন আবিল হকায়কা কা'ব ইব্ন আশরাফ এবং হয়াই ইব্ন

আখতাবকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আশ'আছ ইব্ন কায়স্ এবং তার সাথে বিবাদমান ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২৭৯. আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কোন অসৎ ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে তবে সে আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার উপর ক্রোধাত্মিত থাকবেন। তখন আশ'আছ ইব্ন কায়স বললেন, এমন বিষয় তো আমার মধ্যে আছে, আল্লাহর শপথ করে বলছি— আমার এবং এক ইয়াহুদী ব্যক্তির মধ্যে এক খণ্ড মৌখ ভূমি ছিল। অবশ্যে সে আমার অংশীদারিত্বকে অঙ্গীকার করে বসল। এরপর বিষয়টি নিয়ে আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজেস করলেন, এ ব্যাপারে কি তোমার কোন প্রমাণ আছে? আমি বললাম, জী—না। তারপর তিনি ইয়াহুদীকে দশ্য করে বললেন, তুমি এ ব্যাপারে শপথ করে বল। এমতাবস্থায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে যখন শপথ করে বলবে, তখন তো আমার সম্পদ চলে যাবে। তখনই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নেই। **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَمَانَهُمْ ثُمَّاً** নাযিল করেন।

৭২৮০. আদী ইব্ন উমায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ইমরাউল কায়স এবং হায়রামাউত-এর অধিবাসী এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাদ ছিল। উত্তরেই বিষয়টি নবী করীম (সা.) -এর নিকট উত্থাপন করল। তখন নবী করীম (সা.) হায়রামী (হায়রের অধিবাসী)-কে বললেন, তুমি তোমার প্রমাণ পেশ কর, অন্যথায় সে (বিবাদী) শপথ করে বলবে। এ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে শপথ করে বলে, তবে তো আমার সম্পত্তি চলে যাবে। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি তার তাইয়ের অধিকার ছিলিয়ে নেয়ার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধাত্মিত হবেন। তখন ইমরাউল কায়স বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি তাকে নিজের হক জেনেও আপন অধিকার পরিত্যাগ করল। তারজন্য কি মিলবে? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, জানাত। তখন সে বলল, আমি যখন আইয়ুবুস সুখতিয়ানী (র.)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন এই হাদীস আমি আদী (র.) থেকে শ্রবণ করেছি। আইয়ুব (র.) বললেন যে, আদী (র.) বলেছেন, বিষয়টি আরস ইব্ন উমায়রা (র.)-এর হাদীসেও উল্লেখ আছে। তখনই **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيَمَانَهُمْ ثُمَّاً** এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। জারীর (র.) বললেন যে, সে সময় আদী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি আমার স্বরণ নেই।

৭২৮১. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণ বর্ণন করেছেন, আশ'আছ ইব্ন কায়স অজ্ঞতার যুগে স্বীয় প্রভাব প্রতিপন্থির বদৌলতে তার দখলী একখণ্ড যৌনিকে কেন্দ্র করে অপর এক ব্যক্তির সাথে সংঘটিত বিবাদ নিয়ে উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তোমার প্রমাণ পেশ কর। লোকটি বলল, আমার পক্ষ তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড) - ৭

হয়ে কেউ-ই আশ‘আছের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আশ‘আছকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি শপথ করে বল। তখন আশ‘আছ শপথ করে বলার জন্য দড়ায়মান হলো। এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন। এরপর আশ‘আছ (রা.) নিজে ত্যাগ করে বললেন, আমি আল্লাহকে এবং তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি নিচয় আমার বিবাদী সত্যবাদী। এরপর সে তার দখলী সম্পত্তি তাকে ফেরত দিল এবং নিজের সম্পত্তি থেকেও তাকে আরো অধিক কিছু দিল। কারণ সে তয় করল যে, যদি তার হাতে এই ব্যক্তির সামান্য হকও বাকী থাকে তবে তা-ই লোকটির মৃত্যুর পর তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৭২৮২. আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এমন কিছু পাওয়ার জন্য শপথ করে যাতে তার কোন অধিকার নেই। তবে সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধাভিত থাকবেন। আল্লাহ তা‘আলা এর সত্যতার সপক্ষে এই আয়াত ইবন কায়স (রা.) আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছে? তখন তিনি যা বলেছেন আমরা তা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। নিচয়ই আমার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যে একটি কৃপ নিয়ে বিবাদ ছিল। অতএব, আমরা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর কাছে নালিশ করলাম। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর অথবা শপথ করে বল। আমি বললাম, সে তো তখন শপথ করে বলতে কোন ডৃক্ষ্যপ করবে না। নবী করীম (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে এমন বিষয়ে শপথ করল যাতে তার কোন অধিকার নেই, তবে সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধাভিত থাকবেন। আল্লাহ এর সত্যতার সপক্ষে এই আয়াত ইনَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلٌ....الخ নাযিল করেছেন। অন্য তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বলেন-

৭২৮৩. আমির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি দিনের প্রথম প্রহরে তার ব্যবসা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিল। তারপর দিনের শেষ ভাগে অপর এক ব্যক্তি পণ্য দ্রব্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আগমন করল। তখন সে শপথ করে দিনের প্রথম প্রহরের এমন এর্মন দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে অঙ্গীকার করে বলল, সন্ধ্যাকাল না হলে সে সেই দরে বিক্রি করতে পারত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত ইনَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلٌ.... এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

৭২৮৪. মুজাহিদ (র.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৭২৮৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ইনَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلٌ.... এই আয়াত আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জাদুকরদের পর্যায়ভূক্ত করে নাযিল করেন।

৭২৮৬. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, ইমরান ইবন হসায়ন (রা.) বলতেন, যে ব্যক্তি

অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে তার তাইয়ের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করল, সে যেন দোষথে তার স্থান নির্ধারণ করে নেয়। তারপর তাকে জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে যাকিছু শুনেছে তা বর্ণনা করল। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা ঐরকম লোক (তোমাদের সমাজে) পাবে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।

৭২৮৭. ইমরান ইবন হসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মিথ্যা শপথ করে সে যেন জাহানামে একটি স্থান নির্ধারণ করে নেয়। তারপর তিনি ইনَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلٌ.... এই আয়াতের সবটুকুই পাঠ করেন।

৭২৮৮. সাদিদ ইবনুল মুসায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, অন্যায়ভাবে মিথ্যা শপথ করা গুনাহ কবীরার অস্তর্গত। তারপর তিনি ইনَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلٌ.... এই আয়াত পাঠ করেন।

৭২৮৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, আমরা নবী করীম(সা.)—এর সাথে থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করতাম যে, তিনি বলতেন, যে গুনাহ মাফ হবে না, কোন বিষয়ে দৈর্ঘ্য ধারণের শপথ করা এবং শপথকারী তা লংঘন করা অন্তত্ম।

(৭৮) وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَنْ هُوَ مِنَ الْكِتَبِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৮. তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর ; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয় বরং তারা বলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে ; কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

ইমাম আবু জা‘ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ কিতাবীদের মধ্যে একদল ইয়াহুদী যারা রাসূল(সা.)—এর জীবিতকালে মদীনার চতুর্পার্শে বসবাস করত, তারা ছিল বনী ইসরাইলের অস্তর্ভূত। আল্লাহর বাণী “মুহাম্মদ” এবং “সর্বনাম দু’টি”—এর মধ্যে “মুহাম্মদ” এবং কৃতি—“সর্বনাম দু’টি”—এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যাদের কথা এই আয়াতে তাম্মতে বিচ্ছেদ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী “ব্লুগুন”—এবং “লেফিনা”—এর অর্থ একদল লোক। আল্লাহর বাণী “ব্লুগুন”—এর অর্থ যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে— যেন তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর। অর্থাৎ তোমরা যেন তাদের বিকৃত কথাকেই আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব বলে মনে কর। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তারা যা’কিছু জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করেছে এবং তাকে আল্লাহর কিতাব বলে বর্ণনা করেছে আর তারা মনে করেছে যে, তাদের জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বিকৃত, মিথ্যা এবং অসত্য রচনা করে আল্লাহর কিতাবের সাথে সংমিশ্রণ করেছে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তারা এমন তাবে কথা বলছে যেন তা আল্লাহ তা‘আলা তার

নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর নিকট হতে নায়িল হয়নি। তিনি বলেন, তাদের জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বিকৃত করে বর্ণনা করেছে, তা যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু তারা যা নিজেদের তরফ থেকে তৈরি করে বলেছে, তা আল্লাহ পাকের প্রতি অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ বলেন, তারা জেনে শুনেই আল্লাহর উপর মিথ্যা বলছে। অর্থাৎ তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে, অসত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং আল্লাহর কিতাবের সাথে এমন কথা সংযোগ করছে যা তাতে নেই। তারা এন্঱েপ করছে রাজতু পাওয়ার আশায় এবং পার্থিব তুচ্ছ বস্তু পাওয়ার কামনায়। আল্লাহ পাকের কালাম **يُلَوِّنُ أَسْتِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ**—এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা যা বললাম, অনুরূপ অর্থ বলেছেন কিছু সংখ্যক তাফসীরকারও। তাদের সপক্ষে নিরের হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭২৯০. মুজাহিদ (র.) থেকে এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : তারা তাকে বিকৃত করেছে।

৭২৯১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭২৯২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُلَوِّنُ أَسْتِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ** এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বলেছেন যে, তারা আল্লাহর দুশমন ইয়াহুদী সম্প্রদায়। তারা আল্লাহর কিতাব বিকৃত করেছে এবং এতে নতুন বিষয় সংযোগ করেছে। আর তারা মনে করে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।

৭২৯৩. রবী' (র.) থেকে ও অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

৭২৯৪. ইবন আবাস (রা.) থেকে **وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُلَوِّنُ أَسْتِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكُفَّارِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হলো ইয়াহুদী সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত এমন কিছু সংযোগ করত— যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।

৭২৯৫. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কিতাবীদের একদল লোক তাদের জিহ্বা দ্বারা কিতাবকে বিকৃত করত। তাদের এই বিকৃতি কিতাবের যথাযথ স্থান থেকে করত।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **اللَّهُ** শব্দের মূল অর্থ হলো কোন কিছুকে উল্টিয়ে দেয়া এবং বিকৃত করা। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি লোকের জন্মেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত গুড়িয়ে দিল বা উল্টিয়ে দিল। এই মর্মে কবির এই কবিতাংশটি **أَوَيْدَهُ اللَّهُ الَّذِي هُوَ غَالِبٌ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার উপর বিজয়ী হলো তার হাত আল্লাহ তা'আলা উল্টিয়ে দিলেন। এই মর্মেই বলা হয়েছে **لَوْلَى**

وَمَالَى ظَهَرَ فَلَانَ أَحَدًا لِمَ يَصْرِعُهُ—**وَلِسَانٍ**—সে তার হাত ও জিহ্বা উল্টিয়ে দিল। আরো যেমন —**أَخْرَى**—**أَمْوَالِهِ** পৃষ্ঠ কেউ—ই বক্ত করতে পারবে না যতক্ষণ না অন্য কেউ তাকে মনুষ্যকে পরাস্ত করে যাচ্ছিতে আছাড় দিতে পারে। আরো যেমন **وَلِمْ يَفْلِي ظَهَرَهُ انسَانٌ وَانْهَ لَلَّوْلَى** **بَعْدَ الْمُسْتَمِرِ**—**কোন** মানুষই তার পৃষ্ঠদেশ গুড়িয়ে দিতে পারবেনা যদি সে ঝগড়া হতে দূরে থাকে বা বিমুখ থাকে। অর্থাৎ জীবন ঝগড়ার সময়ও যে ধৈর্যশীল হয় সে পরাস্ত হবে না। এই মর্মে একজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত হলো **فَلَوْلَكَانَ فِي لَلَّوْلَى شَدَّاً مِنْ خُصُوصَةٍ لِلَّوْلَيْتُ أَعْنَاقَ الْخَصُوصِ الْمَلَوِيْلَا**—যদি লায়লা সম্পর্কে ভীষণ ঝগড়ার সুত্রপাত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি ঝগড়াকারীর গর্দান একেবারে গুড়িয়ে দিব।

(৭৯) **مَاهَنَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَبُ وَالْحُكْمُ وَالثُّبُوتُ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّاَسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِي**

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِكِنْ لَوْلَى زَبَدَيْنِ بِمَا نَعْلَمْ تَعْلِيمُنَ الْكِتَبِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ০

৭৯. 'কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, তা তার জন্য শোভন নয় ; বরং সে বলবে, তোমরা ব্যাকী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতের অর্থ হলো কোন মানুষের জন্যই তা উচিত নয়। "الْقَوْمُ" "শব্দটি" —"বন্যাদ" —এর বহুবচন। শান্তিকভাবে এর কোন একক নেই। যেমন "الْخَلْقُ" শব্দদ্বয়। আর কখনও একক বিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এখন বাক্যের পূর্ণ অর্থ হলো কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, অর্থাৎ তারপর মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করার জন্য আহ্বান করবে তা সঙ্গত নয়। অথচ আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত এবং নবুওয়াতের জ্ঞান দান করেছেন। বরং আল্লাহর পাক যখন তাকে ঐ সব দান করবেন। তখন তিনি আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর প্রদত্ত ধর্মীয় বিধি—বিধানের প্রকৃত তথ্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। আর তারাই হবেন তখন আল্লাহর মারফাত এবং তাঁর শরীআতের আদেশ—নিষেধ বাস্তবায়নের ও তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করার ব্যাপারে নেতৃত্বান্বীয় ব্যক্তিবর্গ। কেননা তাঁরাই মানুষকে কিতাবের শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের শিক্ষক।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এই আয়াত কিতাবীদের একদল লোক সম্পর্কে নায়িল হয়েছে, যারা নবী করীম (সা.)—কে বলেছিল —“আপনি কি আমাদেরকে আপনার দাসত্ব করার জন্য আহ্বান করছেন?

যারা এমত পোষণ করেন :

৭২৯৬. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু রাফি' কুরাজী (রা.) বলেছেন, যখন নাজরানের অধিবাসী ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের ধর্ম্যাজকগণ নবী করীম (সা.)—এর কাছে একত্রিত

হলো তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। তারা প্রতি উত্তরে বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার দাসত্ব করব? যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা ইবন মারিয়ামের দাসত্ব করে। তারপর নাজরানের অধিবাসী ‘রঙ্গ’ নামক একজন খৃষ্টান বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আমাদের কাছ হতে অনুরূপ (দাসত্ব) আশা করেন? এবং সেদিকেই কি আমাদেরকে আহবান করছেন? অনুরূপ আরও কিছু বলল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কারো উপাসনা করতে কিংবা অপরজনকে তিনি ব্যক্তিত অন্য কারো উপাসনার নির্দেশ দিতে **مَعَاذُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّারِ** আল্লাহর অশ্রয় কামনা করি। ঐ কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেননি এবং নির্দেশও দেননি। অনুরূপ আরো কিছু বলল। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই **مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ** এই আয়াতের শেষ পৃষ্ঠত নাযিল করেন।

৭২৯৭. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আবু রাফিউল কুরাজী (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২৯৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের বাণী **مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ لَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا إِلَيْيَ مِنْ لَوْنِ اللَّهِ** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবৃত্যাত দান করার পর তার পক্ষে আল্লাহ ব্যক্তিত নিজেকে ‘রব’ হিসাবে মান্য করার জন্য তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দেয়া উচিত নয়।

৭২৯৯. রবী‘ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩০০. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইয়াহুদীদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর কিতাবের যথাযথ স্থান থেকে বিকৃত করে তাদের ‘রব’-কে ছেড়ে মানুষের উপাসনা কর তো—এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন— **مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ تُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ لَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا إِلَيْيَ مِنْ لَوْنِ اللَّهِ** (অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবৃত্যাত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও তা তার জন্য উচিত নয়। তদুপরি আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা’ নাযিল করেননি তদ্বিষয়ে সে মানুষকে নির্দেশ দান করবে, তাও তার জন্য সঙ্গত নয়।

মহান আল্লাহর বাণীঃ—**وَلَكِنْ كُونো رَبَّاينِ**—বরং সে বলবে, ‘তোমরা রয়ানী (আল্লাহওয়ালা) হয়ে যাও’। অর্থাৎ এই কথা দ্বারা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, বরং সে তাদেরকে বলবে, ‘তোমরা রয়ানী (আল্লাহওয়ালা) হয়ে যাও’। এখানে **القول** শব্দটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। মূল বাক্য দ্বারাই কথাটি প্রকাশ পায়।

আল্লাহ পাকের বাণী **كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্য হতে কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, এর অর্থ হলো— তোমরা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী হও।

বারা এমত পোষণ করেনঃ

৭৩০১. আবু রায়ীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা ‘হকামা’ এবং ‘ওলামা’ অর্থাৎ বিজ্ঞ ও জ্ঞানীর দলে পরিণত হও।

৭৩০২. আবু রায়ীন (র.) থেকে বর্ণিত, **كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তোমরা ‘হকামা’ এবং ‘ওলামা’ (বিজ্ঞ ও জ্ঞানীর দলে) পরিণত হও।

৭৩০৩. আবু রায়ীন (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৩০৪. আবু রায়ীন (র.) অপর এক সূত্রে **وَلَكِنْ كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা বিজ্ঞ আলিম হও।

৭৩০৫. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী **كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তোমরা ফিকাহ বিশারদ এবং জ্ঞানীর দলে পরিণত হও।

৭৩০৬. মুজাহিদ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো ‘ফুকাহ’ (ফিকাহ বিশারদগণ)।

৭৩০৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৩০৮. মুজাহিদ (র.) অন্য এক সূত্রে আল্লাহ পাকের বাণী **وَلَكِنْ كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, (ফিকাহবিশারদগণ)।

৭৩০৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী **وَلَكِنْ كُونো رَبَّاينِ** – এর অর্থ করেছেন তোমরা ‘ফুকাহ’ এবং ‘ওলামা’ (ফিকাহ বিশারদ ও আলিমগণের) দলে পরিণত হও।

৭৩১০. আবু রায়ীন (র.) থেকে বর্ণিত, **كُونো رَبَّاينِ** আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ বিজ্ঞ আলিম।

৭৩১১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী **كُونো رَبَّاينِ** – এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো ফিকাহ বিশারদ আলিমগণ।

৭৩১২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, **أَلَّا فَعَلَى رَبَّاينِ** – ফিকাহ বিশারদ আলিমগণ। আর তারা হলেন পাদরীদের উপরে মর্যাদাবান।

৭৩১৩. ইবন আবাস (রা.) থেকে আল্লাহ পাকের এই বাণী **وَلَكِنْ كُونো رَبَّاينِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো, তোমরা ফিকাহ বিশারদ আলিমের দলে অন্তর্ভুক্ত হও।

৭৩১৪. ইয়াহুইয়া ইবন আকিল (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো **الْفَقِيهُونَ الْعَالَمُونَ** ফিকাহ বিশারদ আলিমগণ।

৭৩১৫. ইবন আবাস (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩১৬. ইবন আবাস (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **كُونো رَبَّاينِ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো তোমরা বিজ্ঞ ফিকাহ বিশারদদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৭৩১৭. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বলেছেন যে, তোমরা **رَبِّيْنِيْنَ فَقَهَاءِ عَلْمَاءِ** ফিকাহ বিশারদ আলিম হও। অন্য তাফসীরকারগণ এসম্পর্কে বলেছেন যে, বরং এর অর্থ হলো বিস্তৃত পরহিয়গার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩১৮. সাইদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী **كُونِوا رَبِّيْنِيْنَ** - এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, **حَكَمَاءِ افْتِيَا** - বিজ্ঞপ্রহিয়গার।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এর ব্যাখ্যা হলো মানুষের প্রতিনিধি এবং তাদের নেতৃত্ব।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩১৯. ইবন যাযিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী - এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ‘রবানী’ হলেন - যারা জনসেবায় আত্মানিয়োগ করে। যারা জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারপর তিনি এই আয়াত (١٣) **لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيْنَ وَالْأَخْبَارُ** (المائدہ) পাঠ করেন। তিনি বলেছেন, ‘রবানী’ হলেন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং জ্ঞানী পাদরিগণ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, ‘রবানী’ সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক বক্তব্য হলো **رَبِّيْنِيْنَ** শব্দটি শব্দের বহুবচন। আর **رَبِّيْنِيْنَ** শব্দটি সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর অর্থ হলো যিনি মানুষের প্রতিপালন, কার্যনির্বাহ, প্রভৃতি এবং নেতৃত্ব দান করেন। আরবী ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণ আলোচ্য শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন কবি আলকামা ইবন আবদার বলেছেন **وَقَبْلَكَ رَبَّيْنِيْنَ فَضَيْعَتْ رُبُّوبُّ** *। এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন **وَكَنْتُ امْرًا أَفْضَلَتْ إِلَيْكَ رَبَّيْنِيْنَ** *। এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি এমন ব্যক্তি যে, তোমার প্রতি আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেছি, কিন্তু আমার এই প্রতিপালন তোমাকে সংশোধন করতে পারেনি ; অতএব, আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন মূলত ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।”

এই কবিতাংশের অর্থ আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব। শব্দের অর্থ যাকে প্রতিপালন ও সংশোধন করা সত্ত্বেও সে সংশোধিত হয় না, কিন্তু তারা আমাকে ব্যর্থ করেছে, অতএব, তারা ব্যর্থতায় নিপত্তি হয়েছে। যেমন বলা হয় - **بِ امْرِي فَلَانْ** - ‘জনৈক ব্যক্তি আমার কার্যনির্বাহ করেছে বা প্রতিপালন করেছে। অর্থাৎ তা দ্বারা যখন কারো প্রশংসায় আধিক্য বুঝানোর ইচ্ছা করা হয়। তখন বলা হয় তিনি অতিশয় প্রতিপালনকারী। যেমন বলা হয় সে অতিশয় তন্মুচ্ছন্ন। তাদের প্রচলিত কথায় বলা হয় **- نَعْسَبَنْ** - ‘সে ঘুমিয়েছে, সে ঘুমাবে। অধিকাংশ পরিমাপে এর পরিমাপে অতীত ক্রিয়াপদ থেকে আসে। যেমন - **هُوَسْكُرَانْ وَعَطْشَانْ وَرَبَّانْ** - এদের পরিমাপ হলো **- رَوْيِ - بَرْوَيِ** এমনি তাবে - **سَكَرْ - سِكَرْ** এবং **مَاضِي** - আর অনেক সময় এর

(অতীত কাল) হয় **- فَعَلْ** - এর পরিমাপে। যেমন আমরা ইতোপূর্বে যা বললাম **نَعْسَبَنْ** - এবং **- رَبْ - بَرْ**। যদি বিষয়টি আমরা যা বর্ণনা করলাম তদন্তুর অর্থও তাই হবে, যা আমরা ব্যাখ্যা করলাম। **الْبَشِّرُ** শব্দটি ঐ ব্যক্তির বিশেষণের (صفت) সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে যে বিশেষণের (صفت) কথা আমরা উল্লেখ করেছি। ফিকাহ এবং হিকমাত শাস্ত্রের যিনি সত্যপন্থী আলিম তিনি মানুষের কার্যাবলীতে কল্যাণের শিক্ষা দান করেন এবং তাদেরকে মঙ্গলের দিকে আহবান জানিয়ে প্রতিপালন করেন এমনিভাবে আল্লাহভূক্তির হাকীম এবং উলী, যিনি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করেন এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণার্থে মানুষের যাবতীয় কাজকর্মে নেতৃত্ব দান করেন, তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর বাণী ‘রবানী’ হওয়ার উপযুক্ত। যাঁরা দীন-দুনিয়ার কাজকর্মে এবং ফিকাহ শাস্ত্র ও অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ে মানুষের জন্য খুটি স্বরূপই তাঁরাও ‘রবানী’। একারণেই মুজাহিদ (র.) বলেছেন, পদমর্যাদায় তারাই হলেন পাদ্বীদের উপরে। কেননা, পাদ্বিগণ হলো সাধারণ জ্ঞানী। আর ‘রবানী’ সাধারণ জ্ঞান, ফিকাহ শাস্ত্র, দর্শন, রাজনৈতিক এবং জাতীয় জীবনের বৃহত্তম অঙ্গে শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তারা দক্ষ নেতা হিসাবে মানুষের ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহর বাণী **بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ** (যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর')।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এর পাঠনরীতেতে একাধিক মত পোষণ করেন। হিজায়ের অধিকাংশ এবং বসরার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ **تَاءِ** - এর মধ্যে **أَكْنَتْمُ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ** এবং **تَاءِ** - **بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ** এবং **تَاءِ** - **أَكْنَتْمُ تَدْرِسُونَ** - এর মধ্যে তাশদীদ এবং **تَاءِ** - এর মধ্যে পেশ প্রদান সঠিক হতো, তবে নিশ্চয়ই **تَاءِ** - এর মধ্যে পেশ এবং **رَاءِ** - এর মধ্যে পেশ এবং **تَاءِ** - এর মধ্যে পেশ এবং **مَثْمُ** - এর মধ্যে পেশ এবং **تَاءِ** - এর মধ্যে তাশদীদ দিলে তখন এর অর্থ দৌড়াবে - মানুষকে কিতাব শিক্ষা দানের এবং তোমাদের তা অধ্যয়নের কারণে (তোমরা রবানী)। তাদের এই পাঠরীতি গ্রহণের কারণ হল - যেহেতু তাদের মধ্যে যাকে শিক্ষাদানের সাথে গুণান্বিত করা হয়েছে নিশ্চয়ই তাকে জ্ঞানের সাথেও গুণান্বিত করা হয়েছে। কেননা, জ্ঞান অর্জন ছাড়া জ্ঞান দান করা যায়না।

৭৩২০. মুজাহিদ (র.) এই আয়াতের **بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ** (যবর যোগে পাঠ করেছেন। ইবন উয়ায়না (র.) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হলো তোমরা যা শিখেছ তা শিখাও।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের দু'রকম পাঠ - রীতির মধ্যে পঠন পদ্ধতিই উত্তম, যাতে **تَاءِ** অঙ্গে পেশ এবং **মَثْمُ** অঙ্গে তাশদীদ রয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহ তা'আলা এই তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড) - ৮

সম্প্রদায়কে মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণকারী, তাদের দীন-দুনিয়ার কাজকাম সংশোধনকারী, তাদের যাবতীয় কাজের সম্পাদনকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে **ربانی** শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করেছি, সেই মর্মে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা 'রবানী' হয়ে যাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা উল্লেখ করে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা মানুষকে তাদের রবের কিতাবের মৌলিক শিক্ষা, অধ্যয়ন এবং পঠনযীতি শিক্ষা দিয়ে সংশোধন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, **دراسة**-এর মর্মার্থ হলো— তাদের ফিকাহৰ অধ্যয়ন। **دراسة** শব্দের যে দুটি ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করলাম, তন্মধ্যে **تَعْلِمُونَ الْكِتَابَ** বা কিতাব পাঠের ব্যাখ্যাটি অধিক সঙ্গত। কেননা, তা আল্লাহ পাকের বাণী **الْكِتَابَ**-এর প্রতি উল্লেখ করে পূর্ববর্তী সংযুক্ত হয়েছে। আর এখানে কিতাবের অর্থ হলো কুরআন শরীফ। অতএব **دراسة**-এর অর্থ হলো—**دراسة القرآن**—কুরআনের অধ্যয়ন। **دراسة** শব্দের অর্থ **الفق**—**دراسة الفق**— কুরআনের অধ্যয়ন। **دراسة** এর অর্থ 'ফিকাহৰ অধ্যয়ন' হওয়াটাও সঙ্গত, যদিও এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

যারা এমত পোষণ করেন :

٧٣٢١. আবু যাকারিয়া (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কিরাআত বিশেষজ্ঞ আসিম (র.) **بِمَا كُنْتُمْ تَعْلِمُونَ** এই আয়াত পাঠ করে বলতেন যে, এর অর্থ হলো কুরআন শিক্ষা। আর **بِمَا كُنْتُمْ تَعْلِمُونَ** সম্পর্কে বলতেন যে, এর অর্থ হলো ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন। অতএব, আয়াতের অর্থ দাঁড়াল— বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ কর এবং তাদের দীন-দুনিয়ার কাজকর্মে ও তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দানের ব্যাপারে রব্বানী হয়ে যাও এবং তাতে বর্ণিত হালাল-হারাম, ফরয, মুস্তাহাব, কিতাব শিক্ষা দিন ও অধ্যয়ন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাদেরকে নেতৃত্বদাও।

وَلَيَّ مُرْكُمْ أُنْ تَتَخَذُ وَالْمَلِكَةَ وَالنِّسَنَ أَرْبَابَهُ أَيْمَرْكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْ هُنْ مُسْلِمُونَ (১০)

৮০. ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী বলেন, **وَلَيَّ مُرْكُمْ** শব্দের পাঠযীতির মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। হিজায ও মদিনাবাসী সাধারণত **مِبْدَأ**—**وَلَيَّ مُرْكُمْ**—কে (উদ্দেশ্য) হিসাবে এবং **من الله**—কে (বিধেয়) হিসাবে পাঠ করেছেন। অতএব, তারা কালামের মধ্যে "ন" প্রবেশকে পূর্ববর্তী বাক্য হতে এর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। তখন তা প্রারম্ভিক বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্য হতে এর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। তখন তা প্রারম্ভিক বাক্যের

নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হে মানব সম্প্রদায়! ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না। এমনি ভাবে ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি **وَلَنْ يَأْمَرْكُمْ** পাঠ করতেন। অতএব, তারা কালামের মধ্যে "ন" প্রবেশকে

মধ্যে "ন" প্রবেশ করেছে, তখন এতে রফع প্রদান করা অত্যাবশ্যক নয়। কৃফা ও বসরার কোন **شَيْقُولِلنَّاسِ**—এর মধ্যে অক্ষরে যবর দিয়ে পূর্ববর্তী বাক্য **وَلَيَّ**—এর মধ্যে **كِتَابَ**—এর উপর সংযোগ (عطف) করে পাঠ করেছেন। তখন তাদের কাছে.... **إِلَهٌ**—এই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ— তার জন্য উচিত হবে না যে, সে নবীগণ ও ফেরেশতাগণকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে।

উল্লিখিত আয়াতের বর্ণিত দুর্বক্ষ কিরাআতের মধ্যে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে বা **سَمْعُوكَ** করে পাঠ করাই উভয় ও সঠিক। **الْكِتَابَ**—এর পূর্ববর্তী সংযুক্ত আয়াতটি হলো **وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةُ**—**مَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ**—**كُنُوا عِبَادًا لِّي**—**مِنْ دُونِ اللَّهِ**—**مَا كَانَ بِشَرٍ إِلَّا لَهُ**—**وَلَا إِنْ يَأْمُرُكُمْ**—**أَنْ**—**تَتَخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنِّبِيِّ**—কেননা, আয়াতটি নাযিল হয়েছে এই সমস্ত সম্প্রদায়কে ভৎসনা করে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)—কে বলেছিল, আপনি কি চান যে, আমরা আপনার দাসত্ব করিঃ? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, নবীর জন্য কোন মানুষকে নিজের দাসত্ব করার এবং ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি আহবান করা সঙ্গত নয়। আর যে ব্যক্তি এতে পেশ দিয়ে পড়েছেন তিনি আবদুল্লাহ (রা.) কিরাআতকে যথার্থ দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। **وَلَنْ يَأْمُرُكُمْ**—**(সন্দ)**—**سُنْ**—**বেঠিক**, তা হাজ্জায (র.) হাজ্জন (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা আবদুল্লাহ কিরাআত অনুসারেও জায়িয নয়। এমনি ভাবে যদি এই খবরের সূত্র সঠিক হতো, তবে এর জন্য দলীল উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন হতো না। কেননা, মুসলমানগণ তাদের নবীর উপরাধিকার সূত্রে কিতাবের যে কিরাআত শুল্ক বলে বর্ণনা করেছেন, তাকে কোন সাহাবা (রা.)—এর একক কিরাআতের ব্যাখ্যা দ্বারা পরিত্যাগ করা জায়িয নয়। কারণ কোন একক সাহাবা (রা.)—এর প্রতি সমোধন করে বর্ণনা করা হলৈ এতে ভুল-আভিয়ন সম্ভাবনা থাকে। কোন নবী (আ.)—এর জন্য ফেরেশতাগণ এবং নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দান করা সঙ্গত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কোন মা'বুদের উপাসনা করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ভাবে তোমরা আল্লাহ ব্যক্তিত আমার দাস হয়ে যাও, একথা বলাও তার জন্য সঙ্গত নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (আ.)—এর পক্ষে হতে আপন বান্দাদেরকে এই ব্যাপারে নির্দেশ দিতে নিষেধ করে বলেছেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর কি তোমাদের নবী (আ.) তোমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ ব্যক্তিত কুফরীর নির্দেশ দেবেন? অর্থাৎ তোমার তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী এবং তাঁর দাসত্বে অনুগত হওয়ার প্রণালী কি তিনি এরূপ নির্দেশ দেবেন? অর্থাৎ একজন নবী (আ.)—এর পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়।

৭৩২২. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) ফেরেশতা ও নবীগণকে রয়ে হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেবেন না।

(٨١) وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا أَنْتُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
صَدَّقَ تِلْمِيذَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَصِّرُنَّهُ قَالَ إِنَّا قَرَرْنَا مَعَكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْ عَلَيْكُمْ إِصْرِيْا
فَرِزَنَاهُ قَالَ فَأَشْهَدُهُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ ٥

৮১. আরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত য
কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরণে যখন একজন রাসূল আসবে
তখন নিষ্য তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার
করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম
তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী বটাম।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ- হে কিতাবিগণ! তোমরা শরণ কর, যখন আল্লাহ
তা'আলা নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ নবীদের অংগীকার নেয়ার সময়ের কথা শরণ
কর। **مِيَّاْقَهُمْ**-এর অর্থ হলো তারা নিজেরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ও তাঁর আনুগত্য করার
যে শপথ করেছিল। **مِيَّاْق** শব্দ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে। সে সম্পর্কে
আমরা ইতোপূর্বে যে বর্ণনা করেছি তাই যথেষ্ট **لَمَّا أتَيْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحْكَمْتُمْ** এই আয়াতের পাঠরীতিতে
কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। হিজায এবং ইরাকের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ **لَمَّا**
أَتَيْتُمْ-এর মধ্যে - **لَا** অক্ষরে যবর দিয়ে **ل** পাঠ করেছেন। আর **أَتَيْتُمْ** এর পঠনরীতিতে ও তার
মতবিরোধ করেছেন। অতএব কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ তা একবচন হিসাবে
আর অন্যান্যগণ একে **أَتَيْتُكُمْ** বহুবচন হিসাবে পাঠ করেছেন। তারপর আরবী ভাষার পস্তিগণ এর
পাঠরীতিতে একাধিক মত পোষণ করেন। তবে বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেছেন যে, বাক্যের
প্রারম্ভে “**ل**” অক্ষরের সাথে যে **ل** রয়েছে তা’ হলো **ل** بـ**د**اء (প্রারম্ভিক লাম)। যেমন কোন
ব্যক্তির উক্তি- **لَزِيدَ افْصَلْ مِنْكَ** যাযিদ তোমা হতে অধিক সমানী। কেননা, উল্লিখিত বাক্যে “**ل**” হলো
لَمْ বা বিশেষ্য। আর এর পরে যা এসেছে তা হলো এর **ل** বা সংযোগ অব্যয়। তা **لَمْ** হলো
এর মধ্যে যে **ل** রয়েছে তাহা হলো **ل** লক্ষণ (শপথযুক্ত লাম)। যেন তিনি বলেছেন, **إِنَّ**
এবং শেষে **ل** দৃঢ়তার অর্থ বুঝাবে। যেমন বলা হয়। **لَمْ** এর প্রথমে
এবং **ل** এন লজ্জন্তি লকান ক্ষেত্রে আল্লাহর শপথ,
যদি তুমি আমার কাছে আসো তবে অবশ্যই এমন এমন (পুরস্কার) মিলবে। আর কখনও এর ব্যতিক্রমও
ঘটে। অতএব, বাক্যের শেষে **ل** দৃঢ়তার অর্থেও আসো আর কখনও এর
ব্যতিক্রমও ঘটে। অতএব **لَمْ** এর খবর - **لَمْ** **ل** দৃঢ়তার অর্থেও **ل** দৃঢ়তার অর্থেও আসো আর কখনও এর
ব্যতিক্রমও ঘটে। অতএব **لَمْ** এর খবর (খবর) কে লজ্জন্তি করা হবে। যেমন

— کے لایاتیں عبد اللہ واللہ لا یکتسب مامن کتاب میں اپنے کتابوں کا حکم ایسا تھا۔ تاکہ فرمائیں کہ وہ کتاب میں اپنے کتابوں کا حکم ایسا تھا۔

আর কূফার কোন কোন ব্যাকরণ বিশারদ উল্লিখিত সফল পদ্ধতিকেই ভুল বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে ম' বাক্যের 'জ-র' এর প্রারম্ভে প্রবেশ করে, তা 'م' এবং 'ل' এর জোড়া হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি দশায়মান তাকে تَبْتَعِ (তার অনুসরণ করনা) এরূপ বলা যাবে না। আর দশায়মান ব্যক্তিকে مَالِحَسْنَ এরূপও বলা যাবে না। সুতরাং যখন এর জোড়া 'م' এবং 'ل'-বসে, তখন বুর্বা যাবে যে, 'ل' - বাক্যের প্রথম অংশের অত্যাবশ্যক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, 'م' এবং 'ل' -কে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তখন তা প্রথমটির মত হবে। অর্থাৎ প্রথমটির জোড়া হবে। তাঁরা বলেছেন তখন আল্লাহর বাণী - لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ - এর অর্থ হবে, ভুল আলন। কেননা, যে আগমন ও প্রস্তান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা 'م'-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাঁরা বলেন, বাক্যের خبر হিসাবেও অবস্থান করতে পারে না। তবে جَدَ (না-বাচক), اسْفَهَام (প্রশ়্ণবোধক), এবং جَرْ (জবাব) টিসাবে অবস্থান করতে পারে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বক্তৃতিই সর্বোত্তম, যারা তিলাওয়াতের সময় m^{+} অক্ষরে যবর যোগে পাঠ করেছেন। এমতাবস্থায় m^{+} -এর অর্থ হবে m^{+} -যথনই। m অক্ষরের পূর্বে যখন m^{+} বসে, তখন তা z^{+} এর অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এমতাবস্থায় এক ফعل (ক্রিয়া) অপর ফعل-এর সাথে সংযুক্ত হবে। তখন তা শপথের অর্থ পুনাদ করবে। এমতাবস্থায় প্রথম m^{+} শপথ অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং m^{+} -এর সাথে মিলিত হবে। - جواب - এর সাথে

আর অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ - لَمَّا أتَيْتُكُمْ - এর (যের) দিয়ে পাঠ করেছেন।
তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কুফার একদল কারী।

তারপর কিরাওত বিশেষজ্ঞগণ ঐরূপ পড়ায় এর ব্যাখ্যার মধ্যে একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, যখন ঐরূপ পড়া হয় তখন এর অর্থ হবে—‘সেই বিষয়ে যখন আল্লাহ নবীগণের অংগীকার নিলেন, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি।’ এইরূপ পঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে যা কিছু তাদের কাছে আছে। তখন কালামের ব্যাখ্যা হবে এরূপঃ তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যাকিছু দান করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আল্লাহ যখন নবীগণের অংগীকার নিলেন। তারপর তোমাদের কাছে যখন রাসূল আগমন করেন, অর্থাৎ হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) যাঁর কথা তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে তখন অবশ্য তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অর্থাৎ তোমাদের কাছে রাস্তিত তাওরাত কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)—এর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য।

অন্য তাফসীরকারগণ ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন **لَمْ** এর মধ্যে **كُسْرَه** যের দিয়ে পড়া হয় তখন এর অর্থ হবে তাদেরকে হিকমাতের বিষয় যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, তদ্বিষয়ে যখন **আল্লাহ**

নবীগণের অংগীকার নিলেন। তারপর আল্লাহর বাণী ﷺ لَقُمْنَ بِـ বর্ণিত হলো। অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে। অর্থ সুদৃঢ় অংগীকার। যেমন আরবীয় বাক্যে এরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে - **أخذ الميّاق** - **استحلاف الميّاق** - **لتفعلن** - **কেননা** - **آخذ الميّاق** - এর অর্থ শপথ নেয়া। সুতরাং এইরূপ বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখ্যা হবে এরূপ যখন আল্লাহ নবীগণের শপথ নিয়েছিলেন যে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যা কিছু প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরণে যখন একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তারা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত উভয় পঠনরীতির মধ্যে এই ব্যক্তির পঠন পদ্ধতিই সঠিক, যিনি এই আয়াতে বর্ণিত إِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الثَّيْنِ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ - লম্ব-মূল-ক্ষেত্রে ফেলে যবর পাঠ করেছেন। কেননা, আল্লাহু তাআলা নবীগণের নিকট হতেই অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি প্রেরিত প্রত্যেক রাসূলকেই যেন তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। প্রেরিত নবীগণের অনেককেই কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং অনেককেই কিতাব প্রদান করা হয়নি। অতএব, মহান আল্লাহর নবী-রাসূলগণের কারো প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা প্রকৃতপক্ষেই অবৈধ। কেননা এতে তাঁর কোন কিছু রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা বৈধ হয়ে যায়। যদি এমনই হয় তবে একথা জানা আছে যে, তাদের কিছু সংখ্যকের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। যে ব্যক্তি لَمَّا أَتَبْتَكُمْ - এর অঙ্গরেখে বা যের যোগে পাঠ করেছেন, তদিয়ে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ তখন এর অর্থ হবে— যে কারণে আমি তোমাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি। এমতাবস্থায় সুন্দর পরাহত ব্যাখ্যা এবং গভীর বিতর্ক ব্যৱীত এর মর্ম বুঝা যাবে না।

کیتاویڈے کا ہے یا آئے، تاریخ میں اس مرتکرپے آنحضرتی راسوں یا نیویے اسے ہے، تاریخ پر بیشاس
ستھان نے جن کوئی بختی خدا کے انتگار نہیں ہے تو ایسے ہے تاریخیں کارنگن اکادمیک ملت
پوچھن کر رہے ہیں۔ تاریخ کے مধ्य ہتھے کوئی کوئی تاریخی کارنگن کے لئے آنحضرتی تاریخیں
بختیت کیتاویڈے کے نیکٹ ہتھے اسی بحثیے انتگار نہیں ہے۔ آنحضرتی تاریخیں تاریخ کے
تاریخیں آنحضرتی تاریخیں ... - کے دلیل ہیساں پر عرضہ کر رہے ہیں۔ تاریخ کے لئے
سब سپردیاے کے پریت ہے، تاریخ کے آنحضرتی راسوں کے پریت ہے۔ سوتراں راسوں کے کاروں
بیروادی کے عرضہ کارنگن ایک دلیل ہے، تاریخ کے نیکٹ ہے۔ سوتراں راسوں کے کاروں
نیکٹ پرداں نے کوئی کارنگن نہیں۔ کہننا، بھنی آدمی کے مধ्य ہتھے تاریخی کارنگن
کے عرضہ کارنگن کا ہے۔ اسی کارنگن کے سپردیاے کے ساتھی کارنگن کے ساتھی
تاریخ پر تاریخ کے ساتھی کارنگن کا ہے۔ اسی کارنگن کے ساتھی کارنگن کا ہے۔

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِئَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
٧٣٢٣. مুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ'র বাণী এবং সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এটি লেখকের ভুল। ইবন মাসউদ (রা.)—এরকিংবা আতে এইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩২৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩২৫. ‘রবী’ (র.) থেকে আল্লাহর উপরোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ কিতাবীদের নিকট হতে অংগীকার নিলেন। এমনিভাবে **রবী** (র.)
وَإِنَّا أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ النَّبِيِّنَ
এইরূপ পাঠ করেছেন। এর অর্থ হলো কিতাবিগণ। অনুরূপভাবে কিরাওত পাঠ
করেছেন উবায় ইবন কা‘ব (রা.)-ও **রবী** (র.) বলেন যে, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, তিনি বলতেন
আল্লাহ পাকের বাণী**مَعَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَعْمَلُنَّ بِهِ وَلَنَتَصْرُونَ** তারপর তোমাদের কাছে যা
আছে তার সমর্থকরূপে যখন কোন রাসূল আসবেন, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং
তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে
সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা হলো কিতাবিগণ।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং যাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তাঁরা হলেন নবীগণ, তাঁদের উশ্চিত্তগণ নয়।

ঘীরা এমত পোষণ করেন :

৭৩২৬. ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে তাঁদের উম্মতগণের উপর অংগীকার নিয়েছেন।

৭৩২৭. তাউসের পিতা থেকে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো যখন আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অঙ্গীকার নিলেন।

۷۳۲۸۔ **إِنَّمَا أَخْذًا اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّنَ مَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ** -
ইবন তাউসের পিতা থেকে আল্লাহর বাণী -**كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لِمَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ** -
-**الآية** -
আলো প্রথম পর্যায়ের নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলেন যে, তারা যেন পরবর্তীতে আগমনকারী
নবীগণ যা কিছি নিয়ে আসবেন। তাকে নিচ্ছয়ই সত্য বলে স্মীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন।

৭৩২৯. আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে প্রবর্তী যত নবী প্রেরণ করেছেন, সকলের নিকট হতেই হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অংগীকার নিয়েছেন, যদি তার জীবিত কালে হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ত্ত হন, তবে যেন তিনি তাঁকে অবশ্যই বিশ্বাস করেন এবং সাহায্য করেন। আর তাঁকে এও নির্দেশ করা হয়েছে যে, তিনি যেন এ বিষয়ে তাঁর

সম্প্রদায়ের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি এই আয়াত **وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِئَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ** পাঠ করেন।

৭৩৩০. কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহু পাকের বাণী **وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِئَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ** প্রযোজ্ঞা - এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এ হল সেই অংগীকার, যা আল্লাহু তা'আলা নবীগণকে একে অন্যের উপর এবং আল্লাহর কিতাব ও রিসালাত প্রচারের জন্য নিয়েছিলেন। তারপর নবীগণ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রিসালাত তাদের স্বজাতীয় লোকদের কাছে প্রচার করেন এবং রাসূলগণ তাদের প্রচার কার্যের সাথে তাদের স্বজাতীয় লোকদের নিকট হতে একথারও অংগীকার নিলেন যে, তারা যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে ও সাহায্য করে।

৭৩৩১. সুন্দী (র.) থেকে প্রযোজ্ঞা - **إِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِئَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ** প্রযোজ্ঞা - এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহু তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর থেকে যত নবী প্রেরণ করেছেন সকলের নিকট হতেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সাহায্য করার অংগীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁর জীবিত কালে তিনি আবির্ভূত হন, তবে তিনি যেন তাঁর স্বজাতীয় লোকদের নিকট হতে অংগীকার নেন যে, তারা যেন অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাঁকে সাহায্য করে।

৭৩৩২. উবাদ ইবন মানসুর (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান (র.)-কে আল্লাহর বাণী **وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِئَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ** প্রযোজ্ঞা - এই আয়াতের সবচুক্ষ সম্পর্কে জিজেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু পাক নবীদের নিকট হতে অংগীকার নিয়েছেন যে, তাদের প্রথম পর্যায়ের নবীগণ যেন পরবর্তী নবীদের নিকট আল্লাহু বাণী পৌছে দেন এবং তারা যেন কোন প্রকার মতবিরোধ করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহু নবীগণের নিকট হতে এবং তাঁদের উম্মতগণের নিকট হতে অংগীকার নিয়েছেন। অতএব উম্মতগণের আলোচনাকে নবীগণের আলোচনার স্থলে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অনুসৃতদের উপর অংগীকার গ্রহণের আলোচনাই অনুসরণকারীদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করা বুবায়। কারণ উম্মতগণ নবীগণের অনুসারী।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৩৩৩. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর তিনি তাদের উপর যা গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ করেন। অর্থাৎ কিতাবিগণ এবং তাদের নবীগণের নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অংগীকার নিলেন। অর্থাৎ যখন মুহাম্মদ (সা.) তাদের নিকট আগমন করবেন, তখন তারা যেন তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে। তারপর তিনি **وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِئَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ** শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন।

৭৩৩৪. ইবন আবাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসেরও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে এ ব্যক্তির বক্তব্যটাই উত্তম ও সঠিক, যিনি বলেছেন, তার অর্থ নবীগণের মধ্য হতে একে অন্যকে সত্য বলে স্বীকার করার ব্যাপারে আল্লাহর অংগীকার গ্রহণের খবর দেয়। আর নবীগণ তাদের উম্মতগণের এবং তাদের অনুসারীদের অংগীকার গ্রহণের বিষয়টি তাদের রবের অংগীকার গ্রহণের মত। আর তা আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তদ্বিষয়ে অংগীকার গ্রহণের মত। কেননা নবীগণ তাদের উম্মতগণের কাছে তা নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন। এমন কোন সত্য নবী ও রাসূল নেই, যাদেরকে আল্লাহু পাক কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করার পর তাদেরকে মিথ্যা আরোপ না করেছে এবং তাঁর ইবাদত করতে অস্বীকার করেছে বরং সকলকেই এরপ করেছে। যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন লোক আল্লাহর কোন নবীর নবৃত্যাতকে অস্বীকার করে মিথ্যা আরোপ করে, যাদের নবৃত্যাত সঠিক বলে স্বীকৃত হয়েছে, তবে তার উপর কর্তব্য হলো তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করা। অতএব, এই রূপ অংগীকারকে সকলেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং এইরূপ কথার কোন অর্থ নেই, যিনি ধারণা করেন যে, নবীগণ ব্যতীত শুধু উম্মতগণের কাছ হতেই অংগীকার করা হয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহ নিশ্চিতভাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তা নবীগণের নিকট হতেই নিয়েছেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তার 'রব' তার নিকট হতে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেননি, কিংবা যদি কেউ বলে যে, তিনি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তাহা প্রচারের জন্য তাঁকে নির্দেশ করা হয়নি। তবে বলা যাবে - আল্লাহু স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি তাকে প্রেরণ করেছেন এবং তা প্রচার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এই উভয় বিষয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদ স্বরূপ হয়েছে। এই দু' পদ্ধতির এক পদ্ধতি হলো - তিনি তার নিকট হতে অংগীকার নিয়েছেন। আর অপরটি হলো তিনি উভয়ের নিকট হতেই অংগীকার নিয়েছেন এবং এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি একটির মধ্যে সন্দেহ করা বৈধ হয় তবে অপরটির মধ্যেও তা বৈধ হবে।

রবী' ইবন আবাস (র.) এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণীঃ **لَمْ تُؤْمِنْ بِهِ وَلَتَتَصْرِفْ** থেকে দলীল উপস্থাপন করে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো কিতাবিগণ। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তা সঠিক হওয়ার জন্য এটা দলীল হয় না। কেননা নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দান করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহর বাণীঃ **لَمْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنْ بِهِ وَلَتَتَصْرِفْ** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, যারা এর অর্থ করেছেন এই সব নবীগণ, যাদের নিকট হতে শপথ নেয়া হয়েছে, তারা একে অন্যকে অবশ্যই সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। যারা এরপ বলেছেন, সে সম্পর্কে আমরা অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। আর অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, তারা হলো - এর সেইসব কিতাবী, যাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভাবের সময় তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস স্থাপনের এবং সাহায্য করার জন্য তাদের কিতাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর এই সম্পর্কে তাদের কিতাবেও তাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণের কথা

উল্লেখ আছে। যারা একথা বলেছেন, তাদের বর্ণনাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্যান্য তাফসীরকারগণের মধ্যে যারা এই আয়াতের মর্মার্থ ‘নবীগণ’ বলেছেন, তারা **إِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِنْ د্বারা তাদের নিকট হতে তাঁর অংগীকার গ্রহণের অর্থ গ্রহণ করেছেন।**

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী ۝- ۷۳- جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

৭৩৩৫. ইবন তাউস (র.) তাঁর পিতা থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী **لَمَّا أَخْذَ اللَّهُ مِنْ دَيْنِ النَّبِيِّنَ لَمَّا كَانُوا بِحَكْمٍ** -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ্ নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অংগীকার নিয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, পরবর্তীতে যখন কোন রাসূল তোমাদের কাছে যা আছে তাঁর সমর্থকরূপে আগমন করবেন, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এই আয়াতটি কিতাবিগণের উদ্দেশ্যে নাখিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের নিকট হতে হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করার অংগীকার নিয়েছেন।

৭৩৩৬. ইবন আবু জা‘ফর (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আল্লাহ্ কিতাব ও রিসালাত তাঁর বাল্দাগণের কাছে প্রচার করার অংগীকার নিয়েছেন। তারপর নবীগণ আল্লাহ্ কিতাব ও রিসালাত তাদের স্বজ্ঞাতির কাছে প্রচার করেছেন। আর কিতাবিগণের নিকট হতে তাদের রাসূলগণ কিতাবে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করা ও সাহায্য করার অংগীকার নিয়েছেন।

ইমাম আবু জা‘ফর তাবারী (র.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “হে কিতাবিগণ! তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে অংগীকার নিয়েছিলেন। হে নবীগণ! আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত দান করার পর আমার পক্ষ হতে যখন কোন রাসূল তোমাদের কাছে যা আছে তাঁর সমর্থকরূপে আগমন করবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করে সাহায্য করবে। সুন্দী (র.) ও এরূপই বলেছেন।

৭৩৩৭. সুন্দী (র.) থেকে আল্লাহ্ বাণী **لَمَّا أَتَيْتُكُمْ** বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমি নবীগণকে হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অংগীকার নিলাম, তা তোমাদের কাছে রাখ্তি কিতাবে (তাওরাতে) বর্ণিত হয়েছে। অতএব, সুন্দী (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে এর যে ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করেছি তা হলো হে কিতাবিগণ! তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাব ও হিকমাত সম্পর্কে অংগীকার নিয়েছিলেন। তাই সুন্দী (র.) **لَمَّا أَتَيْتُكُمْ** -এর ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাছাড়া অন্য আর কোন কারণ নেই। কিন্তু অবর্তীর্ণ আয়াত

এর সাথে **لَمَّا أَتَيْتُكُمْ** এর স্থলে কেন্দ্র কোন আরবীয়দের ভাষা **بِمَا أَتَيْتُكُمْ** হিসাবে করা অবৈধ। কেননা কোন কোন আরবীয়দের ভাষা **بِمَا أَتَيْتُكُمْ** হিসাবে করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ্ বাণী **فَالْأَقْرَبُمْ وَأَخْذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ أَصْرِي**-**قَالُوا أَقْرَبْنَا** (তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার আংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম) : -এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা‘ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী অংগীকার নিয়েছিলেন। অতএব, তা উল্লেখ পূর্বক আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সেই অংগীকারের কথা স্বীকার করছ, যে বিষয়ে তোমরা শপথ করে বলেছিলে যে, তোমাদের কাছে যা আছে তাঁর সমর্থকরূপে যখনই আমার পক্ষ হতে কোন রাসূল আগমন করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। আর তোমরা এর উপর আমার অংগীকার গ্রহণ করেছ। তিনি বলেন, তোমরা ঐ বিষয়ের উপর আমার কাছে অংগীকার করেছ যে, আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যা আছে তাঁর সমর্থকরূপে যে সব রাসূল আগমন করবেন, তখন তোমরা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তাঁদেরকে সাহায্য করে আমার অংগীকার বাস্তবায়ন করবে। অর্থাৎ অংগীকার এবং আমার উপদেশ তোমরা তখনই গ্রহণ করবে, যখন তোমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে **أَخْذَ الْوَالِى عَلَى** -এর অর্থ করুল করা এবং সন্তুষ্ট হওয়া। যেমন তাদের কথা **فَلَمَّا أَقْرَبْنَا** ওলী তাঁর ‘বায়আত’ গ্রহণ করল। অর্থাৎ তিনি তাঁর ‘বায়আত’ গ্রহণ করলেন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবিরোধীদের মতবিরোধসহ **الْأَصْرِ** শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি। ইতিপূর্বে ঐ ব্যাপারে এর সঠিক বক্তব্য ও বর্ণনা করেছি। অতএব, এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন। আল্লাহ্ বাণী **فَأَقْرَبْنَا** -এর মধ্যে **(حَذْف)** বিলোপ করা হয়েছে। কেননা, তা বাক্যের প্রারম্ভ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বেও বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ বাণী **أَقْرَبْنَا** -এর অর্থ হলো এই আয়াতে বর্ণিত যাদের নিকট হাত আল্লাহ্ অংগীকার গ্রহণ করেছেন, সেই নবীগণ বলেছেন, আমাদেরকে আপনি যে সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সাহায্য করা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন, আমরা তা স্বীকার করলাম। তাদেরকে আপনি প্রেরণ করেছেন- আমাদের কাছে আপনার কিতাবসমূহের যা আছে তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনকারী হিসাবে।

মহান আল্লাহ্ বাণীঃ **فَلَمَّا فَاجَهُوكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ** (তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমি তোমাদের সাথে সাক্ষী রাইলাম)-এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা‘ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্ বললেন, হে নবীগণ! আমার রাসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্য আমি তোমাদের নিকট হতে যে অংগীকার নিয়েছি সে বিষয়ে তোমরা সাক্ষী থাক। তাঁরা তোমাদের কাছে কিতাব ও হিকমাতের বিষয় যা আছে তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করে। যখন তোমরা তাদের কাছে এই বিষয়ে অংগীকার করেছ তখন তোমাদের

কর্তব্য তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের অনুসরণ করা। আর আমি এই বিষয়ে তোমাদের উপর এবং তাদের উপর সাক্ষী রইল।

৭৩৩৮. আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে আল্লাহর বাণী فَإِنْ شَهَدُوا فَإِنَّمَا شَهَادَةُ الْمُشْكِنِينَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের উম্মতগণের উপর এই বিষয়ে সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে তাদের উপর এবং তোমাদের উপর সাক্ষী রইলাম।

(فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (৮২)

৮২. এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই সত্য পথ ত্যাগী।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর এই আয়াতের অর্থ হলো আমি তাদের কাছে যে সব রাসূলকে কিতাব ও হিকমাত দিয়ে প্রেরণ করেছি তাকে যে ব্যক্তি ‘সত্য বলে’ স্বীকার ও বিশ্বাস করতে এবং সাহায্য করতে বিমুখ হবে তারাই সত্য পথ ত্যাগী। অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে না ও তাঁকে সাহায্য করবে না এবং আল্লাহ তাদের নিকট যে সব অংগীকার নিয়েছেন তা ভঙ্গ করবে সেই ফাসিক। অর্থাৎ রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করা এবং সাহায্য করার জন্য তাদেরকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যারা তা ভঙ্গ করবে, তারাই ফাসিক। অর্থাৎ আল্লাহর দীন থেকে এবং তাদের রবের আনুগত্য হতে তারা বহিষ্ঠিত হবে।

৭৩৩৯. আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হে মুহাম্মাদ (স.)! আপনার উম্মতগণের মধ্যে যারা এই অংগীকার করার পর আপনা হতে বিমুখ হবে, তারাই কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পাপীরূপে পরিগণিত হবে।

৭৩৪০. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যারা অংগীকার গ্রহণের পর বিমুখ হবে, তারাই ফাসিক।

৭৩৪১. রবী' (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর এই আয়াত দু'টি যদি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ঐরূপ খবর প্রদানকারী হয় যে সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সাক্ষী থেকো, তবে নবী-রাসূলগণের নিকট হতে যাদের জন্য অংগীকার নেয়া হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম (সা.)—এর জীবদ্ধায় বনী ইসরাইলের যে সব ইয়াহুদী মুহাজির রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর চতুর্পার্শে অবস্থান করছিল তাদেরকে হয়রত মুহাম্মাদ (সা.)—এর নবৃত্যাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে খবর প্রদান করা। তাদেরকে খবর করানোর অর্থ হলো আল্লাহ তাদের পিতৃপুরূষদের নিকট হতে যে সব অংগীকার নিয়েছিলেন এবং আল্লাহর নবীগণ তাদের অতীত উম্মতদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, আনুগত্য ও সাহায্য করার যে শিক্ষা তার বিরোধী ও মিথ্যাবাদীদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন এবং আল্লাহর নবীগণের উপর অবর্তীণ কিতাবসমূহে বর্ণিত তাঁর গুণগুণ ও নির্দেশনাবলীর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাই খবর করানো এর উদ্দেশ্য।

(۸۳) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

يرجعون

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিষ্টায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে! আর তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এই আয়াতের পাঠীরীতিতে একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। অতএব মক্কা, মদিনা এবং কুফার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ....
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ
যাই উভয় শব্দে এই আয়াতকে সমোধনসূচক বাক্য হিসাবে পাঠ করেছেন। আর হিজায়ের অধিবাসী কেন কেন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উল্লিখিত আয়াতের পাঠে পাঠ করেছেন।
يَا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ
যোগে (خবর) থেকে (خবে) হিসাবে পাঠ করেছেন। আর বসরার কেন কেন কারী (নামপুরুষ) থেকে (خبر) কে খালিবে (غائب) হিসাবে পাঠ করেছেন।
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ
যোগে (خবে) থেকে (خবর) হিসাবে পাঠ করেছেন। যে ব্যক্তি কে সমোধন সূচক বাক্য হিসাবে পাঠ করেছেন, তাই সঠিক। কেননা—এর পূর্ববর্তী আয়াত তাদের জন্য (সমোধনসূচক বাক্য) হিসাবে ছিল। অতএব, সমোধনসূচক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা দৃষ্টান্তীন বাক্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেয়ে উত্তম। যদিও পরবর্তী পদ্ধতি বৈধ আছে। কারণ ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কখনও কোন হ্যাকানার সাথে বাক্যের সার্বিক প্রয়োগ সমোধন হিসাবে হয়ে থাকে। আর কখনও গালিবে (নাম পুরুষ) থেকে খবর (বিধেয়) হিসাবে হয়ে থাকে। আবার কখনও বাক্যের কোন অংশ সমোধন হিসাবে এবং কিছু অংশ গালিবে (নাম পুরুষ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর বাণী: এই আয়াতটিও এরূপ একটি দৃষ্টান্তমূলক বাক্য।

এখন আয়াতের ব্যাখ্যা হলো হে কিতাবিগণ! তোমরা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন অব্যবহৃত কর? তিনি বলেন, তোমারা কি আল্লাহর আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কিছু চাও? অথচ তুমন্তেল ও নতোমন্তলে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং আকাশ ও যমীনের সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে ভীত। কাজেই সমস্ত কিছুই তাঁর দাসত্ব করতে বিনম্র হয়েছে এবং তাঁর রবুবিয়াত (بِيْبُوْبُৱ) অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপালন ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর একত্ব ও মহত্ব এবং প্রভুত্বকে ইচ্ছায় ও অনিষ্টায় মেনে নিয়েছে। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছে, যেমন ফেরেশতা নবী ও রাসূলগণ, তাঁরা আনুগত্য সহকারে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। مَـكـرـهـا—এর অর্থ হলো তাদের মধ্যে যারা অনিষ্টায় আত্মসমর্পণ করেছে।

তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। অতএব তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, অতএব তাদের অর্থ হলো শব্দের অর্থ হলো

আল্লাহকে তার সৃষ্টিকর্তা (خالق) এবং (ب.) প্রতিপাদক হিসাবে স্বীকার করা, যদিও সে তাঁর ইবাদতে অন্যকে অংশীদার করে।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৩৪২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় এ হলো আল্লাহর এই কথার মত যেমন *وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* (يদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আকাশ ও যামীন কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা নিশ্চয় বলবে- আল্লাহ।” (সূরা যুমার : ৩৮)

৭৩৪৩. মুজাহিদ থেকে অন্য এক সূত্রে অনুৰূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩৪৪. আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের বাণী *وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষই নিজে স্বীকার করে যে, আল্লাহ আমার রব (প্রভু) এবং আমি তাঁর বান্দা (عبد)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর ইবাদতে শরিক করে, সেও অনিষ্ট্য হলেও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তাঁর দাসত্ব মেনে নিয়েছে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং তাদের মধ্যে অস্বীকারকারীর আত্মসমর্পণের অর্থ হলো যখন তার নিকট হতে অংগীকার নেয়া হয়ে ছিল তখন সে তা স্বীকার করেছিল।

যারা এ মত পোষণ করেণ :

৭৩৪৫. ইবন আবুস (রা.) থেকে *وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একথা সেই সময়ের যখন অংগীকার নেয়া হয়ে ছিল।

আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ অস্বীকারকারীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর ‘অজুদে যিল্লী’ কে সিজদা করা। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলঃ

৭৩৪৬. মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহর বাণী *وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আনুগত্যকারী হল মু’মিন এবং অস্বীকারকারী হল কাফির।

৭৩৪৭. অপর সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহর বাণী : *سَمْপর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, মু’মিনের মতিক্ষ অবনত করাকে অনুগত হওয়া বুঝায় এবং কাফিরের মতিক্ষ অবনত করাকে অস্বীকারকারী বুঝায়।*

৭৩৪৮. অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মু’মিনের সিজদাকে আনুগত হওয়া বুঝায় এবং কাফিরের অজুদে যিল্লীকে সিজদা করা অস্বীকারকারী বুঝায়।

৭৩৪৯. মুজাহিদ (র.) থেকে আরও একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর অজুদের যিল্লীতে মতিক্ষ বা কপাল অবনত করাকে অনুগত হওয়া বুঝায়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় তার আন্তরিক আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করা বুঝায় যদিও মৌখিক ভাবে তাঁর মহত্ব ও প্রভুত্বকে সে অস্বীকার করে। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো :

৭৩৫০. আমির (র.) থেকে *وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হলো- তাঁর প্রতি সকলেই আত্মসমর্পণ করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর মর্মার্থ সম্পর্কে বলেছেন, ইসলাম (Islam) হলো মানুষের মধ্যে যারা তরবারির ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য অনিষ্ট্য আত্মসমর্পণ করেছে। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো।

৭৩৫১. হাসান (র.) থেকে আল্লাহর বাণী : *পুরো وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا* আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন একদল ইসলামের প্রতি অস্বীকৃতি জানাল, তখন অন্যদল আনুগত্য প্রদর্শন এগিয়ে আসল।

৭৩৫২. মাতারু ওয়াররাক (র.) থেকে মহান আল্লাহর বাণী *وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ, আনসারগণ বনু সুলায়ম এবং আবদুল কায়স সম্প্রদায়সমূহ আনুগত্য প্রকাশ করল এবং বাকী সকল লোকই অস্বীকার করল। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ হল মু’মিনগণ আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করল। আর কাফিররা বার্ধক্য অবস্থায় আত্মসমর্পণ করল একথা মনে করে যে, ইসলামের দ্বারা তার কোন উপকার হবেনা। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো।

৭৩৫৩. কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহর বাণী *أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ الْآيَةِ تَبْغُونَ* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন মু’মিন যখন আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করল, তখন ইসলাম দ্বারা উপকৃত হবে আর তা তার নিকট হতে গৃহীত হবে। আর একজন কাফির অনিষ্ট্য আত্মসমর্পণ করে। তাই সে তা থেকে কোন উপকার পায় না আর তার নিকট হতে তা কবুল হবে না।

৭৩৫৪. কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহর বাণী *وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মু’মিন ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে স্বেচ্ছায় এবং কাফির আত্মসমর্পণ করেছে ফলে *يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَبْسَطْنَا* যখন সে আল্লাহর শাস্তি দেখতে পেয়েছে। অতএব, তাদের ঈমান তাদের বিপদের সময় উপকারে আসেনি। (সূরা গাফির : ৮৫)।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন যে, এর অর্থ হলো সৃষ্টজীবের সেবার মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলঃ

৭৩৫৫. ইবন আবুস (রা.) থেকে আল্লাহর বাণী *أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا* সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার জন্যেই হবে তাদের সকলের দাসত্ব, স্বেচ্ছায় ও অনিষ্ট্য। যেমন আল্লাহর বাণী *وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا* এই আয়াতে

- এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহুদী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যার ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অব্বেশণ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

(٨٤) قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالشَّبِيْعُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ حَدِّ مِنْهُمْ زَوْجَنَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤)

৪৮. “বল, আমরা আন্নাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য মরীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈশ্বর এনেছি, আমরা তাদের যথে কোন তাৰতম্য কৰি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আস্থসম্পর্গকাৰী ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহর দীন ব্যক্তিত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমগুল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। তে মুহাম্মদ (সা.)। যদি তারা আল্লাহর দীন ব্যক্তিত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহর প্রতি দ্বিমান এনেছি। এখানে **فَالْيَوْمَ نَعْمَلُ** কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর **أَبْتَغُونَ** এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

ଆଜ୍ଞାହୁ ପାକେର ବାଣୀ ଗ୍ରିନ୍‌ଡାଇଲ୍ - ଏଇ ଅର୍ଥ ହଲୋ ହେ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.)! ଆପଣି ତାଦେରକେ ବଲୁନ୍ ଆଜ୍ଞାହୁ ଏକ ରବ ହିସାବେ ଏବଂ ଅଦିତୀଯ ମା'ବୁଦ୍ ହିସାବେ ବିଶ୍වାସ କରଲାମ। ତିନି ବ୍ୟତିତ ଆମରା ଅନ୍ୟ କାରେ ଦାସତ୍ୱ କରବନା। ଆପଣି ଆରୋ ବଲୁନ୍, ତୌର ପକ୍ଷ ହତେ ଆମାଦେର କାହେ ଯା କିଛୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ, ତାରେ ଆମରା ସତ୍ୟ ବଲେ ମେନେ ନିଲାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୌର ଯାବତୀଯ ବିଷୟରେ ଆମରା ସ୍ଵିକାର କରଲାମ। ଆର ଇବାହିମ ଖଲୀଲୁଲ୍ଲାହ, ଇସମାଈଲ, ଇସହାକ ଓ ତୌର ପୌତ୍ର ଇଯାକୁବ, ଆସବାତ (ଆ.) ତାଁଦେର ପ୍ରତି ଯାକିଛୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ ସମୁଦୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଇ ଆମରା ବିଶ୍වାସ ସ୍ଥାପନ କରଲାମ। ତାଁଦେର ନାମେର ବିଜ୍ଞାରିତ ବିବରଣ ଆମରା ଇତୋପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛି, ସୁତରାଂ ଏଥାନେ ତାର ପୁନରୁତ୍ତରେ ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟାଜନ। ଆର ମୂସା, ଇସା (ଆ.) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବୀଗଣେର ପ୍ରତି ତୌର ପକ୍ଷ ହତେ କିତାବ ଓ ଓହିର ବିଷୟ ଯା କିଛୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ ଯାବତୀଯ ବିଷୟରେ ଆମରା ବିଶ୍වାସ କରଲାମ। ଉତ୍ତେ ରାସ୍‌ମୂଳକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ବିଶ୍වାସ କରାର ଏବଂ ମୂସା (ଆ.)- ଏଇ ଉପର ଯେ ତାଓରାତ ଏବଂ ଇସା (ଆ.)- ଏଇ ଉପର ଯେ ଇନ୍‌ଜୀଲ କିତାବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ ତଥପରି ବିଶ୍වାସ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଦେରକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ମାନ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହୁ ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.)- କେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ ତା ଆମରା ବିଶ୍වାସ କରଲାମ। ଆମରା ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ତାରତମ୍ୟ କରି ନା। ଅର୍ଥାତ୍ କାଉକେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କାଉକେ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ବଲେ ମନେ କରି ନା। ଆମରା କାରୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍වାସ ଏବଂ କାରୋ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍වାସ କରି ନା। ଯେମେ ଇଯାହୁଦୀ-ନାସାରାରା ଆଜ୍ଞାହର କୋନ କୋନ ନବୀକେ ଅସ୍ଵିକାର କରେଛେ, ଆବାର କୋନ କୋନ ନବୀକେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଲେଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମରା ତାଁଦେର ସକଳକେଇ ସତ୍ୟ ବଲେ ବିଶ୍වାସ କରି ଏବଂ ତାଁଦେର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା

ମାତ୍ରାର ଦିନ ବଲେ ସୀକାର କରି ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା । ବରଂ ଆମରା ଅତୀଯ ଦିନ ଓ ମିଳାତକେ ପରିହାର କରେ ଚଲି ।

মানী مُسْلِمُونَ - وَنَحْنُ لَهُمْ بَشِّارٌ - এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে
যার মহসু ও প্রভৃতকে এরপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যক্তিত অন্য কোন মা'বুদ নেই। এর
মান বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তাঁর পুনরুল্লেখ

(٨٥)) وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْ

ଏହି ଇମ୍ପାର୍ଟ ସତ୍ଯାଗ୍ରହ କରିବାରେ ଆଶିଷ ଦିଲ୍ଲି କାହାର କଥନ ଓ କବୁଳ କରାଇବା ହେବେ ନା ଏବଂ
କୃତିଆନ୍ତଦେର ଅଞ୍ଜର୍ଭୁକ୍ତ ।

জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে কখনও তা কবুল করবেন না। এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, আমর করুণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

যে, যখন এই আয়াত নাখিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে
বেদাবী করল। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী
চল সম্মত কর। কেননা, ইজ্জত পালন করা ইসলামের আদর্শের অন্তর্গত। তারপর তারা
গিয়ে। তখন আল্লাহ তাদের বক্তব্যের সমক্ষের দলীল বাতিল করেছেন।

পোকি করেন

বৰ্বন আবী নাজীহ (র.) থেকে বৰ্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে
এই সম্প্রদায় এই আয়াত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান,
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে

وَمَنْ يُتَّبِعْ غَيْرَ الْأَسْلَامِ دِينًا فَلَنْ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتِطْعَانِهِ
أَسْمَاعُهُمْ تَاهٌ بِالْأَذْنِ
وَمَنْ يُنْهَىٰ عَنِ الدِّينِ فَأُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

وَمَنْ يَتَنَعَّمْ غَيْرُ الْأَسْلَامِ دِينًا (کرم‌الله) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন
আলো, তখন ইয়াহুদীরা বলল, আমরা মসলমান। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশ্যে
তাদেরকে বলে দিন দিন **وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের
অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের

- وَالْيُقْرَجُونَ - এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহুনী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যার ইসলাম ব্যক্তিত অন্য দীন অব্যবেগ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যক্তিত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

٨٤) قُلْ أَمَّا إِنْزِلَ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالشَّيْءُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ حَدِّ مِنْهُمْ زَكْرُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤)

৮৪. “বল, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল
ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মুসা, ঝিসা ও অন্যান্য নবীগণকে
তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান অনেছি, আমরা তাদের মধ্যে
কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহর দীন ব্যক্তিত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমগুল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। হে মুহাম্মাদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহর দীন ব্যক্তিত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহর প্রতি দ্বিমান এনেছি। এখানে **قالوا** نعم কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর **فَان** এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়। **ابْتُغُوا**غَيْرِ دِينِ اللّٰهِ

ଆଲ୍ଲାହୁ ପାକେର ବାଣୀ ۔—ଏଇ ଅର୍ଥ ହଲୋ ହେ ମୁହାସ୍ମାଦ (ସା.) । ଆପନି ତାଦେରକେ ବଲୁନ ଆଲ୍ଲାହୁ ଏକ ରବ ହିସାବେ ଏବଂ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ମା'ବୂଦ୍ ହିସାବେ ବିଶ୍වାସ କରଲାମ । ତିନି ବ୍ୟତୀତ ଆମରା ଅନ୍ୟ କାରେ ଦାସତ୍ୱ କରବନା । ଆପନି ଆରୋ ବଲୁନ, ତୌର ପକ୍ଷ ହତେ ଆମାଦେର କାହେ ଯା କିଛୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ, ତାବେ ଆମରା ସତ୍ୟ ବଲେ ମେନେ ନିଲାମ । ଅର୍ଥାତ୍ ତୌର ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମରା ସ୍ଵିକାର କରଲାମ । ଆର ଇବରାହିମ ଖଲୀଲୁଲ୍ଲାହୁ, ଇସମାଈଲ, ଇସହାକ ଓ ତୌର ପୌତ୍ର ଇୟାକୁବ, ଆସବାତ (ଆ.) ତାଁଦେର ପ୍ରତି ଯାକିଛୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ସମ୍ମଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଇ ଆମରା ବିଶ୍වାସ ସ୍ଥାପନ କରଲାମ । ତାଁଦେର ନାମେର ବିଜ୍ଞାରିତ ବିବରଣ ଆମରା ଇତୋପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛି, ସୁତରାଂ ଏଥାନେ ତାର ପୁନର୍ଗଲ୍ଲେଖ ନିଷ୍ପର୍ମୋଜନ । ଆର ମୂସା, ଦ୍ୟୋମା (ଆ.) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବୀଗଣେର ପ୍ରତି ତୌର ପକ୍ଷ ହତେ କିତାବ ଓ ଓହିର ବିଷୟ ଯା କିଛୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମରା ବିଶ୍වାସ କରଲାମ । ଉତ୍ତର ରାସ୍ତୁଲକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ବିଶ୍වାସ କରାର ଏବଂ ମୂସା (ଆ.)—ଏଇ ଉପର ଯେ ତାଓରାତ ଏବଂ ଦ୍ୟୋମା (ଆ.)—ଏଇ ଉପର ଯେ ଇନ୍ଜିଲ କିତାବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ତଥ୍ପରି ବିଶ୍වାସ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଦେରକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ମାନ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହୁ ହସରତ ମୁହାସ୍ମାଦ (ସା.)—କେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ ତା ଆମରା ବିଶ୍වାସ କରଲାମ । ଆମରା ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ତାରତମ୍ୟ କରି ନା । ଅର୍ଥାତ୍ କାଉକେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କାଉକେ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ବଲେ ମନେ କରି ନା । ଆମରା କାରୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍වାସ ଏବଂ କାରୋ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍වାସ କରି ନା । ଯେମନ ଇୟାହୁଦୀ-ନାସାରାରା ଆଲ୍ଲାହର କୋନ କୋନ ନବୀକେ ଅସ୍ଵିକାର କରେଛେ, ଆବାର କୋନ କୋନ ନବୀକେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଲେଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ତାଁଦେର ସକଳକେଇ ସତ୍ୟ ବଲେ ବିଶ୍වାସ କରି ଏବଂ ତାଁଦେର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା

পুনরায়কে আল্লাহ'র দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা এই ব্যতীত শাবতীয় দীন ও মিল্লাতকে পরিহার করে চলি।

..... آنحضرتِ باغی مسلمونَ - وَتَحْنُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ -- এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে
বিনামী এবং তাঁর মহসুল ও প্রভৃতিকে এন্টে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাঝুদ নেই। এর
মুক্ত্যায় আমরা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তাঁর পুনরুল্লেখ
অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

(٨٥)) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝

୮୫. “କେଉଁ ଇସନାମ ସ୍ଵତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଦୀନ ପ୍ରହଣ କରିବେ ତା କଥନ ଓ କବୁଳ କରା ହବେ ନା ଏବଂ ଲେଖବେ ପରକାଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରହନଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে সহজে আল্লাহ কখনও তা কবুল করবেন না। এবং সে পরিকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, তারা মহান আল্লাহর কর্মণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে মুসলিমান হিসাবে দাবী করল। তখন আল্লাহু তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী নহো, তাহলে হজ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জস্তুত পালন করা ইসলামের আদর্শের জন্তর্গত। তারপর তারা আর কেটে বিরত রইল। তখন আল্লাহু তাদের বক্তব্যের সপক্ষের দলীল বাত্তিল করেছেন।

ଶାରୀ ଏମତି ପୋଷଣ କରେନ

۷۳۵۶۔ ইবন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকবারা (রা.) মনে করেন- যেসব সম্প্রদায় মনে নিয়ে আয়ত নাখিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান, **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِلٌّ الْبَيْتِ مِنْ إِسْتِطَاعَةِ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمِنْ كُفَّارَ قَبْرَ فَقَانِ اللَّهُ** উদ্দেশ করেই আল্লাহ উদ্দেশ করেই আল্লাহ উদ্দেশ করেই আয়ত নাখিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে রাখল। (৩৪৯৭)

وَمَنْ يُتَّقِعُ غَيْرُ الْأَسْلَامُ دِينًا فَأَنْ هٰذِهِ آيَةٌ مُّبِينٌ
وَلِلّٰهِ عَلٰى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتِطاعَتِ الْيَدِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَأَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

۷۳۵۸۔ ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন
 ১) -নাযিল হলো, তখন ইয়াহুদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহু তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশে
 বলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন ক্ষমতার পাশে আসুন ক্ষমা পেয়ে আবেদন করুন।
 ২) -**اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطْعَا** **إِلَيْهِ سَبِيلًا** وَمَنْ كَفَرَ فَأَنَّ
اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহুর উদ্দেশ্যে এই গৃহের
 করা তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহু বিশ্বজগতের
 প্রাপক্ষকীনন।)

- وَالْيَقِرْجُونَ - এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহুনী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যার ইসলাম ব্যক্তিত অন্য দীন অব্যেষণ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের শাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি তাঁর প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যক্তিত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

٨٤) قُلْ أَمَّنِي بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُغَرِّ بَيْنَ حَدِّ مِنْهُمْ ذَلِكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ^(١)

৮৪. “বল, আমরা আঘাতে এবং আমাদের প্রতি যা অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাইল
ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের
তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে
কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহু এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহুর দীন ব্যক্তিত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমগ্ন ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিষ্টায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। তেমনি মুহাম্মাদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহুর দীন ব্যক্তিত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহুর প্রতি ঈমান নেনেছি। এখানে কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর আনন্দে এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

আল্লাহু পাকের বাণী ﴿لَمْ يَأْتِ بِالْحُكْمِ إِنْ هُوَ بِهِ بِلَامٌ﴾ - এর অর্থ হলো হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন আল্লাহু এক রব হিসাবে এবং অবতীয় মা'বুদ হিসাবে বিশ্বাস করলাম। তিনি ব্যতীত আমরা অন্য কাজে দাসত্ব করবন্না। আপনি আরো বলুন, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাবে আমরা সত্য বলে মেনে নিলাম। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় বিষয়েই আমরা স্বীকার করলাম। আর ইবরাহীম খলীজুল্লাহু, ইসমাইল, ইসহাক ও তাঁর পৌত্র ইয়াকুব, আসবাত (আ.) তাঁদের প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে সমুদয় বিষয়ের প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁদের নামের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন। আর মূসা, ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে কিতাব ও ওহীর বিষয় যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় বিষয়েই আমরা বিশ্বাস করলাম। উভয় রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এবং মূসা (আ.)-এর উপর যে তাওরাত এবং ঈসা (আ.)-এর উপর যে ইনজীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে সত্য বলে মান্য করার জন্য আল্লাহ হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-কে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ কাউকে সত্যবাদী এবং কাউকে মিথ্যবাদী বলে মনে করি না। আমরা কারো প্রতি বিশ্বাস এবং কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। যেমন ইয়াহুদী-নাসারারা আল্লাহর কোন কোন নবীকে অস্বীকার করেছে, আবার কোন কোন নবীকে সত্যবাদী বলেছে। কিন্তু আমরা তাঁদের সকলকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের প্রতি অনগত। অর্থাৎ আমরা

সন্মানকে আল্লাহর দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা প্রাতিত যাবতীয় দীন ও মিথ্যাতকে পরিহার করে চলি।

আঢ়াহুর বাণী **مُسْلِمُونَ** - وَنَحْنُ لَهُم مَّا
এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে
নিম্নী এবং তাঁর মহত্ব ও প্রভৃতকে এরপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যক্তিত অন্য কোন মা'বুদ নেই। এর
বাণীয় আমরা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তাঁর পুনরুল্লেখ
করামস্তুল মনে করি।

(٨٥) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَئِنْ يُقْسِمَ مِنْهُ ؛ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝

৮৫. “কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সেইসবে পরাকালে ক্ষতিহস্তদের আন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু জা'ফর তাবরী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাহিলে আল্লাহ'ক খনও তা কবুল করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, তারা যদিন আল্লাহ'র কর্মণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়ত নাখিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে মুসলিমান হিসাবে দাবী করল। তখন আল্লাহু তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী নহো, তাহলে হজ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জত্বত পালন করা ইসলামের আদর্শের অঙ্গগত। তারপর তারা যাতে বিরত রাখিল। তখন আল্লাহু তাদের বক্তব্যের সপন্থের দলীল বাতিল করেছেন।

খীরা এমত পোষণ করেন

۷۳۵۶۔ ইবন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে
করেন- যেসব সম্পদায় এই আয়ত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান,
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
তাদেরকে উদ্দেশ করেই আল্লাহ কাফর করার জন্য এই আয়ত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে
পাখা। (৩৪৯৭)

وَمَنْ يَتَنَعَّمْ غَيْرُ الْأَسْلَامُ دِينًا فَلْنَ اَسْتَعْلَمْ
وَلِلّٰهِ عَلٰى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ اِلٰيْهِ سَبِيلًا
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَأَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

৭৩৫৮. ইকরামা(রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন **وَمَنْ يَتَنَعَّمْ بِغَيْرِ الْأَسْلَامِ فَإِنَّ** আবিল হলো, তখন ইয়াহুদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহু তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশ্যে
বলেন, আপুনি তাদেরকে বলে দিন ক্ষেত্রে এই স্থিতিটা অন্য ক্ষেত্রে নেওয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে আপুনি
বলেন, **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْطَلَّ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَأُنْ** (মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে শাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের
ক্ষেত্রে করা তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহু বিশ্বজগতের
(বাসেক্ষণ্য)।)

-এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহুদী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অব্যবহৃত করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বাদাগণের প্রতি তাঁর প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

(٨٤) فَلْ أَمْتَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالشَّبِيعُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ حَدِّ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ।

৮৪. “বল, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা দ্বিমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমগুল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। হে মুহাম্মদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহর প্রতি দ্বিমান এনেছি। এখানে قاتلوا نعم কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর ফান বিন্ফاغারিদিনের উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

আল্লাহ পাকের বাণী -এর অর্থ হলো হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ এক রব হিসাবে এবং অদ্বিতীয় মাঝে দুই হিসাবে বিশ্বাস করলাম। তিনি ব্যতীত আমরা অন্য কারো দাসত্ব করবনা। আপনি আরো বলুন, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আমরা সত্য বলে মনে নিলাম। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় বিষয়েই আমরা স্বীকার করলাম। আর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, ইসমাইল, ইসহাক ও তাঁর পৌত্র ইয়াকুব, আসবাত (আ.) তাঁদের প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে সমুদ্য বিষয়ের প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁদের নামের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন। আর মুসা, ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে কিতাব ও ওহাইর বিষয় যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় বিষয়েই আমরা বিশ্বাস করলাম। উভয় রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এবং মুসা (আ.)-এর উপর যে তাওরাত এবং ঈসা (আ.)-এর উপর যে ইন্জীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে সত্য বলে মান্য করার জন্য আল্লাহ হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ কাউকে সত্যবাদী এবং কাউকে মিথ্যবাদী বলে মনে করি না। আমরা কারো প্রতি বিশ্বাস এবং কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। যেমন ইয়াহুদী-নাসারারা আল্লাহর কোন কোন নবীকে অস্বীকার করেছে, আবার কোন কোন নবীকে সত্যবাদী বলেছে। কিন্তু আমরা তাঁদের সকলকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ আমরা

ইসলামকে আল্লাহর দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা তা ব্যতীত যাবতীয় দীন ও মিল্লাতকে পরিহার করে চলি।

আল্লাহর বাণী -এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে নিয়ন্ত্রী এবং তাঁর মহস্ত্ব ও প্রত্যুষকে এরপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাঝে নেই। এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ অপসাল মনে করি।

(٨٥) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْنَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ।

৮৫. “কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও করুল করা হবে না এবং নেহাবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহ কখনও তা করুল করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, আমরা মহান আল্লাহর করণার প্রাপ্ত অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করল। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হয়ে, তাহলে হজ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জব্রত পালন করা ইসলামের আদর্শের অন্তর্গত। তারপর তারা আল্লাহতে বিরত রাখিল। তখন আল্লাহ তাদের বক্তব্যের সপক্ষের দলীল বাতিল করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

“ ٧٣٥٦. ইবন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে করেন— যেসব সম্প্রদায় যেন্না এই আয়াত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান, وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْكَافِرِينَ এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে রাখিল। (৩ : ১৭)

“ ٧٣٥৭. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে করেন— যেসব সম্প্রদায় যেন্না এই আয়াত নাযিলের পর ইয়াহুদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তারপর আল্লাহ তাদের হজ্জব্রত পালন সম্পর্কে তাঁর নবী (সা.)—এর কাছে এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে রাখিল এবং অবতীর্ণ করেন।

“ ٧٣৫৮. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন প্রাপ্তি—নাযিল হলো, তখন ইয়াহুদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশে বলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন সম্পর্কে তাঁর নবী (সা.)—এর কাছে এই আয়াত নাযিল মানুষের মধ্যে যাদের স্মরণে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের মুখ্য পোতা তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখ্যপেক্ষীন।”

৭৩৫৯. ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী **أَنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا** (যারা বিশ্বাস করে, যারাইয়াহু হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিন্দেন যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্ম পুরুষার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ত্যবে নেই। এবং তাঁরা দুঃখিত হবেন।) (২:৬২) পর্যন্ত বর্ণনা করে বলেছেন যে, তারপর আল্লাহ এই **وَمَنْ يَتَّخِذْ غَيْرَ إِلَهٍ مِّنْهُ فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ** আয়াত নাফিল করেন।

(৮৬) **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا وَحِكْمَةً شَمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ جَاءُهُمُ الْبَيِّنُونَ**
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّاهِرِينَ ০

(৮৭) **أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ০**

(৮৮) **خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظْهَرُونَ ০**

(৮৯) **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ০**

৮৬. ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাকে আল্লাহ কিরণে সংপথে পরিচালিত করবেন? আল্লাহজালিম সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না।

৮৭. এরাই তারা যাদের কর্মফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহ ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই—সা'ন্ত।

৮৮. তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয় হবে না।

৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজদেরকে সংশোধন করে তারা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

তাফসীরকারগণ এই আয়াতসমূহের অর্থ এবং শানে নুয়ূল সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক বলেছেন যে, আয়াতগুলো হারিছ ইবন সুওয়াইদুল আনসারী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমে মুসলমান ছিল, তারপর ইসলাম ত্যাগ করে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৩৬০. ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারগণের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিল, তারপর ইসলাম ত্যাগ করে শিরকে নিষ্ঠ হয়। পরিশেষে সে নজিত হয়ে তার দলের লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে একথা জিজ্ঞেস করল যে, আমার জন্য তওবা করার কোন অবকাশ আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই আয়াত কীভু করুণা করে আসার নিষ্ঠ পর্যন্ত আবকাশ আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর জন্য তওবার কোন অবকাশ আছে কি না? বর্ণনাকারী বলেন, আমি কীভু পাঠিয়ে জেনে নাও যে, আমার জন্য তওবার কোন অবকাশ আছে কি না? বর্ণনাকারী বলেন, আমি ধারণা করলাম, সে পুনরায় ঈমান এনে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। ইবন জুরাইজ বলেন, ইকরামা (রা.) বলেছেন যে, আয়াতটি আবু আমির রাহিব, হারিছ ইবন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত এবং ওয়াহুওয়াহ ইবন আসলাত গোত্রের বারো ব্যক্তি সম্পর্কে নাফিল হয়েছে। তারা সকলেই ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তিত প্রেরণ করল এবং সে পুনরায় মুসলমান হলো।

৭৩৬১. ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এর সনদ ইবন আব্রাস (রা.) প্রমত্ত পৌছাননি। বরং তিনি বলেছেন, তার সম্প্রদায় তাকে এ বিষয়ে নিখিল। তখন সে বলল, আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি। তারপর সে প্রত্যাবর্তন করল।

৭৩৬২. ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আনসারগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলো, তারপর তিনি উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭৩৬৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, হারিছ ইবন সুওয়াইদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে এসে মুসলমান হলো। তারপর হারিস ধর্ম ত্যাগ করল। সে যখন স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ আলোচ্য আয়াত কর্ফু-ব্যক্তি অবতীর্ণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এই আয়াত পাঠ করেন। তখন হারিছ বলল, আল্লাহর শপথ, তুমি যা জেনেছ তাতে তুমি নিশ্চয় সত্যবাদী, আর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমা হতে অধিক সত্যবাদী এবং মহান আল্লাহ হলেন তৃতীয় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হারিছ প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করল। পরবর্তীতে তাঁর ইসলামী জীবন ধাপন সুন্দর হয়েছিল।

৭৩৬৪. সুদী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, তা হারিছ ইবন সুওয়াইদুল আনসারী সম্পর্কে নাফিল হয়েছে। সে ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাফিল করেন। তারপর সে তওবা করে পুনরায় মুসলমান হলো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার থেকে এই হকুম রাহিত করে বলেন যে**إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا** (তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতীত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়))

৭৩৬৫. মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ পাকের বাণী **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا** এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, বনী আমর ইবন আউফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। (এজনেই তা নাফিল হয়।)

৭৩৬৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, বনী আমর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। ইবন জুরাইজ (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন কাছীর (র.), মুজাহিদ (র.) থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি রোম দেশে মিলিত হয়ে খৃষ্টান হলো। তারপর সে জাতির কাছে চিঠি লিখে জানাল— তোমরা (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে) সুন্নত পাঠিয়ে জেনে নাও যে, আমার জন্য তওবার কোন অবকাশ আছে কি না? বর্ণনাকারী বলেন, আমি ধারণা করলাম, সে পুনরায় ঈমান এনে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। ইবন জুরাইজ বলেন, ইকরামা (রা.) বলেছেন যে, আয়াতটি আবু আমির রাহিব, হারিছ ইবন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত এবং ওয়াহুওয়াহ ইবন আসলাত গোত্রের বারো ব্যক্তি সম্পর্কে নাফিল হয়েছে। তারা সকলেই ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তিত

হয়ে কুরায়শদের সাথে মিলিত হয়েছিল। তারপর তারা স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে লিখল আমাদের জন্ম তওবা করার কোন সুযোগ আছে কি না? তখন এই আয়াত দ্বাই। **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَبْتَهِ** অবজ্ঞা হয়।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো কিতাবিগণ। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৩৬৮. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহর বাণীঃ **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ** – এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হলো কিতাবিগণ। তারা হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-কে জেনে শুনেও অবিশ্বাস করেছিল।

৭৩৬৯. হাসান (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়।

৭৩৭০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, হাসান (র.) আল্লাহর বাণী **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ** সম্পর্কে বলতেন যে, তারা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের কিতাবিগণ। তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা.) – এর শুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল এবং সাক্ষ্য দিয়েছিল। তারপর যখন তিনি অন্য সম্প্রদায়ে প্রেরিত হলেন তখন আরবগণ তাতে শক্রতা পোষণ করল এবং তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করার পর অস্বীকার করল এবং কুফরী করল নিছক আরবদের সাথে শক্রতার কারণে। যেহেতু তিনি তাদের সম্প্রদায় ব্যতীত প্রেরিত হয়েছেন।

৭৩৭১. হাসান (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা হলো কিতাবিগণ, যারা মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে তাদের কিতাবে বিবরণ পেয়ে তাঁর মাধ্যমে বিজয় কামনা করেছিল। তারপর তারা ইমাম আনার পর কুফরী করল।

আবু জাফর বলেন যে, আয়াতের প্রকাশ শানে নুয়ুল সম্পর্কে দু'টি বক্তব্যের মধ্যে হাসান (র.)-এর বক্তব্যটিই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো কিতাবিগণ। দ্বিতীয় বক্তব্যের উপর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বর্ণনাকারিগণ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানে অধিক জ্ঞাত। এর অর্থ এও সংগত যে, মহান আল্লাহ যে সব সম্প্রদায়ের লোকদের কারণে এই আয়াত নাখিল করেছেন, তারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে তাদের ঘটনা এবং এই ব্যক্তির ঘটনা, যে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগের ব্যাপারে একই পছন্দ অবলম্বন করেছিল, উভয়ই একত্রিত হয়ে গেল। তারপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর নবৃত্যাত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল, তারপর তাঁর নবৃত্যাত প্রাপ্তির পর কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই অবিশ্বাসী ছিল, তারপর নবীর জীবিতকালেই ইসলাম গ্রহণ

করল এবং পরিশেষে ইসলাম ত্যাগ করল, আয়াতের উভয় প্রকার অর্থ উভয় প্রকার লোকের জন্যই প্রযোজ্য এবং তারা ব্যতীত ও যারা উভয় প্রকার অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল তাদের বেলায়ও বরং ইনশা আল্লাহ প্রযোজ্য হবে।

অতএব আয়াতে **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ** (কি তাবে আল্লাহ পাক সেই সম্প্রদায়কে হিদায়াত করবেন, যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে)। অর্থাৎ আল্লাহ এমন জাতিকে কিভাবে সত্যের পথ দেখাবেন এবং ঈমান আনার তাওফীক দিবেন, যারা হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর নবৃত্যাতকে অস্বীকার করল? অর্থাৎ তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করার পর এবং তিনি আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাকে স্বীকার করার পর এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যে প্রকাশ্য দলীল নিয়ে এসেছেন, একথার সাক্ষ্য প্রদানের পর অস্বীকার করলে আল্লাহ কি তাবে তাদেরকে হিদায়াত করবেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সত্য পথ প্রদর্শন করেন না। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। অত্যাচারী সম্প্রদায় হলো যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং ঈমানের বদলে কুফরী গ্রহণ করেছে, তাদেরকে তিনি সত্য গ্রহণের তওফীক দেবেন না। শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি। তা হলো কোন কস্তুরী যথাস্থানে না রাখা। যার পুনরুল্লেখ নিষ্পত্যোজন।

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ অর্থ – যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর কুফরী করেছে, তাদের এই অপকর্মের শাস্তি হলো তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত তাদের প্রতি। এ হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শোচনীয় পরিণাম। কেননা, আল্লাহর সাথে কুফরী করাই ছিল তাদের কর্ম। আমরা অবিশ্বাসী মানুষের প্রতি লা'নতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এর পুনরুল্লেখ নিষ্পত্যোজন।

حَالَّذِينَ فَيْهَا অর্থাৎ তারা চিরদিন আল্লাহর আয়াবের মধ্যে নিপত্তি হবে, তাদের শাস্তি কম করা হবে না। আর কখনো তাদেরকে তা থেকে বিরামও দেয়া হবে না। সার কথা হলো তারা পরকালে চিরকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মুরতাদদের থেকে তাদেরকে পৃথক করেছেন। যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেও তওবা করেছে। তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যারা ঈমান আনার পর মুরতাদ হলো, তারপর তওবা করে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি এবং রাসূল আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এর প্রতি ঈমান আনল এবং আত্মসংশোধন করল অর্থাৎ নেক আমল করল, আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন। কেননা, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। অর্থাৎ যারা মুরতাদ হওয়ার পর তওবা করেছে, নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন। তাদের মুরতাদ হওয়ার গোপন রাখেন এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে অপমান থেকে রক্ষা করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تُوبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (১০)

১০. ঈমান আনার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনও করুল হবে না। এরাই পথ ভষ্ট।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, মহান আল্লাহর এ বাণী অর্থ হলো যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর প্রতি ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ত্ত হওয়ার পর তাঁর প্রতি তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেয়েছে মৃত্যুকালে তাদের এ তওবা গৃহীত হবেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৩৭২. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত **الظَّالِمُونَ** শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারা- মৃত্যুকালে যাদের তওবা গৃহীত হবে না।

৭৩৭৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারাই হলো আল্লাহর শক্ত ইয়াহুদী সম্পদায়, যারা ইনজীল কিতাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল, তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআনের প্রতি তাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি করল।

৭৩৭৪. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি **ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا**-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। সুতরাং মৃত্যুকালে তাদের তওবা গৃহীত হবে না। মা'মার (র.) বলেছেন, আতাউল খুরাসানী ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭৩৭৫. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো ইয়াহুদী সম্পদায় যারা ইনজীল কিতাবের প্রতি অবিশ্বাস করেছিল, তারপর যখন আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো কিভাবিগণের মধ্যে যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাদের নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর কুফরী করেছিল। তারপর তাদের অবিশ্বাস অর্থাৎ পাপকার্য বৃদ্ধি পেল। এমতাবস্থায় তাদের পাপকার্য থেকে তওবা করুল হবে না। তারা সর্বদা অবিশ্বাসের উপরই অবস্থান করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩৭৬. রাফী (র.) থেকে বর্ণিত, ইয়াহুদী ও নাসারাদের পাপকার্য বৃদ্ধি পেল। সুতরাং তাদের অবিশ্বাস এবং পথভ্রষ্টার পাপ থেকে তাদের তওবা গৃহীত হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تُوبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (১০)

৭৩৭৭. দাউদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল আলিয়াকে কুফরী করলাম, তখন তিনি বললেন, তারা হলো ইয়াহুদী ও নাসারা, যারা কুফরী করেছিল। তারপর তারা পাপকার্যে লিঙ্গ হয়ে কুফরী আরো বৃদ্ধি করল এবং কুফরী অবস্থায় তওবা করল।

৭৩৭৮. দাউদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল আলিয়া(র.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭৩৭৯. দাউদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আবুল আলিয়া (র.)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, তারা হলো ইয়াহুদী, নাসারা এবং অন্য উপাসক সম্পদায়ের লোক; তাদের কুফরীর কারণে তারা পাপকার্যে লিঙ্গ হলো। তারপর তারা তা হতে তওবা করতে ইচ্ছা করল, কিন্তু কুফরী থেকে তারা তওবা করতে পারল না। কারণ তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ বলেছেন, **وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** তারাই হলো পথভ্রষ্টের দল।

৭৩৮০. আবুল আলিয়া (র.) থেকে আল্লাহ পাকের বাণী **لَنْ تَقْبَلَ تُوبَتُهُمْ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা আধিক বিষয়ে তওবা করেছে, কিন্তু মূলত তারা তওবা করেনি।

৭৩৮১. আবুল আলিয়া (র.) থেকে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা ছিল ইয়াহুদী ও নাসারা সম্পদায়ের লোক, যারা পাপকার্যে লিঙ্গ হয়েছিল। তারপর তারা মুশরিক অবস্থায় তওবা করতে চাইল। তখন আল্লাহ পাক বললেন, পথভ্রষ্টার মধ্যে কখনও তওবা করুল হবে না।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন যে, বরং আয়াতের অর্থ হলো যারা তাদের নবীগণের প্রতি ঈমান আনার পর কুফরী করল, তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ তারা যে ধর্মে ছিল তাতে বাড়াবাঢ়ি করার কারণে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থাতেই ধ্বংস হলো। এমতাবস্থায় তাদের তওবা গৃহীত হয়নি এবং তাদের প্রথম বারের তওবা এবং কুফরীর শেষ পর্যায়ে মৃত্যুর সময়ের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসেনি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩৮২. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী **ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا**-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের কুফরীর উপর তারা প্রতিষ্ঠিত রইল। ইবন জুরাইজ (র.) বলেছেন, **لَنْ تَقْبَلَ تُوبَتُهُمْ**-এর অর্থ হলো তাদের প্রথম বারের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহর বাণী **ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا**-এর অর্থ হলো তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। অতএব, তাই তাদের কুফরী বৃদ্ধি বৃদ্ধি বৃদ্ধি। আর তারা বলেন যে, **لَنْ تَقْبَلَ تُوبَتُهُمْ** এর অর্থ হলো মৃত্যুর সময়ে তাদের তওবা গৃহীত হবে না।

যারা এ মত পোষণ করেন :

٧٣٨٣. سُنْدِي (ر.) থেকে انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ أَزْدَانُهَا كَفَرًا لَّنْ تَقْبِلَ تُوبَتِهِمْ وَأُولَئِكَ - এর অর্থ হলো তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। - এর অর্থ হলো- মৃত্যুকালে যখন সে তওবা করবে, তখন তার তওবা কবুল হবেন।

আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বক্তব্যটাই সঠিক, যিনি বলেছেন যে, আয়াতের লক্ষ্য হলো ইয়াহুদী সম্পদায়। অতএব, এর ব্যাখ্যা হবে ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা হয়ে মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁর আবির্ভাবকালে তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। তারপর তাদের কুফরীর পাপে লিঙ্গ হওয়ার কারণে এবং পথভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তাদের ঐ সব অপরাধের জন্য তওবা কবুল হবে না- যা' তাদের কুফরীর কারণে সংঘটিত হয়েছিল। যতক্ষণ না তারা হয়ে মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি অবিশ্বাস করা হতে তওবা করবে এবং তিনি আল্লাহর নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তওবার মাধ্যমে তা হতে প্রত্যাবর্তিত হবে। আমরা এই আয়াতের উত্তম বক্তব্যসমূহের মধ্যে একেই সঠিক বলেছি। কেননা, আয়াতের পূর্বাপর বিষয় তাদের সম্পর্কেই অবর্তী হয়েছে। অতএব তা আয়াতের পূর্বাপর অর্থে একই পদ্ধতিতে হওয়া বাছনীয়। আমরা এই অর্থ বলেছি যে, তারা পাপের কারণে সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তিতে লিঙ্গ হয়েছে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, (لَنْ تَقْبِلَ تُوبَةً مِّنْ قَوْمٍ) কখনই তাদের তওবা গৃহীত হবে না।) এতে বুরা গেল যে, আল্লাহর বাণী (لَنْ تَقْبِلَ تُوبَةً مِّنْ قَوْمٍ)-এর অর্থ হলো তাদের ঈমান আনার পর তাদের অবিশ্বাসের উপর কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধির কারণে তাদের তওবা গৃহীত হবে না। তাদের তওবা গৃহীত না হওয়া তাদের কুফরীর কারণে নয়, কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করার অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করিছেন। যেমন তিনি বলেছেন, هُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادٍ ৫:“তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন।” তবে মহান আল্লাহর পক্ষে একই বিষয়ে ‘কবুল করব’ এবং ‘কবুল করবন’ এরপ বলা অসম্ভব, যদি তাই হয়, তবে আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর এই হকুম হবে যে, তিনি যে কোন অপরাধের জন্য তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করবেন। আর ঈমানের পর কুফরী করা ঐসব পাপকার্যের মধ্য হতে একটি পাপ কার্য, যার তওবা কবুলের কথা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। তন্মধ্যে আল্লাহর বাণীঃ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ৫:“কিন্তু যারা তওবা করে সংশোধিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম করণময়।) অতএব বুরা গেল যে কারণে তওবা কবুল হবে না এবং সে কারণে তওবা কবুল হবে, এর অর্থ ও বিষয় বস্তু এক নয়। যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে যে ব্যক্তির তওবা কবুল হবে না তার কারণ হলো অবিশ্বাসের পর কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তার তওবা কবুল হবে না। কেননা, আল্লাহ এমন

মুশরিকের কার্য কবুল করবেন না, যে ব্যক্তি সীয় শিরুক এবং পথভ্রষ্টতার উপর স্থির আছে। যদি সে নিজের শিরুক এবং কুফরীর কার্য থেকে তওবা করে সংশোধিত হয়, তবে আল্লাহ নিজের গুণ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তদনুযায়ী তিনি ۱۰۰۰۰ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ক্ষমাশীল ও করণময়। এখন যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, তবে ঐ রূপ অর্থের বর্ণনা কেন অঙ্গীকার করা হলো যে, মৃত্যুকালে তাদের কুফরী থেকে তওবা করলে তা কবুল হবে না। কিংবা তার প্রথম বারের তওবা কবুল হবে না। এর প্রতি-উত্তরে বলা হবে যে, আমরা তাকে অঙ্গীকার করলাম এর কারণ হলো যেহেতু বান্দার তওবা তার জীবিত অবস্থা ব্যতীত হবে না। অতএব তার মৃত্যুর পরের তওবা মূলত কোন তওবাই নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের শরীরে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তওবা কবুলের অঙ্গীকার করেছেন। এটা উল্লিখিত যাবতীয় দলীলের বিরোধী নয় যেমন যদি কোন নাস্তিক তার জীবন বায়ুবের হবার এক মূহূর্ত পূর্বেও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে নামায, উত্তরাধিকার সম্পত্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে সকল মুসলমানের যে হকুম পালনীয় তার জন্যও একই হকুম পালনীয়। অতএব, এতে একথা বুরা গেল যে, যদি ঐ অবস্থায় তার তওবা অগ্রহণীয় হতো তবে তার হকুম নাস্তিকের হকুম থেকে মুসলমানের হকুমের দিকে পরিবর্তিত হতোনা এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ব্যবধানও হতো না। এ কথা বলাও বৈধ যে, আল্লাহ কোন নাস্তিকের তওবা গ্রহণ করবে না। যখন একথা ঠিক যে, জীবন কালের তওবাই গৃহীত হবে, তখন মৃত্যুর পরের তওবা গৃহীত হওয়ার কোন পথ নেই। অতএব, ঐ ব্যক্তির কথা বাতিল বলে গণ্য হবে, যিনি ধারণা করেছেন যে, অস্তিম কালের তওবা গৃহীত হবে না। আর যিনি মনে করেন যে, এ তওবার অর্থ হলো যা অবিশ্বাস করার পূর্বে ছিল। মূলত এইরূপ কথার কোন অর্থ নেই। কেননা আল্লাহ এমন সম্পদায়ের ঈমানের কথা বর্ণনা করেননি যা তাদের অবিশ্বাসের পর সংঘটিত হয়েছে, তারপর ঈমান আনার পর অবিশ্বাস করেছে। বরং তিনি তাদের ঈমান আনার পর কুফরী করার বিষয় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাদের যে ঈমানের জন্য তওবা হয়েছে তা কুফরীর পূর্বে হবে না। যিনি ঐরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তার উপরই ঐ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। আল-কুরআনের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ্য তিলাওয়াতের উপর বিদ্যমান, যদি তা এমন বিশেষ কোন গোপনীয় ব্যাখ্যার উপর দলীল হিসাবে প্রমাণিত না হয়, তবে এর বিপরীত ব্যাখ্যাটি উত্তম হবে, যদি বিপরীতটির দিকে প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয়।

আর আল্লাহর বাণীঃ أُولَئِكَ مُمْلُكُ الْأَرْضِ ১: এর অর্থ হলো যে সব লোক ঈমান আনার পর অবিশ্বাসী হলো তারপর তাদের অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেল। তারাই হলো সেই লোক-যারা সত্য পথ থেকে বিদ্রোহ হলো এবং লক্ষ্যস্থল হতে পথভ্রষ্ট হলো ও মধ্যপথা পরিত্যাগ করল এবং আল্লাহর সরল পথের সম্মান পেয়েও তারা তা হতে অস্ব রইল। আমরা ইতিপূর্বে অস্তালাল শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করেছি, তাই যথেষ্ট।

(٩١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُوا هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ
اَفْتَلَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَكْبَرٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نِصْرٍ ۝

১. যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারো নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্গ

বিনিময় অক্রম প্রদান করলেও তা কখনও কবুল হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য বেদনাদায়ক শান্তি রয়েছে; তাদের কোন সাহায্যকারী নেই”।

ଇମାମ ଆବୁ ଜ୍ଞାନକାରୀ (ର.) ବଲେନ, ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ଏହି ଆୟାତେର ଅର୍ଥ ହଲୋ ଯାରା ହ୍ୟରତ
ମୁହମ୍ମାଦ (ସା.)-ଏର ନବୃତ୍ୟାତକେ ଅସ୍ଵିକାର କରେଛେ ଏବଂ ତିନି ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ହତେ ଯା ନିଯେ ଏସେହେଳି
ତାକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ଶୀକାର କରେ ନି, ଏରାଇ ହଲୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପଦାୟେର ଇୟାହୂଦୀ, ନାସାରା, ଅଗି ଉପାସକ
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ । ଏରା ଅବିଶ୍ଵାସୀ ଅବସ୍ଥାତେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଛେ । ଅର୍ଥାଏ ତାରା ହ୍ୟରତ ମୁହମ୍ମାଦ
(ସା.)-ଏର ନବୃତ୍ୟାତ ଏବଂ ତିନି ଯା ନିଯେ ଏସେହେଳି ତାକେ ଅସ୍ଵିକାର କରା ଅବସ୍ଥାତେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଛେ ।
ସୁତରାଙ୍ଗ ତାରା ପୃଥିବୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵର୍ଗ ବିନିମୟ ସ୍ଵର୍ଗପ ପ୍ରଦାନ କରଲେଓ ତା କଥନଓ କବୁଳ ହବେ ନା । ତିନି ବଲେନ,
ପରକାଳେ କୁଫରୀର ଶାନ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗେର ଜନ୍ୟ କୋନ ବିନିମୟ ଏବଂ ଉତ୍କୋଚ ହିସାବେ କଥନଓ ଗ୍ରହଣ କରା ହବେ
ନା । ଆର ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମାଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ହବେ ନା, ଯଦିଓ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ବ ଓ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵର୍ଗ ବିଚିହ୍ନେ
ଦେଇଯା ହୟ । ଆଲ୍ଲାହ ତା ‘ଆଲା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯେ ଶାନ୍ତି ନିର୍ଧାରଣ କରେ ରେଖେଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଦେର ସେଇ ଶାନ୍ତି
ପରିତ୍ୟାଗେର ଏବଂ କୁଫରୀର ଉପର କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନେର ଜନ୍ୟ ବିନିମୟ ହବେ ନା । କେନନା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍କୋଚ ଗ୍ରହଣ
କରେ ଥାକେ ଯାର ଉତ୍କୋଚେର ବକ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଛେ । ଅତଏବ, ଯିନି ଦୁନିଆ ଓ ଆଖିରାତେର ମାଲିକ, ତିନି କି
ଭାବେ କୋନ କିଛୁବ ବିନିମୟ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରେନ ? କାରଣ ବିନିମୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯା କିଛୁ ବିନିମୟ ହିସାବେ
ପ୍ରଦାନ କରେ ତିନିଇ ତୋ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା । ଆମରା ବର୍ଣନା କରେଛି ଯେ, ଧ୍ୟାନଦେର ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ଯା ପ୍ରଦାନକାରୀର
ପଞ୍ଚ ହତେ ଦେଇଯା ହୟ । ଏତଏବ, ଏଖାନେ ଏର ପୁନରୁତ୍ତରେ ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ ।

তারপর আল্লাহু তা'আলা তাদের জন্য তাঁর কাছে যা কিছু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এর সংবাদ প্রদান পূর্বক তিনি বলেছেন যে, যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শান্তি। তিনি বলেন যে, তাদের জন্য পরকালে আল্লাহুর নিকট বেদনাদায়ক শান্তি রয়েছে। তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ তাদের জন্য এমন কোন নিকটাত্মীয়, বক্তু-বাক্তব নেই, যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, যেমন আল্লাহুর শান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে। যেমন তারা-পৃথিবীতে বিভিন্ন আপদ-বিপদ এবং অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে তাদেরকে সাহায্য করত।

ଯୀମ୍ବା ଏ ମତ ପୋଷଣ କରେନ :

٧٣٨٤. આનાસ ઇબન માલ્કિક (રા.) થેણે બર્ણિત, નવી કર્રીમ (સા.) બલતેન, કિયામત દિવસે યથન કાફિર બ્યક્તિકે બિચારેનું જન્ય ઉપસ્થિત કરા હવે. તથન તાકે બલા હવે યદી તોમાર પૃથ્વીપૂર્ણ સ્વર્ગ થાકત, તબે કિ તુમિ એર દ્વારા આજ બિનિમય પ્રદાન કરેલે મુજિલ ચેષ્ટા કરતે? તથન સે બલબે, હ્યા! તીનિ બલેન, તથન તાકે બલા હવે, યે વસ્તુ તોમાર જન્ય સહજસાધ્ય છિલ તાર બ્યાપારેઇ તોમાકે إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوْلَى وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جિજેસ કરા હયેછે। એહિ મર્મેઇ આલ્હાર એહિ આયાત નાખિલ હયેછે।

انَّ الَّذِينَ كُفَرُوا وَمَا تَرَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُبْلِغُوا مَا لَمْ يُكْرِهُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ ۝

৭৩৮৫. হাসান (র.) থেকে আলোচ্য আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এর দ্বারা প্রত্যেক কাফিরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী : بِهِذِ الْدَّارَةِ پূর্ববর্তী বাক্য হতে নির্গত পরিমাণ ও ব্যাখ্যা বুকান হয়েছে। আর সেই
عندی قدر زق سمنا و قدر رطل (پختیواری ترتیب) یemen جনৈক ব্যক্তির কথা (ملاء الأرض... ملء الأرض...)
বাক্য হলো (আমার এক মটকা পরিমাণ ঘৃত এবং এক রতল পরিমাণ মধু আছে)। এখানে عسل شدبٌ
شدبٌ (আমার এক মটকা পরিমাণ ঘৃত এবং এক রতল পরিমাণ মধু আছে)। নকরে
বাক্যের ব্যাখ্যা হয়েছে এবং পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মقدار এর ব্যাখ্যা অনুসারে
(অনিদিষ্ট) এবং (منصوب) (যবরযুক্ত) হয়েছে। আর বসরার ব্যক্তরণবিদগ্ন মনে করেন যে, ذهب
ذهب (شده) বা يَبْرُرْ (يَبْرُرْ) হওয়ার কারণে। ذهب نصب - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে।
উভয় শব্দের পরে আসার কারণে তার চৰি (يَبْرُرْ) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অতএব,
আর سَرْدَادِي (كَرْتَأْ) - এর পরে আসে এবং (فَاعِلُ (كَرْتَأْ)) - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়।
তাতে مُنْصَب (يَبْرُرْ) হয়েছে, یemen মفعول (কর্মপদ বিশেষ) - এ নصب (يَبْرُرْ) হয়, যা (كَرْتَأْ)
- এর পরে আসে এবং فَاعِلُ (কর্তা) - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তারা বলেন, آللَّا هُوَ
الْأَكْبَرُ لِمَنْ كَرِّجَ لَهُ مُنْصَب (يَبْرُرْ) হওয়ার দৃষ্টান্ত یemen অর্থাৎ لِمَنْ
كَرِّجَ لَهُ مُنْصَب (يَبْرُرْ) এই বাক্যে শব্দে ذهب (يَبْرُرْ) হওয়ার দৃষ্টান্ত হয়েছে।
اسم (বিশেষ) - مُنْصَب (يَبْرُرْ) অর্থাৎ তারা মনে করেন যে, نصب (يَبْرُرْ) হয়,
- এর সাথে مُسْبِك (يَبْرُرْ) সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার কারণে। یemen কর্মপদ বিশেষে (يَبْرُرْ)
- এর সাথে مُنْصَب (يَبْرُرْ) পদবী হয়েছে। یemen কর্মপদ বিশেষে (يَبْرُرْ) হয়,
- এর সাথে مُنْصَب (يَبْرُرْ) পদবী হয়েছে।

(٩٢) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۝ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ۝

ନୂ. ତୋମରା ଯା ଭାଲବାସ ତା ହତେ ବ୍ୟଯ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମରା କଥନେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ନା। ତୋମରା ଯା କିଛି ବ୍ୟଯ କର ଆଜ୍ଞାହ ମେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବହିତ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করছে হে মু'মিনগণ! তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না. অর্থাৎ তা হলো সেই পুণ্য যা তাদের আনুগত্য, দাসত্ব এবং প্রার্থনার মাধ্যমে

আল্লাহর নিকট হতে কামনা করেছে। তা দ্বারা তিনি তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করায়ে এবং শাস্তি রহিত করে সমানিত করবেন। এজন্যেই অনেক তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন **بِنْجَال** (জানাত)। কেননা বান্দার প্রতি আল্লাহর পুণ্য প্রদত্ত হবে পরকালে এবং তাকে সমানিত করা হবে জানাতে প্রবেশেরমাধ্যমে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩৮৬. আমর ইবন মায়মুন (রা.) থেকে আল্লাহর বাণী **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** - এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, **الْبِرُّ** - এর অর্থ হলো জানাত।

৭৩৮৭. আমর ইবন মায়মুন (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শব্দের অর্থ হলো **الْجَنَّة** (জানাত)।

৭৩৮৮. সুন্দী (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, **الْبِرُّ** শব্দের অর্থ হলো **الْجَنَّة** (জানাত)।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অতএব, বাক্যের ব্যাখ্যা হবে এরূপ- হে মু'মিনগণ, যতক্ষণ পর্যস্ত তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যস্ত তোমরা তোমাদের রবের জানাত প্রাপ্ত হবে না। তিনি বলেন যে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু এবং তোমাদের উন্নত সম্পদ দান করবে ততক্ষণ পর্যস্ত তোমরা জানাত প্রাপ্ত হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩৮৯. কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের রবের জানাত প্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পসন্দনীয় কষ্ট এবং উন্নত সম্পদ দান করবে।

৭৩৯০. হাসান (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** - এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, (তোমরা জানাতপ্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের উন্নত) সম্পদ থেকে দান করবে।

আল্লাহর বাণী **وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** - এর ব্যাখ্যাঃ যখনই তোমাদের সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় কর বা দান কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের দানশীলের দান, এবং তোমাদের সম্পদ থেকে পসন্দনীয় যা কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করছ, এর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। সকল কর্মের সম্পাদনকারীকেই আল্লাহ তার প্রাপ্য অংশ পরকালে দান করবেন।

৭৩৯১. কাতাদা (র.) থেকে **وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা যা কিছু দান কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। তিনি বলেন যে তোমাদের ঐসব দান

সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ এ সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি এর প্রতিদানকারী আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করলাম, অনুরূপ ব্যাখ্যা একদল সাহাবা এবং তাবেঙ্গন ও করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৩৯২. মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহর বাণী **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবন খাতাব (রা.) আবু মুসা আশ'আরী (রা.)-কে সাদ ইবন আবী উয়াকাসের নেতৃত্বে সংঘটিত যুক্তে মাদায়েন শহর বিজয়ের দিন 'জালুলা' থেকে তার জন্য একটি দাসী খরিদ করার উদ্দেশ্যে গত্তে লিখলেন। হ্যরত উমর (রা.) তাকে দেকে এনে বললেন, নিচয়ই আল্লাহ বলেছেন, তোমরা কখনও পুণ্য পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু দান করবে। অতএব, উমর (রা.) তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এরই দৃষ্টান্ত এই বাণীঃ (৭৬: ৮) **وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِبَّةٍ مِشْكِنًا وَيَتَبَرَّغُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَائِصٌ** (الحশ : ১)

৭৩৯৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩৯৪. আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত কিংবা **مَنْذُ ذَلِيٰ يُقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا** নাযিল হলো, তখন আবু তালহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)। আমার অমুক বাগানটি যদি দান করি, এবং সাধ্যমত তা গোপন রাখি এবং প্রকাশ না করি, (তাহলে কি ভাল হয় না?) তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তা তোমার পরিবারের অভাব গ্রস্তদেরকে দান কর।

৭৩৯৫. আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, যখন এই আয়াত কিংবা **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** নাযিল হলো, তখন আবু তালহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)। নিচয় আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) আমাদের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তবে আপনি সাক্ষী থাকুন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার 'আরীহা' নামক স্থানের সম্পত্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তা তোমার নিকটাত্তীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। এরপর তিনি তা হাসান ইবন ছাবিত এবং উবায় ইবন কাব (রা.)-এর মধ্যে বন্টন করে দেন।

৭৩৯৬. মায়মুন ইবন মাহরান থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি আবু যর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল উন্নত? তখন তিনি বললেন, 'নামায' হলো দীন ইসলামের শুষ্ঠ, জিহাদ হলো সকল কাজের সেরা কাজ এবং সাদকা হলো চমৎকার কষ্ট। তখন তিনি বললেন, হে আবু যর! আমার কাছে যে কাজটি অতিশয় উন্নত ছিল তুমি তা উল্লেখ করনি। তিনি প্রতি উন্নতে বললেন, সে কাজটি কি? তিনি বললেন, তা হলো রোয়া। তখন তিনি বললেন, সম্ভবত। তবে সেখানে এর উল্লেখ ছিল না। তারপর তিনি **لَنْ تَأْتِيَ الْبِرُّ** এই আয়াত পাঠ করেন।

৭৩৯৭. আমর ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন এই আয়াত **أَنُوا الْبِرْ حَتَّىٰ تَنْقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** নাযিল হলো তখন যায়িদ (রা.) ‘সাবাল’ নামক তার ঘোড়ায় চড়ে নবী করীম (সা.)—এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এটি দান করে দিন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তা তাঁর পুত্র উসামা ইবন যায়িদ ইবন হারিছাকে দিয়ে দিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমি তো তাকে দান করার ইচ্ছা করে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার সাদকা গৃহীত হয়েছে।

৭৩৯৮. হাসান ইবন ইয়াহুয়া (রা.) সুত্রে আইযুব (রা.) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন **إِنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّىٰ تَنْقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** এই আয়াত নাযিল হলো তখন যায়িদ ইবন হারিছা তার একটি পসন্দনীয় ঘোড়ায় চড়ে আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আল্লাহর রাস্তায় দান করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) উসামা ইবন যায়িদকে তার উপর আরোহণ করিয়ে দিলেন। এতে যেন যায়িদ (রা.) মনে মনে খুবই খুশী হলো। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর এইরূপ কার্য প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা কবুল করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

(১৩) كُلُّ الظَّعَامَ كَانَ حَلَّاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ رَبُّهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
شُرِّذَ الْتَّوْرِثَةَ قُلْ فَلَوْلَا يَا الْتَّوْرِثَةَ فَإِنَّهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

৯৩. তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল (ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনী ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বল, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ করা।’

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) উপরোক্ত তাফসীরে প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তা‘আলা বস্তু ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা‘আলার খলীল ইবরাহিম (আ.)—এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আ.)—এর দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকুব (আ.)—এর বংশধর যারা বনী ইসরাইল নামে বিশ্বে খ্যাত, তাদের জন্যে তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল (আ.) কর্তৃক হারামকৃত খাদ্য ব্যতীত যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। তারপর ইয়াকুব (আ.)—এর বংশধরগণ নিজের পূর্ব পুরুষের অনুকরণে কিছু খাদ্য নিজেদের জন্যে হারাম ঘোষণা করে, যা আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যাদেশ, ঘোষিত নির্দেশ কিংবা নিজ রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশের প্রেক্ষিতে অবৈধ বলে ঘোষণা করেননি।’

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, পুনরায় ব্যাখ্যাকারণগণ উক্ত বস্তুটি অবৈধ বিবেচিত হবার ব্যাপারে তাওরাত শরীফে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল কিনা তা নিয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, যখন আল্লাহ তা‘আলা তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ করেন, তখনই তাওরাত নাযিলের পূর্বে তাদের ঘোষিত অবৈধ বস্তুটিকে, অবৈধ বলে সিদ্ধান্ত দেন।

যারা এমত পোষণ করেণ :

৭৩৯৯. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উল্লিখিত আয়াতের প্রসঙ্গে বলেন, “ইয়াহুদীয়া বলে যে, তারা নিঃসন্দেহে এই বস্তুটিকেই অবৈধ বলে মনে করে যা ইসরাইল নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন। আর তিনি রক্তবাহী রং হারাম করেছিলেন। কারণ তাঁর প্রায়শ নিতৃষ্ণ-বেদনা রোগ দেখা দিত। এ রোগটি রাতে দেখা দিত এবং দিনে ছেড়ে যেত। তারপর তিনি শপথ নিলেন ‘যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এ রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি কখনও তাঁর প্রিয় খাদ্য রক্তবাহী রং স্পর্শ করবেন না।’” এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাইলের জন্যে রক্তবাহী রং ভক্ষণ হারাম ঘোষণা করেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আরো ঘোষণা করেন, বল, যদি তোমরা একথায় সত্যবাদী হও যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের দুষ্কর্মের জন্য এটাকে হারাম করেনি, তাহলে তোমরা তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।”

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, “অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের সুরা নিসার ১৬০ নং আয়াতে ঘোষণা করেন-

فَيَظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَانُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَبِيعَاتٍ أَحَلَّتْ لَهُمْ وَيَصِدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۔

অর্থাৎ ভাল ভাল যা ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা তাদের জন্যে অবৈধ করেছি, তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেবার জন্যে।” সুতরাং উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ :

তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল (ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে যা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তা ব্যতীত যাবতীয় বস্তু বনী ইসরাইলের জন্যে বৈধ ছিল। ইসরাইল (আ.) নিজের জন্যে যা অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন সেই বস্তুটিকে আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাইলের জন্যে তাদের সীমালংঘনের কারণে তাওরাতে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)—কে সম্মোধন করে বলেন, ‘হে মুহাম্মাদ! ইয়াহুদীদেরকে ডেকে বল, হে ইয়াহুদীয়া, ‘যদি তোমরা “এটা তাওরাতে নেই, এটা তাওরাতে হারাম করা হয়নি এবং এটা শুধু ইসরাইল (আ.) নিজের জন্যে হারাম ঘোষণা করাতেই তোমরা অবৈধ হিসাবে জানছ” বলে দাবী কর তাহলে তোমরা তাওরাত আনয়ন কর এবং তা পাঠ কর।

আবার কেউ কেউ বলেন, “কোন দ্রব্যই ইসরাইলের জন্য হারাম ছিল না কিংবা মহান আল্লাহ তা‘আলা তাওরাতে তাদের জন্যে কোন কিছুই হারাম করেন নি। তারাই বরং তাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ করে নিজেদের জন্যে তা হারাম করেছিল এবং পরে তারা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি এ অবৈধতার ঘোষণাকারী বলে দোষ চাপায়। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেন এবং স্বীয় মৰী (সা.)—কে সম্মোধন করে বলেন, “হে মুহাম্মাদ (সা.)! তাদেরকে বল, তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, তা হলে তোমরা তাওরাত আন ও তা পাঠ কর। তাহলে আমরা সকলেই দেখতে পাবো যে, সেখানে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে কিনা? আর যারা তাদের সম্বন্ধে, অজ্ঞ তাদের কাছেও ইয়াহুদীদের মিথ্যাচার ধরা পড়বে।

ধারা এমত পোষণ করেন :

৭৪০০. উবায়দ ইবন সুলায়মান বলেন, আমি দাহহাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি অত্র আয়াতাংশ **اَلَا مَا حَرَمَ اِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “ইসরাইল হচ্ছে ইয়াকুব (আ.)-এর উপাধি। একবার তাঁর নিতৃষ্ণ-বেদনা রোগ দেখা দেয়। তিনি রাতের বেলায় ঘুমাতে পারতেন না। তাই তিনি বললেন, “আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এ রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি তা অর্থাৎ উটের রক্তবাহী ধমনী ভক্ষণ করবেন না এবং তাঁর কোন বংশধরও তাঁর খাতিরে তা ভক্ষণ করবে না।” এটা তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল না। তাই, রাসূল-মুহাম্মদ (সা.) কিতাবীদের কিছু সংখ্যক সদস্যকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ হারামের তাৎপর্য কি? তারা বলল, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বেই এটা আমাদের জন্যে হারাম ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের এদাবী খন্দন করতে ইরশাদ করেন-

قُلْ فَانْتُوا بِالْتُّورَةِ فَأَثْوَاهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থাৎ “বল, তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর ও তা পাঠ কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও.....তারাই জালিম।” অন্য কথায় তারা মিথ্যা বলেছে এবং এ সম্পর্কে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে বলে অপবাদ দিয়েছে অথচ তাওরাতে এরূপ কোন কিছু অবতীর্ণ হয়নি। এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপঃ

“তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ও পরে বনী ইসরাইলদের জন্য কোন খাদ্যই হারাম ছিল না কিন্তু এ খাদ্যটি তাদের জন্যে হারাম বলে পরিগণিত যা তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল (আ.) নিজের জন্যে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।” উপরোক্ত আয়াতাংশে ব্যবহৃত **حَرَم** শব্দটি নাহশান্ত্রবিদদের মতে **اسْتَنْعَنْقَطِع** এর জন্যে এসেছে বলে দাহহাক (র.) উল্লেখ করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, “অত্র আয়াতটির ব্যাখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপঃ প্রত্যেক খাদ্যই বনী ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল কিন্তু তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন। অন্য কথায় ইসরাইল (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের জন্যে হারাম বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা ইসরাইল (আ.) কিংবা তাঁর বংশধরদের জন্যে কোন কিছু হারাম করেননি।”

ধারা এমত পোষণ করেন :

৭৪০১. আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **كُلُّ الطَّعَامٍ كَانَ حَلَّاً لِبَنَيِ اِسْرَائِيلِ اَلَا مَا حَرَمَ اِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْزَلَ التُّورَةُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

উল্লিখিত আয়াতের পটভূমি হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ইসরাইল (আ.) নিজের জন্যে রক্তবাহী রগ বা ধমনী হারাম করেছিলেন। এটার কারণ ছিল এই যে, একবার তাঁর নিতৃষ্ণ-বেদনা রোগ দেখা দেয়। তিনি রাতের বেলায় ঘুমাতে পারতেন না। তাই তিনি বললেন, “আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এ রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি তা অর্থাৎ উটের রক্তবাহী ধমনী ভক্ষণ করবেন না এবং তাঁর কোন বংশধরও তাঁর খাতিরে তা ভক্ষণ করবে না।” এটা তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল না। তাই, রাসূল-মুহাম্মদ (সা.) কিতাবীদের কিছু সংখ্যক সদস্যকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ হারামের তাৎপর্য কি? তারা বলল, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বেই এটা আমাদের জন্যে হারাম ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের এদাবী খন্দন করতে ইরশাদ করেন-

كُلُّ الطَّعَامٍ كَانَ حَلَّاً لِبَنَيِ اِسْرَائِيلِ اَلِّي قَوْلَهُ تَعَالَى اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৭৪০২. আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার ইসরাইল (আ.)-এর নিতৃষ্ণ বেদনা রোগ দেখা দেয়। রাতের বেলায় তিনি প্রচন্ড ব্যথার কারণে ছটফট করতেন তবে দিনের বেলায় কোন কষ্ট হতো না। তিনি শপথ করলেন, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাকে রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি উটের রক্তবাহী ধমনী কখনও ভক্ষণ করবেন না। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, ইসরাইল (আ.) যা নিজের জন্য হারাম করেছিলেন, তা পুনরায় হারাম ঘোষণা করার জন্যে তাওরাতে হ্রকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা মহানবী (সা.)-কে বললেন, ‘আপনি বলুন, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর ও তা পাঠ কর।’ তারা মিথ্যা বলেছে, তাওরাতে এরূপ কোন হ্রকুমের ভিত্তি নেই।

আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, “উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে অধিকতম কৃত্তি অভিমত হচ্ছে নিম্নরূপঃ

অত্র আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে প্রতিটি খাদ্যই বনী ইসরাইলের জন্যে হালাল ছিল কিন্তু এ খাদ্যটি ছিল হারাম যা ইসরাইল-ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন। এ খাদ্যটি আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য হারাম করেননি। বরং তাদের পিতৃপুরুষ ইসরাইল (আ.) এই খাদ্যটি নিজের জন্যে হারাম করায় পিতৃপুরুষের অনুকরণের ভিত্তিতে ছিল হারাম। এটার হারাম হবার ব্যাপারে তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে কোন প্রকার ওহী অবতীর্ণ হয়নি অথবা কোন প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয়নি। এরপর তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা যা খুশী তা হারাম করেন ও যা খুশী তা হালাল করেন। উপরোক্ত অভিমতটি একদল তাফসীরকার ব্যক্ত করেছেন। আর ইতিপূর্বে আলোচিত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.)-এর অভিমতটিও সমার্থক।

৭৪০৩. যারা এমত পোষণ করে : কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **كُلُّ الطَّعَامٍ كَانَ حَلَّاً لِبَنَيِ اِسْرَائِيلِ اَلَا مَا حَرَمَ اِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْزَلَ التُّورَةُ** - এর তাফসীর শব্দের অর্থ, হয়রত ইয়াকুব (আ.)। আর আয়াতের অর্থ :— বনী ইসরাইলের জন্যে তাওরাত নাথিলের পূর্বে প্রতিটি খাদ্যই

হালাল ছিল, বিস্তু হযরত ইসরাইল (আ.) নিজের উপর কিছু কস্তুর হারাম করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাওরাত শরীফ নাযিল করেন এবং তিনি যা খুশী তাদের জন্যে হারাম করেছেন ও যা খুশী তাদের জন্যে হালাল করেছেন।"

৭৪০৪. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

তারপর যে কস্তুর হযরত ইসরাইল (আ.) হারাম করেছিলেন, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যাকারণগুলি একাধিক মত পোষণ করেন।

তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, হযরত ইসরাইল (আ.) যা নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন, তা ছিল রক্তবাহী ধমনীসমূহ।

এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেনঃ

৭৪০৫. হযরত ইউসুফ ইবন মাহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একজন বেদুইন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে হাযির হয়ে আরায করলেন যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, হে বেদুইন! তোমার জন্যে তোমার স্ত্রী হারাম হয়নি। বেদুইন বলল, আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন **কুلُّ الطَّعَامَ كَانَ حَلَّاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَحْرَمٌ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ!** অর্থাৎ বনী ইসরাইলে জন্যে প্রত্যেকটি খাদ্যই হালাল ছিল, তবে যা ইসরাইল নিজের জন্যে হারাম করেছিল।' বেদুইনের কথায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি জান ইসরাইল নিজের জন্যে কি হারাম করেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) সমবেত জনতার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, একবার হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ইরকুনিসা (রান) থেকে নিম্নাঞ্চ পর্যন্ত বেদনা রোগ দেখা দেয় এবং এটা তাঁকে খুবই কষ্ট দেয়। তারপর তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ ব্যাধি হতে মুক্ত করেন, তাহলে তিনি উটের রক্তবাহী ধমনী বা রগ খাবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এজন ইয়াহুদীরা রক্তবাহী ধমনীসমূহ গোশত থেকে পৃথক করে নেয়।

৭৪০৬. হযরত শু'বাহ আবু বাশার থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি ইউসুফ ইবন মাহাক (র.) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন একজন বেদুইন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে একব্যক্তির কথা উল্লেখ করে যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রীলোকটি তার জন্যে হারাম হয়নি। বেদুইন বলল, আপনি কি অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, **কুلُّ الطَّعَامَ كَانَ حَلَّاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَحْرَمٌ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ!** (আর্থাৎ ইসরাইল নিজের জন্যে যা হারাম করেছে তা ব্যক্তিত প্রতিটি খাদ্যই বনী ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল।) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ইসরাইল (আ.)-এর ইরকুনিসা রোগ দেখা দিয়েছিল, তারপর তিনি শপথ করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তিনি গোশতের মধ্যে রক্তবাহী ধমনীসমূহ কখনও খাবেন না। কাজেই স্ত্রীলোকটি তোমার জন্যে হারাম হয়নি।

كُلُّ الطَّعَامَ كَانَ حَلَّاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَحْرَمٌ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ!-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এক সময় ইয়াকুব (আ.)-এর 'ইরকুনিসা' রোগ দেখা দেয়। যথা প্রচল আকার ধারণ করায় তিনি আল্লাহ তা'আলা'র নামে কসম করেন যে, তিনি জন্ম-জানোয়ারের রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। দেহের অন্য সব রগ, রক্তবাহী ধমনীসমূহের অস্তুক্ত।

৭৪০৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইসরাইল (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন, তার কারণ ছিল এই যে, এক সময় হযরত ইসরাইল (আ.)-এর ইরকুনিসা রোগ দেখা দেয়। তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। তখন তিনি কসম করে বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে তিনি আর কখনও তাঁর প্রিয় খাদ্য রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। তারপর তাঁর বৎসরগণও তাঁর অনুকরণ করে রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। তারা এগুলোকে গোশত থেকে পৃথক করত।

৭৪০৯. কাতাদা (র.) থেকেও অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাতে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে রাবী বলেন, তারপর তিনি কসম করলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তিনি আর কখনও রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। পরবর্তীকালে তাঁর বৎসরগণ তাঁকে অনুসরণ করে রক্তবাহী ধমনীসমূহ বর্জন করেন এবং গোশত থেকে এগুলোকে পৃথক করে নেন। আর তাওরাত অবর্তীর হবার পূর্বে তিনি যা নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন, তা ছিল রক্তবাহী ধমনী বা রগসমূহ।

৭৪১০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **إِلَّا مَحْرَمٌ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ!** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একবার হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ইরকুনিসা রোগ দেখা দেয়। তখন তিনি কসম করলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে আমি রক্তবাহী ধমনীসমূহকে আমার জন্যে হারাম করব। এরপর তিনি এগুলোকে হারাম করে নিলেন।

৭৪১১. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ইয়াকুব (আ.) ইরকুনিসা রোগে আক্রান্ত হন। তারপর তিনি রাতের বেলায় যত্নগায় চিৎকার দিতে থাকেন ও আল্লাহর নামে কসম করেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে তিনি আর রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে আমি রক্তবাহী ধমনীসমূহকে আমার জন্যে হারাম করব। এরপর তিনি এগুলোকে হারাম করে নিলেন।

বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র.) হাদীসে বর্ণিত শব্দের অর্থ করেছেন, চীৎকার দেয়।

৭৪১২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **إِلَّا مَحْرَمٌ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ!** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এ সময় ইরকুনিসা রোগে আক্রান্ত হন এবং রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করা বর্জন করেন।

৭৪১৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৪১৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্য আয়াতাংশ **كُلُّ الطَّعَامَ كَانَ حَلَالٌ لِّبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَاحْرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التُّورَاةُ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হ্যরত ইয়াকুব (আ.) রক্তবাহী ধমনী ও উটের গোশত নিজের উপর হারাম করেন। তিনি নিতৃষ্ণ বেদানা রোগে আক্রান্ত হন এবং উটের গোশত ভক্ষণ করেন। এরপর রাত্রিকালে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। তাই শপথ করেন যে, আর কখনও উটের গোশত ভক্ষণ করবেন না।

অন্যান্য তাফসীরকারণগণ বলেন, হ্যরত ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন তা ছিল উটের গোশত ও দুধ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৪১৫. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন কাহীর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা শুনেছি যে, হ্যরত ইয়াকুব (আ.) একবার ‘ইরকুনিস’ রোগে আক্রান্ত হন এবং বলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার কাছে অতীব প্রিয় খাদ্য উটের গোশত ও দুধ। যদি তুমি আমাকে এ রোগ থেকে আরোগ্য দান কর, তাহলে আমি এগুলোকে আমার জন্যে হারাম মনে করব। বর্ণনাকারী ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আতা ইবন আবী রাবাহ (র.) বলেন, ইয়াকুব (আ.) উটের গোশত ও দুধ নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন।

৭৪১৬. হ্যরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ **إِلَّا مَاحْرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التُّورَاةُ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হ্যরত ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছিলেন। ইয়াহুদীরা মনে করত যে, তারা তাওরাতে এরূপ আয়াত দেখতে পাবে যেখানে বর্ণনা থাকবে যে, হ্যরত ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছিলেন। অথচ তাওরাত অবতীর্ণ হবার বহু পূর্বে হ্যরত ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে, ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছেন। এমর্থে তাওরাতে তোমরা কোন বর্ণনা পাবেন।

৭৪১৭. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সময় ইয়াকুব (আ.) ‘ইরকুনিস’ রোগে আক্রান্ত হন এবং যন্ত্রণায় কাতরিয়ে কাতরিয়ে রাত কাটাতেন। তারপর তিনি আল্লাহ তা‘আলা নামে শপথ করেন যে, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে আরোগ্য করেন, তাহলে তিনি উটের গোশত ভক্ষণ বর্জন করবেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) বলেন, তারপর ইয়াহুদীরাও তা বর্জন করে। তিনি পরে এ আয়াত তিলাওয়াত করেন:

كُلُّ الطَّعَامَ كَانَ حَلَالٌ لِّبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَاحْرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التُّورَاةُ فَلْ فَأْتُوا
بِالْتُّورَاةِ فَأَتُواهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -

তিনি আরো বলেন যে, এ ঘটনাটি তাওরাত নায়িল হবার পূর্বে ঘটেছিল।

৭৪১৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **إِلَّا مَاحْرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হ্যরত ইয়াকুব (আ.) রক্তবাহী ধমনী ও উটের গোশত নিজের উপর হারাম করেন। তিনি নিতৃষ্ণ বেদানা রোগে আক্রান্ত হন এবং উটের গোশত ভক্ষণ করেন। এরপর রাত্রিকালে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। তাই শপথ করেন যে, আর কখনও উটের গোশত ভক্ষণ করবেন না।

৭৪১৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ **إِلَّا مَاحْرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াকুব (আ.) জন্ম-জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ বর্জন করেন।

ইয়াম আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.)-এর অভিমত অধিকতম শুল্ক যা বর্ণনাকারী আ‘মাশ (রা.) হাবীব ও সাদ্বৈদ (রা.)-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াকুব (আ.) রক্তবাহী রগ বা ধমনী এবং উটের গোশত বর্জন করেছিলেন। কেননা, ইয়াহুদীরা উক্ত দুটো বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় আজও একমত্য পোষণ করে আসছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনারয়েছে। যথা:

৭৪২০. আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইয়াহুদীদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হায়ির হয়ে আরয় করে—হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে অবগত করুন যে, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্যে কোন খাদ্যটি হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বলেন, এ পবিত্র সন্তার কসম, যিনি মুসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি জান যে, ইয়াকুব (আ.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এই রোগে তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। তাই তিনি আল্লাহ তা‘আলা নামে এই বলে মানত করে। যদি আল্লাহ তা‘আলা তাকে আরোগ্য দান করেন নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রিয় খাদ্য ও পানীয় নিজের প্রতি হারাম করবেন। আর তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল উটের গোশত। অনুরূপভাবে সবচেয়ে প্রিয় পানীয় ছিল উটের দুধ। ইয়াহুদীরা উত্তরে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই।

ইয়াম তাবারী (র.) আরো বলেন, অত্য আয়াতাংশ **فَلْ فَأْتُوا بِالْتُّورَاةِ فَأَتُواهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** -এর তাফসীর হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ (সা.)! এ সব ইয়াহুদীদেরকে বল, যারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাওরাতে উটের রগ, গোশত ও দুধ হারাম করেছেন, তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর এবং তা পাঠ কর। অন্য কথায় তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাওরাত পেশ কর ও তা পাঠ করে শুনাও তাহলে যিথ্যা বচন ও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অমূলক উত্তিসমূহের অসারতা এসব ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে যাদের কাছে তা গোপন ছিল। আর এটাও প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে তাওরাতে এরূপ অবতীর্ণ করেননি। তিনি অত্য আয়াতাংশ **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তোমাদের এ দাবীতে সত্যবাদী হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাওরাতে উটের গোশত হারাম হবার ব্যাপারে হকুম অবতীর্ণ করেছেন, তাহলে তোমরা তাওরাত আমাদের সম্মুখে

আন ও উটের গোশত হারাম হবার ব্যাপারটি সমন্বে আয়াতটি পাঠ করে শুনাও। এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের মিথ্যা দাবীটি প্রকাশ করে দেয়া হচ্ছে। কেননা, তারা কথনও তাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে তাওরাত উপস্থাপন করবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তাদের এরূপ মিথ্যাচার সমন্বে অবগত করিয়ে দিচ্ছেন। আর এ অবগতিকে তাদের বিরুদ্ধে নবী (সা.)-এর সমক্ষে একটি দলীল হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা পেশ করেছেন।

এ তথ্যটি তাদের অনেকের কাছেই গোপন রয়েছে। অপরপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উঞ্চি ও তাদের দলভুক্ত নয়, তাই এ সমন্বে তাঁর অবগত হবার কোন সঙ্গত উপায় থাকতে পারে না। কস্তুর আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারা নিজ নবী (সা.)-কে অবগত না করান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষে এ সমন্বে জানা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ জানাটাও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তাদের বিরুদ্ধে একটি বড় দলীল, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াতের সাক্ষ বহন করে। কাজেই তিনি তাদেরও নবী বলে প্রমাণিত হন। উপরোক্ত তথ্যটি ইয়াহুদীদের পূর্বপুরুষদের সমন্বে একটি রহস্য উদঘাটন করছে। আর এ সমন্বে তাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক ব্যতীত অন্য কারো অবগত হবার সুযোগ নেই। তবে যাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সৃষ্টি মাখলুকের মধ্য থেকে নবী, রাসূল বা অন্য যাঁকে ইচ্ছা এ বিষয়ে অবগত করান।

○ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ১৪)

১৪. এরপরও যারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তারাই জালিম।

এর ব্যাখ্যা :- আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তাওরাত আসার পর, তাওরাত ও অন্যান্য কিতাবকে পাঠ করে মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের ন্যায় দাবী করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রংগ, গোশত ও দুধ হারাম করছেন, তারাই জালিম। অর্থাৎ যারা এরূপ করবে, তারাই জালিম-কাফির। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টিকারী। যেমন এ প্রসঙ্গে -

৭৪২১. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ ফাঁলিক হুম আল্লামুন্ন - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে।

○ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ قَفْ فَإِنْتُبِعُوا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ১০)

১৫. বল, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে সংশোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! কুল আল্লাম কান হিলাব্বী

ব্যাখ্যা! আয়াতাংশে জানিয়ে দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর বংশধরদের জন্য রংগ, উটের গোশত ও তার দুধ হারাম করেননি বরং তাওরাত অবর্তীণ হবার পূর্বে এবং তাওরাতের মাধ্যমে কোন প্রকার হারাম ঘোষণা দেয়া ব্যতীতই ইয়াকুব (আ.) নিজের জন্য এসব হারাম করেছিলেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়। অনুরূপভাবে তোমাদের ব্যতীত অন্য সব বান্দার সমন্বে আল্লাহ্ তা'আলা যা জানিয়েছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যবাদী। আর তোমরা যে দাবী করছ আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে রংগ, উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছেন, তাতে তোমরা মিথ্যাবাদী। তোমরা এরূপ মিথ্যাচারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করছ। কাজেই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন। অর্থাৎ হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা যদি তোমাদের এ দাবীতে নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে প্রমাণ করতে চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে ধর্ম তাঁর নবী-রাসূলগণের জন্যে মনোনীত করেছেন, সেই ধর্মে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছ তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। কেননা, তোমরা অবগত আছ যে, তিনি ছিলেন একজন সত্য নবী এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে এমন ধর্ম দান করেছিলেন যা ছিল তাঁর কাছে অতি প্রিয়। আর অন্যান্য নবীগণও তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হানীফ বা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা মুশরিক ছিলেন না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী মার্কিন - এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর ইবাদতে কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার করেননি। হে ইয়াহুদীর দল। অনুরূপভাবে তোমরাও তোমাদের একজন অন্যজনকে প্রতিপালক বলে মনে কর না এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের হকুম যেতাবে মান্য করেছেন, সেভাবে তোমরা তোমাদের মিথ্যা প্রতিপালকের হকুম মান্য কর না। হে মূর্তি-পূজকের দল। তোমরাও আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তি ও দেবদেবীকে নিজেদের প্রতিপালক মনে কর না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের ইবাদত কর না। হ্যরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন খলীলুল্লাহ্ তাঁর ধর্ম ছিল নিরংকুশ এক আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে নিবেদিত এবং তিনি অন্য কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করেননি। অনুরূপভাবে তোমরাও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার কর না। অথচ তোমরা সকলে একথা স্বীকার কর যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) সত্য, সহজ, সরল ও সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং যে মিল্লাতে হানফিয়ার সঠিকতা সমন্বে তোমরা একমত তা তোমরা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করো। আর তোমরা তোমাদের ঐক্যমতের বিপরীত নব্য সৃষ্টি বন্ধুসমূহের ইবাদত থেকে বিরত থাকো। কেননা তোমরা যার উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করেছিলে তা সঠিক ও সত্য। আর এ মিল্লাতে ইবরাহীমী সত্য ও সঠিক বিধায় আমি তা পসন্দ করেছি, এটাকে অনুসরণ করার জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছি। বস্তুত আবিয়া ও রাসূলগণও তা পসন্দ করেছেন। সর্বান্তকরণে অনুসরণ করেছেন। পুনরায় এ মিল্লাতে ইবরাহীমী ব্যতীত অন্য কোনটি সঠিক নয়। তাই আমার সৃষ্টিজগতের কেউ যদি তা অনুসরণ করে কিয়ামতের দিন আমার কাছে আসে আমি তার থেকে তা গ্রহণ করবন।

এৱপৰ তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - এৱ তাফসীরে প্ৰসঙ্গে বলেন, এৱ অৰ্থ হচ্ছে হয়ৱত ইবৱাহীম (আ.) কাফিৱদেৱ অন্তভুক্ত ছিলেন না কিংবা তাদেৱ বন্ধুও ছিলেন না। কেননা মুশৱিৱকৱা কুফৰী প্ৰকাশ কৱাৰ ক্ষেত্ৰে একে অন্যেৱ অন্তভুক্ত এবং একে অন্যকে সাহায্য সাহায্যতাও কৱে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাৰ খলীলকে এ অভিযোগ থেকে পৃত-পৰিত্ৰে রেখেছিলেন। তাই তিনি ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশৱিৱক হতে পৰিত্ৰে ছিলেন। তিনি তাদেৱ সাহায্যকাৰীও ছিলেন না। বস্তুত ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশৱিৱক দ্বাৱা মিলাতে হানফিয়া ব্যতীত সমষ্ট ধৰ্মকে বুৰানো হয়েছে। কাজেই হয়ৱত ইবৱাহীম (আ.) উক্ত অংশীদাৰী ধৰ্মসমূহেৱ অন্তভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।

(١) أَوَلَّ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَكُنْدِيٍّ بِكَبَّةٍ مُبْرَّأً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

৯৬. মানব জাতিৰ জন্য সৰ্ব প্ৰথম যে গৃহ প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাকায় তা বৱকতময় ও বিশ্বজগতেৰ দিশাৱী।

ইমাম আবু জা'ফৰ তাৰারী (র.) বলেন- এ আয়াতেৰ ব্যাখ্যায় তাফসীৱকাৱণণ একাধিক মত পোষণকৱেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এৱ অৰ্থ হচ্ছে, সৰ্ব প্ৰথম আল্লাহ্ তা'আলাৱ ইবাদতেৰ উদ্দেশ্যে যে গৃহটি তৈৱি কৱা হয়েছিল তা হচ্ছে বাকায়। এ গৃহটি হচ্ছে বৱকতময় ও বিশ্বজগতেৰ দিশাৱী। তবে তাঁৰা বলেন, এটি সৰ্ব প্ৰথম গৃহ নয়, যা পৃথিবীতে বহু গৃহ বিদ্যমান ছিল।

ধীৱাৰা এ মত পোষণ কৱেন :

৭৪২২. খালিদ ইবন 'আর'আরাহ (র.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হয়ৱত আলী (রা.)-এৱ কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি কি এ গৃহটি সংস্কৰে আমাকে সংবাদ দেবেন যা পৃথিবীতে সৰ্বপ্ৰথম তৈৱি কৱা হয়েছে? তিনি জবাবে বলেন, 'না' (তা সম্ভব নয়) তবে বৱকতময় সৰ্বপ্ৰথম গৃহটি হচ্ছে যেখানে মাকামে ইবৱাহীম অবস্থিত। যে ব্যক্তি এ গৃহে প্ৰবেশ কৱবে, সেনিৱাপদ থাকবে।

৭৪২৩. খালিদ ইবন 'আর'আরাহ (র.) থেকে অপৰ এক সূত্ৰে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, আমি হয়ৱত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজেস কৱলেন কিন্তু এ গৃহটি নিৰ্মিত গৃহেৰ কথাই কি বলা হয়েছে? তিনি জবাবে বললেন, 'না' এৱপ নয়। প্ৰশ্নকাৰী আবাৱ বললেন, তাহলে হয়ৱত নৃহ (আ.) ও হয়ৱত হৃদ (আ.)-এৱসম্পদায়গণেৰ নিৰ্মিত গৃহগুলো সংস্কৰে কি বলা যায়? তিনি উত্তৱে বলেন, সৰ্ব প্ৰথম গৃহ দ্বাৱা তাদেৱ নিৰ্মিত গৃহেৰ কথা বলা হয়নি বৱং এ গৃহটিৰ কথা বলা হয়েছে, যা বৱকতময় ও বিশ্ব জগতেৰ দিশাৱী হিসাবে পৱিচিত।

৭৪২৪. আবু রাজা থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হাফস (র.) এ আয়াতাংশ - وُضِعَ لِلنَّاسِ لَذِي بِكَبَّةٍ - সংস্কৰে হাসান বস্রী (র.)-কে জিজেস কৱায় তিনি উত্তৱে বলেন, এ আয়াতাংশে

উল্লিখিত সৰ্বপ্ৰথম গৃহটিৰ অৰ্থ সৰ্বপ্ৰথম ইবাদত ঘৱ, যা সৰ্বপ্ৰথম আল্লাহ্ তা'আলাৱ ইবাদতেৰ জন্যে পৃথিবীতে নিৰ্মিত হয়েছিল।

৭৪২৫. হয়ৱত মুতিৱ (র.) এ আয়াতাংশ বৰ্ণনা কৱেছেন। তিনি বলেন, "এ গৃহেৱ পূৰ্বে আৱো বহু গৃহ নিৰ্মিত হয়েছিল। কিন্তু এ গৃহটি আল্লাহ্ তা'আলাৱ ইবাদতেৰ জন্যে সৰ্বপ্ৰথম তৈৱি কৱা হয়েছিল।"

৭৪২৬. হয়ৱত হাসান বস্রী (র.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ - এ উল্লিখিত সৰ্বপ্ৰথম গৃহটি দ্বাৱা এ গৃহটিকে বুৰানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলাৱ ইবাদতেৰ জন্যে বাকায় তৈৱী হয়েছিল।

৭৪২৭. সাইদ (র.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি এৱ আয়াতাংশ তাফসীৱ প্ৰসঙ্গে বলেন, "এৱ অৰ্থ ইবাদতেৰ উদ্দেশ্যে যে গৃহটি নিৰ্মাণ কৱা হয়েছিল, তা ছিল উল্লিখিত সৰ্বপ্ৰথম গৃহ।"

অন্যান্য তাফসীৱকাৱণণ বলেন, এ গৃহটি মানুষেৱ জন্যে সৰ্বপ্ৰথম নিৰ্মিত গৃহ। তবে পুনৱায় তাৱা এ গৃহটিৰ নিৰ্মাণেৰ ধৰন সংস্কৰে মতবিৱোধ কৱেছেন। তাদেৱ কেউ কেউ বলেন, সমগ্ৰ পৃথিবী তৈৱি কৱাৰ পূৰ্বে এ গৃহটি নিৰ্মাণ কৱা হয়েছিল। এৱপৰ এ গৃহটিৰ তলদেশ থেকে সমগ্ৰ পৃথিবীকে বিস্তীৰ্ণ কৱা হয়েছিল।

ধীৱাৰা এ মত পোষণ কৱেন :

৭৪২৮. আবদুল্লাহ্ ইবন আমৱ (রা.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টিৰ দু'হাজাৱ বছৱ পূৰ্বে এ গৃহটি নিৰ্মাণ কৱান। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলাৱ আৱশ্যটি সাদা মাখনেৱ ন্যায় পানিৱ উপৱে ভাসছিল। তাৱপৰ আল্লাহ্ তা'আলা এ গৃহটিৰ তলদেশ থেকে সমগ্ৰ পৃথিবীকে বিস্তীৰ্ণ কৱেন।

৭৪২৯. হয়ৱত মুজাহিদ (র.) থেকে বৰ্ণিত, সৰ্বপ্ৰথম আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাগৃহ নিৰ্মাণ কৱেন। তাৱপৰ তাৱ তলদেশ থেকে সমগ্ৰ পৃথিবীকে বিস্তীৰ্ণ কৱেন।

৭৪৩০. মুজাহিদ (র.) থেকে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ - এ উল্লিখিত গৃহটিৰ পদ-মৰ্যাদা হলো এ সম্পদায়েৱ ন্যায় যাদেৱ কথা আল্লাহ্ তা'আলা সূৱা আলে-ইমৱানেৰ ১১০ নং আয়াত - কন্তম খৰামী আৰ্জি তেলনাস কৰেছেন। এ আয়াতাংশেৰ অৰ্থ, তোমৱাই শ্ৰেষ্ঠ উদ্বৃত, মানব জাতিৰ জন্য তোমাদেৱ আবিতাৰ হয়েছে।

৭৪৩১. ইমাম সুনী (র.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ - এ উল্লিখিত গৃহটি সম্পৰ্কে বলেন, সৰ্বপ্ৰথম গৃহটি যখন তৈৱি কৱা হয়। তখন পৃথিবীটি ছিল পানিৱ আকাৱে এবং গৃহটি পৃথিবীতে মাখনেৱ ন্যায় শুভ ছিল। তাৱপৰ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্ৰ পৃথিবীকে সৃষ্টি কৱলেন। তাৱ সাথে সাথে এ গৃহটিও সৃষ্টি কৱলেন। এজন্যই তা পৃথিবীতে নিৰ্মিত সৰ্বপ্ৰথম গৃহ।

৭৪৩২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَذِي بَكَّةَ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম নির্মিত গৃহ। হযরত আদম (আ.) ও তাঁর পরবর্তিগণ এ গৃহটির চতুর্দিকে তওয়াফ করেছিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কা'বাগৃহের স্থানটিকেই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরায় সৃষ্টি করেছেন।

ধারা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৩৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কা'বাগৃহটিকে হযরত আদম (আ.)—এর বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের সময় পৃথিবীতে অবতরণ করান হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)—কে সম্মোধন করে বলেছিলেন, তোমার সাথে আমার গৃহটিকেও পৃথিবীতে নিয়ে যাও, আমার আরশের ন্যায় তার চতুর্দিকেও তওয়াফ করা হবে। তারপর হযরত আদম (আ.) কা'বাগৃহের চতুর্দিকে তওয়াফ করেন এবং তাঁর পরে মু'মিন বান্দাগণ গৃহটির চতুর্দিকে তওয়াফ করেন। হযরত নূহ (আ.)—এর যুগে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)—এর সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মারেন এবং কাবাগৃহকে উপরে উঠিয়ে নেন। আর পৃথিবীবাসীদের যে শাস্তি প্রদান করেছেন, তা থেকে গৃহটিকে পবিত্র রাখেন। অন্য কথায় কা'বাগৃহকে ডুবিয়ে দেননি। বরং আকাশে তা আবাদ রাখেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত নূহ (আ.)—এর পরে এ ধরায় আসেন এবং এ কা'বাগৃহের চিহ্ন খুঁজতে থাকেন ও পূর্বের চিহ্নের ভিত্তিতে কা'বাগৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهَدَى لِلْعَالَمِينَ**—এর তাফসীর সমষ্টে উপরে উল্লিখিত অতিমতগুলোর মধ্যে এই অতিমতটি অধিকতম শুন্দ, যেখানে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম বরকতময় ও হিদায়াতের দিশারী হিসাবে মানবকুলের জন্যে নির্মিত গৃহটি হচ্ছে মক্কা শরীফে অবস্থিত গৃহটি। পুনরায় এ অতিমত অন্যায়ী আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, যে গৃহটি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানবকুলের জন্যে বরকতময় ও হিদায়াতের দিশারী হিসাবে নির্মিত হয়েছিল তা হচ্ছে এটি, যা মক্কা শরীফ এখন অবস্থিত। “হিদায়াতের দিশারী” কথাটির অর্থ হচ্ছে, ইবাদত আদায়কারীদের ইবাদত-স্থল এবং তওয়াফকারীদের তওয়াফস্থল হিসাবে এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইবাদত ও তওয়াফের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্যক মনে-প্রাণে স্থীকার করার বিহিংস্কাশ। আর এ গৃহটি মক্কা শহরে অবস্থিত। এ অতিমতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)—এর তরফ থেকে শুন্দ বর্ণনা আমাদের নিকট পৌছেছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৭৪৩৪. আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)—কে প্রশ্ন করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! কোনু মসজিদটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, মাসজিদে হারামকে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত কা'বাগৃহের চতুর্দিকে বেষ্টিত মসজিদ। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এরপর কোনু মসজিদটি তৈরী হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন,

মাসজিদে আকসা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত মসজিদটি। এরপর আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এ দুটো মসজিদের তৈরীতে ব্যবধান কত সময়? উত্তরে তিনি বলেন, ‘মাত্র চাল্লিশ বছর’।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাসজিদে হারামই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ। তবে এ গৃহটি বরকতময়, হিদায়াত ও ইবাদতের জন্যে দিশারী ইত্যাদি গুণগুলো ব্যতীত এ গৃহ সম্পর্কে প্রাপ্তি বিস্তারিত তথ্য নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তার কিয়দংশ সূরা বাকারা ও কুরআনুল কারীমের অন্যান্য সূরায় এবং কিয়দংশ আলোচ্য আয়াতের অধীনে বর্ণনা করেছি। আর এ সম্পর্কে কোনু অভিমতটি আমাদের কাছে অধিকতম শুন্দ তাও বর্ণনা করেছি, পুনরুত্তির প্রয়োজন নেই।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত অংশ **لَذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا**—এর অর্থ হচ্ছে, মক্কায় অবস্থিত ব্যস্তপূর্ণ বরকতময় গৃহ। মানব জাতি হজ্জ ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সব সময়ই এতে ভিড় জমিয়ে রাখে। আর এক বাকা শব্দটির প্রকৃত অর্থও হচ্ছে ভিড়। বলা হয়ে থাকে **بَكَفَلَانْ فَلَانْ فَلَانْ فَلَانْ** বিহুকে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক লোকের কাছে ভিড় জমিয়েছে এবং কষ্ট দিয়েছে, সুতরাং সে তাঁর কাছে অধিক পরিমাণে ভিড় জমিয়ে থাকে ইত্যাদি। বহু বচনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ তারা তার কাছে ভিড় জমিয়ে রাখে এবং তাকে একলে কষ্ট দিয়ে থাকে। সুতরাং **بَكَ** শব্দটি **فَلَانْ**—এর পরিমাপে তালীলক্রমে পঠিত। যেমন আমরা বলে থাকি **بَكَفَلَانْ** অর্থাৎ অমুককে অমুক ব্যক্তি ক্লেশ ও কষ্ট দিয়েছে। আরবের এ তুখ্যকে বাকা বলা হয়, কেননা তওয়াফ ও ইবাদতকারিগণ এখানে অন্যকে ভিড়ের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে থাকে। বস্তু উল্লিখিত কারণে বাকা বলা হয়ে থাকে। মানবকুল তার চতুর্দিকে তওয়াফ করার জন্যে ভিড় জমিয়ে থাকে। কাজেই এটা ভিড়ের স্থান। যেহেতু মসজিদের বাইরে তওয়াফ করা সন্দেহ নয়। সেহেতু কা'বাগৃহের আশেপাশের স্থানটিও মসজিদের অস্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য। আর ভিড়ের জন্যই এস্থানটিকে এক বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মসজিদের বাইরের জায়গাকে **مَكَّةَ** বলা হয়ে থাকে, এক বলা হয় না। কেননা সেখানে মানুষ তত ভিড় জমায় না কিংবা ভিড় জমানোর প্রয়োজনও তাদের কাছে দেখা দেয়না। উপরোক্ত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে এ ব্যক্তির উক্তিকে ভিত্তিহীন বলে গণ্য করা হয়। যিনি বলেন যে, মক্কার তুখ্যকেও বাকা বলা হয়ে থাকে এবং হেরেমকে মক্কা বলা হয়ে থাকে।

ধারা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৩৫. আবু মালিক আল-গিফারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **لَذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **بَكَ** শব্দের অর্থ গৃহের স্থান। আর তা ব্যতীত অন্যান্য স্থানকে বলা হয় **مَكَّةَ**—।

৭৪৩৬. ইবরাহীম (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৪৩৭. আবু জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একজন মহিলা সালাত আদায়ে রত একজন পুরুষের সামনে দিয়ে কা'বাগৃহের তওয়াফের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তখন পুরুষটি মহিলাকে

গমনা গমনে বাধা দিলেন। এ ঘটনা থেকে আবু জা'ফর (র.) বলেন, এ স্থানটির নাম বাকাহ। কেননা একজন অন্যজনকে বাধা দেয়, ধাক্কা দেয়, ভিড় জমায় শু বিরত রাখে।

৭৪৩৮. হয়রত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **কে** -কে **কে** বলে নাম রাখার কারণে নর-নারীরা একে অন্যকে ধাক্কা দেয় ও ভিড়ের জন্য ঠেলাঠেলি করতে বাধা হয়।

୭୪୩୯. ହ୍ୟରତ ସାଙ୍ଗଦ (ର.) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତାଁକେ ଯଥନ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ହାମ୍ବାଦ (ର.) ପ୍ରଶ୍ନ କରେନ,
ବାକାହକେ କେନ ବାକ୍ଷାହ ବଲେ ନାମକରଣ କରା ହୟ? ତିନି ଜବାବେ ବଲେନ, ଯେହେତୁ ଲୋକଜଳ ଓ ଖାନେ ଡିଡ୍ରୁ
ଜମିଯେ ଥାକେ, ଏକେ ଅନ୍ୟୋର ସାଥେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଠେଲାଠେଲି କରେ ଥାକେ ମେହେତୁ ତାକେ ଏବୁ ବଲା ହେଁ
ଥାକେ।

৭৪৮০. ইবন যুবায়ির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বাক্তাহুকে বাক্তাহ বলে নামকরণ করার কারণ, তারা সেখানে ইজ্জের উদ্দেশ্যে ভিড় করে থাকে।

৭৪১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ ইَنْ أَوَّلِ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِذِي - পিক্কম্বারকা
-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্সাহকে বাক্সাহ বলে নামকরণের কারণ, আল্লাহ তা'আলা এ
স্থানে সমস্ত লোককে ভিড় জমাবার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই নারীরা পুরুষের সামনে সালাত
আদায় করতেন অথচ এ শহর ব্যতীত অন্য কোন শহরে এরূপ করার কোন অবকাশ নেই।

৭৪৪২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত এক (বাকাহ) শব্দের নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত স্থানে নারী—পুরুষগণ ভিড় জমিয়ে থাকেন। তারা একে অন্যের পিছনে স্থীর সালাত আদায় করেন। অথচ এ মক্কা শহর ব্যতীত অন্য কোন শহরে এরূপে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

৭৪৩. অতিয়াহু আউফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বাগুহের স্থানটির নাম বাকাহু। আর তার চারপাশের জায়গাগুলোকে বলা হয় কেম্ব (মক্কা)।

৭৪৪৪. হ্যৱত গালিব ইবন উবায়দুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন শিহাব মুহর্রী(র.)-কে কুম (বাকাহ) শহরের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, বাকাহ কাবাগৃহ ও মসজিদ। আর কুম শহরের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মক্কা সম্পর্ণ হারাম শরীফ।

৭৪৪৫. হ্যারত আতা (র.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, বাকাহ নামকরণের কারণ, নর-নারীরা তথ্য ডিড জমিয়ে থাকে।

৭৪৪৬. যামরাহ ইবন রাবীআহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাকাহ হচ্ছে মসজিদ আর মকা

এ সম্পর্কে অন্যান্য তাফসীরকারণগণ বলেন

۹۸۷۔ داہواک (ر.) خٹکے برجیت، تینی اگر آیا تاںش
- اے ٹولنیخیت سبکے شدتی سوڑکے بولن، اٹا اور ارث هجھے - مکہ

(٩٧) فِيهِ أَيُّثْ بَيْنَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ هُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

৯৭. তাতে বহু সুস্পষ্ট নির্দর্শন রয়েছে যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে থাকবে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তা‘আলা বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অতি আয়াতাংশ –**فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ**– এর পাঠরীতিতে ক্রিয়াত বিশেষজ্ঞগণ মতবিরোধ করেছেন। বিভিন্ন শহরের ক্রিয়াত বিশেষজ্ঞগণ যাই –**কেন جمِع**– এর উপর উলমাত বিশেষজ্ঞগণ মতবিরোধ করেছেন। অর্থ হচ্ছে পড়েছেন ফাতেব সহকারে সুস্পষ্ট নির্দর্শনসমূহ। পক্ষান্তরে ইয়রত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাহিম (রা.) এর পক্ষে হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ সেখানে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট নির্দর্শন তথা যাকামে ইবরাহীম।

পুনরায় তাফসীরকারণে এই ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব নির্দশন কি? তাদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম, মাশআ'রে হারাম এবং এগুলোর ন্যায় আরো বহু নির্দশন।

ঘীরা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৮৮. আবদুল্লাহ ইবন আব্দাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -এর ফৈতে বিনাত আয়াতাংশ উল্লিখিত সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহ দ্বারা মাকামে ইবরাইম ও মাশ'আরে হরামকে বৃক্ষান হয়েছে।

৭৪৪৯. কাতাদ (র.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা অত্র আয়াতাংশ **فِيَّ أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ مَقَامٌ**—**ابْرَاهِيم**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত মাকামে ইবরাহীম সুপ্রট নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেন, সুপ্রট নির্দেশনসমূহ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম। আর সেখানে যে প্রবেশ করবে, সেনিরাপদ।

ঝাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৫০. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **فِيَّ أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম। আর যে ব্যক্তি ওখানে প্রবেশ করবে সে হবে নিরাপদ।

আবার কেউ কেউ বলেন, সুপ্রট নির্দেশনগুলো হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।

ঝাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৫১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশ **فِيَّ أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ**—এ উল্লিখিত সুপ্রট নির্দেশনসমূহের অর্থ হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম (**مقام ابراهيم**) অন্যদিকে ঝাঁরা ওঁ—**واحد**—এর অনুযায়ী **أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ** পড়েছেন, তাঁরা বলেন, সুপ্রট নির্দেশন হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।

ঝাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **فِيَّ أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মাকামে ইবরাহীমে অবস্থিত তাঁর দু'পদচিহ্ন একটি সুপ্রট নির্দেশন। আবার সেখানে যে প্রবেশ করবে সে হবে নিরাপদ। তাও অন্য একটি নির্দেশন।

৭৪৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **فِيَّ أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ مَقَامٌ ابْرَاهِيم**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম নামক স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)—এর রেখে যাওয়া পদদ্বয়ের চিহ্ন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ **فِيَّ أَيَّاتٍ بَيْنَاتٍ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে যে কয়েকটি অভিমত উপরে বর্ণনা করা হলো এগুলোর মধ্যে অধিকতম গ্রহণযোগ্য হচ্ছে, এসব তাফসীরকারের ব্যাখ্যা, ঝাঁরা বলেছেন যে, সুপ্রট নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। আর এটা হচ্ছে কাতাদা (র.) ও মুজাহিদ (র.)—এর অভিমত এবং যা মা'মার (র.) তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অত্র বাকে কথাটি উহ্য রয়েছে। আর বাক্য বিন্যাসের সৌন্দর্যের জন্য এটাকে উহ্য রাখা হয়েছে যা সহজে বুঝা যায়।

যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, মাকামে ইবরাহীম সুপ্রট নির্দেশনসমূহের একটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলে অন্যান্য নির্দেশনসমূহ কি হতে পারে?

উত্তরে বলা যায় যে, সুপ্রট নির্দেশনসমূহের মধ্যে রয়েছে মাকাম, হিজর, হাতীম ইত্যাদি।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, এখানে পঠিত দু'টি পাঠরীতির মধ্যে বহুচনে পঠিত রীতিটি অধিকতর শুন্দ। কেননা, বিভিন্ন শহরের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ অত্র পঠনরীতিটি শুন্দ ও অন্য পাঠরীতিটি অশুন্দ বলে ঐকমত্য ঘোষণা করেছেন। অধিকস্তু মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ যে মতবিরোধের আশ্রয় নিয়েছেন, তা আমি সূরা বাকারায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং সেখানে অধিকতর শুন্দ অভিমতের উপর আলোকপাত করেছি। আর আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ মাকামে ইবরাহীমই গৃহীত। উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আয়াতটির তাফসীর হবে নিম্নরূপঃ

মানবকুলের জন্যে বরকতময় ও জগতকুলের জন্যে হিদায়াতের দিশারী হিসাবে যে গৃহটি সর্ব প্রথম তৈরী হয়েছিল তা বাকায় অবস্থিত। এতে রয়েছে সুপ্রট নির্দেশনসমূহ যা আল্লাহ তা'আলার শক্তি, সামর্থ্যের স্বাক্ষর ও আল্লাহ তা'আলার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.)—এর পদচিহ্ন বহন করছে। এগুলোর মধ্যে এ পাথরটিও সুপ্রিম যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দাঁড়িয়েছিলেন, আর এ স্থানকেই মাকামে ইবরাহীম (আব্রাহাম) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ **وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا**—এর তাফসীর সংক্ষে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, অন্ধকার যুগের একটি নীতির সংবাদ প্রদান করা। আর তা হলো অন্ধকার যুগে কেউ যদি কোন পাপ বা অন্যায় কাজ করত এবং পরে কা'বাগৃহে আশ্রয় নিত, তখন তাকে তথায় শাস্তি দেয়া হতো না।

ঝাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৫৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ নীতিটি অন্ধকার যুগে চালু ছিল। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের প্রতি অবিচার করত এবং পরে আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত হেরেম শরীফে আশ্রয় নিত, তাকে ধরা হতো না এবং খোঁজ করা হতো না। কিন্তু ইসলামের যুগে কেউ অন্যায় করলে সে আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত শাস্তির বিধানকে এড়াতে পারে না। যদি কেউ হেরেমে চুরি করার পর আশ্রয় নেয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কেউ সেখানে যিনি করে, তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে অন্যকে হত্যা করবে, কিসাস হিসাবে তাকেও হত্যা করা হবে।

কাতাদা (র.) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান বসরী (র.) বলতেন, হারাম শরীফ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে রহিত করতে পারে না। যদি কেউ হারাম শরীফের বাইরে পাপ কাজ করার দরজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শাস্তির বিধান প্রয়োগের তথ্যে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয় এর হারাম শরীফ তাকে শাস্তির বিধান থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হযরত হাসান (র.) যা বলেছেন, কাতাদা (র.) তা তাঁর অভিমত হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

৭৪৫৫. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এরপি নীতি অন্ধকার যুগে চালু ছিল। তবে আজকাল যদি কেউ হরমে চুরি করে,

তাহলে তার হাত কাটা যাবে। যদি সে কাউকে হত্যা করে তাকেও কিসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। আর তথায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার শক্তি অর্জিত হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

৭৪৫৬. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হরমের বাইরে কাউকে হত্যা করে হরম শরীফে আশ্রয় নেয়, তার সবক্ষে তিনি বলেন, তাকে ধরতে হবে এবং হরম শরীফ থেকে বের করতে হবে ও পরে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করতে হবে।

৭৪৫৭. হামাদ (র.) থেকেও হ্যরত মুজাহিদ (র.)-এর ন্যায় বর্ণিত রয়েছে।

৭৪৫৮. হাসান (র.) থেকেও হ্যরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য পাপ কাজ করে হরম শরীফে আশ্রয় নেয়, এ ব্যক্তি সবক্ষে তাঁরা বলেন, তাকে হরম শরীফ থেকে বের করে নিতে হবে এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ : কাবাগৃহে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহ। তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম একটি; যে ব্যক্তি এ গৃহে প্রবেশ করত অন্ধকার যুগেও নিরাপদ বলে গণ্য হতো।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ, যে ব্যক্তি এ গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। অন্য কথায় এখানে صيغه ماضى-এর مضارع ব্যবহার করে এর অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন, আমরা বলে থাকি মَنْ قَامَ لِّيْ أَكْرَمْتُهُ^(১) অর্থাৎ (ম) যে আমার জন্য দাঁড়াবে, আমি তাকে সম্মান করবো। অর্থে, শব্দগত অর্থ হলো, যে আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, আমি তাকে সম্মান করেছিলাম। তাঁরা আরো বলেন, এরূপ নীতি ছিল অন্ধকার যুগে। হারাম শরীফ প্রতিটি ভীত-সন্ত্রস্ত ও অন্যায়কারীর অশ্রয়স্থল ছিল। কেননা, ওখানে কোন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতোনা। কোন ব্যক্তি তার পিতা কিংবা ছেলের হত্যাকারীকেও কটাচ দৃষ্টিতে দেখত না। তাঁরা আরো বলেন, অনুরূপভাবে ইসলামের যুগেও তা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, ইসলাম কা'বা গৃহের মর্যাদার উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ঘীরা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৫৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য অপরাধ করে, যেমন হত্যা বা চুরি। তারপর সে হরম শরীফে প্রবেশ করে তাহলে তার সাথে কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হবে না, তাকে আশ্রয়ও দেয়া হবেনা বরং তাকে বাধ্য করা হবে, যাতে সে হরম শরীফ থেকে বের হয়। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া হবে। হ্যরত মুজাহিদ (র.) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.)-কে বলেন, এ অবস্থা তো এখন আর দেখছি না। বরং দেখছি যে, রশি দিয়ে বেঁধে হরম শরীফের বাইরে আনা হয়। তারপর শাস্তি দেয়া হয়। কেননা, হরম শরীফ অপরাধীর শাস্তিকে আরো কঠোর করতে উদ্বৃদ্ধ করে।

৭৪৬০. আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরিফের একটি দূর্গে অবস্থানরত আবদুল্লাল ইবন যুবায়র (রা.) আঘীর মুআবিয়া (রা.)-এর গোলাম সা'দকে গ্রেফতার করেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.)-এর কাছে দৃত প্রেরণ করলেন এবং তাঁর থেকে গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগের বিধান সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) তাঁর নিকট দৃত পাঠালেন এবং জবাবে বললেন, যদি হরম শরীফে অমি আমার পিতার হত্যাকারীকেও পাই আমি তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব না। পুনরায় ইবন যুবায়র (রা.) তাঁর কাছে দৃত পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এসব অন্যায়কারীকে হরম শরীফ থেকে বের করব না? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) তাঁর নিকট দৃত পাঠালেন এবং জবাবে বললেন, হরম শরীফে প্রবেশ করার পূর্বে কেন তুমি তাদেরকে শাস্তি দিলে না? আবু সায়িব (র.) তাঁর বর্ণনায় একটু বৃক্ষি করে বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র তাদেরকে হরম শরীফ থেকে বের করালেন, তাদেরকে শুলে ঢাকালেন এবং আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.)-এর উক্তির প্রতি মনোযোগ দিলেন না।

৭৪৬১. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হরমের বাইরে অপরাধ করে হরম শরীফে আশ্রয় নেয়, তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে তার সাথে কোন প্রকার বেচাকেনা চলবে না, তার সাথে কথা বলা হবে না এবং তাকে আশ্রয় দেয়া হবেনা, যাতে সে হরম শরীফ থেকে বের হতে বাধ্য হয়। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হবে, তখন তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আর যে ব্যক্তি হরম শরীফে কোন অপরাধ করে, তার উপর হরম শরীফেই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

৭৪৬২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করবে এবং পরে কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ থাকবে। কা'বাগৃহ থেকে স্বেচ্ছায় বের না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলমানগণের কোন কিছু করণীয় নেই। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হবে, তখন তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে।

৭৪৬৩. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি উমর (রা.)-এর হত্যাকারীকেও হরম শরীফে দেখা পাই, তাহলেও আমি তাকে আক্রমণ করব না।

৭৪৬৪. আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ওয়ালিদ ইবন উত্বা (র.) হরম শরীফে একজন অপরাধীকে শাস্তি দিতে মনস্ত করলেন। তখন তাঁকে উবায়দ ইবন উমায়ার (র.) বললেন, হরম শরীফে অপরাধের শাস্তি দিবে না। তবে যদি সে হরম শরীফে অপরাধ করে, তাহলে তাকে ওখানে শাস্তি দেয়ায়েতেপারে।

৭৪৬৫. আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হরম শরীফের বাইরে অপরাধ করে এবং পরে হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সে নিরাপদ। অন্যদিকে সে যদি হরম শরীফে অপরাধ করে, তাহলে তার উপর হরম শরীফেই শাস্তি দিতে হবে।

৭৪৬৬. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হরম শরীফে অপরাধ করে, তার উপর হরম শরীফে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি হরম শরীফের বাইরে অপরাধ করে এবং পরে হরম শরীফে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করে, তার সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বলা যাবে না এবং হরম শরীফ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে কোন প্রকার বেচাকেনা করা যাবে না। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে, তখন তার শাস্তি বিধান করা হবে।

৭৪৬৭. আত্ম ইব্ন আবু রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে কা'বা গৃহে আশ্রয় নেয়, তাহলে তার সাথে মকাবাসিগণ কোনরূপ বেচাকেনা করবে না, তাকে পানি সরবরাহ করবে না, তাকে খাদ্য দেবে না এবং কোন প্রকার আশ্রয় দেবে না। এরপর তাবে যাবতীয় আচার-আচরণে তার সাথে সম্পর্ক ছিন করতে হবে। ফলে সে হরম শরীফ থেকে বের হতে বাধ্য হবে। এরপর একে ঘ্রেফতার করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৭৪৬৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করে এবং হরম শরীফে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে কোন খাদ্য সরবরাহ করা হবে না, তার জন্যে কোন পানীয়ের ব্যবস্থা করা হবে না, কোন প্রকার আশ্রয় দেয়া হবে না, তার সাথে কথা বলা চলবে না, তাকে বিয়ে-শাদী করার সুযোগ দেয়া হবে না, তার সাথে বেচাকেনা করা হবে না। তারপর যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৭৪৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ কোন প্রকার অপরাধের আশ্রয় নেয় ও পরে হরম শরীফে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দেয়া হবে না, তার সাথে উঠাবসা করা যাবে না, তার সাথে বেচাকেনা করা যাবে না, তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হবে না, যতক্ষণ না সে হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসে।

৭৪৭০. অন্য এক সনদেও ইব্ন আব্রাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৪৭১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন লোককে হত্যা করে কা'বাগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তারপর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ কিংবা তার ভাতার সাথে হত্যাকারীর সাক্ষাং হয়, তখন হত্যাকারীকে প্রতিশোধ হিসাবে হত্যা করা তার জন্যে কস্তিনকালেও বৈধ হবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারণগণ বলেন, এ আয়াতাংশ -وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا-এর অর্থ যে ব্যক্তি কা'বাগৃহে প্রবেশ করবে, সে দোষখের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করবে।

ঠারা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৭২. ইয়াত্তাইয়া ইব্ন জা'দাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি কা'বাগৃহে প্রবেশ করবে, সে জাহানাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে আমাদের নিকটে ইবন যুবায়র (র.), মুজাহিদ (র.) ও হাসান (র.)-এর ব্যাখ্যাসমূহ অধিক গ্রহণযোগ্য। অধিকস্তু তাঁর ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য, যিনি বলেছেন যে, এ আয়াতাংশ -وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا-এর অর্থ, যে ব্যক্তি অন্য গৃহে প্রবেশ না করে কা'বাগৃহে প্রবেশ করবে ও আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত কা'বাগৃহে থাকবে, নিরাপদে থাকবে। তবে তাকে ওখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। এ আইনটি প্রযোজ্য এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে কা'বাগৃহের বাইরে অপরাধ করে কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে। আর যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে শাস্তির প্রয়োগ অপরাধ করবে, তার প্রতি কা'বা শরীফের মধ্যেই তথা হরম শরীফের মধ্যেই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে : এ গৃহে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম -এর ন্যায় সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহ এবং যে ব্যক্তি জনগণের মধ্য থেকে এগৃহে আশ্রয় নেবার জন্যে প্রবেশ করবে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত গৃহে অবস্থান করবে নিরাপদ অবস্থায় অবস্থান করতে থাকবে। অন্য কথায়, ঘর থেকে বের হয়ে আসলেই তার উপর শাস্তির বিধান যথা নিয়মে প্রয়োগ করা হবে।

যদি কোন প্রশংকারী প্রশ্ন করেন যে, হরম শরীফে শাস্তি প্রয়োগ করতে বাধাটা কোথায়? তার উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ বিষয়ে সর্বসমতিক্রমে একমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি হরম শরীফের বাইরে অপরাধ করে থাকে এবং পরে এ হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

অবশ্য তাকে হরম শরীফের এলাকা থেকে বের করার পথা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানিগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, তাকে বের করার পথা হলো একান্ত জরুরী জীবনোপকরণ থেকে তাকে মাহ্রম করতে হবে যা তাকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করে।

অন্যান্য তাফসীরকারণগণ বলেন, অপরাধীকে বের করার নির্দিষ্ট কোন পথা নেই, তবে যে কোন তাবে তাকে বের করতে হবে। পক্ষান্তরে, হরম শরীফে শাস্তি প্রয়োগের জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন এগুলোর কারণেই হয়তো বা তাকে বের করার দরকার হতে পারে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে তাকে হরম থেকে বের করা ব্যতীত শাস্তি প্রয়োগ বৈধ নয়। তবে যে ব্যক্তি হরম শরীফে অপরাধ করে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়েছে, তাকে ওখানেই রেখে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। কাজেই বিষয়টির দুটি অবস্থাই উপরে বর্ণিত একটি মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আর তা হলো, কা'বা শরীফের পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কোন অপরাধী অপরাধ করার পর যদি সে হরমে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য হরম থেকে বের করে আনা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে, অথচ আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ তা'আলা যোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ্মা অর্জন করবে। তাহলে সে শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবে। এ দুটো অবস্থা বিপরীতমুখী। কাজেই কিভাবে শাস্তি দেয়া যেতে পারে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা যোষণা করেছেন যে,

অপরাধী হরমে প্রবেশ করলে ভয়মুক্ত হবে; কিন্তু মুসলিম উদ্ধাহুর পূর্ব ও পরবর্তী যুগের মুসলমানগণ এতে ঐকমত্যে পৌছেছেন যে, কোন ব্যক্তি অপরাধ করে এ অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যদি হরমে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেবার জন্যে হরম থেকে তাকে বের করে আনার ব্যবস্থা নেয়া মুসলিম নেতা ও মুসলমানগণের অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে তারা শুধু এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন যে, কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে তাকে হরম শরীফের বাইরে নিয়ে আসা যায়।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, যে পদ্ধতিতে তাকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে, তা হলো, সমস্ত মু'মিন বাস্তার পক্ষ থেকে তার সাথে বেচাকেনা না করা, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ না করা, তার সাথে কথা না বলা এবং তাকে কোন প্রকার আশ্রয় না দেয়া। এরপে বহু উপকরণ রয়েছে। যেগুলোর আংশিক অনুপস্থিতি মানুষকে কা'বাগ্হ থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে। আর সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিতির ব্যাপারে কোনরূপ প্রশ্নই উঠেন।

অন্যান্য তাফসীরকারণ বলেন, যে কোন উপায়েই হোক, অপরাধীকে শাস্তি দেয়া মুসলমানগণের ইমামের অপরিহার্য বর্তব্য। কাজেই এ বিধানটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিধান প্রয়োগের বিষয়টি মুসলমানগণ বিশেষ করে মুসলমানগণের নেতার অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য। অপরাধীকে বের করে আনার পদ্ধতিটি নিয়ে একাধিক মত রয়েছে ঠিক। তাকে যে ভাবেই হোক বের করতে হবে, যাতে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হরমের বাইরে এসে মহান আল্লাহর বিধান মুতাবিক শাস্তি প্রয়োগ করা যায়। আমরা ইতিপূর্বেও এরূপ কথা বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ তা'আলা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্যে স্বীয় মাখলুকের কারো শাস্তি মন্তকুফ করে দেন। আর কোন স্থানে আশ্রয় নিলেও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি থেকে সে রেহাই পাবে না।

৭৪৭৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি মদ্দীনাকে হরম করেছি, যেমন ইবরাহীম (আ.) মকাকে হরম করেছেন। মুসলমানগণ এব্যাপারে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিকে এড়াবার জন্যে হরমে নবী (সা.) অর্থাৎ মদ্দীনা তায়িবাতে আশ্রয় নেয়, তাহলে সেখানে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মবিদগণ যদি একথার উপর একমত না হতেন যে, ইবরাহীম (আ.)-এর হরমে আশ্রয় গ্রহণকারী কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যে পর্যন্ত না আশ্রয় গ্রহণকারীকে যে কোন উপায়ে হোক বের করে আনা যায়, তবে হরম শরীফই ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আইন প্রয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। যেমন মহানবী (সা.) হরম আইন প্রয়োগের উৎকৃষ্টস্থান। তবে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার হরম (কা'বা) থেকে আশ্রয় গ্রহণকারীকে আল্লাহর আইন প্রয়োগের জন্য বের করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ নীতিটি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতাংশ — এর অর্থ হবে, সে হরমে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে, নিরাপদ থাকবে। অনুরূপ ভাবে বলা যাবে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সেখান থেকে বের হওয়া বা বের করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিরাপত্তা ভোগ করবে। বের হবার অধিবা বের করে দেবার পরই সে নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলবে

যেন সে হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করেনি কিংবা সেখানে অবস্থান করেনি বলে ধরে নিতে হবে। পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَكُمْ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(যাদের উপরে শরীআতের আহকাম প্রযোজ্য, তাদের মধ্য থেকে যাদের কা'বাগ্হে পৌছে হজ্জ করার উপায় ও সঙ্গ আছে, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা হজ্জ ফরয করেছেন।)

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে পৌছার কষ্ট সহ্য করে হজ্জ করার সামর্থ্য রাখে, তাঁর উপর হজ্জ ফরয। পূর্বে আমরা হজ্জ শব্দটির সম্ভাব্য অর্থসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে তার পুরুষক্ষি নিষ্পয়োজন। ইমাম ইবন জারীর (র.) তাবারী আরও বলেন, অত্র আয়াতাংশ মু'মিন এবং তাফসীর প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারণগণ একাধিক মত পোষণ করেন। হজ্জ ফরয হবার ব্যাপারে শক্তি-সামর্থ্যসহ কি কি বস্তুর প্রয়োজন তা নিয়েও তাঁদের একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৪৭৪. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, উমর (রা.) অত্র আয়াতাংশ মু'মিন এ উল্লিখিত স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর অর্থ সংস্কৰণে বলেন, এর অর্থ পাথেয় ও বাহন।

৭৪৭৫. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবন দীনার (রা.)—ও—**স্বীকৃতি**—এর অর্থ সংস্কৰণে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন।

৭৪৭৬. আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ মু'মিন এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন।

৭৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর অর্থ হচ্ছে, বাস্তার শারীরিক সুস্থিতা, সহজলভ্য বাহন ভাড়া এবং পাথেয় সংগ্রহ।

৭৪৭৮. সাইদ ইবন জুবাইর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ মু'মিন এর তাফসীর সংস্কৰণে আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তিনিটি দিরহামের মালিক তারই বাহন ভাড়া আছে বলে গণ্য করা হবে।

৭৪৭৯. ইসহাক ইবন উছমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আতা (র.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, অত্র আয়াতাংশ মু'মিন এ উল্লিখিত স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন।

৭৪৮০. সুদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত স্বীকৃতি—**السَّبِيل**—এর অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ বাহন ভাড়া ও পাথেয়।

۷۸۸۱. سان্দিদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

۷۸۸۲. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **সবিল**-এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

۷۸۸۳. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন **রাসূলুল্লাহ** (সা.) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন **وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْعُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** তখন এক ব্যক্তি আরয় করেন, ইয়া **রাসূলুল্লাহ** (সা.)-এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত **সবিল** শব্দটির অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

উপরোক্ত মতামতের সমর্থনকারীরা **রাসূলুল্লাহ** (সা.) থেকে এ প্রসঙ্গে বহু বর্ণনা পেশ করেছেন। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করা হলো।

۷۸۸۴. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** (সা.) এ আয়াতাংশ **مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** -এর তাফসীর বলছিলেন। তখন অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **সবিল**-এর অর্থ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন। তখন **রাসূলুল্লাহ** (সা.) বলেন, **السَّبِيل**-এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

۷۸۸۵. ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা.) অত্র আয়াতাংশ **مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশে উল্লিখিত **الসَّبِيل** শব্দটির অর্থ হচ্ছে, হজ্জব্রত পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন ভাড়া ও পাথেয়।

۷۸۸۶. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা **রাসূলুল্লাহ** (সা.) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তখন সাহাবা কিরাম (রা.) আরয় করেন, ইয়া **রাসূলুল্লাহ** (সা.)। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **সবিল** শব্দটির অর্থ কি? **রাসূলুল্লাহ** (সা.) ইরশাদ করেন, এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন।

۷۸۸۷. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জব্রত পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বাহন ও পাথেয়ের মালিক হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেনি, সে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে মারা যাক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন। **وَلَلَّهِ عَلَى**
النَّاسِ حِجْعُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا

۷۸۸۸. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ হাদিসটি বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে পৌছেছে যে, একদা **রাসূলুল্লাহ** (সা.)-এর কাছে একজন প্রশ্নকারী অথবা একজন লোক প্রশ্ন করে বলে, ইয়া **রাসূলুল্লাহ** (সা.)! অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **সবিল**-এর অর্থ কি? তখন **রাসূলুল্লাহ** (সা.) উত্তরে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি পাথেয় ও বাহন সংগ্রহ করতে পারে।

۷۸۸۹. হয়রত আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, **রাসূলুল্লাহ** (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাথেয় ও বাহন ভাড়ার মালিক হলো অথচ হজ্জ করল না সে ইয়াহুদী

অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। কেননা, এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ **وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْعُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** :

۷۸۹۰. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি **রাসূলুল্লাহ** (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া **রাসূলুল্লাহ** (সা.)! এ আয়াতাংশে বর্ণিত **সবিল**-এর অর্থ কি? **রাসূলুল্লাহ** (সা.) ইরশাদ করেন, তার অর্থ পাথেয় ও বাহন।

۷۸۹۱. হযরত হাসান (র.) হযরত **রাসূলুল্লাহ** (সা.) থেকে অন্যস্থেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **সবিল**-এর অর্থ, এমন শক্তি যদি কেউ তার মালিক হয়, তখন তার উপর হজ্জ ফরয হয় এবং হজ্জে যাবার মত তার শক্তি-সামর্থ্য হয়েছে বলে হজ্জ আদায় না করলে তার জন্যে দায়ী হতে হয়। আর এ শক্তি কোন সময় পদব্রজে কিংবা ভ্রমণ বাহন সংগ্রহ মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। তবে আবার কোন কোন সময় পদব্রজ কিংবা ভ্রমণ বাহন সংগ্রহ হবার পরও কা'বায় পৌছতে হজ্জ গমনেছুক অক্ষম হয়ে যায়, যদি তার রাস্তা দুশ্মন কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অথবা পানি ও অন্যান্য সামগ্ৰী কম সংগ্রহ হবার কারণেও অক্ষমতা দেখা দেয়। তারা এজন্যই বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাই সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। একথা বলে যে, যে ব্যক্তি কিংবা **সবিল** কিংবা পাথেয় ও পথ ভ্রমণ ভাড়া সংগ্রহ করবে, তার উপরই হজ্জ ফরয হয়ে থাকে। আর মকায় পৌছার পথটি নিরাপদ হতে হয়। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলে হজ্জ আদায় ফরয হবে না। কাজেই, মকায় শরীফে পৌছাটা কোন সময় শুধুমাত্র পদব্রজে হয়ে থাকে যদিও বাহনের অভাব দেখা যায়। আবার কোন সময় শুধু বাহনে কিংবা অন্য কোন উপায়ে হয়ে থাকে।

যারা এ মত পোষণ করেন :

۷۸۹۲. হযরত ইবন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْعُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِّيلًا** -এর অর্থ সামর্থ্য অনুযায়ী।

۷۸۹۳. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **সবিল**-এর অর্থ পাথেয় ও ভ্রমণ বাহন ভাড়া, যদি হজ্জে গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তি সুস্থ-সবল যুবক হয়, অথচ তার কোন সম্পদ নেই, তাহলে তার উপর কর্তৃব্য খাদ্য ও মজুরী নিয়ে নিজেকে শ্রমে নিয়োজিত করা, যাতে সে কোন দিন হজ্জ আদায় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। তখন হযরত দাহহাক (র.)-কে কেউ প্রশ্ন করে বলল, আল্লাহ তা'আলা তাহলে তার বান্দাদেরকে বাযতুল্লাহ গমন করতে অসহ্যনীয় কষ্টের সম্মুখীন করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কারোর যদি কোন মীরাস মকায় থেকে থাকে, তাহলে সে কি তা ছেড়ে দেবে? আল্লাহর কসম! ঐ লোকটি যামাগুড়ি দিয়ে হলেও সে মকায় পৌছবে। হজ্জের ব্যাপারটিও তদুপ এবং এ জন্যই তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকে।

۷۴۹۴. আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ এমন সম্পদের মালিক হয়, যার দ্বারা সে মক্কা মুকাররমাতে পৌছতে পারে, তাহলে সে মক্কা মুয়াখ্যমাতে যাবার শক্তি অর্জন করেছে বলে গণ্য করা হবে যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, **مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**

۷۴۹۵. আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত এর অর্থ, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

۷۴۹۶. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অর্থাৎ যদি কেউ কোন সম্পদের মালিক হয় যা দিয়ে সে কা'বাগ্রহে পৌছতে পারে, তাহলে বুর্বা গেল তার অর্জিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কা'বাগ্রহের প্রতি অর্জিত হবার অর্থ, সুন্দর স্বাস্থ্য অর্জিত হওয়া।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

۷۴۹۷. আবদুল্লাহ্ ইবন আব্রাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাস ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত এর অর্থ হচ্ছে -**سَبِيل**- এর অর্থ হয়েছে।

۷۴۹۸. ইবন যাযিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের **مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি ব্যয় নির্বাহ, শারীরিক সুস্থিতা, পরিবহন সংগ্রহ সম্পর্কে শক্তি অর্জন, করেছে তাঁর উপরই হজ্জ ফরয করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি তাঁর শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর হজ্জ ফরয হয় না। যেমন যদি কেউ সুস্থিতার দিক দিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু তাঁর সম্পদ নেই কিংবা তাঁর খোরাকী বা পাথেয় নেই, ফরয বলেন, তাহলে তাঁকে হজ্জ করার জন্যে বলা হবে না। অন্য কথায়, তাঁর উপর হজ্জ ফরয বলে ঘোষণা দেয়া হবেন।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্য থেকে এই উক্তি অধিকতর শুন্দর বলে বিবেচিত যা আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (র.) এবং আতা (র.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের উক্তি অনুযায়ী -**সَبِيل**- এর অর্থ হচ্ছে শক্তি। পুনরায় -**সَبِيل**- এরূপবেশী, শক্তির কম বেশীর সাথে সম্পৃক্ত। আরবী ভাষায় -**الطريق** বা রাস্তা। তাই যে, ব্যক্তি হজ্জের দিকে রাস্তা পেয়েছে বলে গণ্য সে ব্যক্তির কাছে কালগত, স্থানগত, দুশমনজনিত বাধাবিহু নেই, কিংবা রাস্তায় পানির স্বল্পতা, পাথেয়ের অভাব এবং চলার অক্ষমতা ইত্যাদি থেকে সে মুক্ত বলে বিবেচিত। তাঁর উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। হজ্জ আদায় ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর নেই। যদি সে হজ্জে গমনের স্বাক্ষর বা রাস্তা অর্জন না করতে পারে অর্থাৎ সে হজ্জ করতে সক্ষম নয়, উপরে উল্লিখিত

অসুবিধার কোন একটি থেকে সে মুক্ত নয়, তাহলে সে হজ্জের প্রতি রাস্তা বা **সَبِيل** অর্জন করেনি, কিংবা সে হজ্জ করতে সক্ষম নয় বলে বিবেচিত হবে। কেননা, বা সক্ষমতার অর্থ হচ্ছে, এসব অসুবিধার সম্মুখীন না হওয়া। আর যে ব্যক্তি এসব অসুবিধা অতিক্রম করতে পারে না, কিংবা গুটিকয়েক অসুবিধা অতিক্রম করতে পারে না, তাহলে তাঁকে হজ্জ আদায়ে অক্ষম বলে বিবেচনা করতে হবে এবং সে অর্জন করেনি বলে গণ্য হবে। আলোচিত অভিমতটি অন্যান্য মতামত থেকে অধিকতর শুন্দর হবার কারণ হচ্ছে, আয়াতটির হকুম বা কার্যকারিতা আম বা সাধারণ। কাজেই প্রত্যেক শক্তিমানের উপরই হজ্জ ফরয বলে গণ্য। কিছু পরিমাণ শক্তি অর্জিত হলে তাঁর উপর হজ্জ ফরয হয় না অথবা তাঁর থেকে ফরয রহিত হয়ে গেছে বলেও আল্লাহ্ তা'আলার কালামে কোন প্রকার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়নি। আর শক্তি অর্জন সম্পর্কে শুধুমাত্র পাথেয় ও বাহন ভাড়া অর্জিত হওয়াকে যথেষ্ট বলে যে সব বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এগুলোর সন্দেশ নিয়ে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাই এগুলোর মাধ্যমে শরীআতের হকুম প্রয়োগ করা বৈধ হয়।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, **حُجَّ شَدِّيর** পঠন পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। ইরাক ও মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে একদল বিশেষজ্ঞ **حُجَّ شَدِّيর** তে আলোচিত হজ্জ ফরয রহিত হয়ে গেছে বলেও আল্লাহ্ তা'আলার কালামে কোন প্রকার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়নি। তাঁরা পড়েছেন **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**زير** দিয়ে পাঠ করেছেন। তাঁরা পড়েছেন **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**زير** দিয়ে পাঠ করেছেন। তাঁরা পড়েছেন **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**زير** ও **زير** দিয়ে পাঠ করা আরবী ভাষায় দুটো প্রসিদ্ধ কিরাআত। যেরসহ পঠনরীতিটি নজদিবাসীদের এবং যবরসহ পাঠ নীতিটি আলীয়াবাসীদের। অধিকস্তু এ দুটো কিরাআতের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বা অন্য দিক দিয়ে কোন প্রকার পার্থক্য আছে বলেও আরবী ভাষাভাষীদের কাছে সুবিদিত ও স্বীকৃত নয়। শুধুমাত্র কিরাআত দু'টির ভিন্নতাই সকলের নিকট পরিদৃষ্ট।

৭৪৯৯. হসায়ন আল-জু'ফী (র.) বলেছেন, **فَتَحَتَ** -**تে** দিয়ে পাঠ করলে তা হবে এবং **كَسْرَه** -**تে** দিয়ে পাঠ করলে তা হবে তবে হসায়ন জু'ফী (র.)-এর উক্তি আরবী ভাষাবিদদের কাছে সুপরিচিত নয়। আর তাঁরা এ পার্থক্যটি সম্বন্ধে অবগত বলেও কোনৱেশ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং তাঁরা এ উক্তির উপর একমত যে, কোন অর্থের হেরফের না হয়ে দু'টি ভিন্ন কিরাআত অর্থাৎ **فَتَحَتَ** -**ক্সর** মধ্যে কোন প্রকার ভিন্ন অর্থ নেই। এদুটো কিরাআত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো ইসলাম-প্রিয় মনীয়ীদের কাছে এদুটো কিরাআতের অর্থ নিয়ে কোন মতভেদ নেই বা অন্য দিক দিয়ে কোন জটিলতা নেই। দুটো কিরাআতই জ্ঞানী গুণীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ। কাজেই দুটো কিরাআতই আমাদের কাছে শুন্দর। যেকোন কিরাআতই অর্থাৎ **حُجَّ** কিংবা **تে** উভয় পঠনরীতি শুন্দর বলে গণ্য।

তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশ -**مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** - এর উল্লিখিত একটি থেকে **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**ক্সর** -**তে** রয়েছে। কেননা, আয়াতটির অর্থ হবেং -**مَحل** -**এ** রয়েছে। অত্র আয়াতাংশে **مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**ক্সর** -**তে** উল্লেখ করায় পূর্বে **النَّاسِ** অস্তিত্বের প্রমাণ।

দ্বারা এমন ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। কেননা, হজ্জ সকলের উপর ফরয করা হয়নি। বরং কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী **وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** (আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নিন।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার গৃহের হজ্জ করার অপরিহার্য কর্তব্যকে অঙ্গীকার করে ও প্রত্যাখ্যান করে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার, তার হজ্জের, তার আমলের এবং সে ব্যক্তি ও অন্যান্য জিন, ইনসান কারোরই মুখাপেক্ষী নন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৫০০. আবদুল্লাহ্ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়নি।

৭৫০১. দাহহাক (র.) ও আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার অপরিহার্যতাকে অঙ্গীকার করে।

৭৫০২. আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে।

৭৫০৩. ইমরান আল-কাতান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়নি।

৭৫০৪. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে।

৭৫০৫. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -**وَمَنْ كَفَرَ**-এর অর্থ, যে ব্যক্তি হজ্জকে অঙ্গীকার করে।

৭৫০৬. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের অপরিহার্যতাকে অঙ্গীকার করে, সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার করে।

৭৫০৭. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**وَمَنْ كَفَرَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে নিজের উপর ফরয বলে গণ্য করে না। অন্য কথায়, অঙ্গীকার করে।

৭৫০৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি -**وَمَنْ كَفَرَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, হজ্জের জন্যে তার কোন পুরস্কার নেই। কিংবা হজ্জ না করার জন্যে তার কোন শাস্তি নেই।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৫০৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি সে হজ্জ করে, তাহলে তা ছওয়াবের কাজ বলে মনে করে না; কিংবা যদি সে হজ্জ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা পাপের কাজ বলে মনে করে না।

৭৫১০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি সে হজ্জ করে তাহলে তা পুণ্যের কাজ বলে মনে করে না এবং যদি সে হজ্জ করা হতে বিরত থাকে, তাহলে সে তাকে পাপের কাজ বলে মনে করে না।

৭৫১১. আবু দাউদ নুফাই' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, অন্য **وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-কথায় অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন কর্তব্য অক্ষয় নিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! তখন বনী হ্যায়ল থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি, সে কি কুফরীর অশ্রয নিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি সে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিকে ভয় করেনি। আর যে ব্যক্তি হজ্জ করে অর্থ কোন পুণ্যের আশা করে না, তাহলে সেও অনুরূপ।

৭৫১২. আবদুল্লাহ্ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হজ্জ করাকে পুণ্যের কাজ মনে করে না আর হজ্জ না করাকেও কোন পাপের কাজ বা শাস্তির মোগ্য মনে করে না।

আর কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরকালকে অঙ্গীকার করে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৭৫১৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে এ আয়াতাংশ -**وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**-তাফসীর সম্পর্কে বর্ণনাকারী প্রশ্ন করেন, এ কোন্ ধরনের কুফর? উত্তরে তিনি বলেন, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং আখিরাতকে অঙ্গীকার করে।

৭৫১৪. হ্যারত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫১৫. হ্যারত দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ إِلَيْهِ سَبِيلًا**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন হজ্জের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে একত্র করেন এবং ইরশাদ করেন, “লোক সকল! নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই, তোমরা হজ্জ কর।” এ আহবানে একদল সাড়া দিলেন। তারা হলেন ঐ ব্যক্তিবর্গ, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সত্য নবী হিসাবে গণ্য করে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তবে পাঁচটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দীর্ঘানন্দ করে এবং বলে আমরা কা'বা গৃহের প্রতি দীর্ঘানন্দ করে নামায আদায় করব না এবং এটাকে কেবলা বলে মানব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন অর্থাৎ কেবল কেবল বলে মানব প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

৭৫১৬. আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ كَفَرَ أَلَا يَخْلُقُ^{يَا}-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সৃষ্টি জগতে যে কেউ আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।

৭৫১৭. ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ كَفَرَ^{يَا}-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ, যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা ও আবিরাতকে অস্তীকার করে।

৭৫১৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ^{يَا}-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কয়েকটি সম্প্রদায় বলল, “আমরা মুসলিম” তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ^{يَا} তারপর মু'মিন ব্যক্তিগণ হজ আদায় করলেন, কিন্তু কাফির দল হজ আদায় করল না। তারা বসে রইল।

অন্যান্য তাফসীরকারণ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, যে ব্যক্তি মাকামে ইব্রাহীমে অবস্থিত নির্দশনাবলী অস্তীকার করে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫১৯. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^{يَا}-এ তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মন অন অৱ বিত পুঁচে লিন্স দ্বি দ্বি মুরক্কা পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বলেন, যে কেউ এসব নির্দশনকে অস্তীকার করবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীর মুখাপেক্ষী নন। এমন নয়, যেমন তারা (কাফিররা) বলে থাকে। যে ব্যক্তি হজ করল না অথচ সে ধর্মী এবং তার পাথেয় আছে, তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার নির্দশনসমূহ অস্তীকার করল। মুশরিকদের একটি দল তখন বলল, আমরা এসব নির্দশনকে অস্তীকার করি, আমরা এদের মত হজ আদায় করি না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীর মুখাপেক্ষী নন।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতের অর্থ, যে ব্যক্তি কাবাগৃহকে অস্তীকার করে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫২০. আতা ইবন আবু রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^{يَا}-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের অর্থ যে কেউ কা'বাগৃহকে প্রত্যাখ্যান করে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতাংশ -وَمَنْ كَفَرَ^{يَا}-এর অর্থ, তুর্কে আবাহ অর্থাৎ যে কা'বাগৃহকে মৃত্যু পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে।

৭৫২১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -وَمَنْ كَفَرَ أَلَا يَخْلُقُ^{يَا}-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের অর্থ, যে ব্যক্তি হজ করার সঙ্গতি অর্জন করেছেন, অথচ হজ করেনি, সে কাফির বলে গণ্য হয়েযায়।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, -وَمَنْ كَفَرَ^{يَا}-এর তাফসীর সম্পর্কে উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে অধিকতর গ্রহণীয় তাফসীর হচ্ছে, যে কেউ হজের অপরিহার্যতাকে অস্তীকার কিংবা প্রত্যাখ্যান করে তাকে জেনে রাখতে হবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তার, তার হজের ও বিশ্বজগতের কারোর মুখাপেক্ষী নন। আমরা এ উভিটিকে অধিকতর যোগ্য বলে গ্রহণ করেছি। **وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ^{يَا}** কথাটি আল্লাহ তা'আলা ও অস্তীকারকারী এবং অন্য কাফিরদের আবাসস্থল একই হয়ে থাকবে। তদুপরি কুফরীর মূল হলো অস্তীকার করা। আর যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের হজেকে অস্তীকার করবে কিংবা হজের অপরিহার্যতাকে অস্তীকার করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি সে এ ধারণা নিয়ে হজ করে, তাহলে তার এ হজে পুণ্য অর্জিত হবে না। আর যদি সে হজেকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হজ না করে, তাহলে সে হজ না করাটাকেও পাপ মনে করবে না। উপরোক্ত বিশ্বেষণগুলো যদিও বাক্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিভিন্ন কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে একটি অপরাদির অত্যধিক নিকটবর্তী।

(১৮) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُرُونَ بِاِيَّاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ^{يَا}

৯৮. বল, হে কিতাবিগণ ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দশনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর অথবা তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষী।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, হে বনী ইসরাইল এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ! যারা হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁর নবৃত্যাতকে অস্তীকার করেছে।

আল্লাহ পাকের বাণী : **لَمْ تَكُفُرُنَّ بِاِيَّاتِ اللَّهِ** -এর ব্যাখ্যা : তোমাদের প্রত্যেক গুলোতে উল্লিখিত যে সব দলীলাদি হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের সমীক্ষে পেশ করেছেন এগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর নবৃত্যাত ও সত্যবাদিতাকে প্রমাণিত করে। সেগুলোকে তোমরা কেন অস্তীকার করছ? অথচ তোমরা তাঁর সত্যবাদিতাকে জান। তাদের এ হীন কর্মপথার দিকে ইঁগিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাদের এ কুফরী সংস্কে তারা অবগত হবার পরও তারা জেনে শুনে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সম্মানিত রাসূলের প্রতি কুফরী আরোপ করছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫২২. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -وَلَلَّهِ أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُرُنَّ بِاِيَّاتِ اللَّهِ^{يَا}-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখনে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার নির্দশনাদির অর্থ হচ্ছে, হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)।

৭৫২৩. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে কিতাবীদের দ্বারা ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের কথাই বলা হয়েছে।

١١) قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصْدُونَ عَنْ سَبِّيلِ اللَّهِ مَنْ أَمْنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ
شَهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

৯৯. বল, হে কিতাবিগণ ! যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে কেন আল্লাহর পথে বাধা দিছ, তাতে বক্রতা অবেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সংস্কৰণে অনবহিত নন।

আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বনী ইসরাইল ও অন্যান্য যারা আল্লাহ তা'আলা'র অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সংস্কৰণে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে না, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়! **إِنَّمَا تَصْدُونَ عَنْ سَبِّيلِ اللَّهِ** অর্থাৎ তোমরা কেন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছ এবং আবিয়া, আওলিয়া ও ঈমানদারদের জন্যে সুনির্ধারিত তরীকা গ্রহণে বিমুখতার আশ্রয় নিছ? অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত অর্থ—**مَنْ أَمْنَ**—এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে এবং তিনি আল্লাহ তা'আলা'র তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তাও সত্য জানে। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **تَبْغُونَهَا عَوْجًا**—এর অর্থ হচ্ছে তোমরা এতে বক্রতা অবেষণ করছ। পুনরায় **تَبْغُونَهَا شَفَقًا**—এর অর্থ হচ্ছে তোমরা এতে বক্রতা অবেষণ করছ। **السَّبِيلُ مَرْجِعٌ**। আর **السَّبِيلُ شَفَقًا**—এর অর্থ হচ্ছে তোমরা এতে বক্রতা অবেষণ করছ। **السَّبِيلُ مَرْجِعٌ**—এর অর্থ হচ্ছে তোমরা এতে বক্রতা অবেষণ করছ। **مَنْ أَنْتُمْ**—এর অর্থ হচ্ছে তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সংস্কৰণে অনবহিত নন। এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে রাস্তায় অন্যকে বাধা দিছ তা সত্য। আর এ সত্য তার ব্যাপারটি তোমরা জান ও তোমাদের কিতাবে তা বিদ্যমান পাচ্ছ। কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী রয়েছে।

দীনের সত্য নীতিকে আঁকড়িয়ে ধরা ও স্থায়িত্ব অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্রতা অবেষণ করার উদ্দেশ্যে কেন ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর দীনে বাধা দিছ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মনে প্রাণে সত্য বলে স্থির করে নিয়েছে। উপরোক্ত বাক্যটিতে আল্লাহ তা'আলার ও মনেন্নীত দীনকে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এতে তার দীনের অনুসারীদেরকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দীনের অনুসারী যারা সোজা রাস্তা অবলম্বন করে রয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং হিদায়াত ও যুক্তিযুক্ত অবস্থান থেকে পথচার করার জন্যে কেন প্রয়াস পাচ্ছ। প্রকাশ থাকে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত **جَوْهَرَ شَفَقًا**—কে ক্ষেত্রে পাঠ করলে অর্থ হবে কিংবা অতিরিক্ত কথা বলা। আর **فَتْحَ**—কে দিয়ে পাঠ করলে অর্থ হবে বাগান ও খালের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়া এবং প্রত্যেকটি স্থায়ী ও আকর্ষণীয় বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **وَأَنْتُمْ شَهَدَاءُ**—এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে রাস্তায় অন্যকে বাধা দিছ তা সত্য। আর এ সত্য তার ব্যাপারটি তোমরা জান ও তোমাদের কিতাবে তা বিদ্যমান পাচ্ছ। কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী রয়েছে।

أَلَّا هُنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

আল্লাহ পাকের বাণী : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যক্রম সংস্কৰণে অনবহিত নন। তোমরা এমন ধরনের কার্যাদি সম্পাদন করছ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাস্তাদের জন্য পদ্ধত করেন না। এ ছাড়া তোমাদের অন্য কার্যাদি সংস্কৰণে তিনি অবহিত রয়েছেন। তোমাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা অতি সহসা এ দুনিয়াতে প্রদান করেন। আবার কোন কোন কাজের প্রতিদান বিলক্ষে প্রদান করেন। অর্থাৎ আবিরাতে যখন বাস্তা তাঁর প্রতিপালকের সামনে হায়ির হবে, তখন তিনি তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّوا بِيَاتِ اللَّهِ ۝

কথিত আছে যে, উপরোক্ত দু'টি আয়াত যথা **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّوا بِيَاتِ اللَّهِ** এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ অর্থাৎ **فَأَوْلَئِكُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** এক ইয়াহুদী ব্যক্তি সংস্কৰণে অবতীর্ণ হয়। এ ব্যক্তিটি ইসলামের আবির্ভাবের পর আনসারদের দু'টি সম্প্রদায় আউস ও খায়রাজ বন্ধুত্বের রজ্জুতে সুদৃঢ়ভাবে বন্দী হবার পর উভয় সম্প্রদায়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে উঞ্চানি দিতে থাকে, যাতে তারা পূর্বের ন্যায় জাহিলিয়াত যুগের শক্রতা ও হিংসা—বিদ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে তার একুপ কাজের জন্য কঠোরতা আরোপ করেন, তর্সনা করেন এবং তার একুপ হীন কাজের ব্রহ্ম তুলে ধরেন। আর একাজের জন্য তাকে দোয়রোপ করেন। অন্যদিকে **রাসূল(সা.)**—এর সাহাবা ক্রিমকে নসীহত করেন এবং তাদেরকে অনৈক্য ও মতানৈক্যের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। পক্ষান্তরে তাদেরকে এক্য ও বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্যে তাগিদ প্রদান করেন।

سَاهِلًا إِذَا مَتَّ

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৫২৪. যায়দ ইবন আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন শা'স তিনি কায়স নামক একজন বন্ধু কাফির সমবেতে আউস ও খায়রাজ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক সাহাবা একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সাহাবা ক্রিমের এ দলটি কথবার্তা ও আলোচনায় নিময় ছিলেন। শা'স ইবন কায়স ছিল অন্ধকার যুগের একজন পঙ্কু বৃক্ষ কর্তৃর কাফির। সে ছিল মুসলিম উম্মাহর প্রতি অতিশয়

নিষ্ঠুর ও বড় প্রতিহিংসা পরায়ণ। সে মুসলিম উম্মাহর এ দলটির একত্ব, বস্তুত এবং অন্ধকার যুগের অনিষ্টকর শক্তি ভুলে গিয়ে তাই তাই হিসাবে ইসলামের যুগে পরম্পরের সুদৃঢ় বন্ধন দেখে দ্রোণিত ও ক্রোধাভিত হয়ে উঠল এবং গুণগুণ করে বলতে লাগল, ‘বনী কিলাবের যে একদল ধর্মচুত ব্যক্তিবর্গ (মুসলিম উম্মাহ) এ শহরে (মদীনায়) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সমবেত হয়েছে আল্লাহর ক্ষম তাদের এ দলটি যতদিন আমাদের খানে এক্যবন্ধ থাকবে, তাদের সাথে আমাদের সহ-অবস্থান করে আমাদের শান্তিলাভ করা সম্ভব হবে না,’ এরপ বাক্য উচ্চারণ করে তার সাথে গমনকারী একটি ইয়াহুদী যুবককে সে বলল, তাদের প্রতি অগ্রসর হও, তাদের সাথে বস এবং তাদেরকে মহাপ্রলয়কারী বু‘আস যুদ্ধ ও এর পূর্বেকার ঘটনাগুলো শ্রবণ করিয়ে দাও। আর তারা যে সব কবিতা পাঠ করে তার কিছু তাদেরকে পুনরায় শুনিয়ে দাও। বু‘আস যুদ্ধ আউস ও খায়রাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। আর এ যুদ্ধে আউস সম্প্রদায় খায়রাজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। ইয়াহুদী যুবক কাফিরটি কথা যথাযথ পালন করল ও উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করে তুলল। এতে জনতা ক্ষেপে উঠে এবং পরম্পর ঝগড়ায় মন্ত হয়ে পড়ে ও একে অন্যের উপর ভিত্তিহীন গর্ববোধ করতে শুরু করে। এমনকি দু’টি গোত্রের দু’জন ব্যক্তি একে অন্যের উপর আক্রমণ করে বসে ও বিতর্কে উপনীত হয়। তাদের একজন হলো আউস গোত্রের বনী হারিছা ইবন আল-হারিছ, আউস ইবন কাওয়ী, অন্য একজন হলো খায়রাজ গোত্রের বনী সালমার জারাব ইবন সাখার। একজন অন্য জনকে বলল, যদি তোমরা চাও, তাহলে আমরা এখনও যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থাকে প্রত্যাবর্তন করাতে পারি। অর্থাৎ আমরা সে যুদ্ধকে পুনরায় বাধাতে পারি। তারপর দু’টি দলই ক্রোধাভিত হয়ে পড়ল এবং তারা বলতে লাগল, আমরা এরপ করেছি, ঐরপ করেছি, এসো, এসো, হাতিয়ার উঠাও, ক্ষমতা প্রমাণ কর ও প্রকাশ কর, চল বাইরে গিয়ে মাঠে পরম্পর ক্ষমতা প্রদর্শন করি। এ বলে তারা মাঠে বের হয়ে পড়ল এবং জনসাধারণও একে অন্যের সাথে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া-ফাসাদ শুরু করে দিল। অন্ধকার যুগে তারা যেসব আপন আপন মাহাত্ম্য ও গৌরব নিয়ে একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করত, সেগুলোকে আজও প্রমাণ করার জন্যে আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা নিজ দলের একজনের দাবীর সমর্থনে অন্যজন করতে লাগল। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ঘটনার সংবাদ পৌছে, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত মুহাম্মদেরকে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌছেন এবং বলতে লাগলেন, হে মুসলিম উম্মাহ ! তোমরা আল্লাহকেই শুধু ভয় কর, তোমরা কি অন্ধকার যুগের অর্থহীন গৌরব প্রদর্শনে মন্ত হয়ে পড়েছ ! অর্থ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, ইসলামের মাধ্যমে তোমাদেরকে সশান্তি করেছেন, ইসলামের মাধ্যমে অন্ধকার যুগের যাবতীয় কুসংস্কার তোমাদের থেকে দূরীভূত করেছেন। এরই মাধ্যমে তোমাদেরকে কুফরী থেকে উদ্ধার করেছেন, আর তোমাদের মধ্যে প্রীতির সংঘর করেছেন। এরপরও কি তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেতে চাও ? তারপর মুসলিম উম্মাহ বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এটা ছিল বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচিত একটি কুমন্ত্রণা এবং দুশ্মনের একটি বড়যন্ত্র। তাই তারা হাত থেকে অন্ত ফেলে দিলেন এবং অঞ্চল নয়নে কাঁদতে লাগলেন। আর আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ

(সা.)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহ শ্রদ্ধার সাথে শুনলেন ও এগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আল্লাহ তা‘আলার চরম শক্তি শা’স ইব্ন কায়স মুনাফিক যে বড়যন্ত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে চেয়েছিল আল্লাহ তা‘আলা তা নির্বাপিত করে দিলেন এবং শা’স ইব্ন কায়সের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে তার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা অত্র আয়াত নাফিল করেন- হে কিতাবিগণ ! তোমরা আল্লাহ তা‘আলার নির্দশনসমূহকে কেন প্রত্যাখ্যান করছ ? অর্থ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সহস্রে সাক্ষী রয়েছেন। সুতরাং যারা ঈমানদার বান্দা, তাদের পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে তাদেরকে সঠিক পথে চলতে কেন বাধা দিচ্ছ। এরপর আউস ইব্ন কায়সী ও জায়ার ইব্ন সাখার এবং তাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সহস্রে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর যারা তাদের সাথে সহযোগী হয়ে মু’মিন বান্দাদের মাঝে আবার অন্ধকার যুগের কুকর্মের প্রবণতাকে উঙ্কানি দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তাদের স্বরূপ বর্ণনার্থে আল্লাহ তা‘আলা অত্র আয়াত নাফিল করেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে বনী ইসরাইলের একটি দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা অত্র আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় মদীনাতুল মুনাওরায় অবস্থান করছিল। আর এসময়ের খৃষ্টানদের প্রতিও এ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার সঠিক পথ থেকে মু’মিনদের বিচ্ছুত করার একটি পদ্ধতি ছিল এরপ যে, যখন তাদেরকে কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) সহস্রে প্রশ্ন করত, তখন তারা তাকে ভুল সংবাদ দিত। যদি তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করত যে, তারা কি তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ(সা.) সহস্রে কোন বর্ণনা পেয়েছে? তখন তারা বলত যে, তাদের কিতাবে তারা রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর কোন প্রশ্নসা বা বর্ণনা দেখতে পায়নি।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৫২৫. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন তাদেরকে কেউ প্রশ্ন করত, তোমরা কি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সহস্রে কোন বর্ণনা বা উল্লেখ তোমাদের কিতাবে পেয়েছ ? তখন তারা প্রতি উত্তরে বলত, না এমনিভাবে তারা জনগণকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ(সা.) থেকে বিরত রাখত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধিতা করত। তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত অর্থ হচ্ছে **عوجا بلا** অর্থাৎ অজ্ঞতা।

৭৫২৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত অর্থ হচ্ছে -**لَمْ تَصُدُّنَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** (অর্থাৎ তোমরা কেন আল্লাহ তা‘আলা নবী ও ইসলামে এমন ব্যক্তিকে বাধা দিচ্ছ যে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, অর্থ তোমরা আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত কিতাবে যা পড়ছ তা সহস্রে তোমরা সাক্ষী। তোমরা আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত কিতাবে পড়ছ যে, মুহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলার রাসূল এবং ইসলাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত দীন।

আর এই দীন ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অন্য কোন দীন গ্রহণীয় নয় এবং এ দীনের পরিবর্তে অন্য কোন দীন যথেষ্ট নয়। একথাটি তোমরা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ তাওরাত ও ইনজীল কিতাবদ্বয়ে লিখিত ও সংরক্ষিত দেখতে পেয়েছ।

৭৫২৭. রবী' (র.) থেকে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫২৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতে যাদেরকে সংশোধন করা হয়েছে তারা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। আল্লাহর পথে মুসলমানদেরকে বাধা দিতে তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন। আর তাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন জনগণকে পথভেঙ্গতার দিকে ধাবিত করার ইচ্ছা পোষণ না করে।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, সুদী (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ :

হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কেন বাধা সৃষ্টি কর? মু'মিনদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে কেন নিষেধ কর এবং তোমাদের কিতাবসমূহে তাঁর যে গুণাবলী তোমরা পেয়ে থাক, তা কেন গোপন করছ? এ অভিমত অনুযায়ী অত্র আয়াতে উল্লিখিত স্বিল-শব্দের অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আর অত্র আয়াতে উল্লিখিত عَوْجَأً-তেব্যুন্নেহা এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্যে ধ্রংস কামনা করছ। এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনাসমূহ এবং এ সম্পর্কে আরো সম্ভাব্য অন্যান্য অভিমতগুলো আমার বর্ণিত উপরোক্ত তাফসীরের অনুরূপ। উপরে আমি বর্ণনা করেছি যে, এস্থানে শব্দের অর্থ হচ্ছে, ইসলাম এবং যা কিছু সত্য বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

(১০০) يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُرِدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
ক্ষেপিতে

১০০. হে মু'মিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফিররূপে পরিণত করবে।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারণগ একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত دُلْلَعْ -এর অর্থ হচ্ছে, হে আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় মু'মিনগণ ! আর অর্থ হচ্ছে, শা'স ইবন কায়স নামক ইয়াহুদী। যায়দ ইবন আসলাম (র.)-এর মাধ্যমে তার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

অন্যান্য তাফসীরকারণগ যায়দ ইবন আসলাম (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তারা আরো বলেছেন, আনসারদের মধ্য হতে একজন অন্য একজনের সাথে কথা কাটাকাটি করেছিল। আর এক ইয়াহুদী তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্যে পুনরায় উদ্বেক করতে প্রয়াস পেয়েছিল। তারপর তারা

সংহর্ষে লিঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই ব্যক্তিটির নাম হচ্ছে ছা'লাবাছ ইবন আনামাতুল আনসারী।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৫২৯. সুদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটি ছা'লাবাতু ইবন আনামাতুল আনসারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ও অন্য একজন আনসারীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। তাদের পাশ দিয়ে বানু কায়নুকার একজন ইয়াহুদী যাচ্ছিল। সে পরম্পরাকে পরম্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে দু'টি গোত্রে যথা আউস ও খায়রাজ উভেজিত হয়ে উঠল, অন্ত ধারণ করল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন : اِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُرِدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অত্র আয়াতে বলা হয়, যদি তোমরা অন্ত ধারণ কর ও যুদ্ধ কর, হানাহানি কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা কাছে অকৃতজ্ঞ বলে গণ্য হবে।

৭৫৩০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আনসারদের গোত্রসমূহ বড় দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল যথা আউস ও খায়রাজ। আর এ দু'টি বড় গোত্রে অন্ধকার যুগ থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তারা একে অপরকে নিজেদের শক্ত মনে করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের উপরে দয়া ও ইহসান প্রদর্শন করলেন। তাদের মধ্যে যে যুদ্ধের অংশ দাউ দাউ করে জ্বলছিল তা তিনি নির্বাপিত করলেন এবং তাদেরকে সুশীলণ ইসলামের মাধ্যমে ভাত্তুরে বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, একদিন আউস সম্প্রদায়ের একজন লোক খায়রাজ সম্প্রদায়ের অপর একজন লোকের সাথে বসে বসে আলাপ করতে লাগল। তাদের সাথে উপবিষ্ট ছিল একজন ইয়াহুদী। সে তাদেরকে তাদের পুর্বেকার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বার বার শ্বরণ করিয়ে দিতে লাগল এবং তাদের মধ্যে যে তিক্ত শক্ততা অতীতে বিদ্যমান ছিল তার দিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। ফলে, তারা উভয়ে উভেজিত হয়ে একজন অপর জনকে গালিগালাজ করতে লাগল ও পরে হাতাহাতি করতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর একজন তার গোত্রের লোকদেরকে এবং অপরজনও নিজ গোত্রের লোকজনকে ডাকাডাকি করতে লাগল। উভয় গোত্র তখন হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে পড়ল এবং এক গোত্র অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দণ্ডায়মান হল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন। এঘটনার খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘটনাস্থলে তাশরীফ আনলেন এবং উভয় দলকে শান্ত করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেষ্টায় মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করল এবং নিজেদেরকে নিরস্ত্র করল। আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন : اِنْ تُطِيعُوا فِرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُرِدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ সুতরাং অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ : হে ঐসকল ব্যক্তি! আলি কোলে উদ্বেগে উৎপন্ন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর তরফ থেকে তাদের নবীগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন এস্পৰকে অন্তরে বিশ্বাস রাখে ও মুখে স্বীকার করে, তোমরা যদি এমন একটি দলের অনুসরণ কর, যারা কিতাবী

এবং আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কুরআনুল কারীমের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, আর তারা তোমাদের যা আদেশ করে তা তোমরা গ্রহণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আল্লাহ্ রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি তোমাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর তোমাদেরকে পুনরায় কাফিরে পরিণত করবে। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত **কাফরিন** শব্দটির অর্থ হচ্ছে **অর্থাৎ** তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রাসূল (সা.) যে সত্য নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে গণ্য করার পর অন্য কথায় ইমান আনয়নের পর তোমরা তা পুনরায় অস্বীকার করবে। সুতরাং মহান আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের থেকে নসীহত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিঃসন্দেহে তোমাদের বিরুদ্ধে ইংসা, বিদেশ, দৰ্য্য ও শৃঙ্গার আশ্রয় নিয়েছে।

যারা এ মত পোষণ করেন :

৭৫৩১. কাতাদা(র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে থাক, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাদের পথভ্রষ্টতা সম্বন্ধে তোমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিশ্বাস কর না এবং তোমরা তোমাদের নিজস্ব অভিমতের বিরুদ্ধে তাদের নসীহত গ্রহণ করনা। কেননা, তারা তোমাদের পথভ্রষ্টকারী ও হিংসুটে দুশ্মন। বক্ষুত তোমরা এমন সম্প্রদায়কে কেমন করে বিশ্বাস করতে পার যারা নিজেদের কিতাবকে অস্বীকার করেছে, পয়গাম্বরদেরকে হত্যা করেছে, তাদের নিজ ধর্ম সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অক্ষম বলে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, তারাই অভিযুক্ত দুশ্মন।

৭৫৩২. রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

(১০.১) وَكَيْفَ تَكُفِّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهُ وَفِيْكُمْ سَرْوُلُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقْدَ هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

১০১. আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রাসূল রয়েছেন ; তা সত্ত্বেও কিন্তু তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে? কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে সরল পথে পরিচালিত হবে।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জায়ির তাবায়ী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী **وَكَيْفَ تَكُفِّرُونَ** -**অর্থ** : হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আনার পর কেমন করে তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে? তারপর মহান আল্লাহ্ রাবীর বাণী : অর্থ : **وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهُ** : তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পড়ে শোনান হয়। এসব দলীল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনুল করীমের তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর নায়িল করেছেন।

মহান আল্লাহ্ রাবীর বাণী : **وَفِيْكُمْ سَرْوُلُهُ** - এর অর্থ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল রয়েছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আরেকটি দলীল। তাঁর সাথে রয়েছে কুরআনের বাণীসমূহ। এসবই তোমাদেরকে সত্ত্বের দিকে আহবান করে এবং তোমাদেরকে সৎ হিদায়াতের পথ দেখায়। আর তিনি তোমাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও ভাবিত থেকে বিরত রাখেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের আত্মসচেতন করার জন্য ইরশাদ করেন : এতদ্সত্ত্বেও তোমাদের নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা এবং তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার এবং অজ্ঞতার যুগের ক্রিয়াকান্ডে প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের কোন প্রকার ওয়া-আপত্তি পেশ করার কোন অবকাশ থাকবে না। অর্থাৎ তোমরা যদি জাহিলিয়াতের ঘটনাসমূহ শ্রবণ করে অর্থহীন ঝগড়া-ফাসাদে মন্ত হও এবং আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নিআমতকে ভুলে যাও ও অস্বীকার কর, তাহলে তোমাদের কোন গ্রহণযোগ্য ওয়ার পেশ করার অবকাশ থাকবে না। আর যদি তোমরা এরপ হীন কর্মকান্ডের আশ্রয় নাও, তাহলে জেনে রেখ, কুরআনুল করীমে রয়েছে যাবতীয় সুস্পষ্ট আয়াত এবং তোমাদের দোষক্রটির সাক্ষ বহনকারী যাবতীয় প্রমাণাদি।

৭৫৩৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَكَيْفَ تَكُفِّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَيَّاً ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَفِيْكُمْ رَسْوُلُهُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে দু'টি প্রকাশ নির্দেশনের কথা বলা হয়েছে। একটি নির্দেশন হলো, আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। যিনি ইতিকাল করেছেন। অন্য নির্দেশনটি হলো, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব বা কুরআনুল করীম, যা তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একটি রহমত ও নিআমত স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশিত হালাল ও হারামের বর্ণনা এবং তাঁর আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিবরণ।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশ - **وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقْدَ هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** - এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া উপকরণগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দীন ও আনুগত্যকে আঁকড়িয়ে ধরবে, " **فَقْدَ هُدِيَ**" তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ তিনি সুস্পষ্ট নীতি এবং সঠিক ও সরল পথের সঙ্কান পেয়েছেন। তারপর তিনি সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার মহা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবেন এবং জাতাত লাভে সফল হবেন। যেমন :

৭৫৩৪. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ **وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقْدَ هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** - এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃঢ় ইমান রাখা। আর উচ্চের অর্থ বিরত থাকা ও সংরক্ষণ করা। তাই কোন ক্ষেত্রে হিফাজতকারীকে উচ্চের প্রমত্তি প্রসঙ্গে ফারায়দুক নামে একজন প্রসিদ্ধ কবির একটি কবিতা উন্ধৃত করা যাবে :

أَنَا ابْنُ الْعَاصِمِينَ بَنِيْ تَعْيِمٍ * إِذَا أَمَّا أَعْظَمُ الْحَدَّيَانِ نَبَأْ

অর্থাৎ আমি বনী তামীম গোত্রের আত্মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সন্তান, যখন কোন বড় ধরনের মুসীবত আসে, তখন তারা দু'জনে তা মুকাবিলা করে থাকেন।

আর এজন্য হাবলুন (حَبْلٌ) বা রঞ্জুকে বলা হয় অনুরূপভাবে এমন উপকরণকেও বলা হয়, যার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন নির্বাহে সাহায্য নিয়ে থাকে। এ শব্দ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি আশা বলেনঃ

إِلَى الْمُرْءِ قَيْسٌ أَطْلَلُ السَّرَّى * وَأَخْذَ مِنْ كُلِّ حَتَّىْ عَصْمٌ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভদ্রতার নিরিখে পরিমাপ করা হয়ে থাকে, আর প্রতিটি গোত্রে বা সমাজে বিদ্যমান নিরাপত্তা দায়িত্ব পালনের বিধি-বিধানসমূহ হিসাবে উক্ত গোত্র বা সমাজের মানবৰ্যাদা ও সম্মান বিবেচ্য।

উক্ত কবিতায় দ্বারা নিরাপত্তা ও দায়িত্বের উপকরণসমূহের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, অন্তিমের অন্তিমের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেত। এমনি সময় একদিন তাদের কয়েকজন একস্থানে উপবিষ্ট ছিল এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধের আলোচনা শুরু হলো একপর্যায়ে তারা উক্তজিত হয়ে পড়ল, একে অন্যের উপর হামলা করার জন্যে অস্ত্র হাতে ধারণ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ করেনঃ

وَأَعْصِمُوْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرُّقُوْ

আবার বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ অন্তিমের অন্তিমের ব্যতীত। যেমন একজন প্রসিদ্ধ আরবী কবি বলেছেনঃ

إِنَّا أَنْتَ جَازَيْتَ الْأَخْيَاءِ بِمِثْلِهِ * وَأَسْيَتَنِي ثُمَّ أَعْصَمْتَ حِبَابِي

অর্থাৎ যখন তুমি ভাত্তের প্রতিদান অনুরূপভাবে প্রদান করলে এবং তুমি আমাকে আপন করলে পুনরায় তুমি যেন রঞ্জুসমূহ ম্যবুত করে ধারণ করলে।

উপরোক্ত কবিতায় **بাই** -**তে** -**اعتصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ** অন্তিমের অন্তিমের ব্যবহার হয়েছে। অনুরূপভাবে আরবী ভাষাভাষীরা বলে থাকে কাকে শাওল বাল্লাখ ত্বাওল বাল্লাখ অর্থাৎ আমি লাগাম ধরেছিলাম। এবং সহকারে অথবা **بِ** ব্যতীত, উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। আবার বলা হয়ে থাকে **بِ** **تَعْلِقَةِ** বা **تَعْلِقَةً** অর্থাৎ আমি তা ধারণ করেছিলাম। যেমন, অন্য একজন কবি বলেছেনঃ

تَعْلِقَةٌ هَذِهِ نَاهِيَّ دَارَاتِ مِثْرَى * وَأَنْتَ وَقَدْ قَارَفْتَ لَمْ تَدْعِ مَا الْحُلْمِ

অর্থাৎ পর্দানশীল হিন্দার প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে পড়লে, এতে তুমি একটা অন্যায় কাজ করলে অথচ তুমি তোমার বিবেকের তোয়াক্কা করলে না। এ বাক্যে **تَعْلِقَةِ** শব্দটির পর **بِ** উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে **الْهَدِي** এবং শব্দব্যবের অর্থ বর্ণনা করেছি এবং উপর্যাম সহকারে বর্ণনা করেছি যে, এ দুটি শব্দের অর্থ ইসলাম সুতৰাং এখানে পুনরুৎস্থি করা পসন্দনীয় নয়।

উপরোক্ত আয়াতের শানে নুয়ুল সমষ্টে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতটি আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের ঝগড়া-বিবাদের কারণ নির্দেশ করার লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্যেই বলা হয়েছেঃ

وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ شُتَّى عَلَيْكُمْ أَيَّاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ

অর্থঃ আর আল্লাহ তা'আলার আয়াত তোমাদের নিকট পঠিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করবে?

যারা এ মত পোষণ করেনঃ

৭৫৩৫. ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্ধকার যুগে প্রতিমাসেই আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেত। এমনি সময় একদিন তাদের কয়েকজন একস্থানে উপবিষ্ট ছিল এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধের আলোচনা শুরু হলো একপর্যায়ে তারা উক্তজিত হয়ে পড়ল, একে অন্যের উপর হামলা করার জন্যে অস্ত্র হাতে ধারণ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ করেনঃ

۰۱۰۲) ۰۱۰۲) ۰۱۰۲) ۰۱۰۲) ۰۱۰۲) ۰۱۰۲) ۰۱۰۲)

১০২. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আল্লাসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরোনা।

ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে এই ব্যক্তিগণ, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে সত্য বলে থাকার করেছ।

আল্লাহ পাকের বাণীঃ “إِنَّقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقْوَاتِهِ” অর্থঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে স্থির থেকো এবং যাবতীয় গুনাহ হতে বিরত থাক যথার্থভাবে তাঁকে ভয় কর। যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর আনুগত্য এমনভাবে করা হবে যাতে পরে আর তাঁর অবাধ্যতা করা হবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা এমনভাবে করা হবে যাতে পরে আর তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না। তাঁকে এমন ভাবে শ্বরণ করা হবে যাতে তাঁকে আর ভুলা হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন; ‘হে মুমিনগণ! যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তোমরা তোমাদের ইবাদতের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য থাকার কর এবং তাঁরই জন্যে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত পরিচালনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কর। উপরোক্ত তাফসীরটি অধিকাংশ তাফসীরকার বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। যে সব তাফসীরকার উপরোক্ত তাফসীর সমর্থন করেন, তাঁরা তাদের দলীল হিসাবে নিশ্চোক্ত ‘হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেনঃ

৭৫৩৬. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এর অর্থ, এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, যেখানে কোন প্রকার নাফরমানী করা হবে না, আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে শ্বরণ করা, যেখানে তাঁকে কখনও ভুলা যাবে না, আল্লাহ তা'আলার এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যেখানে তাঁর কোন অকৃতজ্ঞতা থাকবেন।

৭৫৩৭. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৭৫৩৮. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৩৯. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্যসূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪০. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৭৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৫৪৪. হযরত আমর ইবন মায়মুন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ এমনভাবে আনুগত্য স্থীকার করা যেন কোন দিনও তার নাফরমানী না করা হয়, এমনভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্থীকার করা, যেন তাঁর প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞ না হয়, তাঁকে এমনভাবে শ্রণ করা যেন কখনও তাঁকে ভুলে না যাওয়া হয়।

৭৫৪৫. হযরত আমর ইবন মায়মুন (রা.) থেকে অন্যসূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪৬. হযরত রবী' ইবন খুছায়ম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করা, যেন কখনও তাঁর অবাধ্যতা করা না হয়, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এমনভাবে প্রকাশ করা, যেন কখনও তাঁর অকৃতজ্ঞতা না হয়। তাঁকে এমনভাবে শ্রণ করা, যেন কোন সময় তাঁকে ভুলে যাওয়া না হয়।

৭৫৪৭. অন্য এক সনদেও হযরত রবী' ইবন খুছায়ম (র.) থেকে এ আয়াতাংশ সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনারয়েছে।

৭৫৪৮. হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার প্রতি এমনভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, যেন কখনও তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করা না হয়।

৭৫৪৯. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, *حَقُّ تَقَاتٍ* বা যথার্থভাবে তয় করার অর্থ, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করতে হবে যেন কখনও তাঁর অবাধ্য না হয়।

৭৫৫০. হযরত সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আনসারদের প্রতি সর্বোধন করে বলেছেন, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* এবং *لَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* - তিনি আরো বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত *حَقُّ تَقَاتٍ* - এর অর্থ এমনভাবে তাঁর আনুগত্য ও বাধ্যতা স্থীকার করতে হবে, যেখানে কখনও কোন নাফরমানী ও অবাধ্যতা থাকবে না, তাঁকে এমন একনিষ্ঠভাবে শ্রণ করতে হবে, যেখানে তাঁকে ভুলে যাবার কোন অবকাশ থাকবে না, তাঁর প্রতি এমন অস্তরঙ্গভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, যেখানে কোন অকৃতজ্ঞতার প্রশংসন উঠবে না।

৭৫৫১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত *حَقُّ تَقَاتٍ* - এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার এমনভাবে আনুগত্য করতে হবে যেখানে কোন অবাধ্যতা থাকবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, *حَقُّ تَقَاتٍ* - এর বিষয়টি সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে বুঝান হয়েছে। ক্ষতুত আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে করতে হবে যা আদায়ের ব্যাপারে কোন বিরুদ্ধচারীর বিরোধিতার দিকে ভূক্ষেপ করা হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৫৫২. আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর অর্থ, মহান আল্লাহর পথে যথার্থ জিহাদ করবে, মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুশীলনগুলো মেনে চলার ব্যাপারে কোন তিরক্ষারকারীর তিরক্ষারের প্রতি তারা লক্ষ্য করবে না। আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বে লাভের জন্য তারা ইনসাফ কায়েম করবে, যদিও ইনসাফ কায়েম করতে তাদের পিতামাতা, ছেলেমেয়ে এমনকি তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

আল্লামা ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারিগণ অত্র আয়াতের কার্যকারিতা রাহিত হয়ে যাবার বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেন : তাই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতের হকুম বা কার্যকারিতা চিরস্থায়ী, রাহিতযোগ্য নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৫৫৩. আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশের হকুম বা কার্যকারিতা রাহিত হয়ে যায়নি। এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর পথে যথার্থ জিহাদ কর। তারপর তিনি এ আয়াতের তাফসীরে আরো কিছু বক্তব্য বর্ধিত করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

৭৫৫৪. তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তা না কর এবং তা করতে সমর্থ না হও, তাহলে তোমরা শুধু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

৭৫৫৫. তাউস (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যদি তোমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁকে তয় করতে না পার, তাহলে তোমরা শুধু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, অত্র আয়াতের কার্যকারিতা অন্য একটি আয়াত দ্বারা রাহিত হয়ে গিয়েছে। আর এ আয়াতটি হচ্ছে সূরা তাগাবুনের ১৬নং আয়াতাংশ *فَاقْتُلُوا اللَّهَ مَا أَنْتُمْ أَنْتَمْ* - অর্থ : তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য তয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদের কল্যাণে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৫৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত *إِنْقُوا اللَّهَ حَقُّ تَقَاتٍ* - এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর আল্লাহ তা'আলার তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড) - ১৭

তা'আলা বান্দাদের দুর্বলতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাদের জন্যে কষ্ট লাঘব করে দেন ও কর্তব্য কাজ সহজ সরল করে দেন। আর এ আয়াতের হকুম বা কার্যকারিতা রহিত করে দেন ও সূরা তাগাবুনের আয়াত অবতীর্ণ করেন। সূতরাং পরবর্তী আয়াতটিতে দয়া, মেহেরবানী, কষ্ট লাঘব ও সহজলভ্যতা পরিদৃষ্ট হয়।

৭৫৫৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত পাইয়া আইন্দুর আয়াতটির উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতটির কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে। তাগাবুন সূরায় উল্লিখিত আয়াতটি হচ্ছে, **فَأَنْتُمْ لِلَّهِ مَا أَسْتَطْعَتُمْ** অর্থ : তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথা সাধ্য ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবা কিরাম থেকে যথাসাধ্য কর্মকান্ড আজ্ঞাম দেবার অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছেন।

৭৫৫৮. রবী' ইবন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত পাইয়া আইন্দুর আয়াতটির উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর সূরা তাগাবুনে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। সূরায়ে তাগাবুনে উল্লিখিত আয়াতটির মাধ্যমে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত আয়াতটির কার্যকারিতা রহিত হয়েযায়।

৭৫৫৯. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত পাইয়া আইন্দুর আয়াতটির উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে কথন অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তা প্রতিপালন করতে সক্ষম হয়নি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এ আয়াতের হকুম রহিত করে দেন এবং অবতীর্ণ করেন **فَأَنْتُمْ لِلَّهِ مَا أَسْتَطْعَتُمْ** অর্থাত তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথাসাধ্য ভয় কর।

৭৫৬০. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত পাইয়া আইন্দুর আয়াতটির উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে কঠোর কাজ বান্দাদের উপর ন্যস্ত হয় এবং তারা বলতে থাকে, কে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে? অথবা বলেছেন, কে এর আমল করতে পারে? যখন এ সত্যটি প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ল যে, বস্তুত এ আদেশটি তাদের জন্যে আমল করা কঠোর বা কঠিন, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এ আদেশটি রহিত করে দেন এবং দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ করেন আর আদেশ দেন, **فَأَنْتُمْ لِلَّهِ مَا أَسْتَطْعَتُمْ** অর্থাত এ আয়াতের মাধ্যমে পূর্বেকার আয়াতের হকুম বা কার্যকারিতাকে রহিত ঘোষণা করেন। তবে পরবর্তী বাক্যাংশ **وَلَا تَمُوتُنَّ أَلَا وَإِنَّمَا مُسْلِمُونَ** এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইবন যায়দ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীনে ইসলাম ও ইসলামের মর্যাদাকে সমুরাত ও অক্ষুন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়।

৭৫৬১. তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ **وَلَا تَمُوتُنَّ أَلَا وَإِنَّمَا مُسْلِمُونَ** এর তাফসীরের প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত জীবন বিধান বান্দাদের জন্যে নিজামত হিসাবে গণ্য ইসলাম ও ইসলামের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়।

(১০২) **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْفَرُوا** **وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً**
سَيِّلًا **وَمَنْ كَفَرَ فِي اللَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ** **وَإِنَّ اللَّهَ مِنَ النَّارِ** **فَإِنَّهُ كُمْ مِنْهَا**
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ كَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ ০

১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো : তোমরা ছিলে পরম্পর শক্ত এবং তিনি তোমাদের স্বদয়ে প্রীতির সম্ভাব করেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরম্পর ভাই ভাই হয়ে গেলো। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রাপ্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন। একপে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শন শপ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে -
মধ্যে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে যদ্বান আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধর। অন্য কথায়, যে জীবন বিধান ইসলামকে মান্য করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এগুলোকে মযবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে রাখ। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত মহান কিতাব কুরআনুল কারীমে যে সব সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে তা হলো, যেমন পরম্পরে ভালবাসা, সত্য কথায় একমত পোষণ করা ও আল্লাহ তা'আলার হকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করা।
- **إِعْتِصَام** - এর অর্থ এর আগেও আমরা বর্ণনা করেছি। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **الْحَبْل** শব্দের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এটার দ্বারা এমন একটি উপকরণকে বুঝায়, যার মাধ্যমে যাবতীয় প্রয়োজন মিটান যায় ও লক্ষ্যবস্তু অর্জন করা যায়। আর এজনই নিরাপত্তাকেও হ্বেল হ্বেল বলা হয়ে থাকে। কেননা, এর মাধ্যমে তয়-তীতি দূরীভূত হয়ে যায় এবং অস্থিরতা ও বিহুলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ প্রসংগে বনী ছা'লাবার প্রসিদ্ধ কবি আ'শার কবিতার একটি পঞ্চিং উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন-

وَإِذَا تُجَزِّئُهَا حِبَالٌ قَبِيلَةٌ * **أَخْذَتْ مِنَ الْأَخْرَى إِلَيْكَ حِبَالَهَا**

সূরা আলে-ইমরানের ১১২নং আয়াতেও অনুরূপ অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحْبَلٌ مِنَ النَّاسِ**

আমরা যা বর্ণনা করেছি, অনেক তাফসীরকার এমত সমর্থন করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৫৬২. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **جَمِيعًا** (জনগণ) এর তাফসীরের প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত কথাটির অর্থ **জَمِيعًا** (জনগণ)।

৭৫৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত কথাটির অর্থ **الْجَمَاعَة** (জনগণ)।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এবং কুরআন মাজীদ এবং কুরআনে প্রদত্ত প্রতিশ্রূতিকে বুঝান্তরে হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫৬৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত **شَدَّدِيর দ্বারা** আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এমন ম্যবুত রঞ্জুকে বুঝান হয়েছে যা আঁকড়িয়ে ধরতে আদেশ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল-কুরআনুল করীম।

৭৫৬৫. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত **حَبْلِ اللَّهِ**—এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা'র প্রতিশ্রূতি ও তাঁর নির্দেশ।

৭৫৬৬. আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা'র প্রদর্শিত পথে শয়তান উপস্থিত হয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে সে ডাকে, বলে হে আল্লাহর বান্দা ! এদিকে এসো, এই (আন্ত) পথই প্রকৃত পথ। আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচুত করার জন্যেই সে একুপ আহবান জানিয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহর প্রদত্ত রঞ্জুকে আঁকড়িয়ে ধর। আর আল্লাহর রঞ্জু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত কুরআনুল করীম।

৭৫৬৭. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **حَبْلِ اللَّهِ**—এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

৭৫৬৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত **حَبْلِ اللَّهِ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে **بَعْدَ اللَّهِ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা'র প্রদত্ত প্রতিশ্রূতি।

৭৫৬৯. আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে **بِحَبْلِ اللَّهِ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা'র প্রদত্ত প্রতিশ্রূতি।

৭৫৭০. আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا**—এর অর্থ হচ্ছে আল-কুরআন।

৭৫৭১. দাহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **حَبْلِ اللَّهِ**—এর অর্থ হচ্ছে, আল-কুরআন।

৭৫৭২. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা'র কিতাব আল-কুরআনুল করীমই **حَبْلِ اللَّهِ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা'র প্রদত্ত রঞ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত।

আবার কেউ কেউ বলেন, **حَبْلِ اللَّهِ**—এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা'র একত্ববাদকে একনিষ্ঠত্বাবে স্বীকার করে নেয়া।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫৭৩. আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা'র একত্ববাদকে একনিষ্ঠত্বাবে আঁকড়িয়ে ধর।

৭৫৭৪. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**—এর অর্থ হচ্ছে, এরপর তিনি বাকী আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ পাকের বাণী : **وَلَا تَفَرَّقُوا :—** এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.)—**وَلَا تَفَرَّقُوا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, "ৰোমরা পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা'র প্রদত্ত দীন-ই-ইসলাম এবং তাঁর কিতাবে উল্লিখিত তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রূতির উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হলো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর আনুগত্য স্বীকারে তোমরা একমত্য পোষণ করবে এবং তাঁর আদেশ পালন করবে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫৭৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী **وَلَا تَفَرَّقُوا عَلَيْكُمْ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তোমাদের জন্যে রিচ্ছিন্নতাকে অপসন্দ করেন। এ বিচ্ছিন্নতা তোমাদের মধ্যে অতীতে বিদ্যমান ছিল। এর কুফল উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা'তোমাদের তা থেকে সতর্ক করে দেন আর পরম্পর বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। তোমাদের জন্যে মনোযোগ সহকারে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বাণী শ্রবণ করা, আনুগত্য স্বীকার করা, পরম্পরকে শেহ-মহৱত করা এবং জামাআতবন্ধতাবে বাস করা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদের জন্যে পসন্দ করেন, তা তোমরা যথসাধ্য তোমাদের জন্যে পসন্দ কর। তাঁল কাজ করার শক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা'র তরফ থেকেই আসে।

৭৫৭৬. আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَا تَفَرَّقُوا**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে **وَلَا تَعْدُوا عَلَى**—অর্থাৎ তোমরা বৈরীতাব পোষণ কর না। অন্য কথায়, আল্লাহ তা'আলা'র একত্বতা স্বীকারে একনিষ্ঠত্বায় বৈরী তাব পোষণ কর না বরং এ ব্যাপারে তোমরা একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্বের পরিচয়দেবে।

৭৫৭৭. আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : বনী ইসরাইল একান্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মাত বাহাস্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই দোষখবাসী হবে, তবে একটিমাত্র দল বেহেশতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)—কে জিজেস করা হলো, এ একক দল কোন্টি? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা.) তাঁর হাত ধরে বলেন, তাঁরা হলো একত্রে বসবাসকারী লোকজন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্র আয়াতাংশটি পাঠ করেন : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**

৭৫৭৮. আনাস ইবন মালিক (রা.)—এর নিকট থেকে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৫৭৯. আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মানব জাতি ! তোমাদের কর্তব্য আনুগত্য প্রকাশ করা ও দলবদ্ধ থাকা। কেননা, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার রঞ্জু যা আঁকড়িয়ে ধরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আনুগত্য প্রকাশ ও দলবদ্ধ থাকার মধ্যে যদি কোন অপসন্দনীয় কিছু দেখতে পাও, তাহলে জেনে রেখ, তাও তোমাদের বিচ্ছিন্ন থাকা যা তোমরা পসন্দ কর, তা থেকে উত্তম।

৭৫৮০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৫৮১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْكُرْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قَلْوِيْكُمْ فَاصْبِحُّتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহকে শ্রবণ কর; তোমরা ছিলে পরম্পর শক্তি এবং তিনি তোমাদের স্বদয়ে প্রীতি সম্পর্ক করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরম্পর ভাই হয়ে গেলে।) - এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী (وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْكُرْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قَلْوِيْكُمْ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহকে শ্রবণ কর)-এর অর্থ হলো, ইসলামের উপর তোমাদের সমাবেশ এবং পরম্পরে প্রীতি-সৌজন্য দ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি যা অনুগ্রহ করেছেন, তা শ্রবণ কর। ^কৃত্ম আবু জা'ফর তাবারী (র.) পর্যন্ত আয়াত এবং আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আরবগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

বসরা শহরের কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন, ^وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ^ পর্যন্ত আয়াত শেষ করা হয়। তারপর দ্বারা তার বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করা হয়। আর তাদেরকে মিল মহসুতে আবিষ্ট হয়ে থাকার তত্ত্বাত্মক প্রদানের পূর্বে তারা কি অবস্থায় ছিল তার বর্ণনা দেয়া হয়। আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা পূর্ববর্তী অংশের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানের উদাহরণ হলো, যেমন আমরা বলে থাকি ^أَمْسَكَ الْحَائِطَ أَنْ يَمْلِئَ অর্থাৎ পড়ে যাওয়া থেকে দেয়ালটিকে রঞ্চা করল। এ বাকে যেন পড়ে না যায় কথাটি পূর্ববর্তী কথার বিশদ ব্যাখ্যা স্বরূপ পেশ করা হয়েছে।

কৃফা শহরের কিছু সংখ্যক নাহশাস্ত্রবিদ বলেন, ^إِذْكُرْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قَلْوِيْكُمْ ^ আয়াতাংশ পূর্ববর্তী আয়াতাংশ -এর পর বাঁচাই, পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে সঠিক অভিমত হলো, ^وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ^ আয়াতাংশ -এর সাথে সম্পৃক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়। কাজেই, এ আয়াতাংশের অর্থ হবে নিম্নরূপ :

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্ তা'আলার ঐ নিআমত শ্রবণ কর, যা তিনি তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দান করেছেন, যখন তোমরা তোমাদের একে অন্যের দুশ্মন ছিলে, শিরক ও কুফরীর কারণে, একে অন্যকে অন্যায়তাবে হত্যা করতে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে প্রীতি সৃষ্টি করেন। তারপর তোমরা একে অন্যের ভাই হয়ে গেলে। অর্থাৎ পূর্বে তোমরা ছিলে একে অন্যের শক্তি। এখন তোমরা তোমাদের মধ্যে ইসলামী প্রীতি ও একতার ন্যায় অমূল্য সম্পদ প্রতিষ্ঠিত করলে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৫৮২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ ^أَذْكُرْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قَلْوِيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তোমরা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ দেয়া নি'আমত শ্রবণ কর। তোমরা ছিলে পরম্পর শক্তি, একে অন্যের সাথে লড়াই করতে, তোমাদের সবল দুর্বলের উপর জুলুম করত ও তাকে উচ্ছেদ করত। এমনি সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের নি'আমত দান করলেন, ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মত্ব ও সম্পূর্ণতির সঞ্চার করেন। আল্লাহ্ তা'আলার কসম ! যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। একথা জেনে রেখ যে, পরম্পরের সম্পূর্ণতাই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত আর বিচ্ছিন্নতাই আযাব।

৭৫৮৩. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ ^أَذْكُرْتُمْ أَعْدَاءَ فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قَلْوِيْكُমْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমতকে শ্রবণ কর। অতীতে তোমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধ-বিঘ্ন করতে, সবল দুর্বলের উপর জুলুম করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণতি ও তালবাসা সঞ্চার করলেন। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ইসলামের আত্মত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আনসারগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে নি'আমত দান করেছেন এবং এ আয়াতে তা উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইসলামী সম্পূর্ণতি এবং ইসলামী ঐক্যত্ব। আর তাদের মধ্যে যে শক্রতার কথা আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা ছিল যুক্তোন্তর শক্রতা। ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে আউস ও খায়রাজ নামক দু'টি গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলে এ যুদ্ধকে শ্রবণ করে থাকেন। কথিত আছে, তাদের মধ্যে এ যুদ্ধ একশত বিশ বছর স্থায়ী ছিল।

৭৫৮৪. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে একশত বিশ বছর যাবত এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল। এরপর তাদের মধ্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ, তারা এ যুদ্ধে ছিল জড়িত। বস্তুত তারা একই মাতা-পিতার দুই সহোদর ভাইয়ের ন্যায়। তা সম্ভেদ তাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ ও শক্রতা ছিল, যা অন্য কোন সম্পদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটান। আর নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সন্তোষ সঞ্চার করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শ্রবণ করিয়ে দেন যে, অন্ধকার যুগে তারা শক্রতাবশত দুর্তাগজনকতাবে একে অন্যের সাথে মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানি করত, একে অন্যের ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট থাকত, তাদের মধ্যে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারপর ইসলাম তাদের মাঝে আবির্ভূত হলো। তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করল, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করল, তারা নিজেদের মধ্যে প্রীতি, তালবাসা, একতা ও বস্তুত্ব স্থাপন করে নিল। একে অন্যের কাছ থেকে নিরাপত্তাবোধ করতে লাগল, তাদের মধ্যে আত্মবোধ জন্ম নিল। তাঁরা একে অন্যের ভাইয়ে পরিণত হলেন।

৭৫৮৫. ইয়রত আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদা মাদানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ লোকদের থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, এক সময় বনী আমর ইবন আউফের একজন সদস্য সুওয়ায়দ ইবন সামিত হজ কিংবা উমরা করতে মকায় আগমন করে। সুওয়ায়দের সম্প্রদায় মোটাতোজা, স্বাস্থ্যবান, উত্তম বংশ ও মান-মর্যাদার জন্যে তাদের বংশের মধ্যে তাঁকে পরিপূর্ণ মানব হিসাবে গণ্য করত। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা শুনে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে আল্লাহ ও ইসলামের দিকে আহবান করলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সুওয়ায়দ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, তোমার কাছে যা কিছু আছে, আমার সাথেও তা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ(সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সাথে কি রয়েছে? সে বলল, আমার সাথে রয়েছে লুকমানের হিকমত ও জ্ঞান বিজ্ঞান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন, আমার কাছে তা উপস্থাপন কর। তখন সে রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর কাছে তা উপস্থাপন করল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এগুলো তাঙ্গ কথা, তবে তার চেয়ে উত্তম কথা আমার সাথে রয়েছে, আর তা হলো, কুরআন মজীদ, যা আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে হিদায়াতের আলো হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, এরপর ইয়রত রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কাছে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং তাকে ইসলামের প্রতি আহবান করলেন। তিনি ইসলামের ডাকে সাড়া দিলেন এবং বললেন, এগুলো খুবই তাঙ্গ কথা। এরপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিদায় নিলেন ও মদীনায় পৌছলেন। কিছুদিন পর তাকে খায়রাজের লোকেরা নিহত করে। তবে তার দলের লোকেরা বলত যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তিনি ছিলেন একজন মুসলমান। তার নিহত হবার ঘটনাটি বু'আছ যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল।

৭৫৮৬. আবদুল আশহাল গোত্রের একজন সদস্য আল হাসীন ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী আবদুল আশহালের অন্য একজন সদস্য মাহমুদ ইবন লাবীদ বলেছেন, যখন আবুল হায়সার আনাস ইবন রাফি' মক্কা শরীফে আগমন করেন। তাঁর সাথে বনী আবদুল আশহালের কিছু সদস্য ও সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইয়াস ইবন মুআয় ছিলেন অন্যতম। তাঁরা কুরায়শদের সাথে খায়রাজ সম্প্রদায়ের একটি চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে আগমন করেছিল। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) অবগত হলেন ও তাঁদের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট হলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা যে কস্তুরি সম্পাদন করতে এখানে এসেছ, তার থেকে অধিকতর কল্যাণময় বস্তু আমার কাছে রয়েছে। তারা বললেন, এই কস্তুরি কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তা হলো, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর বান্দাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি তাদেরকে সেই অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকি, যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আমার উপর আল্লাহ তা'আলা কিতাব নাযিল করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কাছে ইসলামের কথা তুলে ধরেন। কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করেন। ইয়াস ইবন মুআয় ছিলেন একজন যুবক। তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ তা'আলার শপথ, আমরা যে কস্তুরি জন্যে এখানে আগমন করেছি, তার চেয়ে উত্তম হলো এটা। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবুল হায়সার আনাস ইবন রাফি' মক্কা শরীফের যমীন থেকে একমুষ্টি পাথর

হাতে নিয়ে ইয়াস ইবন মুআয়ের মুখমত্তলে ছুঁড়ে বলতে লাগল, তুমি এসব কথা থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে দাও, আমার জীবনের শপথ, আমরা এখানে অন্য কাজে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়াস ইবন মুআয় চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের থেকে বিদায় নিলেন এবং তারাও মদীনা শরীফে চলে গেল। এই সময়ই আউস ও খায়রাজ গোত্রদের মধ্যে বৃত্তান্তের যুদ্ধ ছিল প্রবহমান। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তার কিছুদিন পরই ইয়াস ইবন মুআয় পরলোক গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে প্রকাশ করতে তাঁর নবী (সা.)-কে সম্মানিত করতে এবং নিজের প্রতিশ্রুতিকে পরিপূর্ণ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আনসারগণের একটি দলের সাথে হজের মওসুমে সাক্ষাৎ প্রদান করলেন। প্রতিটি হজের মওসুমেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতেন। এমনিভাবে সেবারও তিনি আকাবায় একদল খায়রাজ বংশীয় লোকের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন। এ দলটির উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও রহমত অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইবন উমর ইবন কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার সম্প্রদায়ের মুহাদ্দিছগণ থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সাক্ষাত্তদান করলেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? তারা বলল, আমরা খায়রাজ গোত্রের একটি দল। তিনি আবার তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা কি একটু বসবে না যাতে আমি তোমাদের সাথে কিছু আলোচনা করতে পারি? তারা বলল, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বৈঠকে কিছুকাল কাটাল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পথে আহবান জানালেন এবং তাদের কাছে ইসলাম পেশ করলেন এবং তাদেরকে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে যা অবগত করায়েছিলেন তা হলো, ইয়াহুদীরা আনসারগণের সাথে তাদের শহরে বাস করত। তাদের কাছে আসমানী কিতাব ছিল এবং তারা লেখাপড়া জানত, অথচ তারা ছিল মুশারিক ও মুর্তিপূজক। তাদের শহরে থেকেই তারা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিপ্রহত করত। তাই যখন তাদের মধ্যে এরূপ কোন সংঘাত দেখা দিত, তখন ইয়াহুদীরা বলত, একজন নবী সহসাই প্রেরিত হবেন তাঁর আগমনের সময় অতি সম্ভিকটে। তিনি আগমন করলে আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করব ও তাঁর সাথে যোগ দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব- যেমন আদ ও ইরাম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন ইসলামী দল যুদ্ধ করেছিল। মদীনাবাসীদের সাথে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কথাবার্তা বললেন এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে আহবান জানালেন, তারা একে অপরকে বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ, তোমরা অবগত রয়েছ যে, তিনি এমন একজন নবী যার সমবেক ইয়াহুদীরা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিত। কাজেই, এখন যেন তারা তোমাদের পূর্বে তাঁর প্রতি ইমান না আনতে পারে। তোমরা ইমান নিতে তরাষ্ঠিত কর। রাসূলুল্লাহ (সা.) যাদেরকে আহবান করেছিলেন, তাদের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন এবং তাঁকে বরণ করে নিলেন। আর তিনি ইসলামের যেসব আহকাম আল্লাহ তা'আলা থেকে পেয়ে জনসমক্ষে উপস্থাপন

করলেন, তাও তারা মেনে নিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে লাগলেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে ত্যাগ করলাম। কেননা, এদের মত শক্রতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী দ্বিতীয় আর কোন সম্প্রদায় হয় না। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপনার সাথী-সঙ্গী হিসাবে তওফীক দান করবেন। আমরা তাদের কাছে গমন করব, আপনি তাদেরকে আপনার দিকে উদ্দান্ত আহবান জানাবেন, আমরাও তাদের কাছে ইসলামের ঈসব বিষয় পেশ করব যার প্রতি আমরা সাড়া দিলাম। তাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা ইসলামে স্থির থাকতে তওফীক দেন। তাহলে তাদের কাছে আপনার চেয়ে অধিক সম্মানী আর কেউ হবে না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিদায় নিলেন ও তাদের শহর মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা ইতিমধ্যে ইমান আনলেন এবং ইসলামকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ছয়জন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তারা মদীনায় তাদের নিজের সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্বন্ধে অবগত করলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। তারপর তাদের মধ্যে ইসলামের কথা প্রচার হতে লাগল। আনসারগণের কোন পরিবারই ইসলাম গ্রহণ ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল না। পূর্বে তাদের মধ্যে ইসলাম ও রাসূলের কথা চৰ্চা হয়েছিল। ফলে পরবর্তী বছরে হজ্জের মওসুমে আনসারগণের মধ্য থেকে নেতৃত্বানীয় বারো ব্যক্তি মুক্তি শরীফে আগমন করলেন এবং আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আর এটাই আকাবায়ে উলা (প্রথম) বলে ইতিহাসে সুপরিচিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) দস্তমুবারকে বায়আত গ্রহণ করেন। এ বায়আত ছিল মেয়েদেরকে বায়আত করার ন্যায়। তাতে জিহাদের উল্লেখ ছিল না। আর তা ছিল তাঁদের উপর যুদ্ধ ফরয হিসাবে পূর্বেকার ঘটনা।

৭৫৮৭. হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণের ছয় ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলা প্রতি ইমান আনয়ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতা স্বীকার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের সাথে তাশরীফ নিয়ে যেতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। তাই আমাদের আশংকা এ মুহূর্তে যদি আপনি আমাদের সাথে তাশরীফ নিয়ে যান, তাহলে আমাদের আশংকা, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি যাবেন, তার প্রতি পূর্ণ সাড়া নাও পেতে পারেন। কাজেই তাঁরা তাঁকে পরবর্তী বছরের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। তাঁরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করব। হয়ত ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এযুদ্ধ থেকে মুক্তি দেবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা চলে গেলেন এবং তাঁরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি প্রদান করলেন, অথচ তাঁরা ধারণা করছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এযুদ্ধ থেকে হয়তবা কথনও মুক্তি দেবেন না। আর তা ছিল বুআহের যুদ্ধেরদিন।

পরবর্তী বছরে তারা সত্ত্বে জন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে হাফির হন। তাঁরা ইমান এনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের মধ্যে বারো জন নাকীব (নেতো) নির্বাচন করে দিলেন। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: **وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ**

এবং তোমরা খরণ কর, যহান আল্লাহর সেই নি 'আমাতকে যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, যখন তোমরা পরম্পর শক্র ছিলে। তারপর তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন।

৭৫৮৮. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, তোমরা একে অন্যের দুশ্মন হিসাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলে, **فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ**—এর অর্থ, ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সম্প্রীতি ও ভালবাসার সঞ্চার করেন।

৭৫৮৯. হযরত ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে, তবে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, যখন উস্তুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দিকী (রা.) সম্পর্কে যা রাটে গিয়েছিল, সে বিষয়ে তারা দু'দল একে অপরের উপর ঢাঁও হয়ে উঠল। একে অপরকে বলতে লাগল, আমাদের আর তোমাদের মধ্যে মুকাবিলা হবে উন্মুক্ত ময়দানে। তদনুযায়ী তারা যখন সবেগে উন্মুক্ত ময়দানে বেরিয়ে পড়ল, তখনই **وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ** আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কারীমা নাযিল করেন। তারপর মহান আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের কাছে আগমন করলেন এবং তাদের কাছে কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ পাঠ করলেন। ফলে তারা একে অন্যের তুল বুঝতে পেরে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের নির্দশন বরপ একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন এবং তারা আবেগে এমনকি ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ইমাম সুন্দী (র.) মনে করেন যে, এ আয়াতাংশ **إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً**—এ অন্তর্নিহিত যুদ্ধ দ্বারা সুমায়র ইবন যায়দ ইবন মালিকের যুদ্ধকে বুঝান হয়েছে। সে ছিল বনী আমর ইবন আউফের একজন সদস্য। এর সম্বন্ধে মালিক ইবন আজলান তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

**إِنَّ سَمِيرًا أَرَى عَشِيرَتَهُ * قَدْ حَدِبُوا لَوْنَهُ وَقَدْ آغْفَلُوا
إِنْ يَكُنَ الظَّنُّ صَادِقٌ بِينَتِي * النَّجَارُ لَمْ يَطْعَمُوا الَّذِي عَلَفُونَ**

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সুমায়র তার সম্প্রদায়কে অবগত করেছে যে, তারা ইতিপূর্বে তার পিছনে পড়ে রয়েছে এবং তারা এ অবস্থায় অবশিষ্ট থেকে যাবে যদি বনী নাজার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটি সত্যিকার অর্থে রদবদল না হয়। আর তা হলো যে, তারা এ ব্যক্তিকে খাদ্য দান করবে না যাকে তারা তাদের সংস্পর্শে রেখেছে।

আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আলিমগণ বলেন যে, দুইটি সম্প্রদায় আউস ও খায়রাজীর মধ্যে অতীতের বিরাজমান যুদ্ধকে যে শক্রতা উস্তানি দিয়েছিল, তার প্রধানটি হলো মালিক ইবন আজলান খায়রাজীর আয়দবৃত্ত দাসের হত্যাকাণ্ড। তার নাম ছিল হোর ইবন মুয়ায়না সে ছিল সুমায়র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং মালিক ইবন আজলানের জোটভুক্ত। তারপর এ শক্রতার অগ্নি তাদের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিরাজমান শক্রতার দাবানলকে নির্বাপিত করে দেন। এদিকে ইংগিত করে ইমাম সুন্দী (র.) বলেছেন, অর্থাৎ ইবন সুমায়র ধূংস হোক।

ইমাম সুন্দী (র.) আরো বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ -فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ اخْوَانًا- এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারগণকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন যথা সত্য কথা, ঈমানদারদের সহায়তা, তোমাদের বিরক্তাচরণকারী কাফিরদের কষ্ট দেয়া ইত্যদির মাধ্যমে আত্মবোধ সৃষ্টি করলে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে, একে অপরকে সত্যবাদী মনে করলে, তোমাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ গ্রানি থাকলনা।

৭৫৯০. হ্যরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ اخْوَانًا- এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একদিন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন **كُفَّاكُفَّاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ اخْوَانًا** অর্থাৎ আপনারা কেমন করে ভাই ভাইয়ে পরিণত হলেন? জবাবে তিনি বলেন, আয়াত অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মাধ্যমে পরম্পর ভাই ভাই হয়ে গেলাম।

মহান আল্লাহর বাণী **وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذْتُمْ مِّنْهَا** (তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।)

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারগণকে অরণ করে দিয়ে বলেন, তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় পৌছে ছিলে। অন্য কথায় বলা যায়, হে আউস ও খায়ারাজ সম্প্রদায়দ্বয়, তোমরা অগ্নিগর্তের দ্বার প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলে। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারগণকে হিদায়াত করার পূর্ব মুহূর্তের কথা অরণ করিয়ে দেন এবং ইরশাদ করেন যে তোমরা আল্লাহর দেয়া ইসলামের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবার পূর্বে জাহানামের দ্বার প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলে কিন্তু তোমাদের মধ্যে আত্মবোধের উদ্বেক ও সংক্ষার করে দেয়ায় তোমরা পরম্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হলে। কস্তুর তোমরা জাহানামের এত নিকটবর্তী হয়েছিলে যে, তোমাদের মধ্যে ও এটায় পতিত হবার মাঝে কিছুই তফাহ অবশিষ্ট ছিল না। শুধুমাত্র তোমাদের মৃত্যুর পরপরই তোমাদের কুফরীর দরজন তোমাদের এটার মধ্যে পতিত হয়ে চির দিনের জন্যে স্থায়ী হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দ্বিমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করে তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। এ আয়াতাংশে **উল্লিখিত** অর্থে শব্দটির অর্থ, ধার বা কিনারা। কাজেই -شَفَا- অর্থ গর্তের কিনারা। যেমন আমরা আরবী ভাষায় বলে থাকি অর্থাৎ দোবা ও কৃপের কিনারা। অনুরূপভাবে কবি রাজিয় বলেছেন:

نَحْنُ حَفَرْنَا لِلْحَجَّاجِ سَجْلَهُ * نَابِتَهُ فَوْقَ شَفَاهَا بَقْلَهُ

অর্থাৎ হাজীদের জন্যে আমরা কৃপ খনন করেছি, এর কিনারার উপরিভাগে বালতি স্থাপন করা হয়েছে।

এ কবিতায় উল্লিখিত -فوق شفاهها- এর অর্থ, অর্থাৎ এটার কিনারার উপরিভাগে। যেমন, বলা হয়ে থাকে **هذا شفاء هذه الركيبة** অর্থাৎ এটা এ কৃপের কিনারা। এটা দ্বারা **الفمقصورة**

গঠিত। বলা হয়ে থাকে তার দুই কিনারা। আল্লাহ তা'আলা তারপর ইরশাদ করেন: **فَإِنَّمَا شَفَّوْا مَا شَفَّوا** অর্থাৎ তোমাদেরকে এ দোবা থেকে রক্ষা করেছেন। এখানে **مَرْجِعُ هَذِهِ** অর্থাৎ কৃপ। প্রথমে **شَفَا** বা কৃপের কিনারা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। আবার কিনারাও কৃপের অন্তর্ভুক্ত বিধায় কিনারা সংবাদ থেকে ব্যবহার দিয়ে পরে দোবা সংবাদ পরিবেশন করা বৈধ বটে। যেমন, জারীর ইবন আতিয়া নামক কবি বলেছে-

رَأَثَ مِنَ السَّنِينِ أَخْدَنَ مِنِي * كَمَا أَخَذَ السِّرَّاً مِنَ الْهِلَالِ

অর্থাৎ প্রেমিকা যুগের বিবর্তন দেখল, আর যুগই সকলের আশা-ভরসা তথা প্রেমিকারও আশা-ভরসা গ্রাস করে থাকে। যেমন মাসের সর্বশেষ রাত, নয় চাঁদের আলোককে গ্রাস করে তাকে।

এখানে প্রথমত: **شَفَا** যুগের বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরে আবার **سِنِين** সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উজ্জাজ নামক কবির কবিতা উৎসৃত করা যায়। তিনি বলেন-

طُولُ الْلَّيَالِيِ أَشْرَعْتُ فِي نَقْضِي * طَوَّيْنَ طَوْلِيَ وَطَوَّيْنَ عَرْضِي

অর্থাৎ কালের চক্র আমার ধৰ্মসকে তরান্বিত করেছে। আর একালই আমার জীবনক্ষণ ও মান ইয়্যতকে নিজের সাথে মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে নিয়েছে।

কবিতার প্রথমাংশে কালের চক্রের কর্ম সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে এবং পরবর্তী অংশে কবির জীবনের সম্বন্ধগুলি কালের একটি অংশ হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অবস্থান

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি এ সংবাদে যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তাই বলেছেন।

ঝাঁঝা এমত সমর্থন করেছেন :

৭৫৯১. হ্যরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে -فَانْقَذْتُمْ مِنْهَا كُلَّكِ يَبِيَنْ اللَّهُ لَكُمْ أَيَّامَ- এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে এমন একটি গোত্র সংবাদে ইঁথগিত করা হয়েছে, যারা ছিল সামাজিকভাবে ধৰ্মী, উপজীবিকা অর্জনে ছিল হতভাগা, পথব্রহ্মতায় ছিল সকলের অগ্রগণ্য, ক্ষুধার্ত, বক্রহীন, তদনীন্তনকালের দুই পরাশক্তি- পারস্য ও রোমের মুকাবিলায় ছিল অসহায়। আল্লাহ তা'আলার শপথ, তাদের শহরে ঈর্ষা করা যায় এমন কোন জিনিস ছিল না। তারা হতভাগ্য জীবন যাপন করত। যাদের মৃত্যু হতো, তারা দোষব্যৰ্থ হতো। আল্লাহর শপথ, ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত এ ভূ-পৃষ্ঠে তাদের চেয়ে হতভাগা জাতি এসেছিল কিনা, আমাদের জানা নেই। তারপর

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন দান করলেন। যার মাধ্যমে জিহাদের বিধান দেয়া হলো। আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য এভাবে রিযিকের ব্যবস্থা করলেন। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করলেন। ইসলামের বরকতে তাদেরকে যাবতীয় নি'আমাত দান করলেন যা তোমরা দেখছ। কাজেই, তোমরা আল্লাহ্ পাকের নি'আমতেরশোকুর আদায় কর। নিচয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ অফুরন্ত নি'আমত দানকারী। আর তিনি শোকরগুয়ার লোকদের ভালবাসেন। তার অর্থ, যৌবা শোকরগুয়ার আল্লাহ্ পাক তাদের নি'আমাত বৃদ্ধি করে দেন। কতইনা মহান আমাদের প্রতিপালক এবং বরকতময়।

৭৫৯২. হযরত রবী' ইবন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অবিশ্বাসী বান্দাহ্ ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন এবং ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন।

৭৫৯৩. হযরত সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذْنَاكُمْ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, তোমরা জাহানামের দ্বার প্রাপ্তে পৌছে গিয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে যে মারা যেত, সে যেন জাহানামে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর মাধ্যমে দয়া পরবশ হয়ে তোমাদেরকে উক্ত জাহানাম থেকে রক্ষা করলেন।

৭৫৯৪. হযরত হাসান ইবন হাই (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذْنَاكُمْ**, অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পরও অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব করা।

মহান আল্লাহ্ র বাণী **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَّاتٍ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ**

ইমাম আবু জা'ফর তাৰারী (র.) এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আটস ও খায়রাজ গোত্রদের মু'মিন বান্দাগণকে জানিয়ে দেন যে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তার নির্দর্শনসমূহ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুদী আলিমরা তোমাদের জন্যে অন্তরে যে শক্রতা পোষণ করে এ সহক্ষেও আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের গোপন ঘড়্যন্ত্রকে তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা যথাযথ পালন করতে হৃকুম দিয়েছেন এবং যা নিয়েধ করেছেন তা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ, তোমরা এসব নিষিদ্ধ কাব্য অঙ্ককার যুগে যথেচ্ছা আঞ্চাম দিতে। আবার ইসলামের প্রাথমিক যুগে তোমরা যা করতে সে সহক্ষেও আল্লাহ্ তা'আলা শ্রমণ করিয়ে তোমাদের প্রতি তাঁর দেয়া নি'আমতের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বাণীর মাধ্যমে যাবতীয় দলীলাদি বর্ণনা করেছেন। যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পার এবং আদেশ-নিয়েধের দায়িত্ব থেকে কখনও পথভৃষ্ট হবে না।

কল্যাণের পথে আহবানকারী একদল থাকা চাই

(১.৪) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে; তারাই সফলকাম।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাৰারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, হে মু'মিন বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল গড়ে উঠুক, যারা জনগণকে ইসলাম এবং তাঁর বান্দাদের জন্যে তাঁর অনুমোদিত ইসলামী শৱীআতের দিকে আহবান করবে। তারা মানব জাতিকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত দীনের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে নির্দেশ দেবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্থীকার করা, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে মান্য না করা ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি থেকে নিয়েধ করবে। তারা হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা যুক্ত করবে, যতক্ষণ না শক্রপক্ষ তাদের বশ্যতা স্থীকার করে। তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সকলকাম। বেহেশ্তের নি'আমাতসমূহ তারা ভোগ করতে থাকবেন। অন্য জায়গায় আমরা প্রাপ্তি-ভালুক। এর অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যার পুনরুত্তর প্রয়োজন নেই।

৭৫৯৫. সুহা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উচ্চমান (রা.)-কে নিম্নবর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। হযরত উচ্চমান (রা.) তিলাওয়াত করেন: **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক গড়ে উঠুক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে বারণ করবে। আর তারা মুসীবতের সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

৭৫৯৪. আমর ইবন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন যুবায়র (রা.)-কে উক্ত আয়াত উপরে বর্ণিত পাঠ পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তারপর তিনি হযরত উচ্চমান (রা.)-এর ন্যায় পূর্বোল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

৭৫৯৭. হযরত দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত -**وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ** এর বিশেষ সাহাবা এবং তারাই হাদীসে রাসূল (সা.)-এর বিশেষ বর্ণনাকারীও।

ইয়াহুদ নাসারার মত হলে ধ্বংস অনিবার্য

(১.৫) وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنُتُ ۖ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَعْظَمُ ۝

১০৫. তোমরা তাদের মত হয়ে না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশান্তি।

ଅନ୍ୟ କଥାଯ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲା ଏ ଆୟାତେ ମୁ'ମିନ ବାନ୍ଦାଗଣକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଇରଶାଦ କରେନ, ହେ ମୁ'ମିନ ବାନ୍ଦାଗଣ ! ତୋମରା ଏଇ ସବ ଇଯାହୂଦ ଓ ନାସାରାର ନ୍ୟାୟ ହେଲୋ ନା, ଯାରା ନିଜେଦେର ବିଚିନ୍ନ କରେଛେ, ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ଦୀନେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ। ତାଦେର ନିକଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦଶନ ଆସାର ପର ତାରା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ଆଦେଶ ଓ ନିଷେଧେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ, ତାରା ସଠିକ ବିଷୟଟି ଜାନାର ପରଓ ତାର ବିରୋଧିତା କରେଛେ; ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ନିର୍ଦେଶେର ବରଖେଲାଫ କରେଛେ ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଯେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ସାଥେ କୃତ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଭଙ୍ଗ କରେଛେ। କାଜେଇ ଇଯାହୂଦ ଓ ନାସାରାଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଯାରା ବିଚିନ୍ନତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଯେଛେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦଶନ ଆସାର ପର ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ, ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ରଯେଛେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାର ତରଫ ଥେକେ ମହାଶାନ୍ତି । ତାଇ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲା ଏ ଆୟାତେର ମଧ୍ୟେ ମୁ'ମିନ ବାନ୍ଦାଗଣକେ ଆଦେଶ ଦେନ, ହେ ମୁ'ମିନଗଣ ! ତୋମରା ତୋମାଦେର ଦୀନେ ବିଚିନ୍ନତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଯୋ ନା, ଯେମନ କରେ ଐସବ ଇଯାହୂଦ ଓ ନାସାରାରା ତାଦେର ଦୀନେ ବିଚିନ୍ନତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଯେଛି । ଅନ୍ୟ କଥାଯ, ତାଦେର ମତ ତୋମାଦେର କାଜ ଯେନ ନା ହୁଁ, ତୋମରା ତୋମାଦେର ଦୀନେ ତାଦେର ସୁମାତ ବା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରବେ ନା । ଯଦି ତୋମରା ଏସବ ନିଷେଧାବଳୀର ନିକଟେ ଯାଓ ବା ଏଗୁଲୋ ଅମାନ୍ୟ କର, ତାହଲେ ତାଦେରକେ ଯେବୁପ ମହାଶାନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରେଛେ, ତୋମାଦେରକେଓ ଉତ୍କୁ ମହା ଶାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହବେ । ଯେମନ ବାର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ :

۷۵۸. هyrat rabi' (r.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত **لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْرُبُوا إِلَهًا مِنْ بَعْدِ** - **مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারা ইয়াহুদ ও নাসারা। তারা যেরূপ বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিয়েছে ও শ্পষ্ট নির্দেশ আসার পর তারা মতান্তরের সৃষ্টি করেছে, মুসলমানগণকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। যেরূপ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে ইয়াহুদ ও নাসারারা। আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

৭৫৯. হয়রত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত। **وَلَا تَنْكِبُوا كَالَّذِينَ** – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের আয়াতে যু'মিন বান্দাগণকে দলভূক্ত হয়ে থাকতে নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে মতান্তর ও বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। আর তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পূর্বে যারা ছিল আল্লাহ তা'আলার দেয়া দীনে মতবিরোধ ও ঝগড়ার সৃষ্টি করায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্রংস করে দিয়েছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْهُ اَعْلَمُ بِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

৭৬০০. হ্যরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, তারা ইয়াহুদ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়।

শেষ বিচারের দিন ঈমান ও কুফরী অনুপাতে চেহারা উজ্জ্বল ও মলিন হবে

(١٠٦))تَوْهَرَ تَبَيَّضَ وَجْهَهُ وَتَسُودَ وَجْهَهُ فَإِمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَكَفَرُتُمْ

يَعْدَ إِنْهَاكُمْ فَدُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٥

(١٧) وَأَمَّا الَّذِينَ أَيْضَثُتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝

১০৬. সেদিন কতকে মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতকে মুখ কাল হবে; যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরীতে মগ্ন ছিলে।

১০৭. যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহে শান্তিতে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তাদের জন্যে রয়েছে এমন একদিনে মহাশান্তি যেদিন কতেক মুখ হবে উজ্জ্বল এবং কতেক মুখ হবে কাল।

فَامَّا الَّذِينَ اسْوَدُتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانَكُمْ -
তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : ।
অর্থাৎ যাদের মুখ কাল হবে, তাদেরকে বলা হবে, ইমান আলয়নের পর কি তোমরা কুফরী করেছিলে ?
কাজেই তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।

আয়াতাংশ **أَكْفَرُ تُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ** দ্বারা কাকে সমোধন করা হয়েছে এ নিয়ে তাফসীরকারণগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতাংশে একই কিবলার অনুসারী আমাদের মুসলিম উম্মাহকে সমোধন করা হয়েছে।

ଶ୍ୟାମା ଏକଳପ ଅଭିଯତ ପୋଷଣ କରେଛେ :

۷۶۰۱۔ হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **بِيَوْمِ تَبَيْصِيزٍ وَجْهُوكُمْ شَسُونَ وَجْهُوكُمْ** ۵۸۸-
৫৮৯-
তৃতীয়া -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যেমন তোমরা শুনেছ, কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনয়নের পর
কুফরী করেছিল। আমাদের ন্যায় তাবিঙ্গণের কাছে এ হাদীসটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, **রাসূলুল্লাহ**
(সা.) বলতেন, যেই সন্তার হাতে মুহাম্মদ এর জীবন সমর্পিত, সেই সন্তার শপথ ! আমার সাহাবাগণের
মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক আমার জন্যে নির্ধারিত প্রস্তুবণে পানি পান করার জন্যে আগমন করবে।
তাদেরকে আমার কাছে আনা হবে এবং আমি তাদের প্রতি অবলোকন করব ও তাদেরকে আয়া থেকে
ছিনিয়ে যেতে নিয়ে তারা দৃষ্ট হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক ! তারা আমার সাহাবা,
তারা আমার সাহাবা। জবাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার প্রত্যয়গমনের পর কি
করেছে।

আয়াতাংশ ﴿۱۷﴾- এর মধ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগত ও প্রতিশ্রূতি রক্ষাকারী সম্পদায়। তাদের কর্মফলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহে থাকবে এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৭৬০৩. আবু উমামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে বলেন, তারা খারজী সম্প্রদায়। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে ঐসব মানব সন্তান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যাদের থেকে হ্যরত আদম (আ.)-এর ওরসে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এবং হ্যরত আদম (আ.)-কে তাদের এ অঙ্গীকারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। এরপ প্রতিশ্রুতির কথা কুরআনুল করীমে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত ঈমান ও প্রতিশ্রুতির পর তারা এ নশ্বর জগতে এসে কুফরীর আশ্রয় নিয়েছে।

ঝারা এমত পোষণ করেন :

بِمَ تَبَيَّنَتْ جُوَاهِرُهُ وَتَسْوِدُتْ جُوَاهِرُهُ^{১০৩}
৭৬০৪. উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ^{১০৪} -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার বাল্দাগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে। কাজেই, যাদের মুখ কাল হবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা লা'ন্ত করবেন এবং জিজেস করবেন,
أَكْفَرْتُمْ بِعَدَ إِيمَانِكُمْ^{১০৫} অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন করার পর কি কুফরী করেছিলে? **فَلَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كُفَّارَنَّ** কাজেই, তোমরা শাস্তি তোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত ঈমানের দ্বারা এ ঈমানকে বুঝানো হয়েছে যা হ্যরত আদম (আ.)-এর যুগে মতবিরোধ সৃষ্টি হবার পূর্বে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা বনী আদম (আ.) থেকে তখন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর তারা সকলে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের স্বীকৃতি দিয়ে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামী ফিতরাতে সৃষ্টি করেছিলেন। তারা ছিল একই অভিমত পোষণকারী মুসলিম উমাহ। হ্যরত আদম (আ.)-এর যুগে একই উম্মতভুক্ত থাকার পর তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছিলে? আর যারা স্বীয় ঈমানের উপর ম্যবুত থাকবে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এরপ প্রশ্ন করবেন যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে দীন ও আমলকে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখকে করবেন উজ্জ্বল এবং নিজের সন্তুষ্টি ও জান্মাতে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশ^{১০৬} -এর মধ্যে মুনাফিকদের সংযোধন করা হয়েছে।

ঝারা এমত পোষণ করেন :

بِمَ تَبَيَّنَتْ جُوَاهِرُهُ وَتَسْوِدُتْ جُوَاهِرُهُ^{১০৭}
৭৬০৫. হ্যরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ^{১০৮} -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝান হয়েছে। তারা মুখ দ্বারা ঈমানের কালেমাকে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তর ও কাজকর্মের মাধ্যমে ঈমানকে অঙ্গীকার করেথাকে।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত অভিমতই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সকল কাফিরকে বুঝান হয়েছে বলে অভিমত পেশ করেছেন। আর যেই ঈমান থেকে বিচ্যুত হবার বিষয়টি নিয়ে

اللَّهُ أَنْتَ مِنْ رَبِّكُمْ^{১০৯} করা হবে তা হলো, আমাদের প্রতিপালক রূহের জগতে যখন প্রশ্ন করেছিলেন^{১১০} তখন বনী আদম বলেছিল **بِلِّي شَدِّدْنَا** অর্থাৎ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম বস্তুত মহান আল্লাহ তা'আলা আবিরাতে সমগ্র মানব জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করবেন। একদলের মুখ হবে কাল এবং অপর দলের মুখ হবে উজ্জ্বল। কাজেই, স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, যখন দুই দল ব্যক্তি অন্য কোন দল হবে না, তখন সমস্ত কাফির একদলভুক্ত হবে যাদের মুখ হবে কাল এবং সমস্ত মু'মিন অন্য একদলে দলভুক্ত হবে, যাদের মুখ হবে উজ্জ্বল। কাজেই, যেসব তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতাংশ^{১১১} -এর যাদের মুখ হবে উজ্জ্বল। কাজেই, যেসব তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতাংশ কাফিরকে বুঝান হয়েছে, তাদের এ উত্তির কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং মহান মধ্যে কিছু সংখ্যক কাফিরকে বুঝান হয়েছে, তাদের এ উত্তির কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে এ সংবাদ দ্বারা একদলভুক্ত করেছেন। আর তারা যখন একই দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন, তখন বুঝা গেল যে, তারা সকলে একবার মু'মিন অবস্থায় ছিল পরে তারা ঈমানকে পরিত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র এক অবস্থায় ঈমান পরিত্যাগ করার কথা বলা হওয়ায় এটা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে সমস্ত কাফিরকেই বুঝান হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ :

أُولَئِكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{১১২} তাদের জন্যে মহাশাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ শাস্তি এমন একদিন হবে, যেদিন একদলের মুখ হবে উজ্জ্বল এবং অপর দলের মুখ হবে কাল আবার যাদের মুখ হবে কাল তাদেরকে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলার একত্রিতাকে স্বীকার করার পর, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। এ প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর যে, আল্লাহ তা'আলার জন্যে ইবাদতকে একনিষ্ঠ করবে। এরপ অঙ্গীকার প্রদানের পর কি তোমরা কুফরীর অশ্রয় নিয়েছিলে। যদি তাই হয়, তাহলে আজকের দিনে কঠিন আয়াব তোগ কর। যাদের মুখ হবে উজ্জ্বল, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারে সুদৃঢ় ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ছিলেন অত্যধিক তৎপর, তারা নিজের দীন পরিবর্তন করেন নি, প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর তা ভঙ্গ করেননি, তাওহীদ ও আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতের সাক্ষ্য দেয়ার পর তা প্রতিনিয়ত রক্ষায় করেছেন, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রহমতের ছায়ায় স্থান পাবেন। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত অফুরন্ত নি'আমত উপভোগ করবেন। জানাতবাসীদের জন্যে যে সব নি'আমতের ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলো তারা পুরাপুরি উপভোগ করবেন। আর অনন্ত অসীম সময়ের জন্যে জান্মাতে স্থায়ী হয়ে যাবেন।

আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীর প্রতি জুলুম করেন না

(১০.৮) ۱۰۸. تَلَكَ أَيْتُ اللَّهُ نَسْلُوكَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ لِلْعَلَمِينَ

১০৮. এগুলো, আল্লাহর আয়াত, আপনার নিকট যথাযথ ভাবে আবৃত্তি করছি। আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি জুলুম করতে চান না।

আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.)-এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ^{১১৩} -তে বর্ণিত একটি শব্দটি এখানে **هُم**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত

اللَّهُ أَكْبَرُ - এর অর্থ মহান আল্লাহর দেয়া উপদেশ, নসীহত ও প্রমাণসমূহ। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ন্টোহামাইন - এর অর্থ, نَقْرِئُهَا عَلَيْلَوْنَقْصِهَا - অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে পড়ছি এবং বর্ণনা করছি। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত بِالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ - এর অর্থ, بِالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ অর্থাৎ যথাযথ ও বিশ্বস্ততার সাথে। اللَّهُ أَكْبَرُ এ আয়াতসমূহে দ্বারা হ্যরত নবী করীম (সা.) - এর আনসার সাহাবিগণের বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। এগুলোতে উল্লেখ রয়েছে বনী ইসরাইলের ইয়াহুদী ও আহলে কিতাবের প্রসঙ্গ। আরো উল্লেখ রয়েছে তাদের কথা, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, যারা মহান আল্লাহর দীনে পরিবর্তন করেছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তা লংঘন করেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) - কে জানিয়ে দেন যে, তিনি এগুলো তাঁর নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছেন, তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর মাখলুকের কাকে তিনি কি শাস্তি দেবেন এবং তাকে আরও জানিয়ে দেন যে, তিনি কাকে কি পুরস্কার দেবেন। তিনি এও জানিয়ে দেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের কারো কারো মুখ হবে কাল, তারা মর্মস্তুদ ও মহাশাস্তি ভোগ করবে এবং তারা এ মহাশাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ এ শাস্তি প্রশংসিত হবে না। কিংবা তাদের থেকে রহিতও করা হবেনা। আবার তাদের মধ্যে যাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন, যেমন কিয়ামতের দিন তাদের মুখ হবে উজ্জ্বল, তাদের মান-মর্যাদা ও সমান আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধি করবেন এবং মহাসম্মানে তারা চিরস্থায়ী হবেন। তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। প্রদত্ত নি'আমতের পরিমাণ হ্রাস করবেন না। কাউকেও কোন প্রকার অন্যায়ের সম্মুখীন হতে হবে না বরং তারা যে আমল করবে সে সব আমলের আপেক্ষিক শুরুত্ব রক্ষা করে তাদেরকে নি'আমত ও সমানে ভূয়িত করবেন, তাদেরকে পুরাপুরি প্রতিদান প্রদান করবেন। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন : وَمَا لِلَّهِ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি জেনে রাখুন, তাদের মুখকে বিবর্ণ করার ব্যাপারে এবং তাদের মর্মস্তুদ শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে, তাদের মুখকে উজ্জ্বল করার বিষয়ে এবং তাদেরকে বেহেশতে অফুরন্ত নি'আমত প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করবেন না। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে যা প্রয়োজ্য, তাই করা হবে। তাতে কোন প্রকার ঝটি পরিস্কিত হবে না। অনুরূপভাবে বান্দাদের জানিয়ে দেয়া হলো যে, ঈমানদার ও অনুগতদেরকে পুরস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং কাফির ও নাফরমানদের প্রতি যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে, তার বিপরীত করা হবে না। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসবের দ্বারা কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং মু'মিনগণকে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।

জগতের সবকিছু মহান আল্লাহর এবং সবকিছুই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনশীল

(১.১) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَإِلَهَ تُرْجَعُ الْأَمْوَارُ

১০৯. আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সব আল্লাহ তা'আলারই; আল্লাহ তা'আলার নিকটই সব কিছু ফিরে যাবে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, যারা একবার ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছে,

তাদের তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। তাদেরকে মহাশাস্তি প্রদান ও তাদের মুখকে কালো করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার যারা ঈমানের উপর সুদৃঢ় রয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন, সে সব ঈমানদারকে পুরস্কৃত করার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। তাদেরকে জানাতে চিরস্থায়ী করার কথাও বলেছেন। এব্যাপারে কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না বলেও তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্য কথায়, দুইটি গ্রন্থের সাথে প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করবেন না। কেননা, এরূপ করার কোন প্রয়োজনই অনুভূত নয়। বস্তুত বলা হয়ে থাকে যে, কোন জালিম লোক অন্যের প্রতি জুলুম করে নিজের মান-সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চায় কিংবা নিজের রাজত্বের ও মালিকানার পরিধি বৃদ্ধি করতে চায়। কেননা, তার মান-সম্মান ও মালিকানা স্বত্ত্ব অসম্পূর্ণ। তাই অন্যের প্রতি জুলুম করে নিজের মান-মর্যাদা ও ইয্যত-হরমত এবং মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পায়। আর যার মান-সম্মান ও ইয্যত-হরমত ঘোলকলায় পরিপূর্ণ; যার রাজত্ব বিশ্ব জগতব্যাপী এবং যার মালিকানা স্বত্ত্ব দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর পক্ষে অন্যের প্রতি জুলুম করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন উপকরণাদির মধ্যে কোন প্রকার ঝটি বা ঘাটতি নেই বিধায় অন্যের উপর জুলুম করে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে এসে নিজের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে জুলুম করার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই, আল্লাহ তা'আলা এরূপ দোষ থেকে মুক্ত এবং তিনি খুবই মর্যাদা সম্পর্ক স্বত্ত্ব। আর এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা নিজস্ব ফরমান - وَلَلَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - এর পরে ইরশাদ করেছেন।

এ আয়াতের প্রথমাংশ - এ - وَلَلَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ উল্লেখ রয়েছে। তাই দ্বিতীয়াংশে পুনরায় - اللَّهُ شَدِّ - শব্দ উল্লেখ করে বলার কারণ সম্বন্ধে আরবী ভাষাভাষিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

বসরার অধিবাসী কোন কোন আরবী ব্যাকরবিদ উল্লেখ করেছেন যে, তা হলো এরূপ, যেমন আরবগণ বলে থাকেন আমা زَيْدُ فَذَهَبَ زَيْدٌ। অর্থাৎ তবে যায়দের ব্যাপারটা হলো যে, যায়দ চলে গিয়েছে(এখানে সে চলে গেছে বললে অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না। অনুরূপভাবে একজন কবি বলেছেনঃ

لَا أَرِيَ الْمَوْتَ يَسِيقُ الْمَوْتَ شَرِّ - نَفْسَ الْمَوْتَ شَرِّاً الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ

অর্থাৎ কবি বলেন, আমি মৃত্যু সহস্রে ধারণা করি না যে কোন কস্তুরীকে অতিক্রম করতে পারবে। কেননা, মৃত্যু ধনী ও দারিদ্র সকলকে অলিঙ্গন করে থাকে। কবি তার দ্বিতীয়াংশে মৃত্যুর পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার না করে পুনরায় মৃত্যু শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণার কিছু সংখ্যক নাহশান্ত্রবিদ বলেন, আয়াতে বর্ণিত লাল শব্দকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার বিষয়টি উপরোক্ত কবিতায় শব্দটিকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার মত ব্যাপার নয়। কেননা, কবিতার দ্বিতীয় অংশে শব্দটি প্রাক্তপক্ষে একই শব্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুইবার শব্দ প্রকৃতপক্ষে একই শব্দ হিসাবে

যারা এমত পোষণ করেন :

۷۶۰۶. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁরা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে ঘর—বাড়ী ত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিলেন।

۷۶۰۷. অন্য এক বর্ণনায় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁরা, যাঁরা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করেছেন।

۷۶۰৮. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন নিশ্চয় এ আয়াতে **كُنْتُمْ** না বলে **أَنْتُمْ** বলতেন, তাতে আমাদের সবাইকে বুঝাত। কিন্তু তিনি ইরশাদ করেছেন **كُنْتُمْ** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর বিশেষ সাহাবী ছিলেন এবং তাদের ন্যায় যারা ইসলামের খিদমত করেছিলেন। তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির উপকারার্থে ছিল তাদের আবির্ভাব। তাঁরা সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন।

۷۶۰৯. ইকবামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.), আবু হ্যায়ফা (রা.)—এর আয়াদকৃত গোলাম সালিম (রা.), উবায় ইবন কাব (রা.) এবং মুয়ায় ইবনে জাবাল (রা.) সহস্রে অবতীর্ণ হয়েছিল।

۷۶۱০. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত তাফসীর প্রসঙ্গে হ্যরত উমর (রা.) বলেছেন, অত্র আয়াতাংশে আমাদের প্রথম যুগের ব্যক্তিবর্গকে বুঝান হয়েছে অর্থাৎ আমাদের শেষ যুগের ব্যক্তিবর্গ এ আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত নন।

۷۶۱۱. আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা মহানবী (সা.)—এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করেছিলেন।

۷۶۱۲. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা হ্যরত উমর (রা.) তাঁর এক হজ্জ সফরে জনগণের মাঝে কিছু অপসন্ধনীয় কায়কলাপ লক্ষ্য করলেন এবং অত্র আয়াতটি পাঠ করলেন **كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ**—এর প্রসঙ্গে বলেন, হে মানব জাতি ! তোমরা জেনে রেখ, যে ব্যক্তি চায় যে, তাকে উক্ত শ্রেষ্ঠ উম্মতভুক্ত করা হবে, তাকে অবশ্যই আল্লাহর দেয়া শর্ত পূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

۷۶۱۳. দাহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর বিশেষ সাহাবীবৃন্দ। অর্থাৎ তাঁরাই ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনাকারী, ইসলামের প্রতি অন্যদেরকে দাওয়াত প্রদানকারী এবং যাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে অনুরূপ নয়। কারণ, **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** আলাদা একটি সংবাদ। তা আর এক নয়। আয়াতের প্রত্যেক অংশই তিনি অর্থ বা তাৎপর্য বহন করছে। প্রত্যেক অংশই অর্থের দিক দিয়ে ব্যবস্থৰ্পণ। এক অংশের অর্থ বুঝতে অন্য অংশের অর্থ বুঝাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যেমন, কবি বলেছেন **لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ الْمَوْتُ**—এই বাক্যাংশটির অর্থ বুঝতে পরবর্তী বাক্যাংশের অর্থ বুঝা প্রয়োজন। কেননা, তা না হলে কবিতায় উল্লিখিত পুরাপুরিতাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে না।

ইয়াম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটি আমাদের মতে উত্তম। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পাক কালামের শব্দের অপ্রচলিত অর্থে তাফসীর করা সমীচীন নয়, বরং সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত অর্থেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম ভাষার অলংকার শাস্ত্রে খুবই সমৃদ্ধ। কাজেই কালাম পাকের আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রকাশ অর্থ নেয়াই সর্বজনবিদিত ও সমর্থিত।

পুনরায় এ আয়াতাংশ **وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ**—এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশে ঘোষণা করছেন যে, ভাল, মন্দ, নেককার বদকার সকলের সকল কাজ মহান আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান প্রদান করার বেলায় জুলুম করেন না।

মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য ঘোষণা

(۱۱.) **كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ** **أَخْرِجَتْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ** **تَامِرُونَ** **بِالْمَعْرُوفِ** **وَتَنْهَوْنَ** **عَنِ الْمُنْكَرِ** **وَتُؤْمِنُونَ**
بِاللَّهِ طَوْلًا **وَلَوْلَا** **أَهْلُ الْكِتَابِ** **لَكُلَّ** **كَانَ** **خَيْرًا** **إِلَّهُمْ** **مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ** **وَاللَّّٰهُمْ** **فِي** **الْفَسَقِ** **مُنَاهَنُونَ**

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করবো। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্যে তা ভাল হতো। তাদের মধ্যে কিন্তু সংখ্যক মু'মিন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

ইয়াম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশ **كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ** **أَخْرِجَتْ**—এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, ঐসব মু'মিন বান্দা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর বিশেষ সাহাবী।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত গুণবলীর অধিকারী, তাই তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির তাফসীর হচ্ছে নিম্নরূপ :

তোমরা যেহেতু সৎকাজের আদেশ প্রদান কর। অসৎ কাজ থেকে অন্যদের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, সেহেতু তোমাদের যুগে তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬১৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে তোমরা প্রেরিত। তবে এ শর্তে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে তোমরা যারা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে ও আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা সুরা দুখানের ৩২নং আয়াতে ইরশাদ করেন **وَلَقَدْ أَخْرَتْنَا هُنْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ** অর্থাৎ আমি জেনে শুনেই তাদেরকে তৎকালীন বিশে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

৭৬১৫. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে মানব জাতির উপকার সাধনে আবির্ত্ত হয়েছিলে, এ শর্তে যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে ছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা একপ ফরমান জারী করেছিলেন। যেমন- কুরআনুল কারীমের সুরা দুখানের ৩২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **وَلَقَدْ أَخْرَنَا هُنْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ** অর্থাৎ আমি জেনে শুনেই তাদেরকে তৎকালীন বিশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম।

৭৬১৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, তোমরা ছিলে মানব জাতির কল্যাণে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদেরকে তোমরা বন্ধী বা শৃংখলাবন্ধ করে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

৭৬১৭. আতিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে তোমাদের শুভ আবির্ত্ত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর মধ্যে সাহাবা কিরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তারাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬১৮. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অতীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা

كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ অর্থাৎ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের আবির্ত্ত হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে বুবান হয়েছে যে, তারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তাদের আবির্ত্ত ঘটেছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬১৯. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ উম্মতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনা গিয়েছিল।

৭৬২০. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (র.) বলেছেন, আমরাই আবিরী উম্মত এবং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আমরাই অত্যধিক সম্মানিত।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের তাফসীরে উপরোক্তিত অভিমতগুলোর মধ্যে হাসান (র.)-এর অভিমতটি উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য ওসমাদৃত।

৭৬২১. হযরত বাহ্য (র.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেন, মনে রেখো, তোমরাই সন্তুর উম্মতের সম্পূরক। আর তোমরাই তাদের মধ্যে সর্বশেষ এবং তোমরা মহান আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।

৭৬২২. হযরত বাহ্য (র.) তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে অন্য এক সনদে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আয়াত -**كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ**-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা সন্তুরতম উম্মতের সমাপ্তি ঘটালে, তোমরা তাদের মধ্যে উত্তম এবং মহান আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।

৭৬২৩. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বা শরীফের দিকে পিঠে হেলান দিয়ে বসে বলেন, আমরা কিয়ামতের দিন সন্তুরতম উম্মত রূপে গণ্য হব, আমরা তাদের মধ্যে সর্বশেষ এবং আমরাই আল্লাহর নিকট উত্তম।

পরবর্তী আয়াতাংশ -**تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ**-এর অর্থ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দাও এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া শরীআতের বিধানসমূহ পালন করতে আদেশকর।

পরবর্তী আয়াতাংশ -**وَتَنْهَيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ**-এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরুক করা থেকে এবং রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করা থেকে বিরত রাখবে।

৭৬২৪. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **كُلَّمَا حِلَّ أَمْرٌ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেবে, যেমন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কোন মা‘বুদ নেই। আল্লাহ তা‘আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার সত্যতা স্বীকার করে নেবে। আর যারা অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। কস্তুর ‘আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কোন মা‘বুদ নেই।’ এ কলেমা স্বীকার করা সবচেয়ে বড় সৎকাজ। তারা তাদেরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর অসৎ কাজ হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)—কে অস্বীকার করা। আর এটা হলো সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ।

সৎকাজের মূল হলো, সৎকাজ মাত্রেই সম্পাদন হবে সুন্দর, সমাদৃত এবং যারা আল্লাহু পাকের প্রতি বিশ্বাস রাখে, মু'মিনগণের নিকট তা অপসন্দনীয় হবে না। আল্লাহু পাকের আনুগত্যকেই সৎকাজ বলা হয়। কেননা, ইমানদারগণ এটাকে সৎকাজ বলে গণ্য করে এবং এ কাজকে তারা কখনও অপসন্দ করেন।

অসৎকাজের মূল হলো, যা আল্লাহু তা'আলা অপসন্দ করেন এবং তা করাকে আল্লাহুর বান্দাগণ খারাপ মনে করে। এজন্যই আল্লাহু তা'আলার নাফরমানীকে অসৎকাজ বলা হয়। কেননা, আল্লাহু তা'আলাকে যে বিশ্বাস করে, তারা তা করাকে খারাপ মনে করে থাকেন। আর তার অশ্রয় নেয়াকে জ্যন্তম অন্নায় বলেও বিবেচনা করে থাকেন।

- এর অর্থ, তাঁরা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মহান আল্লাহর একত্রিতাদের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে যদি কোন প্রশ়ঙ্গকারী প্রশ্ন করে যে, এ আয়াতাশে কেমন করে বলা হলো ۝كُنْتُ خَيْرًا مِّمَّا أَرَىٰ ۝ অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উচ্চত ছিলে। অথচ, আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ আয়াতাশের মাধ্যমে এ উচ্চতকেই অতীতের উচ্চতদের মধ্যে তোমরা উচ্চম উচ্চত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা ۝كُنْتُ خَيْرًا مِّمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ سَبَدَ ۝ - এর মাধ্যমে এরূপ সম্প্রদায় সবক্ষে বলা হয়ে থাকে যারা অতীতে ছিল উচ্চম উচ্চত এবং পরে তারা পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন করেছে। ۝كُنْتُ خَيْرًا مِّمَّا أَرَىٰ ۝ এর অর্থ “তোমরা উচ্চম উচ্চত”। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ۝أَنْتُمْ خَيْرٌ مِّمَّا وَدَرْكُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ ۝ অর্থ অরণ কর সেই সময়কে যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক (সূরা আনফাল : ২৬), অন্য কথায় অর্থ অরণ কর সেই সময়কে যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক (সূরা আনফাল : ২৬), অন্য কথায় ক্ষমতারে আল্লাহ্ তা‘আলা সুরায়ে আ‘রাফে ইরশাদ করেছেন। ۝أَنْتُمْ قَلِيلٌ فَلَيَالِيٌ فَكَرِكَمٌ ۝ অর্থ, অরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তা‘আলা তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিছেন। (আয়াত: ৮৬) কাজেই দেখা যায় এ ধরনের বাক্যে ۝أَك ۝ শব্দটির বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করা কিংবা না করা একই রূপ অর্থ বহন করে। অন্য কথায় ۝أَك ۝ এর বিভিন্ন রূপ উল্লেখ করে অনুরূপ অর্থ না নেয়া এবং উল্লেখ না করে অর্থ নেয়া উভয় রূপই আরবী ভাষাভাষীদের নিকট

সুপরিচিত আবার অত্র আয়াতে কান পাতচাহিসাবে গ্রহণ না করে তামে হিসাবেও গ্রহণ করা যায়। তখন আয়াতের সঙ্গাব্য অর্থ দাঁড়াবে **خَلَقْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أَوْ جُدْتُمْ خَيْرًا مِّنْ** অর্থাৎ তোমাদের উভয় উভয়ত রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে কিংবা তোমাদেরকে উভয় উভয়ত রূপে পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন আরবী **كَتَمْ خَيْرًا مَّا عَنَ اللَّهِ فِي الْوَحْيِ مَحْفُوظٌ أَخْرَجْتَ** অর্থাৎ আয়াবিদ মনে করেন যে, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে কৃত খালিলে মাহফুজ অর্থঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট লাওহে মাহফুয়ে উভয় জাতি ছিলে। বিশ্ব মানবের কল্যাণের শক্ষেই তোমাদের আবির্ভাব। ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, “প্রথম বারের দু’টি অভিমতই আমাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের মূল বক্তব্যের সাথে অধিক সামঝস্যপূর্ণ।”

আবার কেউ কেউ বলেন, “অত্র আয়াতাংশের গৃহীত অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা ছিলে উন্নত পন্থা অবলম্বনকারীদের অস্তর্ভুক্ত। কেননা মুখ্য শব্দটি ক্ষেত্র বিশেষে পন্থা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহু পাকের বাণী : ﴿وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ طِنْبَةُ الْقَوْمِنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
 অর্থাৎ “কিতাবিগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য ভাল হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু’মিন
 আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ ফাসিক।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তিনি আল্লাহ তা'আলা থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি (তারা) বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তা তাদের জন্যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও চিরস্থায়ী আখিরাতে কল্যাণকর হচ্ছে।” অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **مَنْهُمْ** –**الْمُؤْمِنُونَ** – এর অর্থ হচ্ছে ইয়াহুদ ও খৃষ্টান কিতাবীদের মধ্য থেকে কেউ **রাসূলুল্লাহ** (সা.) এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন; তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও তাঁর ভাতা এবং ছা'লাবাহ ইবন সা'য়াহ ও তাঁরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং **রাসূল** (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা প্রেরিত হচ্ছে তা তারা **পুরাপুরিভাবে** অনুসরণ করেছেন। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত **وَأَكْرَهُمُ الْفَاسِقُونَ** –**وَأَكْرَهُمُ الْفَاسِقُونَ** – এর অর্থ হচ্ছে তাদের অধিকাংশই তাদের দীন থেকে বের হয়ে গিয়েছে। কস্তুর ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রয়েছে যারা তাওরাতের অনুসারী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আবার খৃষ্টানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রয়েছে, যারা ইনজীলের অনুসারী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনকারী। আসলে দু'টি গ্রন্থেই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাতে আরো উল্লেখ রয়েছে তাঁর প্রশংসা, নবৃত্যাত লাভ এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর নবৃত্যাতের স্বীকৃতি। অথচ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের অধিকাংশই এসবের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। আর এ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই হচ্ছে তাদের **فَسَق**-বা সত্য ত্যাগ। তারা সত্যত্যাগী অথচ তারা দাবী করছে যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত দীনে ভূষিত। তাই আল্লাহ তা'আলা যোষণা দেন যে, **أَكْرَهُمُ الْفَاسِقُونَ**। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

৭৬২৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি - مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপী।

وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُوْلَئِكُمْ الْأَذَى ۚ وَإِنْ يُصْرُّوكُمْ إِلَىَّ أَذَىٰ ۝ (১১)

১১১. সামান্য কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যদি তোমাদের সঙ্গে ঘুঁজ করে, তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করবে। তারপর তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে ও তোমাদের নবীকে অবিশ্বাস করে, তারা তোমাদেরকে সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তবে তারা তাদের শিরক ও কুফরী দ্বারা এবং ইসা (আ.) ও তাঁর মায়ের সম্পর্কে ও উয়ায়র (আ.) সম্বন্ধে কট্টি করে তোমাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করে, তোমাদেরকে তারা কষ্ট দিবে। তারা এ সব কিছু দ্বারা তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এ বাক্যে ব্যবহৃত استثناء হচ্ছে মূল বাক্যের বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করে থাকে। অনুরূপভাবে আরবী ভাষাভাষিগণ বলে থাকেন مَا شَتَّكَ شَيْئًا لَا خِيرًا অর্থাৎ সে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর অভিযোগ করেনি। এখানে الل শব্দটির পরবর্তী বাক্যাংশ পূর্ববর্তী অংশের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। এ ধরনের ব্যবহৃত বাক্য আরবদের কাছে অপরিচিত নয়।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬২৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের নিকট থেকে পীড়াদায়ক কথা ব্যতীত তারা তোমাদের অন্য কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

৭৬২৭. রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৬২৮. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য لَنْ يَضْرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىٰ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, হ্যরত উয়ায়র (আ.), ইসা (আ.) ও ক্রুশ সম্বন্ধে তাদের শিরক তোমাদেরকে কষ্ট দিবে।

৭৬২৯. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ পাক সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে মিথ্যা কথা শুনবে এবং তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে।

وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُوْلَئِكُمْ الْأَذَى ۚ وَلَا يُنْصَرُونَ -
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের মধ্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্বন্ধে মুসলমানদের প্রেরণার উদ্দেশ্যে

ইরশাদ করেন, যদি তারা তোমাদের সাথে ঘুঁজ করে, তাহলে তারা তোমাদের সাথে ঘুঁজে পরাজিত হয়ে এবং তারা পরাজিত হয়ে পলায়নের সময় তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকস্তু আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। কেননা, পরাজিত ব্যক্তি অবেষণকারী থেকে পলায়ন করে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে যখন দৌড়ায়, তখন সে তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেই দৌড়ায়। প্রাণ ভয়ে সে ছুটে চলে যায় এবং অবেষণকারী তার পিছে ধাওয়া করে। সেই সময় অবেষণকারীর দিকে পরাজিত পলায়নকারী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিন বান্দাগণ! তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সাহায্য করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহর ও আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে অস্বীকার করেছে এবং তোমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন বা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রকারী কাফিরদের অন্তরে ভয়ভীতি^১ দেলে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন। এটা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রূতি। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফির, তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ঈমানদারগণকে সাহায্য করার প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন।

ইয়াহুদী জাতির শোচনীয় পরিণতি

মহান আল্লাহর বাণী :

(১১২) صَرِبْتُ عَلَيْهِمُ الْيَكْرَهُ أَيْنَ مَا تُقْفِعُوا إِلَّا بِحَسْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَحْبَلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُو بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَصَرِبْتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِيَمِّ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أَكْنِيَاءَ بِغَيْرِ حِقٍّ ۖ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

১১২. তারা মহান আল্লাহর আশ্রয় ও মানুষের আশ্রয়ের বাইরে যেখানেই থাকুক, সেখানেই তারা সাক্ষীত হয়েছে। তারা মহান আল্লাহর গ্যাবে পতিত হয়েছে এবং পরম্যখাপেক্ষিতা তাদের প্রতি নির্ধারিত রয়েছে। এটা এহেতু যে, তারা মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত। এটা এহেতু যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লংঘন করত।

- صَرِبْتُ عَلَيْهِمُ الْيَكْرَهُ এর অর্থ, তারা নিজেদের উপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে পাওনা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। যে শব্দটি এর পরিমাপে এসেছে। মূল শব্দটি أَنْ অন্যত্র প্রমাণাদি সহ এ শব্দটির প্রতিশ্রূতি আয়াতাংশ - এর অর্থ হিম্মা লক্ষ্য করা। অর্থাৎ হিম্মা লক্ষ্য করা হয়েছে। তারা বিশ্বের যেখানেই থাকুন কেন, নিজেদের উপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে পাওনা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, তারা মুসলমান কিংবা

ମୁଶରିକଦେର ଶହରମୟାହର ମଧ୍ୟେ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ଆଶ୍ରଯ ଓ ମାନୁଷେର ଆଶ୍ରଯେର ବାଇରେ ଯେଥାନେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନା କେନ ଲାଙ୍ଘୁନ୍ତା-ଗଞ୍ଜନାର ଶିକାର ହେଯେଛେ । ଯେମନ ହାଦୀସ ଶରୀଫେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ :

۷۶۳۱. হযরত হাসান (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি **صَرِيْبٌ عَلَيْهِمُ الدِّيْنُ مَا تَقْفَوْا إِلَّا بِحَبْلٍ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর অর্থ আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে লাজিত করেছেন। তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই এবং আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে মুসলমানগণের পায়ের তলায় এনে দিয়েছেন।”

এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **حَبْل**—এর অর্থ এমন একটি শাস্তি ছুকি যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের থেকে নিজেদের জান-মাল ও জাতি-গোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধানের সুযোগ লাভ করে। মুসলিম ভূখণ্ডে ধরা পড়ার পূর্বেই তারা মুসলমানগণের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

৭৬৩২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ - **الْأَبْحِيلُ مِنَ اللَّهِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, **حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ** - এর অর্থ, মহান আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি। আর **حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ** - এর অর্থ-মানুষের সঙ্গেচুক্তি।

٧٦٣٣. হ্যরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি সুরে আয়তনে মানুষের সাথে চুক্তি এবং মানুষের সাথে চুক্তি।

৭৬৩৪. হ্যারত কাতাদা (র.) থেকে অন্য সুত্রেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে

৭৬৩৫. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি -**إِلَّا يُحِبِّل مِنَ اللَّهِ وَحْبَلْ مِنَ النَّاسِ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থাৎ **أَلَا يَعْهِدْ مِنَ اللَّهِ وَعَهْدْ مِنَ النَّاسِ**, অর্থাৎ মানুষের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রূতি।”

৭৬৩৬. সুন্দী (র.) থেকে বণিত, তিনি **الْأَيْمَلِ مِنَ اللَّهِ وَحْبَلِ مِنَ النَّاسِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ ১৯ মহান আল্লাহর সঙ্গে প্রতিশ্রূতি ও মানুষের সঙ্গে প্রতিশ্রূতি।”

৭৬৩৭. হ্যরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবাস প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ মহান আল্লাহর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ও মানুষের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি।”

۷۶۳۸. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্দাস (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি আইনে মাত্তقْفَى إِلَّا يَحْبَلُ مِنَ اللَّهِ أَيْمَانُهُ এর অর্থ, মহান আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রূতি ও মানুষের সাথে সক্রিয়। যেমন বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের দেয়া প্রতিশ্রূতি।

۷۶۳۹۔ হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, **أَيْنَ مَا تَقْفَىٰ إِلَّا بِحِبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِحِبْلٍ مِّنَ النَّاسِ**। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সঙ্গে প্রতিশ্রূতি ও মাননুরের সঙ্গে প্রতিশ্রূতি। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, হযরত আতা((র.) বলেছেন যে, প্রতিশ্রূতিই **حِبْلُ اللَّهِ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রঞ্জু।”

۷۶۴۰. **إِنَّمَا تُقْفِي أَلْأَبْجَلَ مِنَ النَّاسِ** (ر.) থেকে বর্ণিত, তিনি -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ প্রতিশ্রুতি, যাদের সাথে মুসলমানগণের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে তারা ইয়াহুদী।' ইবন যায়দ (র.) আরো বলেন, "আবুল হায়ছাম ইবন তায়াহান নামক এক আনসারী আকাবা নামক স্থানে আনসারগণের আগমনের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিলেন এবং তার উপর আর্থাত্ "হে মহান ব্যক্তি! আমরা অন্যান্য সোকের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি ও সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছি।" এখানে প্রতিশ্রুতি বুঝাবার জন্যে হজল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলার যমীনের কোথাও ইয়াহুদীদের জন্যে এ আয়াতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন নিরাপত্তার বিধান নেই।" তারপর তিনি সূরায়ে আলে-ইমরানের আয়াত পাঠ করেনঃ **وَجَاءُوا لِلَّذِينَ أَتَبْعَوْكُمْ فَوْقَ الْدِينِ** অর্থাৎ আর আপনার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধ্যন্য ঘোষণা করছি। (সূরা আলে-ইমরান ৫৫)। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর যে কোন শহরে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংমিশ্রণ ঘটলে খৃষ্টানদেরই প্রাধান্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশেই তারা লাঙ্কিত হয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফের ১৬৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, **وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا**, অর্থাৎ দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি। তারা ইয়াহুদী।

৭৬৪১. হ্যরত দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **إِلَّا يُحِبُّلِ مِنَ اللَّهِ وَجْهَ مِنَ النَّاسِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ “**الابعهد من الله وعهد من الناس**” আল্লাহ তা’আলার সঙ্গে প্রতিশ্রূতি এবং মানবের সাথে চক্ষি।”

৭৬৪২. হ্যৱত দাহ্হাক (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুৱপ বর্ণনা রয়েছে। মহান আল্লাহুর বাণী ۴۷
এ উল্লিখিত ব হরফটির (সমবন্ধ) নিয়ে আরবী ভাষাভাষিগণ
একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কৃফার কোন কোন নাহশাস্ত্রবিদ বলেছেন, - এ উল্লিখিত ব
হরফটির (সমবন্ধ) একটি ফুল প্রকাশ্য ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায়
আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপঃ

ضررت عليهم الذلة اين ما ثقفوا الا ان يعتصموا بحبل من الله

ଅର୍ଥାଏ ମହାନ ଆଶ୍ରାହ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିତିକେ ଯାରା ଆଁକଡ଼ିଯେ ଧରେନି, ତାଦେରକେ ଯେଖାନେଇ ପାଓଯା ଗିଯେଛେ ମେଖାନେଇ ତାଦେର ଲାକ୍ଷିତ କରା ହୁଯେଛେ। ସୁତରାଏ ଏ ଆୟାତେ - **يَعْتَصِمُوا بِفَعْلٍ** ଟି ଉହୁ ରହେଛେ ବେଳେ ଧରା ହୁଯେଛେ। ଏରା ଅଭିମତରେ ସମର୍ଥନେ କୂଫୀ ନାହିଁଶାସ୍ତ୍ରବିଦଗ୍ଧ ନିମ୍ନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦ୍ୱାଟି କବିତା ପେଶ କରୁଥିଲେ।

প্রথমত কবি বলেছেন

رَأَتِنِي بِحَبْلِهَا فَصَدَّتْ مَخَافَةً * وَفِي الْحَبْلِ رَوْعَاءُ الْفَوَادِ فَرُوقٌ

অর্থাৎ “সে তার দুটো রঞ্জুসহ সামনে অগ্রসর হয়ে আমাকে দেখল, তারপর সে তয় পেয়ে ফিরে গেল। আর রঞ্জুতে যেন অন্তরের তয় ছড়িয়ে রয়েছে।” এ কবিতায় উল্লিখিত এর অর্থ রাত্নিখণ্ডিত। অর্থাৎ তার দুটো রঞ্জু সহকারে সামনে অগ্রসর হলো।”

দ্বিতীয় কবিতা বলেছেন

حَتَّىٰ حَانِيَاتُ الدَّهْرِ حَتَّىٰ * كَانَىٰ خَاتِلُ أَدْنُو لصَبِيدٍ
رَبِّ الْخَطْوِ يَحْسِبُ مَنْ رَأَىٰ * وَأَسْتَ مُقْيَداً أَتَى بِقَيْدٍ

অর্থাৎ “কালের চক্র আমাকে এমন কুঁজো করে দিয়েছে আমি যেন শিকানীর ন্যায় শিকার ধরার জন্যে কুঁজো হয়ে শিকারের পিছ পিছ ধাওয়া করছি।”

এখানে - فعل متعلق کے عہد رাখা হয়েছে এবং তার - صلے - کে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ধরনের মুক্তি কে উহু রেখে - مَلِكُ فَعْلَمْ - কে প্রকাশ করার সীতিনীতি আরবী সাহিত্যে বিরল
এবং আরবী ভাষা-ভাষিদের কাছে অপ্রিয়। তবে উপরের প্রথম উদাহরণটি যে উদ্দেশ্যকে প্রমাণ করার
জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না। কেননা, কবি বলেছেন, رَأَتِي
بِحَبَّلِهَا تَاتِيَّةً প্রকাশ্যতাবে বুঝা যায় যে সে তাকে রজ্জুতে আঁকড়িয়ে ধরা অবস্থায় অবলোকন করেছে।
কাজেই কবি সংবাদ দেন যে, س্ত্রীলোকটি তাকে দেখেছে, এমন অবস্থায় যে, সে দু'টি রজ্জুতে জড়িয়ে
রয়েছে। বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্কের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে; তাই مسَاك কিংবা
জড়িয়ে রয়েছে কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। আর رَأَتِي টি بِحَبَّلِهَا
সাথে রয়েছে যেমন, বলা হয়ে থাকে أَنَّا بِاللَّهِ مُسْتَعِينَ তার অর্থ প্রমাণিত হয়ে উঠে। এখানে শ্রবণকারী
বাক্যটির অর্থ অনায়াসে বুঝতে পারে এবং - بِأَنَّ - এর মুক্তি কি হবে, তাও কোন প্রকার বিশদ ব্যাখ্যা
ছাড়াই হাদয়ঙ্গম হয়ে থাকে। এ বাক্যটি প্রকৃত অর্থে হবে অর্থাৎ أَنَّا بِاللَّهِ مُسْتَعِينَ আর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর
কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

বসরাবাসী কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেনঃ - **الْأَبْحِيلُ مِنَ اللَّهِ** - এ উল্লিখিত অস্তিত্বে হচ্ছে একটি অস্তিত্ব যা আরবী ব্যাকরণবিদের মধ্যে অন্যত্র প্রথম বাক্য থেকে দ্বিতীয় বাক্যটি আলাদা। তিনি আরো বলেনঃ সূরা মারযামের আয়াত অস্তিত্বে অস্তিত্ব নেই। - **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا** - অর্থাৎ এর পরের বাক্যটি পূর্বের বাক্য থেকে আলাদা।

এ তাফসীরের সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। المفصل নামক আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখক আল্লামা যারিস্লাহ জসখশারী (র.) ভুল করেছেন। তিনি এখানে استئناع متصل বলে মন্তব্য করেছেন। যদি তাঁর ধারণা মতে এখানে استئناع متصل হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, “যদি তাদেরকে আল্লাহ এবং মানুষের প্রতিশ্রূতির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তারা লাঞ্ছিত হবে না। অথচ এটা ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় আল্লাহ ও মানুষের প্রতিশ্রূতির আওতায় হোক কিংবা না হোক তারা সর্বত্রই লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এরূপ ব্যাখ্যা আমরা পূর্বেও পেশ করেছি। কাজেই এ আয়াতে **استئناع متصل** এ **الْأَبْحِيلُ مِنَ اللَّهِ وَبَلْ مِنَ النَّاسِ** শীরার করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, “যদি কোন সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রূতি ও সন্ধির সাথে জড়িত পাওয়া যায়, তাহলে তারা কখনও লাঞ্ছিত হবে না কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের যে গুণাঙ্গণ বর্ণনা করেছেন, তা তার বিপরীত অথবা তারা যে অবস্থায় বসবাস করছে তা তারও বিপরীত। এভাবে যারা এরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন, তারা যে ভুল করেছেন তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

فعل پরবর্তী—এর অনুরূপ, তবুও এখানে মিচল পরবর্তী নয়। যদি এরপ হতো, তাহলে তার অর্থ হতো, কোন কোন সময় তাদের থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দূরীভূত হয়ে যায় বরং তার অর্থ, “তাদের সাথে সর্ব অবস্থায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা লেগেই রয়েছে।

وَيَأْتُ بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَصَرِيبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكِنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ، অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার গবেষণার পাত্র হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার গবেষণার পতিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার গবেষণার যোগ হয়েই প্রত্যাবর্তন করেছে। আল্লাহ তা'আলার গবেষণার সংস্কৃতে ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। আয়াতে উল্লিখিত **الْمُسْكِنَةُ**—**الْمُسْكِنَة** শব্দের অর্থ অভাব-অন্টন হেতু হীনতা ও দারিদ্র্য।—**الغضب من الله**—এর ব্যাখ্যাও ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন।

পরবর্তী আয়াতাংশ তথা **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ**—এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনসমূহ অস্বীকার করার কারণেই তাদের এ দশা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনসমূহ সংস্কৃতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আবিয়া কিরামের সত্যতা প্রমাণ এবং তাদের উপর যে সব ফারায়েয অবর্তীর্ণ করা হয়েছে এদের বৈধতা প্রমাণের দলীলসমূহকে অস্বীকার করা। আর অন্যায়ভাবে মহান আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করা ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনসমূহ অস্বীকার করার শামিল। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সীমা লংঘন ও বাতিলের প্রতি তাদের নির্ভয় আসক্তি তাদের প্রতি প্রেরিত আবিয়া কিরামকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো : তারা লাক্ষ্মিত, যেখানেই তারা থাকুক না কেন। হাঁ, যদি তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিক্রিতি এবং মানুষের প্রতিক্রিতির আওতাভুক্ত হয়, তারা আল্লাহ তা'আলার গবেষণার পাত্র হয়েছে এবং হীনতা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর এগুলো আল্লাহ তা'আলার আয়াত, প্রমাণ ও দলীলাদিকে অস্বীকার করার প্রতিফল মাত্র। তারা আবিয়া কিরামকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রেরণা যুগিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী **ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ** অর্থাৎ আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি, কারণ, তারা কুফরী করেছে, আবিয়া কিরামকে হত্যা করেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের হৃকুম লংঘন করেছে।

এব্দুল্লাহ শব্দটির অর্থ অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, পুনরায় তা নিষ্পয়োজন। আহলে কিতাবদের জন্যে দুনিয়াতে যে অপমান এবং আবিরাতে যে শাস্তি রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দেয়েছেন। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলার দেয়া সীমারেখাকে লংঘন করেছে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত হারামকে তারা হালাল মনে করেছে। হারামকে তারা হালাল বলে মেনে নিয়েছে। এসব বর্ণনার মাধ্যমে তাদেরকে অতীতের লোকদের প্রতি যে আয়াব নাযিল করা হয়েছিল তা শরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে তারা ভবিষ্যতে এসব বর্ণনা নসীহত মান্য করে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কুকর্মের অনুকরণ ও অনুসরণ না করে। আর এ কথাও যেন তারা জেনে নেয় যে, তাহলে তারাও পূর্ব-পূরুষদের পরিণতির শিকার হবে এবং তারাও পূর্ব-পূরুষদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার গবেষণাও অভিশাপের পাত্রে পরিণত হবে।

৭৬৪৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি—**ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে নসীহত করে বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা এ ধরায় বসবাস করে গেছে নাফরমানী ও অবাধ্যতার দরজন তারা ধৰ্মস্পাতি হয়ে গেছে।

(১১২) **لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّلَقُونَ أَيْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ**

১১৩. তারা সকলে এক প্রকার নয়। আহলে কিতাবগণের একদল দীনের উপর কায়েম রয়েছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সিজদায় রত থাকে।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, তারা এক প্রকার নয় অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা কাফির তারা আদৌ এক নয়। বরং তাদের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য— তাল এবং মন্দ। বিশেষভাবে বলা হয়েছে, **لَيْسُوا سَوَاءٌ** তারা এক রকম নয়। আহলে কিতাবের এ উভয় দলের কথা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আহলে কিতাব যদি বিশ্বাস স্থাপন করত, তা তাদের জন্যে মঙ্গল হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমানদার। আর তাদের অনেকেই ফাসিক বা সত্যত্যাগী। তারপর আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন দুটো সম্পদায়ের পদ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করে বলেন, তাদের মধ্য থেকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে এক রকম নয়। অর্থাৎ মু'মিন ও কাফির কম্পিনকালেও এক নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের মধ্যে যারা মু'মিন তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাদের প্রশংসা করেন। তারপর ফাসিক দলের আতৎকগ্রস্ততা, অস্থিরতা, বেহেশ্ত হারানো-হীনতা, দারিদ্র্য, অভাব-অন্টন, দুনিয়ার লঙ্ঘন-গঞ্জনা সহ্য করা এবং আবিরাতে দুর্ভেগের সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তিনটি আয়াত অবর্তীর্ণ করেন, যেমন—
لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّلَقُونَ أَيْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ . وَيَقُولُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَمَا
يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُمْكِنِينَ .

অর্থঃ তারা সকলে এক রকম নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল রয়েছে, তাঁরা রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে ও সিজদা করে। তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে অন্যকে নিষেধ করে। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। উভয় কাজের যা কিছু তারা করে তার প্রতিদান হতে তাদেরকে কখনও বাধ্যতা করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা মুস্তাকীদের সংস্কৃতে অবহিত। (৩ : ১১৩-১১৫)

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত প্রথম অর্থে **أُمَّةٌ قَائِمَةٌ**—তে অবস্থিত এবং মুরফ—আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৃফা ও বসরার একদল আরবী ব্যাকরণবিদ এবং তাদের মধ্যে যারা **أُمَّةٌ قَائِمَةٌ**—**প্রবীণ-প্রাচীন** (তারা ধারণা করেন যে, এ স্থানে সু-স্থানে কথাটির পর উল্লিখিত অর্থে আয়াতাংশ—সু-স্থানে—এর তাফসীর হিসাবে গণ্য। অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অবিচলিত একদল

ରଯେଛେ, ତାରା ରାତରେ ବେଳାୟ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଆଲାର ଆୟାତସମୂହ ତିଳାଓୟାତ କରେନ। ତାଦେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକଟି କଫିର ଦଲେର ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନେଇ। ଅନ୍ୟ କଥାୟ, ତାରା ଏକଇ ରକମେର ନୟ। ତାରା ଆରୋ ମନେ କରେନ ଯେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଲଟିକେ ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ଉହୁ ରାଖା ହେଁଥେବେ। କେବଳା, ଏକଟି ଦଲ-ଅବିଚଳିତ ଦଲଟି ଉପ୍ରେର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଲଟିର ଅନ୍ତିତ୍ଵ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନାୟାସେ ବୁଝା ଯାଯା। ଏ ଧରନେର ବ୍ୟବହାରେର ଦଲୀଲ ହିସାବେ ଆବୃତ୍ୟାୟବ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିର କବିତା ଉପ୍ରେର୍ଣ୍ଣ କରା ହେଁଥେବେ। କବି ବେଳେ

فَصَبَّتُ إِلَيْهَا الْقَلْبَ أَنِّي لَأْمَرُهَا * سَمِيعٌ فَمَا أَذْرَى أَرْشَدٌ طَلَابِهَا

অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি আমার অন্তরকে বিমুখ করে রেখেছি। নিঃসন্দেহে আমি দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমার অন্তর খুবই সতর্ক। তবে আমি পুরাপুরি বুঝতে পারি না দুনিয়া অব্বেষণকারীরা কি সত্য পথে আছেন, না অসত্য পথে আছেন? এ কবিতার শেষ পংক্তিতে **أَمْ غَيْرُ رَشِيدٍ** কথাটি উহু রয়েছে। কেননা **أَرْسَدْ طَلَبَيْهَا** কথাটির দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায় যে, এখানে **أَمْ غَيْرُ رَشِيدٍ** কথাটি উহু রয়েছে। অন্য এক বলে বলেছেন

رَأَكَ فَلَا أَدْرِي أَهُمْ هَمَّتْهُ . وَنَوَّلُهُمْ قَدْمًا خَائِشٌ مَتَّخِيَّا إِلَى

অর্থাৎ সর্বদা চেষ্টা করতে থাকলাম বিষ্ণু তার শুনগুন শব্দের শুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। তাদের গলার রংগগুলো এক ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির দৃঢ়ো পায়ের ন্যায় কম্পনৱাত ? এতদসন্ত্রেও কোন ব্যক্তি যদি বলতে চায় অর্থাৎ আমি দাঁড়িয়েছিলাম কিংবা বসে ছিলাম তা ছিল একই। এ বাক্যটির স্থলে যদি সে বলে বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে বলবে সোনা বলে, তাহলে এটা ভাষাবিদদের কাছে ভুল বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে বলবে সোনা বলে গণ্য হবে। যেখানে প্রথম অংশটির দ্বারা বাক্যটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। অন্য কথায়, অর্থ ও ভাব অসম্পূর্ণ হলে তারা ঐ বাক্যটিকে শুন্দ বলে গণ্য করেন না। যেমন, বাক্যের মধ্যে যদি মাবালি আথবা মাদ্রাসার থাকে, তাহলে তারা ঐ বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ উল্লেখ না করলেও বাক্যটিকে শুন্দ বলে গণ্য করে। যেমন, যদি কেউ বলে তাহলে তা অর্থ প্রকাশ করে থাকে মাবালি অফ্ট মাদ্রাসার প্রথম অংশ তুমি দাঁড়াও কিংবা বস তাতে আমার কোন কিছু আসে যায় না। যে শব্দটির পর বাক্যের একটি অংশ উল্লেখ করলে পূর্ণ ব্যক্যটির অর্থ প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে তারা ধারণা করেন যে, মাদ্রাসা শব্দটিও যদি কোন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার একটি অংশই দু'টি অংশের অর্থ প্রকাশ করে। তবে সোনা শব্দ সম্বন্ধে তারা বলেন যে, বাক্যের প্রথম অংশ উল্লেখ করলে বাক্যের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না পাওয়ায় কিংবা একটি অংশ দ্বারা দু'টি আয়াতাংশের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ না হওয়ায় বাক্য শুন্দ বলে গণ্য হবে না।

لَيْسُوا سَوَاءٌ مَنْ أَهْلَكَهُمْ إِيمَانُهُمْ أَمْ الْكِتَابُ أَمْ قَاتَلَهُمْ
ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশ
—এর ব্যাখ্যায় তারা দ্বিতীয় অংশ উহু মনে করে তাদের প্রচলিত আরবী ভাষার
ব্যাকরণের কায়দা ও কানুনের খিলাফ করেছেন। কেননা, তারা মনে করেন যে, —স্বাএ—এর পর দ্বিতীয়
অংশ উহু থাকতে পারে না। অথচ এখানে তারা উহু মনে করে থাকেন। আর এভাবে তারা আয়াতের
ব্যাখ্যায় ভুলের অগ্রয় নিয়েছেন। কাজেই—স্বাএ—শব্দের এখানে অর্থ হবে পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট।

ଆবାର କେଉ କେଉ ବଲେନ, ଏ ତିନଟି ଆସ୍ତା ଯା ମନ୍‌ଦେଶୀ ଥିଲେ ଶୁଣି ହେବେ,
ଇହାହୁଦୀ ସମ୍ପଦାଯେର ଏମନ ଏକଟି ଦଳ ସମ୍ପର୍କେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାରା ମୁସଲମାନ ହେବେ ଗିଯେଛିଲେନ ଏବଂ
ଗରୁତ୍ବିତେ ତାଦେର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବଲେ ତାରା ପ୍ରମାଣ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭৬৪৮. হয়রত আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম, ছালাবা ইবন সা'ইয়াহ, উসায়দ ইবন সা'ইয়াহ, আসাদ ইবন উবায়দ এবং ইয়াছুদীদের আরো একটি দল ঈমান আনয়ন করেন, ইসলামকে সত্য ধর্ম জ্ঞাপে গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা ও একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করেন, তখন ইয়াছুদী ও কাফিরদের মধ্যে যারা ধর্ম্যাজক, তারা বলল, আমাদের মধ্যে যারা দুষ্ট, তারাই মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। যদি তারা আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হতো, তাহলে তারা কোন দিনও পূর্ব-পুরুষের ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করত না। তাদের এ মিথ্যা উক্তি খনন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি আয়াত **لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَاتَمَةٌ** থেকে **وَأُولُئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ** পর্যন্ত নায়িল করেন।

୭୬୪୫. ଅନ୍ୟ ଏକ ସନ୍ଦେ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ୍ ଆବସ (ରା.) ଥିକେ ଅନୁରପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରଯେଛେ

٧٦٤٦. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মর্ম হলো, সম্প্রদায়ের সকলেই ধৰ্ম হয়ে যায়নি বরং তাদের মধ্যে কিছ কিছ লোক আগ্রাহ তা'আর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে বেঁচেও ছিলেন।

যাই এমত পোষণ করেনঃ

٧٦٤٨. آبادلہ ایوب ماسٹد (را.) سے پوچھا گیا کہ میں اپنے کتاب میں ایک ایسا جملہ لکھ رہا تھا کہ اس کا معنی ہے؟ اس کا جواب اس طرح تھا:-

৭৬৪৯. হ্যরত সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি -**لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ إِلَيْهِ** আয়া তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ সব ইয়াহুদী, উম্মতে মুহাম্মাদীর মত নয়। যাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম ইবন জায়ির তাবারী (র.) বলেন, আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বর্ণিত দুটি অভিমতের মধ্যে এই অভিমতটি সঠিক, যারা বলেছেন—**لَيْسُوا سَوَاءً**—আহলে কিতাব মু'মিন ও কাফির বান্দাদের **لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ** সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা এখানে শেষ হয়েছে। আর এ আয়াতাত্তশি

ফাইটে মিডে খবর রয়েছে। ইবন আয়াস (রা.), ইবন জুরাইজ (র.) ও কাতাদা (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী এ আয়াতে আহলে কিতাবের যারা মুমিন, তাদের গুণাগুণ বর্ণনা ও তাদের ভ্যাসী প্রশংসা করা হয়েছে। পুনরায় বলা যায় যে, ফাইটে মিডে দ্বারা এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, যারা হক ও সত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচর্ণিত।

৪৪। শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন অনুভূত নয়।

القائمة শব্দের অর্থ নিয়ে বিশ্লেষণকারিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ, **العارض** অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন।

ଯୀବା ଏ ଅଭିଯତ ପୋଷଣ କରେଛେ:

৭৬৫০. হ্যৱত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত কীভাবে এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, উম্মতে আদিলা, বা ন্যায়প্রয়োগ।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন, القائمَةُ এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার দেয়া কিতাব ও তার আদেশ মুতাবিক পরিচালিত দল।

ଏ ଅଭିମତ ଯାଇବା ପୋଷଣ କରେନ :

৭৬৫১. হ্যারত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **মুঠভোক**—এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন একটি যাঁরা আল্লাহ তা'আলার দেয়া কিতাব ও তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭৬৫২. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **মান্দামু**—এর অর্থ সহস্রে বলেন, তার অর্থ, এমন একটি দল যাঁরা আল্লাহ তা'আলার দেয়া কিতাব এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭৬৫৩. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **‘مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَائِمَةٌ’**—এ উল্লিখিত অর্থে সমন্বে বলেন, তার অর্থ, **‘أَمْ مَهْدِيَّةٌ’** অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায়, যারা সৎপথে পরিচালিত। তারা আল্লাহ তা‘আলার আদেশাবলীর প্রতি অনুগত, তারা আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাবলী নিয়ে ঝগড়া করেননি এবং প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন অন্যরা প্রত্যাখ্যান করেছে ও তা ধূস করে দিয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, — এর অর্থ, অমুস্তিষ্ঠান— এর অর্থ, অমুস্তিষ্ঠান।

ଯୀରା ଏକଥିଲା ଅଭିମତ ପୋଷଣ କରେଛେ

৭৬৫৪. ইমাম সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত কোনো তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এসব ইয়াহুদী এ উম্মতের সমর্যাদার নয়। যাঁরা আল্লাহু তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মহান আল্লাহর ফরমাবরদারীতে মগ্ন থাকেন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (র.) এবং যারা তাদের অভিমত অনুসরণ করেছেন, তাদের অভিমত অধিক

গুহণযোগ্য। বলাই বাহল্য, অন্য অভিমতগুলোও ইব্ন আবুস (রা.) এবং কাতাদা (র.)-এর বর্ণিত অতিমতের নিকটবর্তী। কেননা, এ আয়তাংশে উল্লিখিত ঘৰ্ম্মত্ব-এর মূল অর্থ, ন্যায়পরায়ণতা, আনুগত্যের ন্যায় কল্যাণকামী শৃণগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত হিদায়াত, আল্লাহ তা'আলার দেয়া কিতাব ও আল্লাহ তা'আলার প্রবর্তিত শরীআতের বিধানসমূহকে যথাযথ প্রতিপালন ইত্যাদি। আর এগুলো, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর যারা সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন, তাদের ক্ষণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ তথ্যের সন্ধান মিলে নিম্ন বর্ণিত হাদীসের মর্মকথায়।

৭৬৫৫. হ্যরত নূ'মান ইবন বশীর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রবর্তিত ও নির্ধারিত শরীআতের বিধানসমূহের ধারক ও বাহক, তার উদাহরণ, এমন একটি সম্প্রদায়ের ন্যায় যারা একটি নৌকায় আরোহণ করেছেন। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ উদাহরণটি উপস্থাপন করেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রাহমাতুল্লাহ আলায়হি বলেন, আল্লাহ তা'আলার দেয়া অনুশাসনের ধারক কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দেয়া আদেশ ও নিয়েধাবলী পালন করার ব্যাপারে অটলচিত্তের অধিকারী। তাই এ আয়াতাংশের অর্থটি শেষ পর্যন্ত নিরূপ দাঁড়াবেঃ

ଆହଲେ କିତାବେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଏକଟି ଦଳ ରଯେଛେ, ଯାଁରୀ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଆଲାର କିତାବକେ ମସ୍ବୁତ କରେ ଆଁକଡ଼ିଯେ ଧରେ ରଯେଛେନ ଏବଂ କିତାବେ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ଶାସନ ଓ ରାସ୍ତଲେର ସମ୍ଭାତକେ ସ୍ଥାଯିତ୍ୱ ପାଲନ କରଛେନ।

মহান আল্লাহর বাণী—**يَتَوَسَّلُ أَيَّاتُ اللَّهِ أَنَاءَ الْيَمِّ**—এর অর্থ, তারা রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। **أَيَّاتُ اللَّهِ**—এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে অবতীর্ণ উপদেশ ও নসীহতসমূহ। **يَتَوَسَّلُ ذَالِكَ أَنَاءَ الْيَمِّ**—এর অর্থ, রাতের অংশে তারা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে গভীর ভাবে গবেষণা ও চিন্তা করেন। **أَنَاءَ الْيَمِّ**—এর অর্থ, রাতের অংশসমূহ। শব্দ বহুবচন, তার একবচন অন্যমন, কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন

حَلُوٌ وَمَرْكَعَطْفُ الْقَدْحِ مَرْتَهُ * فِي كُلِّ أَنْتِ حَذَاءِ الْيَلِ يَتَنَعَّلُ

অর্থাৎ-তার বিবেক প্রতি মুহূর্তেই জুয়া খেলার গুটির কিনারার ন্যায় তিক্ত ও সুমধুর। রাতের প্রতিটি অতিক্রান্ত মুহূর্তে তার বিবেক জুয়ার গুটির ন্যায় জয়ের মালা কিংবা পরাজয়ের ঘানি দেকে আনে। রাতের প্রতিটি মুহূর্তই সে নিজের জয়-পরাজয়ের জৃতা পরিধান করে থাকে।

৭৬৫৭. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ –**إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে **سَاعَاتِ اللَّيْلِ** অর্থাৎ রাতের ঘন্টা বা অংশসমূহ।

৭৬৫৮. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন কাহির (র.) বলেছেন, আমরা আরবদের কাছে শুনেছি, তারা **إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর অর্থ নিয়েছেন **سَاعَاتِ اللَّيْلِ** অর্থাৎ রাতের ঘন্টাসমূহ।

আবার কেউ কেউ বলেন, **إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর অর্থ হচ্ছে **جُوفُ اللَّيْلِ** অর্থাৎ মধ্য রাত। এরপ অভিযন্ত পোষণকারীদের নিম্ন বর্ণিত দণ্ডিলটি প্রণিধানযোগ্য।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৭৬৫৯. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ –**يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তবে **إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর অর্থ হচ্ছে **جُوفُ اللَّيْلِ** অর্থাৎ মধ্যরাত বা রাতের মধ্য ভাগ।

আবার কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাদেরকে, যাঁরা ইশার নামায আদায় করে থাকেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৭৬৬০. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ –**يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে ইশার নামাযের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত সম্প্রদায় এ সালাতটি আদায় করতেন। কিন্তু বীরদের মধ্যে অন্যরা ইশার নামায আদায় করত না।

৭৬৬১. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কোন এক স্তুর কাছে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাতের কিছু অংশ অভিক্রান্ত হবার পরও আমাদের সাথে ইশার নামায আদায় করতে আগমন করলেন না। এরপর তিনি যখন আসলেন, তখন দেখা গেল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সালাত ইতিমধ্যে আদায় করে ফেলেছেন। আবার কেউ কেউ শুয়ে পড়েছেন। আমাদের অধিকাংশই জেগে রয়েছে। তখন তিনি আমাদেরকে সুসংবাদ শুনালেন এবং বললেন, কিন্তু বীরদের কেহই ইশার নামায আদায় করছে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। **لَيَسْوُ سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَائِمَةٌ يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ** অর্থাৎ তারা সকলে এক রকম নয়। আহলে কিন্তু বীরদের মধ্যে অবিচলিত একদল রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলার আয়াত তিলাওয়াত করে ও সিজদা করে।

৭৬৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনেন। আমরা ইশার নামায জামাআতে আদায় করার জন্যে তাঁর অপেক্ষা করছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, এসময় পৃথিবীতে তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী কেউ নেই যে এরপ নামায আদায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। **لَيَسْوُ سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَائِمَةٌ**

يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ **وَهُمْ يَسْجُدُونَ** অর্থাৎ তারা সকলে এক রকম নয়। আহলে কিন্তু বীরদের মধ্যে অবিচলিত একদল রয়েছে, যারা রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং সিজদা করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, যারা মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায আদায় করে থাকেন।

যাঁরা এমত প্রকাশ করেছেনঃ

৭৬৬৩. হযরত মানসুর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এ আয়াত –**لَيَسْوُ سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَائِمَةٌ يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ** – এর মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে, যাঁরা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায আদায় করে থাকেন।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জায়ির তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন অভিযন্ত অর্থের দিক দিয়ে একটি অন্যটির নিকটবর্তী। কেননা, মহান আল্লাহ তা'আলা এসব সম্প্রদায়ের শুণাবলী এরপে বর্ণনা করেছেন যে, তারা রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। এরাতের বেলা বলতে রাতের অংশ বিশেষ বুঝান হয়েছে, তা ইশার সময়ও হতে পারে, তার পরবর্তী সময়ও হতে পারে। অনুরাপভাবে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ও হতে পারে এবং মধ্যরাতও হতে পারে। কাজেই রাতের যে কোন সময়ের আবৃত্তিকারী সম্বন্ধেই এ ঘোষণা হতে পারে। তবে যে সকল বিশেষক বলেছেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত আবৃত্তিকারী দ্বারা এ সব আবৃত্তিকারীকে বুঝান হয়েছে, যারা ইশার নামাযে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে থাকেন, এ অভিযন্ত উভয় বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, এ নামায কোন আহলে কিন্তু আদায় করে না। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.) – এর উম্মতের এগুণটি বর্ণনা করে বলেন যে, তারা এ নামায আদায় করে। কিন্তু, আহলে কিন্তু বীরদের মধ্যে যারা কুফরীর অশ্রয় নিয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বাণী অবিশ্বাস করে, তারা এ নামায আদায় করেন।

لَيَسْوُ سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَائِمَةٌ يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেছেন, এখানে এর অর্থ নামায, সিজদা নয়। কেননা, সিজদায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় না এবং রুকুতেও কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় না। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে **يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ** অর্থাৎ তাঁরা রাতের বেলায় নামাযের অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জায়ির তাবারী (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের তাফসীর **مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ قَائِمَةٌ يَتَّلَوُنَ أَيَّاتُ اللَّهِ إِنَّا إِلَيْلٍ** অর্থ স্লালতেম ও হেম মু'মিন বান্দা রয়েছেন, যাঁরা রাতের বেলায় নিজেদের নামাযে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। আর তারা এছাড়া

নামাযে সিজদাও করে থাকেন। কাজেই এ আয়াতে উল্লিখিত - سجود - এর অর্থ, প্রকৃতপক্ষে সিজদা। আর এ সিজদা নামাযের একটি বিশেষ অঙ্গ।

(১১৪) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِ عُونَ فِي الْخَيْرِ وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১১৪. তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্য নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সংজনদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু জা'ফর (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী : يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِ عُونَ فِي الْخَيْرِ وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ - এ উল্লিখিত যুন্নত বাণী। এর অর্থ হিসাবে এ বাক্যটি বিবেচিত। অর্থাৎ যেহেতু তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ করতে বারণ করেন, সেহেতু উত্তম কাজের যাকিছু তাঁরা করেন, তার প্রতিদান থেকে তাঁদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবেন।

তারা আল্লাহ তাঁরাই পর পুনরঃথান সংস্কারে বিশ্বাস রাখে এবং এ কথাও পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁরাই তাঁদেরে কার্যাবলীর প্রতিদান প্রদান করবেন। তাঁরা এই সব মুশরিকের মত নয়, যারা আল্লাহ তাঁরার একত্ববাদকে অঙ্গীকার করে, তাঁরা আল্লাহ তাঁরার সাথে অন্যেরও ইবাদত করে, মৃত্যুর পর পুনরঃথানকে অঙ্গীকার করে এমনকি যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতিদান, সওয়াব ও শাস্তি প্রদানকে অঙ্গীকার করে।

মহান আল্লাহর বাণী : - এর অর্থ, তাঁরা জনগণকে আল্লাহ তাঁরাই ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর মাধ্যমে আনীত অনুশাসনগুলোকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে আদেশ করেন। আয়াতাংশ - وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ - এর অর্থ, তাঁরা জনগণকে আল্লাহ তাঁরার সাথে কুফরী করতে এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁরার প্রেরিত অনুশাসনকে অবিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। অন্য কথায়, তাঁরা ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের সমতুল্য নয়, যারা জনসাধারণকে কুফরী করতে এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর আনীত অনুশাসনকে অবিশ্বাস করতে আদেশ করে। তাঁরা জনগণকে সৎকাজসমূহ আঞ্চলিক দিতে নিষেধ করে থাকে। আর এসব সৎকাজ হলো, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তিনি আল্লাহ তাঁরার তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা ও গ্রহণ করা।

আয়াতাংশ - وَسْتَارِ عُونَ فِي الْخَيْرِ - এর অর্থ সৎকাজ সম্পাদনে তাঁরা প্রতিযোগিতা করে। কেননা, তাঁরা এ ধারণায় ভীত-সন্ত্রস্ত যে, তাঁদের মৃত্যু হয়ত তাড়াতাড়ি এসে যেতে পারে, তাঁতে তাঁরা অতি সহসা এরূপ সৎকাজ আঞ্চলিক দিতে পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। তাঁরপর আল্লাহ তাঁরার ঘোষণা করলেন, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী, তাঁরা সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাঁদের মধ্যে যারা ফাসিক ও অসৎ, তাঁরা মহান আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করায়, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করায়, আল্লাহ তাঁরার আদেশাবলী অমান্য করায় এবং আল্লাহ তাঁরার আরোপিত অনুশাসনগুলোর সীমালংঘন করায় আল্লাহ তাঁরার গ্যবের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তাঁরাই ঘোষণা করেনঃ

(১১০) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ يُكْفِرُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُنْتَقِيُنَ ۝

১১৫. উত্তম কাজের যা কিছু তাঁরা করে, তাঁর প্রতিদান থেকে তাঁদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ তাঁরাই মুস্তাকিগণের সংস্কারে অবহিত।

এ আয়াতের পাঠ পদ্ধতি নিয়ে কিরাওত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেনঃ কৃফাবাসী অধিকাংশ কিরাওত বিশেষজ্ঞ নিশ্চেরূপ পড়েছেন ও **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** এবং **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** একেবারে শুধু সম্পদায়ের গুণাবলী ও কার্যাবলীর ফলাফল হিসাবে এ বাক্যটি বিবেচিত। অর্থাৎ যেহেতু তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ করতে বারণ করেন, সেহেতু উত্তম কাজের যাকিছু তাঁরা করেন, তাঁর প্রতিদান থেকে তাঁদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবেন।

মধীনা তাইয়িবা ও হিজায়ের অধিকাংশ কিরাওত বিশেষজ্ঞ এবং কৃফাবাসী কোন কোন কিরাওত বিশেষজ্ঞ উভয় ক্ষেত্রে **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** এবং **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** - এর অর্থ হবে, হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ কর, তোমাদের প্রতিপালক তাঁর প্রতিদান থেকে তোমাদের কখনো বঞ্চিত করবেন না।

বসরাবাসী কোন কোন কিরাওত বিশেষজ্ঞ উভয় ক্ষেত্রে উভয় পাঠ পদ্ধতি বৈধ বলে মনে করেন। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** এবং **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** সহকারে পড়া বৈধ বলে মনে করেন।

ইমাম আবু জা'ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, “ উভয় ক্ষেত্রেই **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** সহকারে পড়া আমাদের কাছে শুন্দ বলে পরিগণিত। অর্থাৎ নিশ্চেরূপ পড়া শুন্দ কাজেই এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাঁরার আয়াতসমূহ রাতের বেলায় তিলাওয়াতকার্যগণ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁরা যা কিছু উত্তম কাজ করেন তাঁর প্রতিদান থেকে তাঁদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। এ পাঠ পদ্ধতি শুন্দ বলে মনে করার কারণ হলো, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই, এ আয়াতেও তাঁদের সম্পর্কেই সুসংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা, এ আয়াতকে অন্য কারো গুণ হিসাবে গণ্য করা এবং তাঁদের গুণ হিসাবে গণ্য না করার পিছনে কোন প্রকার প্রমাণ এখানে নেই। অধিকস্তু আমরা যে পাঠ পদ্ধতি শুন্দ বলে ঘোষণা দিয়েছি হয়ত আবদুল্লাহ ইবন আবুস (রা.) ও অনুরূপ পাঠ করতেন।

৭৬৬৪. হযরত আমর ইবন আলা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবুস (রা.) থেকে আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, তিনি আয়াতের উভয় ক্ষেত্রেই **যাঁর পাঠে কৃফুরুহ ক্ষেত্রে পড়েছেন** সহকারে পাঠ করতেন। কাজেই আমরা যে পাঠ পদ্ধতি শুন্দ বলে গ্রহণ করেছি এ পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এ সম্পদায় যা কিছু উত্তম কাজ আঞ্চলিক দিতে পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করতে এবং তা আল্লাহ তাঁরার সত্ত্বাত্ত্ব অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদন করবে আল্লাহ তাঁরা কখনও এরূপ সৎকাজের ছওয়াব বাতিল করবেন না এবং এ কাজকে ছওয়াব শূন্য করবেন না। তিনি বরং এ সৎকাজের পরিপূর্ণ ছওয়াব ও প্রতিদান প্রদান করবেন, তাঁর কারণে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং ওয়াদাকৃত বৃদ্ধি হারে প্রতিদান প্রদান করবেন।

ক্ষেত্র - শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে অন্যত্র প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছি এবং বলেছি যে ক্ষেত্রের প্রকৃত অর্থ “চেকে ফেলা,” অর্থাৎ একটি দ্রব্যকে অন্যটি দিয়ে চেকে ফেলা। এ আয়াতংশ ফল ক্ষেত্রে - যিফরুহ - এর মধ্যে প্রকৃত অর্থটি বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, - فَلَنْ يَفْطُرُ عَلَىٰ - এর অর্থ, ফল যাকে রাখা হবে না। বা লুকিয়ে রাখা হবে না। তাহলে এগুলো প্রতিদান শূন্য হয়ে পড়ে থাকত বরং তাঁরা যা কিছু উত্তম কাজ করেছেন, অন্য কিছু দিয়ে এগুলোকে চেকে রাখা হবে না। বা সুফল পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে।

আমাদের এ তাফসীরকে বহু ব্যাখ্যাকারী সমর্থন করেছেন।

যারা এ তাফসীর সমর্থন করেনঃ

৭৬৬৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفِرُوهُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, অর্থাৎ “তোমাদেরকে বপ্তি” করা হবে না।

৭৬৬৬. হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণীঃ **وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِالْمُنْتَقَبِ** এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন যে, যাঁরা আল্লাহ তা‘আলা’র নির্দেশাবলী পালন করে, নিষেধাবলী হতে বিরত থাকে এবং সৎকাজ সম্পর্কের ধারা প্রবাহিত রাখে, আল্লাহ তা‘আলা’র আনুগত্য স্বীকার করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের স্বত্ত্বে আল্লাহ তা‘আলা ওয়াকিফহাল। তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা আখিরাতে প্রতিদান প্রদান করবেন আর আখিরাতের সুসংবাদ হিসাবে এবং আল্লাহ তা‘আলা’কে সন্তুষ্ট করার জন্যে সুমহান চরিত্রের অধিকারী হয়ে সত্ত্বের প্রতি অবিচল ধাকার উৎসাহ প্রদান হিসাবেও তাদেরকে এ পৃথিবীতে কিছুটা প্রতিদান প্রদান করে থাকেন।

(۱۱۶) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ شَيْئًا وَأَوْلَىٰ
اَصْحَابُ الشَّارِهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝

১১৬. যারা কুফরী করে তাদের ধনেশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কখনও কোন কাজে লাগবে না। তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

আল্লামা আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ ইবন জায়ির তাবারী (র.) বলেন, অতি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা কিতাবীদের মধ্য থেকে ঐ সম্পদায়ের শাস্তির কথা ঘোষণা করছেন, যারা ফাসিক এবং যারা আল্লাহ তা‘আলা’র ক্ষেত্রের পাত্রে পরিণত হয়েছে। আর তারা এমন ধরনের কাফির যে, তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে অধীকার করে এবং তিনি যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন, তা অধীকার করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে যারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবৃত্যাতকে অধীকার করেছে, তাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে আর তিনি আল্লাহ তা‘আলা’র তরফ থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন এগুলোকে সার মনে করে ও এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা যে সব সম্পদ দুনিয়ায় অর্জন করেছে এবং যে সব বংশধর ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করে

আসছে এদের কিছুই তাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা’র মহাশান্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্য কথায়, এগুলো তাদের কোন উপকারে আসবে না। এমনকি দুনিয়াতেও যদি আল্লাহ তা‘আলা’ তাদেরকে কিছুমাত্র শান্তি দেন। আল্লাহ তা‘আলা’র মর্জি না হলে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের আয়াব লাঘব করতে পারবে না। অন্য কথায়, কোন সাহায্যকারীই তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে না।

এখানে শুধু সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের কথা বিশেষভাবে বলা হলো কেন? উত্তরে বলা যায় যে, যে কোন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি তার বংশের লোকদের মধ্যে অতিশয় নিকটবর্তী এবং বিপদ-আপদে তারাই সাহায্য করার জন্যে প্রথমে এগিয়ে আসে। আর তার সম্পদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে কেননা, মানুষ তার সম্পদের উপর অন্যের সম্পদের চেয়ে বেশী প্রত্বাব খাটায়। আর নিজের সম্পদই বিপদ-আপদের বেশী উপকারে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা’র আয়াব থেকে আর কোন ব্যক্তি তার মাল-দোলত ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা রক্ষা পেতে পারে না। এতে প্রমাণ হয় যে, অন্য আজীয়-স্বজন ও অন্যের মাল-দোলত কশ্মিনকালেও কাউকে আল্লাহর আয়াব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের তুমিকা অনেকটা গোণ।

তারপর আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা দোষখবাসী। আর তাদের দোষখ বা অয়িবাসী এজন্য বলা হয়েছে যে, তারা দোষখ বাস করবে, দোষখ থেকে কখনো বের হতে পারবে না। যেমন একজন অন্য জনের সাথে একত্রে থাকলে ও তার থেকে পৃথক না হলে আমরা বলে থাকি, সে তার সাথে বাস করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির বন্ধুকেও বলা হয় যে, তারা একত্রে বাস করে যদি তারা একে অন্যের থেকে পৃথক না হয়। তারপর সংবাদ দেয়া হয়, যে তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা সেখানে সব সময়ের জন্য থাকবে। সেখান থেকে তারা পৃথক হতে পারবে না। আমরা যদি পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখি, এগুলো অন্যান্য বস্তুর সাথে একবার মিলিত হয়, পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু দোষখবাসী কাফিরদের ব্যাপারটি এরূপ নয়। তারা দোষখে প্রবেশ করবে কুফরী ও নাফরমানীর কারণে। যেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না। তারা দোষখের স্থায়ী বাশিল্ডা হয়ে থাকবে। দোষখের জীবনের কোন সময়সীমা থাকবে না। আমরা আল্লাহ পাকের নিকট দোষখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর এমন কথা ও কাজ থেকে যা দোষখে নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণ হয়।

(۱۱۷) مَنْ لِمَ مَا يَفْقَهُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنِّيْلِ رَسِيْجٍ فِيْهَا صِرْأَاصَابْتُ حَرْثَ قَوْمٍ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاهْلَكْتُهُمْ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلَمُونَ ۝

১১৭. এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীল বায়, যা, যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নি, তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

ইমাম আবু জা‘ফর তাবারী (র.) বলেন। এ আয়াতে কাফিরদের কার্যকলাপের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যদি কোন কাফির তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন কিছু ব্যয় করে, তাহলে তার এ

সম্পদ ব্যয় কোন কাজে আসবে না, তার কোন উপকার করতে পারবে না, প্রয়োজনে তার কোন সাহায্য বা উপকার করতে পারবে না। কেননা, সে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বসী নয় এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। কাজেই তার এ দান অর্থহীন। শীতল বায়ুর ন্যায়, যে বায়ু শস্যক্ষেত্র স্পর্শ করায় শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়। এ শস্যক্ষেত্রটির শস্য পাকার সময়ে পৌঁছে ছিল শস্যক্ষেত্রের মালিক এ শস্যক্ষেত্র থেকে উপকার লাভ করতে আশা করেছিল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রের মালিক নিজের উপর জুলুম করেছে; আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কারণে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা লংঘনের দরশন। তাই, আল্লাহ তা'আলা এ শীতল বায়ুর দ্বারা তার শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ শস্যক্ষেত্র দ্বারা মালিক উপকৃত হবার আশা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জুলুমের দরশন শীতল বায়ু প্রবাহিত করে তা ধ্বংস করে দিলেন অনুরূপ অবস্থা হলো কাফিরের দানের। কাফির দান করে তার প্রতিদানের আশায় কিন্তু তার আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে এবং তার আশা দুরাশায় পরিণত হবে। এখানে দানের উপমা দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের উপমা দিয়েছেন আর এটাকে শীতল বায়ুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এধরনের উপমা কুরআন মজীদের বহু জ্ঞানগায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, সুরা বাকারার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ *كَمِّلُ الَّذِي أَسْتَوْقَدْنَا رَأِيًّا فَلِمَّا أَصَابَتْ مَاحْلَهُ نَهَبَ اللَّهُ بِنَرْهِمٍ الْآيَة* এ আয়াতের তাফসীরে আয়াতে উল্লিখিত উপমা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপঃ

এ পার্থিব জগতে তারা যা কিছু ব্যয় করে তার প্রতিদান বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের উপমা দিয়েছেন হিম প্রবাহের সাথে। তবে এ আয়াতে ‘তাদের প্রতিদান বিনষ্টের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কুদরত প্রকাশিত হওয়া’ কথাটি উহু থাকা এজন্য বৈধ যে বাকেয়ের দ্বিতীয় অংশটির দ্বারা তা অন্যায়ে বুঝা যায়। আর এ অংশটি হলো *كَمِّلْ رِيحَ فِيهَا صِرِّ*

এ আয়াতে উল্লিখিত *النَّفَقَ* শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, ব্যয়। আর সে ব্যয় যা জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি *مَثُلُّ مَا يُنْفَقُونَ فِي هُذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত *نَفَقَ* - এর অর্থ, পার্থিব জীবনে কাফির কর্তৃক ব্যয়। আবার কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ, অন্তরে যে সমস্তে কোনোরূপ বিশ্বাস করা হয় না, তা মুখে উচ্চারণ করা।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬৬৮. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি *مَثُلُّ مَا يُنْفَقُونَ فِي هُذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* *কَمِّلْ رِيحَ فِيهَا صِرِّ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ একজন কাফিরের অগ্রহণযোগ্য কথার উপমা হলো এমন একটি শস্যক্ষেত্র, যা এক জালিম সম্প্রদায় আবাদ করে থাকে, তারপর তা

একটি হিমশীতল বায়ু ধ্বংস করে দেয়। অনুরূপভাবে তারা যা ব্যয় করে, তা কোন কাজে লাগে না; বরং তাদের শিরক অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা তাকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমত গুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হলো তাই যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا। বা পার্থিব জীবন কি, এ সমস্তেও পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

এ আয়াতে উল্লিখিত *صِرِّ* শব্দের অর্থ, অত্যন্ত ঠাড়া। দুর্যোগপূর্ণ ঝটিকাময় রাত শেষে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলাকালে উত্তর দিক থেকে ঘূর্ণায়মান ঝড় বইতে থাকলে যে ঠাড়া বাতাস অনুভূত হয়, তাকেই *صِরِّ* বলা হয়।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৬৬৯. হ্যরত ইকবারা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি *رِيحٌ فِيهَا صِرِّ* - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত *صِরِّ* শব্দের অর্থ ঠাড়া বায়ু।

৭৬৭০. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি *رِيحٌ فِيهَا صِرِّ* শব্দের অর্থ ভীষণ ঠাড়া বায়ু।

৭৬৭১. অন্য এক সনদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি *رِيحٌ فِيهَا صِرِّ* - এ উল্লিখিত *صِরِّ* শব্দের অর্থ সমস্তে বলেন, ‘তার অর্থ, অতীব ঠাড়া বায়ু।’

৭৬৭২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি *رِيحٌ فِيهَا صِرِّ* শব্দের অর্থ সমস্তে বলেন, তার অর্থ খুব ঠাড়া বায়ু।

৭৬৭৩. হ্যরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উল্লিখিত *صِরِّ* শব্দের অর্থ, তীব্র ঠাড়া বায়ু।

৭৬৭৪. হ্যরত রবী' (র.) থেকেও *صِরِّ* শব্দের অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত হয়েছে।

৭৬৭৫. হ্যরত সুন্দী (র.) থেকে *صِরِّ* শব্দের অর্থ বর্ণিত, তিনি বলেন, *صِরِّ* শব্দের অর্থ, তীব্র ঠাড়া জনিত বায়ু।

৭৬৭৬. হ্যরত ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, *কমিল রিয়ে ফিহা চিরি* - এ উল্লিখিত *صِরِّ* শব্দের অর্থ, এমন বায়ু যা অত্যধিক ঠাড়া।

৭৬৭৭. হ্যরত ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, *صِরِّ* শব্দের অর্থ, তীব্র ঠাড়া প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত এর অর্থ, “এমন বায়ু যা অত্যধিক ঠাড়া এবং যা তাদের শস্য ক্ষেত্রে ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, ‘আরবরা এরপ বায়ুকে বলেথাকেন। অর্থাৎ এমন বায়ু যা অত্যধিক ঠাড়া এবং ফসলের ক্ষেত্রকে নষ্ট করে দেয়। তখন বলা হয়ে থাকে

ଅର୍ଥାତ୍ “ରାତରେ ବେଳାୟ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ବାୟୁ ଆଘାତ ହେଲେଛେ ତାତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଫୁଲିଥିଲୁ ହେଲେଛେ।”

৭৬৭৮. ইয়েরত দাহ্যাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি রিখবিহাসের, এমন বায় যা ঠাড়া।

আলাহ্ তা‘আলাৰ বাণী : ﴿وَمَا ظلّمُهُمُ اللَّهُ وَلِكُنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ অর্থাৎ “আলাহ্ তা‘আলা তাদেৱ
প্রতি কোন জুলুম কৰেননি, বৱং তাৱাই নিজেদেৱ প্রতি জুলুম কৰে থাকে।”

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যবলীর প্রতিদান ও ছওয়াব বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে অবিচার করেননি। অন্য কথায়, অন্যায়ভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোন আচরণ করেননি, তারা যার যোগ্য নয় সেটা তাদের প্রতি চাপিয়ে দেয়া হয়নি কিংবা তারা যার যোগ্য নয় তাদেরকে সেটার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়নি। বরং তারা যার যোগ্য তাদের প্রতি সেটাই আরোপ করা হয়েছে এবং তারা যার যোগ্য তাদেরকে সেটারই যোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কারণ, তাদের এসব কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিবেদিত ছিল না, তাদের বিশ্বাস ছিল না আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি, তারা আল্লাহ তা'আলার হকুমের অনুসরণকারী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না বরং তারা ছিল মুশরিক, আল্লাহ তা'আলার হকুমের অবাধ্য ও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাসী। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের মাধ্যমে সতর্ক করে দিয়েছেন ও ফরমান জারী করেছেন যে, যদি কোন কর্ম সম্পাদনকারী আল্লাহ তা'আলাকে একাধিক্তে বিশ্বাস না করে, আল্লাহ তা'আলার আবিয়া কিরামকে স্বীকার না করে, আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণ তাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, এগুলোর প্রতি আস্তরিক বিশ্বাস না রাখে, তবে এরপে বিভিন্ন দলীলের মাধ্যমে তার কাছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, রিসালাত ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আসার পর এগুলোকে অস্বীকার করে সে তার নিজের প্রতি অন্যায় করল। আর সে এরপে অবাধ্যতা ও বিরোধিতার পরিণতিতে নিজের জন্যে জাহানামের অগ্নিকে ঠিকানা করে নিল। অন্য কথায়, সে তার কৃতকর্মের কারণে নিজেকে জাহানামের শাস্তি তোগ করার প্রাপ্য বা উপযুক্ত করে নিল এবং তাকে তা তোগ করতেই হবে।

আপনজন ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।

(١١٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْنُدُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُوْا مَا عَنِّهِمْ
قُدْ بَدِّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ طَقْدًا بَيْنَ أَكْمَلِ الْآيَاتِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

১১৮. “হে মু’মিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকেও অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা; তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদের বিপন্ন করে তা—ই তারা কামনা করে তাদের

ଶୁଣେ ବିଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଦେର ହନ୍ଦୟ ଯା ଗୋପନ ରାଖେ ତା ଆରୋ ଶୁଳ୍କତରା। ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦଶନ ବିଶ୍ଵଦାତାବେ ବିର୍ଯ୍ୟତ କରେଛି ଯଦି ତୋମରୀ ଅନୁଧାବନ କରା।’

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা.) ও তাঁর রাসূল (সা.) তাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের দীনি তাই ও স্বজন অর্থাৎ মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে তোমরা অস্তরণ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করন। এ আয়াতে উল্লিখিত **بِطَلْ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা দ্বারা কোন ব্যক্তির বন্ধুকে বুঝান হয়েছে। **بِطَلْ** শব্দটির মূল হলো **بِطْن** অর্থাৎ পেট। তাই পেটের সংগে মিশে যে কাপড় থাকে, তাকে বলা হয় **بِطَلْ** কোন ব্যক্তির বন্ধুকে উক্ত কাপড়ের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কেননা, উক্ত কাপড় যেরূপ মানুষের পেটের সাথে লেগে থাকে তদুপ তার বন্ধুটিও তার অস্তরের গোপনীয় কথাগুলোর সাথে লেগে রয়েছে। বন্ধুটি দূরবর্তী লোক হওয়া সত্ত্বেও বহু নিকটবর্তী আত্মীয় থেকে গোপন কথা অধিক জানে। এজনেই তাকে শরীরের সাথে মিশে থাকা কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। তারপর কাফিরদের কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মুসলমানগণের প্রতি তাদের অত্যন্তিহিত ও প্রকাশ্য শক্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে মু'মিন বান্দাগণকে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা কাফিরদের অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে তিনি ঘোষণা করেন **لَا يَأْلُونَكُمْ** ।⁴ অর্থাৎ "তারা যেন তোমাদের অনিষ্ট করতে সমর্থ না হয়।" **الوَتْ** এর মূল অক্ষর যার অর্থ, সামর্থ্য হওয়া। **الوَتْ** **لَا يَأْلُونَكُمْ**-এর চীফ- واحد مذكر حاضر। **الوَتْ** **الوَ** হবে এবং **الوَ** অর্থাৎ "অমুক তা করতে সমর্থ হয়নি। যেমন, বলা হয়ে থাকে কোন এক বিখ্যাত কবি বলেছেনঃ

جَهَرَ أَنَّا تَالُوا إِذَا هِيَ أَظْهَرَتْ * بَصَرًا وَلَا مِنْ عَيْلَةٍ تُغَنِّيَ

অর্থাৎ “দিনকানা মহিলাটি দ্বিপ্রহরে কিছুই দেখতে পারে না এবং কারো কোন প্রকার প্রয়োজন মিটাতেও সমর্থ হয় না।”

لیا لونکم خبایل شدئر ارثے و بھاری کوں جانے پا جائے۔ اسی میں اپنے ایک بھائی کوں جانے پا جائے۔ اسی میں اپنے ایک بھائی کوں جانے پا جائے۔

৭৬৭৯. নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, যদি কেউ কোন বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার শিকার হয়, তখন বলা
হয়ে থাকে من أصيَّبَ بخَلَقِيْلَأوْ جَرَاح

কথিত আছে যে, এ আয়াত এমন ধরনের কিছু সংখ্যক মুসলমান সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে, যারা তাদের বহু ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের সাথে মেলামিশা করত এবং তাদেরকে ইসলামের পূর্বের অন্ধকার যুগের সুসম্পর্কের দর্শন অন্তরঙ্গ বহু হিসাবে গণ্য করত। কাজেই ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ তা'আলা তাদের এরূপ অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্যে নিষেধ করেন এবং তাদের সামাজিক আচার-আচরণে সাবধানতা অবলম্বন করতে উপদেশ প্রদান করেন।

যাই এই সমর্থন করেন :

۷۶۸۰. হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “কিছু সংখ্যক মুসলমান ইয়াহুদীদের সাথে সুসম্পর্ক বাজায় রেখেছিল। কেননা, তারা অঙ্ককার যুগে একে অন্যের প্রতিবেশী ছিল এবং একে অন্যের সাহায্য-সহায়তার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন এবং তাদের দ্বারা যে মুসলমানদের অনিষ্ট হতে পারে এ তথ্যটির প্রতি আলোকপাত করেন নাযিল করেন : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِلُّو بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ إِلَىٰ قُولِهِ وَقُوْنِيْنَ بِالْكَبَابِ كُلُّهُ -

৭৬১. হ্যরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخِنُوا بِطَائِفَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত মদীনা তাইয়িবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক সবক্ষে নাযিল হ্য। এ আয়াতে ঐসব মুনাফিকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুসলমানগণকে আপ্লাহ তা ‘আলা নিষেধ করেন।

۷۶۸۲: হয়রত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْخِلُو بِطَائِفَةٍ مِّنْ دُونْكُمْ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে মুনাফিকদের দলে প্রবেশ করতে, তাদের সাথে ভাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বারণ করেছেন।

۷۶۸۳۔ هنریت آبادلہ ایکن آس (را.) سے کے بھیت، تینی لائیٹنگ میں دو نکم - اے
تا فسیل پرسکے بلنے، اے آیا تے علی خیت - من نونکم - اے ار ارڈ مانڈیک دل।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخْنُقُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ - لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لَا يَرَى
৭৬৪৮. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতের অর্থ, হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন
ব্যক্তিত অন্যাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা এবং মুনাফিকদের দলভক্ত হয়ো না।

۷۶۸۵. آنامس **ইবন মালিক** (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** (সা.) ইরশাদ করেন **آنامس** (رা.) **لَا تُتَضْبِّئُ بِنَارِ أَهْلِ الشَّرِكِ وَلَا تَقْشُو فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيَا** বুঝতে না পেরে সঙ্গীসহ ইমাম হাসান (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং সকলে তাঁকে এ বাণীর অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি **ছওয়াবে** বলেন - **لَا تَقْشُو فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيَا** - এর অর্থ, তোমরা তোমাদের আংটিতে মৃহাম্বাদ (সা.) শব্দটি অথকিত কর না। আর **لَا تُتَضْبِّئُ بِنَارِ أَهْلِ الشَّرِكِ** - এর অর্থ,

তোমাদের কোন কাজকর্মে মুশরিকদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলনা। হ্যৱত হাসান (রা.) বলেন, “এ আফসীরের সত্যতা করান করীম থেকে প্রমাণিত হয়। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৭৬৮৬. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **بِطَانَةً لَا تَتَخْنُوا**-এ উল্লিখিত শব্দটি দ্বারা কার বন্ধুত্ব এখানে বুঝান হয়েছে এ সমস্তে বলেন, “এখানে মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা নিয়ে করা হয়েছে।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ إِلَيْهِ
٧٦٨٨. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে মুনাফিকদের সাথে বন্ধন স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর তিনি তাঁর তাফসীরের দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেনঃ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ
অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَدُلُّوْ مَا عَنْتُمْ - এর তাফসীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারণগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ, যা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তা-ই তারা তোমাদের জন্যে কামনা করে।

যাব্বা এমত পোষণ করেন :

مَاضِ الْلَّمَ مَا عَنْتُمْ—وَلَدُوا مَا عَنْتُمْ—এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, মাপ্চাল্লত অর্থাৎ যা দ্বারা তোমরা বিপদ্ধগামী হবে।

ଆବାର କେଉ କେଉ ତାର ନିମ୍ନ ବଣିତ ଅର୍ଥ ଉପ୍ଲାଖ କରେଛେ :

বন্ধু কল্পে গ্রহণ করন। যাদের গুণাবলী এরপ এবং যাদের গুণাবলী এরপ। কাজেই দ্বিতীয় গুণের সংবাদটি প্রথম গুণের খবর থেকে বিচ্ছিন্ন যদিও দুটো ই একই ব্যক্তির গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন আরবী ভাষাভাষী মনে করেন, **وَدُوَّاً مَا عَنْتُمْ - بَطَانَةٌ - صَلَهُ - وَبِوَامَّا - عَنْتُمْ - صَلَهُ -** এর সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই এ সংযুক্ত **صَلَهُ -** এর পরে আর **وَبِوَامَّا -** এর কোন প্রয়োজন অনুভূত নয়। তাই **وَدُوَّاً مَا عَنْتُمْ** কে দ্বিতীয় **صَلَهُ** হিসাবে গণ্য করার কোন কারণই থাকতে পারে না। তবে এ কথার উভয়ের পূর্বের ন্যায়ই বলায় যে, **وَبِوَامَّا -** কথাটি কথাটির হিসাবে গণ্য। তবে এটা প্রথম খবর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এটা **- بَطَانَةٌ** নয় এবং এটা থেকে বিচ্ছিন্নও নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: **قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ** অর্থাৎ তাদের মুখ থেকে বিদ্যেষ প্রকাশ পেয়েছে। অন্য কথায়, “হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমাদের লোকজন ব্যতীত অন্য লোকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে তোমাদের নিষেধ করছি। কেননা, তাদের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি শক্রতা তা প্রকাশ পেয়েছে তারা তাদের কুফরীর উপর এখনও অটল রয়েছে, তাদের যারা বিরোধিতা করবে তাদের শক্রতায় এখনও তারা অটল রয়েছে এবং গোমরাহীতে ডুবে রয়েছে। ঈমানদারদের সাথে শক্রতা রাখার প্রধান কারণ হলো এটাই। মূলত ধর্ম নিয়েই এদের শক্রতা বা ধর্মের বিভিন্নতার দরুনই এরপ শক্রতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন এক দল অন্য দলের ধর্ম গ্রহণ না করবে, ততদিন তাদের মধ্যে শক্রতা অব্যাহত থাকবে। পক্ষান্তরে হিদায়াত থেকে গোমরাহীর দিকে পুনরায় ধাবিত করার জন্যেই এ শক্রতা বিরাজমান। পূর্বেও তারা এ গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। তাই, মু'মিনগণকে পুনরায় মুনাফিকরা ঐ পথে ধাবিত করার জন্য শক্রতা পোষণ করে থাকে এবং তাদের এ শক্রতা মু'মিনগণের ক্ষেত্রে অতি উজ্জ্বল বন্ধু হিসাবে বিবেচিত। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী **وَقَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ**—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার অর্থ, ঈমানদারগণের ক্ষেত্রে মুনাফিক ও কাফিরদের শক্রতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, এজন্য যে, তাদের কেউ কেউ তাদের সর্দার ও পরম্পরের কাছে এরপ শক্রতা পোষণ করার জন্যে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। উপরোক্ত অভিমত পোষণকারীরা মনে করেন যে, এ আয়াতে যাদের স্বক্ষে বলা হয়েছে, তারা মুনাফিকের দল। যারা ইয়াহুদ ও মুশরিকদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে কুফরী বা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)—কে অশ্বীকার করে, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি।

যারা অমত পোষণ করেন :

৭৬৯১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ**—এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, তার অর্থ, মুনাফিকরা তাদের স্বজনের কাছে মু'মিনগণের প্রতি তাদের শক্রতার কথা ব্যক্ত করে। তারা মুসলমানগণকে প্রতারণা করে এবং তাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করে।

৭৬৯২. হ্যরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ**—এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা'আয়াতাংশে উল্লিখিত **مِنْ أَفْوَاهِهِمْ**—এর অর্থ, মুনাফিকদের মুখ থেকে শক্রতা প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, “ব্যাখ্যাকারী হ্যরত কাতাদা (র.) থেকে আমরা যে মত বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তার কোন অর্থ হয় না। কেননা, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের শক্রতায় কুখ্যাত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কাজেই কাফিরদের কাছে মুনাফিকদের শক্রতা প্রকাশ পাওয়ার কথাটি তাৎপর্যবহু নয়।”

সাধারণত শক্রতা দু'ভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমত, সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্যে শক্রতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যারা এ শক্রতা পোষণ করে থাকে, তাদের প্রকাশভঙ্গির দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়। তবে যাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তারা অবশ্যই তাদের কাছে পরিচিত হতে হবে। যদি পরিচিত না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বারণ করা সমীচীন হবে না। তারা তাদের কাছে নামে কিংবা শুণে পরিচিত হবে। আর যখনই তারা তাদের কাছে সুপরিচিত হবে, তখনই তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার কথাটি সমীচীন হবে। মুনাফিকদের অন্তরে মুসলমানগণ সম্পর্কে যে শক্রতা লুকায়িত রয়েছে, তা তাদের মিত্র কাফিরদের কাছে প্রকাশ করার বিষয়টি মু'মিনগণের কাছে বোধগম্য নয়, কেননা তারা মুখে মুখে ঈমান প্রকাশ করে এবং মু'মিনগণের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলেও প্রকাশ করে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে তাদের নিজস্ব লোক ব্যতীত অন্য লোক অর্থাৎ মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশের মাধ্যমে মু'মিন বান্দাগণ মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত শক্রতা সংস্কৰণে অবগত হন। তারা আরো অবগত হন যে, মুনাফিকরা চিরকালের জন্যেই দোয়খবাসী হবে। এ মুনাফিকরা যাদের কাছে তাদের শক্রতার কথা প্রকাশ করে থাকে, তারা হলো আহলে কিতাব। এ আহলে কিতাবের সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবা কিরামের শান্তি চুক্তি ছিল। তারা মুনাফিক নয়। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা কাফিরও নয়। যদি তারা মুনাফিক হতো, তাহলে তাদের সাথে ঐ ব্যবহারই করা হতো, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যদি তারা কাফির হতো, যাদের সঙ্গে মু'মিনগণের যুদ্ধ ছিল, তাহলে মু'মিনগণ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতন। তাদের ভৌগোলিক সীমাবেষ্যের দূরত্ব ও বিভিন্নতার কারণে। তবে তারা ছিল মদীনার ইয়াহুদী, যাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শান্তি চুক্তি ছিল।

শব্দটি **قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ** হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)—এর বর্ণিত পাঠ পদ্ধতিতে এ শব্দটি **مُؤْنَث لَازِم** হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে পুঁজিঙ্গ হিসাবে ব্যবহার হওয়া বৈধ। কেননা, পুঁজিঙ্গ হিসাবে ব্যবহার হওয়া বৈধ। অন্য কথায়, এটা অপ্রকৃত হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া অবৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের সূরা হৃদের ৬৭ আয়াতে ইরশাদ করেন : **وَأَخْذَ الدِّينَ طَلَمُوا الصِّحَّةَ** : ৪৩। আরপর যারা সীমা লংয়ন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।” এখানে আখত হয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ইরশাদ করেন : **فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ** “অর্থাৎ “এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।” এখানে জাঁকেম বৈন্ন না হয়ে হয়েছে, তাতে কোন অবৈধতার প্রশ-

উঠেনি। অথচ "صَيْحَةٍ وَبِينَةً" "جاءَكُمْ" "شَدَّدْযَ" শব্দদ্বয়ের সাথে অন্যত্র ব্যবহার হয়েছে। যেমন সূরা হুদের ১৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **وَأَخْذَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ** অর্থাৎ "তারপর যারা সীমা লংঘন করেছিল, মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।" আবার সূরায়ে 'আরাফের ৭৩ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : **فَقَدْ جَاءَكُمْ بِئْتَ مِنْ رَبِّكُمْ** : অর্থাৎ "তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নির্দর্শন এসেছে।"

উপরোক্ত আয়াতাংশে **شَدَّ** ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, তাদের থেকে যে শক্রতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত তাদের মুখ থেকেই তা প্রকাশ পেয়েছে। এ আয়াতাংশের মধ্যে মু'মিনগণের প্রতি মুনাফিকদের তরফ থেকে যে কটু কথা প্রকাশ পেয়েছে, তা বুঝান হয়েছে। এজন্যেই ইরশাদ হয়েছে : **فَدَبَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ** অর্থাৎ "তাদের মুখ থেকে বিবেষ প্রকাশ পায়।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী **وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ** : অর্থাৎ "এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর।" আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারা হৃদয়ে তোমাদের যে শক্রতা পোষণ করে তা তাদের মুখে প্রকাশিত শক্রতা থেকে গুরুতর।

৭৬৯৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ **وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'তার অর্থ তারা মুখে যে বিদ্যেষ প্রকাশ করেছে, তার চেয়ে গুরুতর তাদের হৃদয়ের হিংসা-বিদ্যে।'

৭৬৯৪. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তারা হৃদয়ে যে হিংসা-বিদ্যে পোষণ করছে, তা তাদের মুখে প্রকাশিত বিদ্যে থেকে অধিক গুরুতর।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : **قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ** অর্থাৎ "তোমাদের জন্য নির্দর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।"

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতাংশের মধ্যে মু'মিনগণকে সমোধন করে ইরশাদ করেন, "হে মু'মিনগণ! নিজেদের ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বন্ধুত্ব না করার ন্যায় উপদেশ সংবলিত নির্দর্শনসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা তাদের কর্মকাণ্ড থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।" আয়াতাংশ **إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ** - এর অর্থ, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপদেশ, নির্দেশ, নিষেধ অনুধাবন কর এবং এসব আদেশ-নিষেধ পালন করার উপকারিতা ও অমান্য করার পরিণতি সংবলে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পার।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

তোমরাই তাদেরকে ভালবাস অথচ তারা তোমাদের ভালবাসে না।

(১১৯) **هَنَّا نَّمْ أَوْلَئِنْ تُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَاتِلُوكُمْ أَمْنًا هُنَّ وَإِذَا أَخْلَوْا عَصْمًا عَلَيْكُمُ الْأَكْمَلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْ تُوَبِّعِيْظَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِذَلِكِ الصَّدُورِ**

১১৯. "হৃশিয়ার! তোমরাই কেবল তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তারা যখন একাকী হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রেশে নিজেদের অঙ্গুলির অঙ্গুভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। (হে রাসূল !) আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের আক্রেশ নিয়ে মরা' নিশ্চয় আল্লাহ অন্তর্ধানী।"

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, **هَا أَنْتُمْ أَوْلَئِنْ تُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ بِكُلِّ الْكِتَابِ** - এর মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐসব কাফিরকে ভালবাস, যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং মু'মিন বান্দাগণ ব্যতীত তাদের সাথে গভীর সুসম্পর্ক রাখতে বারণ করা হয়েছে। তোমরা তাদের সাথে সুসম্পর্ক গভীর করে যাচ্ছ, অথচ তারা তোমাদের ভালবাসে না এবং তোমাদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক তারা গভীর করতে চায় না বরং তারা সুযোগ অনুসন্ধান করে যে, কেমন করে তোমাদের সাথে শক্রতা করা যায় ও তোমাদের কেমন করে প্রতারিত করা যায়। তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস কর।

এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **بِكُلِّ الْكِتَابِ** দ্বারা সমস্ত আসমানী কিতাবকে বুঝান হয়েছে। একবচনের উল্লেখ করে বহুবচন বুঝানোর রীতি আরবী ভাষায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, **كُلُّ الدِّرْرِمْ فِي أَيْدِي النَّاسِ** অর্থাৎ "জনগণের হাতে মুদ্রা বেড়ে গেছে।" এখানে দিরহাম (মুদ্রা) একবচন দ্বারা অনেক অর্থ-সম্পদ বুঝান হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং জান যে, যাদের সাথে মু'মিন বান্দা ব্যতীত বন্ধুত্ব রাখার জন্যে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তারা ঐ সব কিতাবকে অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা-ইক্বার করা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর নায়িলকৃত কিতাবগুলোকে বিকৃত করে, ঐসব কিতাবে বর্ণিত তথ্যাবলী পরিবর্তন করে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে পরিবর্তন করে, তোমাদের সাথে শক্রতায় লিঙ্গ হয় এবং এ শক্রতার বশবর্তী হয়ে কিতাবসমূহের কোন কোনটিকে একেবারে অস্থীকার করে, আবার কোন কোন কিতাবে মিথ্যা সংযোজন করে।

৭৬৯৫. হয়রত আবদুল্লাহ ইবন আব্দাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كَلَّهُ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত **كَلَّهُ** - এর অর্থ, মুসলমানগণ এবং অন্যদের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহ, তথা কুরআন ও কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সমুদয় কিতাব। তিনি মু'মিনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আহলে কিতাব তোমাদের কিতাবকে অস্তীকার করে, তাই তারা তোমাদের সাথে যেরূপ শক্রতা পোষণ করে, তোমরা তাদের সাথে অধিকতর শক্রতা পোষণ করার অধিকার রাখ।"

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (রা.) বলেন, এ আয়াতাংশে **مَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُؤْمِنُونَ** বলা হয়েছে। **مَا** এবং **أَنْتُمْ** - এর মধ্যে **أَنْتُمْ** কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো, যাদের প্রতি সমোধন হয়েছে, তাদের নামের প্রতি ইংগিত করা। আরবী ভাষাভাষিগণ **إِذَا** এর মধ্যে এরূপ করে থাকে অর্থাৎ **مَا** ও **إِذَا** - এর মধ্যে কিছু সংযোজন করে থাকে। আর এটা তখনই করা হয়, যখন নিকটবর্তী এবং কোন সংবাদকে পরিপূর্ণ করার ব্যাপারে কোন ক্ষটি পরিলক্ষিত হলে তা সমাপন করা লক্ষ্য হয়। যেমন, কেউ যদি কাউকে প্রশ্ন করে **أَيْنَ أَنْتَ** (অর্থাৎ তুমি কোথায়?) তখন সে উত্তরে বলবে **إِذَا** অর্থাৎ "এই যে আমি এখানে।" **مَا** এবং **إِذَا** এর মধ্যে **إِذَا** শব্দটি স্বয়ং বক্তাকে বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী কখনও উপরোক্ত অর্থ বুঝাবার জন্যে **إِذَا** বলে না। তারপর প্রয়োজনে **إِذَا** - এর পরিবর্তে দ্বিচন ও বহুবচনের প্রস্তুতি নেয়া হয়ে থাকে। আবার কোন কোন সময় তারা **مَا** আর এরূপ নিকটবর্তী বুঝাবার জন্যে বলা হয়ে থাকে। আর যদি নিকটবর্তী লক্ষ্য নয় হয় এবং সংবাদের পরিপূর্ণতাও উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তারা বলে থাকে **هذا هو** কিংবা **هذا أنت** - অনুরূপ **أَسْمَاطُهُ** - এর সাথেও তারা এরূপ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন তারা বলেন, **هذا هُو** এখানে। **هذا هُو** কথাটি নিকটবর্তী বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত। তবে এরূপ ব্যবহারের লক্ষ্য হলো এখানে **هذا صَحِحٌ** ও **هذا نَاقصٌ** এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা। আয়াতাংশ **مَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُؤْمِنُونَ** এর হিসাবে বিবেচিত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দুটো দলের তথা মু'মিনগণ ও কাফিরদের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে এবং বিরোধী দলের প্রতি ঈমানদারগণের দয়া ও মেহেরবানী পক্ষতরে ঈমানদারগণের প্রতি কাফিরদের দুর্ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৭৬৯৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **مَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُؤْمِنُونَ** বর্তুলুম্বুন্দের প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছি, নিঃসন্দেহে মু'মিন মুনাফিককে ভালবাসে, তার সাথে নয় ব্যবহার করে এবং তার উপর মেহেরবানী করে। মু'মিন যেরূপ মুনাফিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এরূপ যদি মুনাফিক মু'মিন - এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারত, তাহলে সে তাকে প্রাণে বধ করত।

৭৬৯৭. হয়রত জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন - এর জন্যে মুনাফিকের চেয়ে, মুনাফিকের জন্যে মু'মিন অধিক উপকারী। কেননা, মু'মিন মুনাফিকের প্রতি মেহেরবানী করে থাকে। মু'মিনের উপর যদি মুনাফিক এরূপ অধিকার বিস্তার করতে পারত, যেরূপ মুনাফিকের উপর মু'মিন অধিকার বিস্তার করতে পারে, তাহলে মুনাফিক মু'মিনকে প্রাণে বধ করত।

৭৬৯৮. হয়রত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَاتُلُوا مُنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُوًّا عَلَيْكُمْ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ - এর ব্যাখ্যায়ঃ

ইমাম আবু জাফর (র.) বলেন, **مِنَ الْغَيْظِ** আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে যাদের বিবরণ দিয়েছেন, তারা যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর সাহাবী তথা মু'মিনগণের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে মুখে সুমধুর বাক্যের অবতারণা করে এবং বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি এবং **"রাসূলুল্লাহ (সা.)** যা কিছু নিয়ে এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন, সবকিছুর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরূপ উক্তি করার পর যখন তারা মু'মিন ও মুসলমানগণের চোখের আড়াল হতো ও নিজেদের সম্পদায়ের সঙ্গে মিলিত হতো তখন তারা মু'মিন ও মুসলমানগণের মধ্যে একতা, একগ্রাতা, সহযোগিতা বন্ধন, শৃংখলা ও পবিত্রতা অবলোকন করে প্রতিহিস্তার বশবর্তী হয়ে ক্রোধভরে অঙ্গুলির মাথা দাঁতে কাটত। কেননা, মুসলমানগণের মর্যাদা ও সশান দেখে তাদের গাত্রাদাহ হতো।

আমরা যা বলেছি ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

যারা এমত প্রকাশ করেছেন :

৭৬৯৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذَا لَقُوكُمْ قَاتُلُوا مُنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُوًّا عَلَيْكُمْ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, যখন মুনাফিকরা মু'মিনগণের সাথে সাক্ষাৎ করে, তারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে। অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, তারা তাদের সম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তা নিয়ে সবসময় ভীত সন্তুষ্ট থাকে। তাই তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে **أَيْنَ أَنْتَ** আয়াতাংশের মধ্যে তাদের অন্তরের রোষ ও ক্রোধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং তাদের ঘৃণ্য আচরণের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। অধিকস্তু, তারা যদি মু'মিনগণের ক্ষতি করার সুযোগ পায়, তাহলে তা হাতছাড়া করতে তারা রাখী নয়। তাদের এই জন্যতম ঘৃণ্য আচরণ সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

৭৭০০. হয়রত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে, তিনি মুসলমানগণের প্রতি তাদের ক্রোধের কথা বলেছেন, কিন্তু তারা যদি সুযোগ পায়, একথা বলেন নি।

৭৭০১. হয়রত আমর ইবন মালিক নুরুরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রসিদ্ধ মুফাসিসির জাওয়া যখন এই **وَإِذَا لَقُوكُمْ قَاتُلُوا مُنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُوًّا عَلَيْكُمْ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ** আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি বলতেন, অত্র আয়াতে বনু আব্রাসের বিরোধী দল শুভ পোশাকধারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এ আয়াতে উল্লিখিত অন্তাত্তা শব্দটি এর বহুবচন। কোন কোন সময় বহুবচনে **انْمَلَة** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেছেন :

আল্লাহ পাকের বাণী :

(۱۲۰) إِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَعْرِحُوا بِهَا طَوْبَانًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقْوَى لَا يَضُرُّكُمْ كَيْنُونُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

۱۲۰. “যদি তোমাদের যক্ষল হয়, তারা দুঃখিত হয়, আর যদি তোমাদের অমঙ্গল হয়, তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুক্তাকী হও, তবে তাদের ষড়যজ্ঞ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।”

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হে মু’মিনগণ! যখন তোমরা দুশ্মনের উপর জয়লাভ কর, তোমাদের ধর্মে জনগণ ক্রমাগত প্রবেশ করতে থাকে, তোমাদের নবী (সা.)-কে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে জনগণ শুরু করে এবং তারা তোমাদেরকে দুশ্মনের মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে, তখন তোমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হও। পক্ষান্তরে তোমাদের এ আনন্দ ও খুশীর দরজন ইয়াহুদীরা দুঃখিত হয়। অন্যদিকে হে মু’মিনগণ! যখন তোমাদের কোন সৈন্যদল প্রাজিত হয় কিংবা তোমাদের দুশ্মন তোমাদের কিছু ক্ষতি করতে সমর্থ হয় অথবা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তখন তারা খুবই আনন্দিত হয়। এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত কয়েকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

۱۲۰۵. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের সারমৰ্মঃ ইয়াহুদীরা যখন মুসলমানগণের মাঝে প্রেম, প্রীতি, তালবাসা, দলবদ্ধতা এবং দুশ্মনের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের বিজয় লক্ষ্য করে, তখন তারা দুঃখিত হয় এবং আক্রোশে ফেটে পড়ে। পক্ষান্তরে যখন তারা মুসলমানগণের মধ্যে মতানৈক্য, মতবিরোধ লক্ষ্য করে, অথবা মুসলমানগণের কোন একটি দলের সাময়িক প্রাজয় কিংবা বিপদ দেখে, তাতে তারা আনন্দিত হয়। এটা তাদের কাছে খুবই পসন্দনীয়। তাই ইয়াহুদীদের মধ্যে যদি কোন একজন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, আল্লাহ তা‘আলা তার মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন, তার অবস্থানকে পদচালিত করে দেন। তার দলীলকে বাতিলে পরিণত করেন এবং তার দোষ-ক্রটি লোক সমাজে প্রকাশিত করে দেন। ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরায় আসতে থাকবে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা‘আলার এটিই সিদ্ধান্ত।

۱۲۰৬. হযরত রবী‘ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর প্রসঙ্গে বলেন, “তারা মুনাফিক”। তারা যখন মুসলমানগণকে দলবদ্ধ ও দুশ্মনের বিরুদ্ধে বিজয়ী দেখতে পায়, তখন তারা আক্রোশে ফেটে পড়ে এবং অত্যন্ত খারাপ জানতে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন তারা মুসলমানগণের অনৈক্য, মতবিরোধ কিংবা তাদের কোন সৈন্যদলের দুর্ঘটনার কথা শনে, তখন তারা খুব খুশী হয় এবং এটা তারা খুবই পসন্দ করে। আল্লাহ তা‘আলা যোগ্য করেছেন, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং মুক্তাকী হও, তাহলে তাদের এ চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা তারা যা কিছু করে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।”

أَوْ كُمَا مَابَلَ حَلْقَيْ رِيْقَتِيْ * وَمَاحَمَلَتْ كَفَّاَيْ أَنْمَلَيْ الْعَشْرَا

অর্থাৎ “আমি তোমাদের দু’জনকে এত তালবাসি যে, আমার গলায় রসনা জন্মে না এবং আমার দুই তালুর দশটি অঙ্গুলি তা সহ করতে পারে না।” এ কবিতায় এর অর্থ হচ্ছে অঙ্গুলির পার্শ্ব বিশেষ।

۷۷۰۲. (ক) হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ملَّاتِلَا - এর অর্থ, অঙ্গুলির অংশ বিশেষ।

۷۷۰۲. (খ) রবী‘ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

۷۷۰۳. ইমাম সুদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ملَّاتِلَا শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, হাতের অঙ্গুলিসমূহ।

۷۷۰۴. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে عَضْوًا عَلَيْكُمْ - এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তার তাদের অঙ্গুলিসমূহ কর্তন করে।

পরবর্তী আয়াতাংশ - قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ - এ আল্লাহ পাক বলেন, বল, ‘তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।’ অন্তরে যা রয়েছে সে সবক্ষে আল্লাহ তা‘আলা সবিশেষ অবহিত।

এ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, “এর অর্থ হচ্ছে, ‘হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি এসব ইয়াহুদীকে বলে দিন যাদের গুণবলীর বিবরণ আপনাকে প্রদান করেছি এবং যাদের সবক্ষে আমি আপনাকে অবহিত করেছি যে, তারা যখন আপনার সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের অঙ্গুলিরে অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটিতে থাকে, ‘তোমরা মুসলমানদের একতা, একান্ততা ও পরম্পর বন্ধুত্বের প্রতি ঈর্ষা-কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ কর।’”

উপরোক্ত বাক্যটি আদেশসূচক বাক্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি একটি আহবান মাত্র। এতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের প্রতি বদন্দু‘আ করুন, যেন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধূঃস করেন কেননা, তারা মু’মিন বান্দাদের ধৰ্মীয় বিষয়াদিতে দুঃখ-দুর্দশা দেখতে চায় এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হবার পর যেন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এ ছিল তাদের আন্তরিক কামনা। তারা মু’মিন বান্দাদের সুখে ও হিদায়াতপ্রাপ্তিতে জুলে পুড়ে মরে। সে জন্যই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে সম্মোধন করে ইরশাদ করেন, ‘হে মুহাম্মাদ, আপনি তাদেরকে বলুন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশে মৃত্যুবরণ করতে থাক। তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের ও আমাদের সকলের মনে যা রয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা সবিশেষ অবহিত। অন্য কথায় যারা মু’মিন বান্দাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে বলে, আমরা মু’মিন বান্দা অথচ তারা অন্তরে মু’মিন বান্দাদের প্রতিহিংসা, বিদ্যে ও শক্রতা পোষণ করে, এসব ব্যক্তি অন্তরে যা রয়েছে এমনকি সমস্ত মাখলুকাতের অন্তরে যা কিছু রয়েছে ভাল-মন্দ ও কটু চিতা-ভাবনা সবকিছু সবক্ষে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাদের ভাল-মন্দ আমল, ঈমান, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, মু’মিন বান্দা ও রাসূলের প্রতি তাদের সৎ-অসৎ উদ্দেশ্য এবং হিংসা-বিদ্যে ইত্যাদি সবকিছুর আল্লাহ তা‘আলা প্রতিদান প্রদান করবেন।

৭৭০৭. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি - اِنَّمَسْكُمْ حَسْنَةٌ سُؤْهُمْ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, যখন তারা মু'মিনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসা লক্ষ্য করে, তখন তাদের জন্য তা গীড়াদায়ক হয়। পক্ষান্তরে, যখন তারা মু'মিনগণের মধ্যে অনৈক্য ও মতবিরোধ লক্ষ্য করে, তখন তারা এতে খুশী হয়।

তিনি মহান আল্লাহর বাণী : وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَشْقَوْا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে সম্মোধন করে ইরশাদ করেন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত হও এবং তার আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাক। এভাবে ধৈর্য ধারণ কর, যেসব ইয়াহুদীর সাথে বন্ধুত্ব করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন কর, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার সমুদয় নিষেধাজ্ঞাকে মেনে চল, তাকওয়া অবলম্বন কর, মহান আল্লাহর হক ও রাসূলের হক সম্বন্ধে সতর্ক হও তাহলে যেসব ইয়াহুদীর বিবরণ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অবহিত করেছেন, মুসলমানদের সত্য পথ থেকে বিচ্ছুত করার জন্যে যারা সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কোন ঘড়্যন্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ পাঠ পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও বসরার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ পড়েছেন অর্থাৎ এ পড়িশ্চ বিহীন দিয়ে পাঠ করেছেন। আরবগণ বলেন, অর্থাৎ অমুক আমার ক্ষতি করল।” আরো বলেন, “য়েস্তে পঁচার অর্থাৎ সে আমার প্রত্যুত্ত ক্ষতি সাধন করছে।” নিম্ন বর্ণিত বাক্যটিও আরবদের থেকে শুনা যায় লাগে না অর্থাৎ অর্থাৎ সে আমার কোন উপকারণও করছে না এবং ক্ষতিও করছে না।”

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি এ ধরনের কিরাআত প্রচলিত থাকত, তাহলে لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ পড়া বৈধ হতো কিন্তু আমি কাউকে এরপ পড়তে শুনিনি ও জানিনি। মদীনাবাসী একদল এবং সাধারণত কৃফাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ পেশ এবং راء - تے تশ্শিয় দিয়ে পা করেছেন। তাঁরা পড়েছেন অর্থাৎ অমুক আমার ক্ষতি সাধন করল, অমুক আমার ক্ষতি সাধন করে থাকে প্রত্যুত্ত ক্ষতি। এ পেশ দিয়ে পড়া দুই কারণে হয়ে থাকে। প্রথমে অক্ষরটিতে মূলত জর্জ রয়েছে। কেননা, শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একই ধরনের দু'টি অক্ষর অর্থাৎ দ্বিতীয় হওয়ায় একটি অন্যটির মধ্যে প্রথম - এর প্রক্রিয়া হয়েছে। তাই প্রথম, টি কে পেশ সহকারে পড়া হয়ে থাকে এবং র-কে সহকারে পড়া হয়েছে এবং তে পেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হলো এ পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। যেহেতু তা হল বিদ্যমান। আর এখানে ছ অক্ষরটি অক্ষরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতাংশ - اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ - এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, কাফিররা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে যা কিছু করে, আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত পবিত্র শহরে তারা যেরূপ বিশৃঙ্খল, ঘটায় মহান আল্লাহর পথ থেকে তারা অন্যদেরকে বিরত রাখে, যারা ধম-কর্ম পালন করে তাদের সাথে শক্রতা পোষণ করে এ ধরনের অন্যান্য যেসব পাপের কাজ তার করে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্বন্ধে অবহিত রয়েছেন, কোন কিছুই মহান আল্লাহর কাছে অনবহিত নয়। কাজেই আল্লাহ তা'আলা এসব কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করতে সক্ষম এবং তিনি তাদেরকে এসব গর্হিত কাজের জন্যে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন।

বদর যুদ্ধের প্রত্যুত্তি পর্বের বর্ণনা

(۱۲۱) ۰ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১২১. “মুরগ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যুত্তে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ। যদি তোমরা ধৈর্য ধার এবং মুক্তাকী হও, তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতিই ইয়াহুদী কাফিররা করতে পারবে না। যদি তোমরা আমার অনুগত্যের সাধনায় ধৈর্যধারণ কর এবং আমার রাসূলের অনুসরণ কর, তবে আমি বদর যুদ্ধে যেমনি সাহায্য করেছি, তেমনি তোমাদেরকে সাহায্য করব। বদরের দিন তোমরা ছিলে দুরবস্থায়। পক্ষান্তরে হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আমার আদেশ অমান্য কর এবং আমার তরফ থেকে নির্ধারিত কর্তব্য পালনে অবহেলা কর, তথা আমার ও আমার রাসূলের বিধি-নিষেধ অমান্য কর, তাহলে উহুদের যুদ্ধ যে পরিস্থিতি তোমাদের হয়েছিল, সে অবস্থা পুনরায় হবে। কাজেই তোমরা এইদিনের কথা শ্বরণ কর, যখন তোমাদের নবী (সা.) প্রত্যুত্তে ঘর থেকে বের হয়ে মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে নিয়োজিত করছিলেন। এ আয়াতে পরবর্তী সংবাদ উহু রাখা হয়েছে। কেননা, বাক্যের বাচন ভঙ্গিতে তা প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠে বিধায় উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে— বিধেয় বর্ণনা করা হয়নি। আর তা হলো, উক্ত সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মুতাবিক ধৈর্য ধারণ করেনি এবং মহান আল্লাহকে প্রকৃতপক্ষে ভয় করেনি। পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে, তাহলে তাদের উপর থেকে তাদের দুশ্মনের বড়ুয়াকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিহত করবেন। তারপর তাদেরকে এসব বালা-মুসীবত সম্বন্ধে শ্বরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যা উহুদ প্রান্তরে তাদের উপর আপত্তি হয়েছিল। কেননা, তাঁদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর নির্দেশ ভুলে গিয়েছিলেন এবং তারা এক মতে কাজ করতে পারেন নি। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.)—কে সম্মোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ তাতে বুঝান হয়েছে এসব লোকদের, যাদেরকে মু'মিন ব্যক্তি অন্যান্য লোক তথা ইয়াহুদী কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ ধরনের বর্ণনার পিছনে কি হিকমত রয়েছে, তা আমি অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এ আয়াতে উল্লিখিত দিনটি নিয়ে মতবিরোধের অবতারণা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উহদ দিবসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৭০৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.) পায়ে হেঁটে যান ও মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন।

৭৭০৯. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উহদের দিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট হতে উহদের দিকে বের হয়ে যান এবং যুদ্ধের জন্যে মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন।

৭৭১০. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উহদের দিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যুষে পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে উহদ প্রান্তরের দিকে বের হয়ে গেলেন এবং মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে দাঁড় করাচ্ছিলেন।

৭৭১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা ছিল উহদের দিবস।

৭৭১২. ইমাম সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন ছিল উহদ দিবস।

৭৭১৩. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “উহদ প্রান্তরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এগুলোর মধ্যে **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** আয়াতাংশ অন্যতম।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে বন্দক বা আহত্যাবের যুদ্ধের দিন বুঝান হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৭১৪. হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে সাযিদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সংস্কৃতে বলা হয়েছে যে, তিনি বন্দকের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের জন্যে মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি অভিমতের মধ্য থেকে যে অভিমতে বলা হয়েছে যে এখানে উহদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সেই অভিমত উত্তম। কেননা, পরবর্তী আয়াতে দুই গোত্রে সাহস হারাবার কথা উল্লেখ রয়েছে, আর তাফসীরকারগণের মধ্যে কেউই দ্বিতীয় পোষণ করেন নি যে, উক্ত দু'টি গোত্রের দ্বারা আনসারের দু'টি শাখা গোত্র বন্ধ হারিছ ও বন্ধ সালিমাকে বুঝান হয়েছে। আরা এ কথায়ও দ্বিতীয় নেই যে, ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, উহদের যুদ্ধের দিন এ দুই শাখা গোত্রের কার্যকলাপ যা পরিলক্ষিত হয়, তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কথায়, যন্তকের যুদ্ধে এই দু'টি শাখা গোত্রের কার্যকলাপ অনুরূপ প্রকাশ পায়নি। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অবহিত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিন্ন মতামত স্বীকৃত।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এ আয়াতে কেমন করে উহদের কথা বলা হয়েছে অথচ এটা স্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমআর দিন জুমআর নামাযের পর পবিত্র মদীনায় স্বীয় পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ করে জনগণের সাথে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে পড়েন।

৭৭১৫. ইবন হমায়দ (র.) হতে। তিনি ইবন শিহাব যুহরী, ইবন কাতাদা, ইবন মুআয় (র.) ও আমাদের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ থেকে বর্ণিত, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমআর সালাত আদায় করার পর উহদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হন। প্রথমত তিনি ঘরে প্রবেশ করেন, যুদ্ধের বর্ম পরিধান করেন। এ দিন আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সালাতে জানায় আদায় করেন এবং লোকজনকে নিয়ে যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে পড়েন। তিনি ইরশাদ করেন, “যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে পোশাক খুলে ফেলা কোন নবীর জন্যে সমীচীন নয়।” উত্তরে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ(সা.) যদিও জুমআর সালাতের পর দলবল নিয়ে যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে ছিলেন, তাতে বুরো যায় না যে, তিনি বের হবার সময় মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন, বরং যুদ্ধের জন্যে বের হবার পূর্বেও দুশমনের বিরুদ্ধে ঘাঁটিতে মু'মিনগণকে স্থাপন করতে পারেন। প্রকৃত ঘটনা ছিল এরূপ যে, মুশরিকরা বুধবার দিন উহদ প্রান্তরে আস্তানা তৈরি করে। এ খবর মদীনা শরীফে মুসলমানগণের নিকট পৌছে। তারা বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তথায় অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমআর দিন জুমআর সালাত আদায় করার পর সাহাবা কিরামকে সঙ্গে নিয়ে উহদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হন এবং শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবার প্রত্যুষে তিনি সেখানে পৌছেন।

৭৭১৬. ইবন শিহাব যুহরী (র.) ইবন কাতাদা (র.) ও অন্যান্যগণের নিকট থেকে এ বর্ণনা পেশ করেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধের জন্যে বের হবার পূর্বে কেমন করে ঘাঁটিতে মু'মিনগণকে দাঁড় করাচ্ছিলেন? জবাবে বলা যায় যে, দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বের হবার পূর্বে সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ বৈঠকে এক দিন কিংবা ঘটনার দুইদিন পূর্বে তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) গ্রহণ করেছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুশরিকদের এগিয়ে আসার বার্তা ও উহদে অবস্থান নেয়ার খবর শুনলেন, তখনি তিনি তড়িৎ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

৭৭১৭. ইমাম সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমি এখন কি করতে পারি? তখন তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুকুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পড়ুন। আনসার সম্প্রদায় বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন শক্তি আমাদের শহরে এসে আমাদের উপর জয়লাভ করতে পারেনি। আর এখন আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন; কাজেই, তাদের জয়লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালূলকে ডেকে পাঠালেন। পূর্বে আর কখনও তাকে ডাকা হয়নি। তার থেকে পরামর্শ চাইলেন। সে বলল, আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে নিয়ে এসব কুকুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পড়ুন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) পসন্দ করতেন যে, দুশমনরা পবিত্র মদীনায়

এসে তাদের উপর হামলা করবে এবং মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ জায়গা থেকে যুদ্ধ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে আন-নু'মান ইবন মালিক আল-আনসারী (রা.) হায়ির হয়ে আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জানাত থেকে বিমুখ করবেন না। এ পরিত্র সন্তার শপথ। যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি (যুদ্ধ হলে) অবশ্যই (যুদ্ধ করে) জানাতে প্রবেশ করব। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “কেমন করে তুমি জানাতে প্রবেশ করবে? জবাবে তিনি আরয় করলেন, আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আমি যুদ্ধ থেকে কোন সময় পলায়ন করব না।” রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “তুমি সত্য বলেছ।” বর্ণনাকারী বলেন, সে দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধের বর্ম চেয়ে পাঠালেন এবং তা পরিধান করেন। যখন সাহাবা কিরাম রাসূল (সা.)-কে যুদ্ধের বর্ম পরিধান করতে দেখলেন, তারা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলেন, এবং বলতে লাগলেন, আমরা খুবই অন্যায় করেছি। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পরামর্শ দিই, অথচ তাঁর নিকট আল্লাহ তা'আলার ওহী আসছে। তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দণ্ডযামান হলেন এবং ক্ষমা চাইতে লাগলেন ও বললেন, “আপনি যা ইচ্ছা করুন।” রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ করার পূর্বে পোশাক খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে সমীচীন নয়।”

৭৭১৮. ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (র.), ইবন কাতাদা (র.), ইবন মুআয় (র.) ও আমাদের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানগণ শুনতে পেলেন যে, মুশরিকরা উহুদ প্রাত্তরে অবস্থান নিয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করলেন। আমি স্বপ্নে একটি গরু দেখেছি এবং এ স্বপ্নের তাবীর কল্যাণ বলেই আমি বিবেচনা করেছি। আরো আমি স্বপ্নে আমার তরবারিয়া বুকে আঘাত দেখিছি। তারপর আমি দেখেছি যে, আমি একটি ময়বুত বর্মে হাত প্রবেশ করিয়েছি। আমি এ স্বপ্নে মদীনার দিকে ইঁগিত করা হয়েছে বলে তাবীর বা বিবেচনা করেছি। যদি তোমরা মদীনায় অবস্থান নাও এবং তাদেরকে তাদের অবস্থান নেয়া স্থান থেকে আহবান কর, পুনরায় যদি তারা সেখানেই অবস্থান নেয়, তাহলে তারা খুবই খারাপ জায়গায় অবস্থান নেবে। আর যদি তারা আমাদের শহরে প্রবেশ করে, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

আবদুল্লাহ ইবায় ইবন সালুল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভিমত মুতাবিক স্বীয় অভিমত প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভিমতের ন্যায় মদীনায় অবস্থান করে যুদ্ধ বা মুকাবিলা করাটাই শ্রেয় মনে করলেন আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা ত্যাগ করাকে পসন্দ করলেন না। তখন মুসলমানগণের মধ্যে যারা পরে শাহাদত বরণ করেছেন, তাদের কয়েকজন এবং যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁদের কয়েকজন বলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুশ্মনের মুকাবিলার জন্যে বাইরে নিয়ে চলুন। নচেৎ দুশ্মনেরা আমাদেরকে দুর্বল মনে করবে এবং তাদের কাছে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।” আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল বললো, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মদীনায় অবস্থান করুন, মদীনা থেকে বের হয়ে শক্রুর দিকে অগ্রসর হবেন না। আল্লাহর শপথ! যখনই আমরা মদীনা ত্যাগ করে শক্রুর দিকে ধাবিত হয়েছি, তখনই আমরা পরাজয় বরণ করেছি।

কাজেই তাদের মতামত আপনি পরিত্যাগ করুন। আর যখনই কোন শক্রু আমাদের শহরে প্রবেশ করেছে, তখনই তারা পরাজয় বরণ করেছে। তাই শক্রুদের তথায় অবস্থান করতে দিন। যদি তারা তাদের জায়গায় অবস্থান করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা মন্দ কারাগারে অবস্থান নিয়েছে। আর যদি তারা আমাদের শহরে প্রবেশ করে, তাহলে আমাদের পূরুষগণ তাদের সম্মুখ যুদ্ধে উপনীত হবে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা উপর থেকে তাদের দিকে পাথর নিষ্কেপ করবে। তারা যদি এমতাবস্থায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন, তারা এসেছিল। পক্ষান্তরে যারা যুদ্ধ করার জন্যে উদয়ীব ছিলেন, তাঁরা সদা সর্বদা শহর থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুরোধ করছিলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজরায় প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন।

উপরোক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মু'মিনগণকে যাঁটিতে স্থাপনের অর্থ, সাহাবা কিরামের সাথে যুদ্ধের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করা। এ আয়াতে উল্লিখিত শব্দটি আরবে বহুল প্রচলিত। যেমন বলা হয়ে থাকে বোات القومِ مُنْزَلٍ أَوْيَاتٍ لِّهُمْ بَوَاتٌ أَبْوَاهُمْ الْمَنْزَلِ تَبَوَّءُهُنَّ أَبْوَاهُمْ مُنْزَلٍ تَبَوَّءُهُنَّ আরো বলা হয়ে থাকে কিংবা অর্থাৎ “আমি আমার সম্প্রদায়ের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করলাম।” আরো বলা হয়ে থাকে আরো কিংবা অর্থাৎ “আমি তাদের জন্যে উক্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করে থাকি।”

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর পাঠ পদ্ধতিতে শব্দটিকে (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَإِذْ غَدَّتْ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالِ আর এরপর رَدَفَ وَرَدَفَ لَكَ বিহীন উভয় প্রকারে উল্লেখ করা সঙ্গত। যেমন বলা হয়ে থাকে أَبَاتِ الْقَوْمَ مُنْزَلٍ أَوْيَاتٍ অর্থাৎ “সে তোমার সঙ্গী হলো।” আরো বলা হয়ে থাকে أَنْقَدْتَ لَهَا صَدَاقَهَا أَنْقَدْتَ অর্থাৎ, “আমি তাদের জন্যে উক্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করে থাকি।”

যেমন, কবি বলেছেন

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَّمْ سُتْ مُحْسِنٍ * رَبَّ الْعَبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার অগণিত পাপরাশির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতিপালক, তাঁর জন্যেই বান্দার সন্তুষ্টি ও আমল নিবেদিত।”

এ কবিতার পথ্রিতে উল্লিখিত কথাটি মূলে ছিল أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِذَنْبٍ অর্থাৎ “পাপরাশির জন্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

আরবদের থেকে জনশ্রুতি হিসাবেও বর্ণিত, হয়েছে أَبَاتِ الْقَوْمَ مُنْزَلٍ أَوْيَاتٍ অর্থাৎ, “আমার সম্প্রদায় উক্তম স্থানে অবস্থান নিয়েছিল।” আরো বলা হয়ে থাকে أَبَاتِ الْقَوْمَ مُنْزَلٍ أَوْيَاتٍ অর্থাৎ “আমি তাদেরকে উক্তম জায়গায় স্থান করে দিয়েছি।” উটকে তার বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করালে, বলা হয়ে থাকে أَبَاتِ الْقَوْمَ مُنْزَلٍ أَوْيَاتٍ অর্থাৎ “আমি তাঁকে তার বাসস্থানে ফেরত নিয়ে আসুলাম।” আরবীতে বলা হয়ে থাকে أَبَاتِ الْقَوْمَ مُنْزَلٍ أَوْيَاتٍ অর্থাৎ “রাত্রি যাপন করার জায়গায় আমি এটাকে ফেরত নিয়ে এলাম।” এ আয়াতাংশে أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِذَنْبٍ শব্দটি বহুবচন, একবচনে হবে আর তার অর্থ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالِ মুসলিম মজlis

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাহলে আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়ঃ

“হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি ঐ ঘটনাটি অব্যর্থ করুন, যখন আপনি আপন পরিবার-পরিজন ছেড়ে বের হলেন ও মু’মিনগণের জন্যে তাদের শক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে ঘাঁটি স্থাপন করছিলেন।”

আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلٰيْمٌ﴾ অর্থাৎ আপনার ও মু'মিনগণের দুশমন মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার স্থান নির্ধারণী পরামর্শ সভায় মু'মিনগণ আপনাকে যা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তা আল্লাহ তা'আলা সবই শুনেছেন।" মু'মিনগণ বলেছিলেন যে, দুশমনের সাথে মুকাবিলার জন্যে আমাদেরকে শহরের বাইরে নিয়ে চলুন, সেখানে আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। আর তাদের কথাও তিনি সবই শুনেছেন, যারা বলেছিল, "হে নবী! শত্রুর অবস্থান স্থলে শহর থেকে বের হয়ে যাবেন না, বরং আপনি মদীনায় অবস্থান করুন। যদি তারা আমাদের শহরে ঢুকে পড়ে, পুরুষগণ সম্মুখ যুদ্ধ করবে এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা উপর থেকে পাথর নিষ্কেপ করবে। আর হে মুহাম্মাদ! তাদের পরামর্শও আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী। উদ্ধৃত পরামর্শসমূহের মধ্য থেকে কোন্টি উত্তম, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। অধিকতু যারা শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিল এবং যারা শহরে অবস্থান করে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিল, তাদের অন্তরের সদিচ্ছা সবক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত।

۷۷۱۹۔ **ইবন ইসহাক** (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ﷺ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তারা যা কিছু ব্যক্ত করছে, আল্লাহু তা'আলা এগুলোর শ্রবণকারী এবং তারা যা কিছু গোপন রাখছে সে সম্পর্কেও আল্লাহু তা'আলা জ্ঞাত।

(١٢٢)) اذ همَتْ طَلِيقَتِنِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَهُ وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ

১২২. “যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক উভয়ের সহায়ক ছিলেন, আল্লাহ তা‘আলার প্রতিই যেন যামিনগণ নির্ভর করে।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের ভাবার্থ, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শুনেছেন ও জেনেছেন যখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'টি গোত্র বনু সালমা ও বনু হারিছা সাহস হারাচ্ছিল।

ଧୀରା ଏ ଅଭିଯତ ପୋସନ କରେନ୍ଦ୍ର

৭৭২০. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **إِذْهَمَتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَنْشَلَأْ** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো বনূ হারিছা ও বনূ সালিমা। তবে বনূ হারিছা ছিলেন উহুদ প্রাস্তরের পাশে এবং বনূ সালিমা ছিলেন, ‘সাল্যা’ - এর পাশে। আর এ ঘটনা ঘটেছিল খন্দকের যুদ্ধের দিন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে উহদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন অনভূত নয়।

۷۷۲۹۔ হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি - এর তাফসীর
প্রসঙ্গে বলেন, এ ঘটনাটি উহুদের যুদ্ধে ঘটেছিল। আর আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র গ্রহণ গ্রহণীয়
অভিমত হলো, তারা ছিলেন বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। তাঁরা আনসারগণের শাখা গোত্র। তাঁরা যুদ্ধ
থেকে পলায়নের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আল্লাহু তা'আলা তাঁদেরকে এরূপ ঘৃণ্য কর্ম থেকে রক্ষা করেছেন।
হ্যরত কাতাদা (র.) আরো বলেন, “আমাদের কাছে এরূপ সংবাদও পৌছেছে যে, যখন এ আয়াত
অবতীর্ণ হয়, তখন এ গোত্রদ্বয়ের সদস্যগণ বলতে লাগলেন, যদি আমরা এরূপ ইচ্ছা না করতাম, এরূপ
আয়াত অবতীর্ণ হতো না এবং আমরাও এরূপ আনন্দিত হতে পারতাম না। যেহেতু আল্লাহু তা'আলা
আলোচ্য আয়াতেই সংবাদ দিয়েছেন وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা এ দু'টি শাখা গোত্রের ওলী
সহায়ক ও অভিভাবক।

৭৭২২. হ্যরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি -**إذْهَمْتُ لِأَقْتَلَنِيْ مِنْكُمْ أَلَا يَة**- এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল উহদের যুদ্ধের দিন। আর এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো আনসারের দু'টি শাখা গোত্র যথা বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। তিনি হ্যরত কাতাদা (র.)-এর ন্যায় অভিমত পেশ করেছেন।

୭୭୨୩. ଇମାମ ସୁନ୍ଦି (ର.) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ଏ ଆୟାତରେ ତାଫସୀର ପ୍ରସଞ୍ଚେ ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ (ସା.) ଏକ ହାୟାର ସୈନ୍ୟ ନିଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିକେ ବେର ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ ଏବଂ ସାହାବା କିରାମକେ ପ୍ରତିଶ୍ରଦ୍ଧି ଦିଲେନ ଯେ, ଯଦି ତା'ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରେନ ବିଜ୍ୟ ତା'ଦେରଇ ପ୍ରାପ୍ୟ । ତିନ ଶତ ସୈନ୍ୟ ନିଯେ ଯଥିନ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ୍ ଇବ୍ନ ଉବାୟ ଇବ୍ନ ସାଲୁଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରଲ, ତଥିନ ଆବୁ ଜାବିର ଆସ-ସାଲାମୀ (ରା.) ତାଦେର ପିଛେ ପିଛେ ଗେଲେନ ଏବଂ ତା'ଦେରକେ ଡାକତେ ଲାଗଲେନ । କିନ୍ତୁ ତାରା ତା'ର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରଲ ଏବଂ ବଲତେ ଲାଗଲ ଯେ, ତାରା ଏଟାକେ ଧର୍ମ ଯୁକ୍ତି ମନେ କରେ ନା ଆର ଯଦି ତିନି ତାଦେର ଅନୁକରଣ ଓ ଅନୁସରଣ କରତେ ଚାନ, ତାହଲେ ଯେନ ତିନି ତାଦେର ସାଥେ ମଦିନୀଯା ଫେରତ ଆସେନ ।”

ইমাম সুন্দী (র.) - اذْهَمْتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشِلُوا - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত দুটি গোত্র হলো বনু সালিমা ও বনু হারিছা। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত যেতে ইচ্ছা করল যেহেতু আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়ও ফেরত যাচ্ছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এহেন গহিত কাজ থেকে রক্ষা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সাত শত সৈন্য নিয়ে শক্তির মুকাবিলার জন্যে রয়ে গেলেন।

୭୭୨୪. ହୟରତ ଇବନ ଜୁରାଇଜ (ର.) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ହୟରତ ଇକରାମା (ର.) ବଲେଛେ, ଏ ଆୟାତ ଖାୟରାଜ ଗୋଟେର ଶାଖା ଗୋତ୍ର ବନ୍ଦ ସାଲିମା ଏବଂ ଆଉସ ଗୋଟେର ଶାଖା ବନ୍ଦ ହାରିଛା ସମ୍ପଦେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟ। ଆର ଏଦେର ଶୀର୍ଘେ ଛିଲ ଆବଦଳ୍ଲାଇ ଇବନ ଉବାସ ଇବନ ସଲ୍ଲୁ-ମୁନାଫିକଦେର ସର୍ଦୀର।

۷۷۲۶. হ্যরত ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَذْهَمَتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাখা গোত্র হলো জাশাম ইবন খায়্রাজ- এর বংশধর বনূ সালিমা এবং আউস সম্প্রদায়ের হারিছা ইবন নাবীতের গোত্র। এরা দু'টি শাখা গোত্র।

۷۷۲۷. হ্যরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَذْهَمَتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো, আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উদ্বার করেন এবং তাদের দুশ্মনকে পরাজিত করেন।

۷۷۲۸. হ্যরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَذْهَمَتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে বর্ণিত, দু'টি গোত্র হলো বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। আমরা আমাদের সাহস হারাবার উপক্রমকে অপসন্দ করি না। কেননা, এতে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ভায়ায় ঘোষণা দিয়েছেন **وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا** অর্থাৎ, “আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অভিভাবক।”

۷۷۲۹. হ্যরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

۷۷۳۰. হ্যরত ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে আয়াতে উল্লিখিত তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “এ ঘটনাটি ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের দিন।” এ আয়াতে উল্লিখিত শব্দের অর্থ, তাঁরা দু'টি দল। তাঁদের শক্তির সাথে মুকাবিলায় দুর্বলতা প্রকাশ করছে কিংবা তারা সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে **فَشَلَ فَلَانٌ عَنْ لِقَاءِ دُوْهِ وَيَقْشِلُ** অর্থাৎ “অযুক্ত তার দুশ্মনের মুকাবিলায় সাহস হারিয়েছে কিংবা সে সাহস হারাচ্ছে।”

۷۷۳۱. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত অর্থ **الجِنْ** দুর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা সাহস হারিয়ে ফেলা।

ইমাম আবু জা'ফর ইবন জায়ার তাবারী (র.) বলেনঃ তারা দু'টি দল দুর্বলতার আশ্রয় নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মু'মিনগণ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। যেমন আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল তার সঙ্গীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মু'মিনগণ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তবে পার্থক্য ছিল এই যে, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুলের ন্যায় তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের আশ্রয় নেয়ানি এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার নিফাক (কপটতা)-ও ছিল না, তাই তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুর্বলতা ও সাহস হারাবার উপক্রম থেকে রক্ষা করলেন। তারপর তারা আবার রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মু'মিনগণের সাথে যোগদান করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল তারপর সাথী মুনাফিকদের সংগ ত্যাগ করলেন। তার তাঁদের এই দৃঢ়তার জন্যেও সত্যের উপর আঁকড়িয়ে থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং সংবাদ দিলেন যে কাফির দুশ্মনের মুকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

۷۷۳۲. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ **وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا** - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তাঁদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও হতবুদ্ধিতা দেখা দিয়েছিল, তা দমনকারী আল্লাহ তা'আলা।

তাঁদের মধ্যে দুর্বলতা ও হতবুদ্ধিতা দেখা দিয়েছিল, তবে তাঁদের দীনে কোন প্রকার ক্রটি দেখা দেয়নি। তাঁদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে কোন সন্দেহেরও উদ্দেক হয়নি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত ও মেহেরবানী প্রদর্শন করে তাঁদের থেকে এ কুম্ভণা ও কুভাব দূর করলেন। ফলে তাঁরা তাঁদের দুর্বলতা ও নিরাশার বেড়াজাল ছিল করে নিরাপত্তা লাভ করেন। তাঁদের ধর্মে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্দেক হয়নি। **وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَوْكِلُ** অর্থাৎ মু'মিনগণের মধ্যে যাদের দুর্বলতা ও হতবুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁদের উচিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি তরসা করা এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে তাঁদের কাজে সাহায্য-সহায়তা করবেন এবং তাঁদেরকে তাঁর গত্ব্যস্থলে পৌঁছার তাওফীক দিবেন, বেড়াজাল দূর করবেন ও তাঁর নিয়তে তাঁকে দৃঢ়তা দান করবেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখ্য যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) **- الطَّائِفَتَيْنِ** - এর স্থলে **وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا** - পড়তেন। - এর স্থলে **وَلِيَهُمَا** - পড়ার বৈধতার কারণ হলো, **وَلِيَهُمَا** - এর স্থলে **صِيفَه** (দ্বিচন শব্দ) দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ দুটো বিরোধীয় দল, যা বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহর সাহায্য

۱۲۳) **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَيْنِ رِبْلَيْنِ** **فَإِنَّهُمْ** **لَعْنَكُمْ شَكَرُونَ**

১২৩. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন বদরের যুদ্ধে, এমতাবস্থায় যে, তোমরা দুর্বল ছিলে। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করা যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

ইবন জায়ার তাবারী (র.) বলেন। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, কাফিরদের মড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদরের দিন তোমাদের শক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। আর তোমরা ছিলে তখন হীনবল অর্থাৎ তোমরা ছিলে সংখ্যায় কম এবং শক্তির মুকাবিলায় অসহায়। তোমাদের সংখ্যা কম এবং তোমদের শক্তির সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। আর এখন তোমরা সংখ্যায় বেশী। কাজেই তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাক, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐদিনের ন্যায় এখনও তোমাদের সাহায্য করবেন। কাজেই, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগত হয়ে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিহারের মাধ্যমে প্রতিপালককে ভয়কর।

মহান আল্লাহর বাণীঃ - এর অর্থ, “তাহলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কেননা, তিনি তোমাদেরকে শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করেছেন, তোমাদের দীন ও ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে প্রকাশ করেছেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা যে সত্যের সন্ধান পাইতে ব্যর্থ হয়েছে, তোমাদেরকে সেই সত্যের প্রতি আল্লাহ তা'আলা পথ প্রদর্শন করেছেন।”

৭৩৩. হয়রত ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত **وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمْ اللَّهُ بِيَدِ رُوَيْأْنَتْمُ أَذْلَّ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত **أَذْلَّ** -এর অর্থ, “তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম এবং শক্তিতে ছিলে দুর্বলতর। **فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** -এর অর্থ, তোমরা আমাকে তয় কর, আর তাই আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”

আয়াতে উল্লিখিত **বদর** শব্দের অর্থ নিয়ে একাধিক মত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, “বদর নাম, এক লোকের একটি কুয়া ছিল। এ জন্য মালিকের নামানুযায়ী কুয়াটির নাম রাখা হয়েছিল বদর।”

শারীর এমত পোষণ করেন :

৭৩৪. ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “বদর নামক এক ব্যক্তির একটি কুয়া ছিল, এ জন্য কুয়াটির নাম রাখা হয়েছিল ‘বদর’।”

৭৩৫. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত **وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمْ اللَّهُ بِيَدِ رُوَيْأْنَتْمُ أَذْلَّ** -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “বদর নামী এক ব্যক্তির একটি কুয়া ছিল। লোকটির নামানুসারে কুয়াটির নাম বদর রাখা হয়েছিল।”

কোন কোন তাফসীকার তা অধীকার করেন এবং বলেন, “বদর” একটি স্থানের নাম। অন্যান্য শহর যেমন নিজ নামে অভিহিত।

শারীর এমত পোষণ করেনঃ

৭৩৬. ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “বদরকে বদর বলে নাম রাখার কারণ হলো, জুহায়না গোত্রের বদর নামক একজন লোকের একটি কুয়া ছিল।”

ইবন সা'দ (র.) বলেছেন যে, হয়রত হারিছ বলেন, ওয়াকেদী (র.) বলেছেন, যখন উপরোক্ত তথ্যটি তিনি আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর এবং মুহাম্মাদ ইবন সালিহ (র.)-এর কাছে ব্যক্ত করেন, তখন তাঁরা তা অধীকার করেন এবং বলেন, ‘সাফরা’ কেন নামকরণ করা হলো? ‘হামরা’ কেন নামকরণ করা হলো? রাবেগ কেন নামকরণ করা হলো? এগুলো কিছুই নয়, এগুলো বরং জায়গার নাম। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি ইয়াহইয়া ইবন নু'মান গিফারী (র.)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমাদের বনী গিফারের উস্তাদগণের নিকট শুনেছি, তাঁরা বলেছেন, এটা আমাদের কুয়া, এটা আমাদের উপনীত হবার স্থান, এটার মালিক কেউ কোন দিন ছিল না, যাকে বদর বলা হতো, এটা জুহায়না গোত্রে ও কোন শহরের নাম নয়, এটা বরং গিফারীদের জায়গা বলে স্বীকৃত। ইমাম ওয়াকেদী (র.) বলেন, এ বক্তব্যটি আমাদের কাছে সুপরিচিত।

৭৩৭. ইমাম দাহহাক (র.) বলেন, বদর একটি কুয়ার নাম। মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী। মক্কা শরীফের রাস্তার ডান পাশে এটা অবস্থিত।

এ আয়াতে উল্লিখিত **أَذْلَّ** শব্দটি **ذليل** শব্দের বহুবচন। যেমন **أَعْزَّةٌ** শব্দটি শব্দের বহুবচন, **البَّ** শব্দটি শব্দের বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ক্ষেত্রে ঘূর্ণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা, তাঁরা

ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। তাঁরা ছিলেন তিন শত দশ জনের চেয়ে অধিক। অথচ, তাদের শক্তির সংখ্যা ছিল এক হায়ার থেকে নয় শতের মধ্যে। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা রাখা হয়েছে। তাঁদের এ নগণ্য সংখ্যার জন্যে তাঁদেরকে ঘূর্ণ বলা হয়েছে। ঘূর্ণ শব্দটির উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাফসীরকারণগণ গ্রহণ করেছেন।

৭৩৮. হয়রত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمْ اللَّهُ بِيَدِ رُوَيْأْنَتْمُ أَذْلَّ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, পবিত্র মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় বদর নামক একটি কুয়া রয়েছে। হয়রত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুশরিকরা এখানে যুদ্ধ করেছিলেন। এটাই ছিল শক্রের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম যুদ্ধ। এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেদিন সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমরা আজ তালুতের সঙ্গীদের সমান সংখ্যক। উক্ত দিবসে তালুত জালুতের মুকাবিলায় উপনীত হয়েছিল। তারাও ছিল তিন শত দশের অধিক। আর মুশরিকরা ও সংখ্যায় ছিল এক হায়ার কিংবা তার নিকটবর্তী।

৭৩৯. হয়রত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمْ اللَّهُ بِيَدِ رُوَيْأْنَتْمُ أَذْلَّ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত **أَذْلَّ** -এর অর্থ, তোমরা ছিলে নগণ্য। তিনশত দশের অধিক।

৭৪০. হয়রত রবী' (র.) থেকেও কাতাদা (র.)-এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৪১. হয়রত ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত **أَذْلَّ** -এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, সংখ্যায় নগণ্য এবং শক্তিতে দুর্বল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** -এর ব্যাখ্যা আমি সেরপই বর্ণনা করেছি। যেমন :

৭৪২. হয়রত ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** -এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “তোমরা আমাকে তয় কর।” কেননা, তাই হলো আমার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা।

বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে

(১২৪) **إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَكُنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمْدَدُوكُمْ رَبُّكُمْ بِثُلَاثَةِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ مُنْزَلِيْنَ**

(১২৫) **بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تُؤْكِمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ**

১২৪. (হে রাসূল! আপনি) স্মরণ করুন যখন আপনি মুমিনগণকে বলছিলেন এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিনি সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সহায়তা করবেন?

১২৫. ইয়া নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সাবধান হয়ে চল, আর তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহু ঘোষণা করেন যে, আল্লাহু তা'আলা তোমাদেরকে বদরের প্রান্তরে সাহায্য করেছেন, অথবা তোমরা ছিলে সংখ্যায় নগণ্য। আপনি মু'মিনগণকে তথা আপনার সাহাবিগণকে বলছিলেন এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তাঁর প্রেরিত তিন হায়ার সৈন্য দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন? এটা ছিল বদরের ঘটনা।”

তারপর বদরের দিন ফেরেশতাগণের উপস্থিতি এবং মু'মিনগণের প্রতি ওয়াদাকৃত কোন দিবসে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেছিলেন এ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহু তা'আলা বদরের দিন ফেরেশতাগণ দ্বারা মু'মিনগণের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল শক্রগণ যদি দ্রুতগতিতে তাদেরকে আক্রমণ করে। কিন্তু শক্ররা আসেনি, তাই সাহায্যও প্রতিশ্রুতি মুতাবিক করা হয়নি।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৭৭৪৩. হযরত আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণের কাছে খবর পৌছল যে, কুরয় ইবন জাবির মুহারিবী মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাতে মুসলমানগণ শংকিত হয়ে পড়লেন। তাই তাদেরকে বলা হলোঃ

أَنْ يُكَفِّرُكُمْ أَنْ يُدِكُّمْ رَبُّكُمْ بِشَتْهِ الْفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ - بَلْ إِنْ تَصْبِرُو وَتَتَّقُو وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِمِ هَذَا يُمْدِكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الْأَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسْوِمِيْنَ

ভবিষ্যত পরাজয়ের সংবাদ অর্থাৎ এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নায়িলের সংবাদ কুরয়ের কাছে পরাজয় সংবাদের ন্যায় পৌছায় সে প্রত্যাবর্তন করল। মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না এবং মু'মিনগণকেও পাঁচ হায়ার সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হলো না।

৭৭৪৪. হযরত আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এখবর পৌছেল- তারপর তিনি উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত বলেন যে, আয়াতাংশ- এর অর্থ কুরয় ও তাঁর সঙ্গীগণ মুসলমানগণের শক্রপে উপনীত হলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হায়ার চিহ্নিত সৈন্য দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। কুরয় ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে পরাজয়ের সংবাদ পৌছায় সে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এবং পাঁচ হায়ার চিহ্নিত সৈন্যও অবস্থীর হয়নি। পরে তাদেরকে এক হায়ার সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলমানগণের সাথে চার হায়ার ফেরেশতা ছিল।

৭৭৪৫. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُكَفِّرُكُمْ أَنْ يُدِكُّمْ رَبُّكُمْ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “সম্পূর্ণটাই বদরের দিন নাযিল হয়েছে।”

৭৭৪৬. ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণের কাছে সংবাদ পৌছল যে, কুরয় ইবন জাবির আল-মুহারিবী বদরের প্রান্তরে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসার ইচ্ছা রাখে। এ সংবাদে মুসলমানগণ আতঙ্কগত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহু তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেনঃ **أَنْ يُكَفِّرُكُمْ أَنْ يُدِكُّمْ رَبُّكُمْ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسْوِمِيْنَ** তারপর মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ তার কাছে পৌছায় সে তার সঙ্গীদের নিয়ে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এবং মুসলমানগণকেও পাঁচ হায়ার চিহ্নিত ফেরেশতা সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, “বদরের দিন এরূপ প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া হয়েছিল। তার পর মু'মিনগণ দৃঢ়তা অবলম্বন করেন এবং আল্লাহর নামে সতর্ক হয়ে যান। কাজেই, মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতি মুতাবিক তাদেরকে সাহায্য করেন।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৭৭৪৭. আবু উসায়দ মালিক ইবন রবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর চক্র নষ্ট হয়ে যাবার পর বলেন, যদি আমি তোমাদেরকে নিয়ে এখন বদর প্রান্তরে যেতে পারতাম এবং আমার চোখ ভাল থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে ঐ গৃহটি সম্পর্কে সংবাদ দিতাম যেপথে ফেরেশতাগণ বেরিয়ে এসেছিলেন। তাতে আমি কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করিন না।

৭৭৪৮. হযরত আবু উসায়দ মালিক ইবন রবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং অঙ্গ হয়ে যাবার পর তিনি বলেছিলেন, এখন যদি আমার চোখ ভাল থাকত ও আমি তোমাদের সাথে বদর প্রান্তরে অবস্থান করতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে ঐ গিরিপথটি দেখিয়ে দিতাম, যেখান থেকে ফেরেশতাগণ বের হয়ে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই।

৭৭৪৯. আবদুল্লাহু ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলু গিফারের এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছে “আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই বদর কুপের ধারে একটি গিরিয়া চূড়ায় উঠেছিলাম, আমরা ছিলাম তখন মুশরিক। আমরা অপেক্ষা করছিলাম পরাজয় বরণকারী সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্যে। তাহলে আমরা লুটপটকারীদের সাথে মিলিত হয়ে মনমত লুটপাটে অংশ নেব। আমরা একটি পাহাড়ে যখন অবস্থান করছিলাম, তখন একটি মেঘের টুকরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসল। তার মধ্যে আমরা ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম। একজন আহবায়ক বলছে হায়যুমকে সামনে বাড়তে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমার চাচাতো ভাই প্রকাশ্যে ঘোড়াটি দেখায় তার অতরাত্তা কেঁপে ওঠে এবং হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে তৎক্ষণাত মৃত্যুবরণ করে। তবে আমি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়ে। পুনরায় নিজেকে নিজে সামলেয়ে নেই।

৭৭৫০. হযরত আবদুল্লাহু ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন ব্যক্তীত অন্য কোন দিনে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেননি। অন্য দিনে তাঁরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখানোর মাধ্যমে মুসলিম যোদ্ধাদের সহায়তা করেছিলেন। নিজেরা তরবারি পরিচালনা করেননি।

৭৭৫১. হযরত আবু দাউদ আল-মায়িনী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি একজন মুশরিককে হত্যা করার জন্যে তার পিছু ধাওয়া করলাম। তার কাছে আমার

তলোয়ার পৌছার পূর্বে তার দ্বিতীয় মস্তক আমার সামনে এসে ভূমিতে পতিত হলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাকে কতল করে।

৭৭৫২. হযরত ইকরামা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত-গোলাম আবুরাফি (রা.) বলেছেন- আমি হযরত আব্রাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর ক্রীতদাস থাকাবস্থায় আমাদের সে পরিবারে যখন ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে, তখন আব্রাস, উম্মুল ফযল এবং আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। হযরত আব্রাস (রা.) এ ব্যাপারে নিজ গোত্রের লোকদেরকে ভয় করতেন এবং তিনি তাদের বিরোধিতা করা পদ্ধতি করতেন না, সে জন্য তিনি নিজে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, এ বিষয়টি গোপন রাখতেন। অথচ তিনি তাঁর সম্পদায়ের মধ্যে খ্যাতিসম্পন্ন অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। মহান আল্লাহর দুশ্মন আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সে তার পরিবর্তে আসী ইবন হিশাম ইবন মুগীয়াকে বদরের যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। এরপে তারা অনেকেই নিজেদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল। এরপর যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কুরায়শদের বিপর্যয়ের খবর আসল যে, মহান আল্লাহ কুরায়শদেরকে ধ্বংস ও লালিত করে দিয়েছেন, তখন আমাদের অন্তরশক্তি ও সাহসে ভরে উঠাল হযরত আবু রাফি (রা.)-এর বলেন, আমি তখন শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলাম। যে কারণে আমি পেয়ালায় করে পানি পান করাবার কাছ করতাম। কিন্তু যুদ্ধের উক্ত খবর শুনা মাত্র আমি পানির পেয়ালাটি যমযম কৃপের কিনারে নিষ্কেপ করে দিলাম এবং আল্লাহর কসম! আমি সেখানেই বসে পড়লাম। আমার নিকট উম্মুল ফযলও বসা ছিলেন। এমন সময় আমরা যখন যুদ্ধের খবর পেয়ে আনন্দ উপভোগ করছিলাম, তখন পাপিট আবু লাহাব তার উভয় পা ছেঁড়াতে ছেঁড়াতে এসে যমযম কৃপের নিকট আমার পিঠের দিকে পিঠ রেখে বসে গেল। তখন অন্যান্য মানুষ বলছিল যে, এ লোকটি যে এখানে আগমন করেছে সে হলো আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব। হযরত আবু রাফি (র.) বলেন, আবু লাহাব আমাকে ডেকে বলল, ওহে ভাতিজা! এদিকে আমার নিকট এসো তোমার নিকট কি কোন সংবাদ আছে? হযরত আবু রাফি (রা.) বললেন, তিনি তার নিকট বসে পড়লেন এবং অন্যান্য লোকেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, ওহে ভাতিজা! মানুষের অবস্থা কি আমাকে জানাও! তিনি বললেন, অবস্থার কথা আর কি বলব, বলার মত কিছুই নেই। তবে আমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ে গেলাম। যখন আমরা আমাদের তলোয়ার দিয়ে তাদের উপর আঘাত হানি, তখন তারা আমাদেরকে তাদের ইচ্ছা মত হত্যা করতে থাকে এবং বন্দী করতে থাকে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তা সত্ত্বেও আমি কাউকে দোষারোপ করি না। আমরা আসমান-যমীন জুড়ে সাদা-কালো রং-এর ঘোড়ায় আরোহিত শেতবর্ণের অনেকগুলো লোকের মুকাবিলা করলাম। যার সাথে কিছুই তুলনা হয়না এবং যার স্থানে অন্য কিছুই স্থান পায় না। তারপর হযরত আবু রাফি (রা.) বললেন, আমি একটি পাথরখন্দ হাতে নিয়ে বললাম, তাঁরা ফেরেশতা।

৭৭৫৩. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, আব্রাস (রা.)-কে যিনি বন্দী করেছিলেন তিনি বনী সালিমাহর ভাই আবুল ইয়াস্র কা'ব ইবন আমর। আবুল ইয়াস্র শক্তিশালী ছিলেন এবং আব্রাস ছিলেন সুঠাম দেহবিশিষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম আবুল ইয়াসরকে জিজেস করেছিলেন-

তুম কিভাবে আব্রাসকে বন্দী করেছিলে? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমাকে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করেছেন যাকে এর পূর্বে ও পরে আমি আর কখনো দেখিনি। তার আকৃতি এ ভাবের! এ ধরনের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বললেন। উক্ত ঘটনায় তোমাকে অবশ্যই এক মেহেরবান ফেরেশতা সাহায্য করেছেন।

৭৭৫৪. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী **إِنْ يَكُفِّكُمْ أَنْ يُدْكِمُوكُمْ بِلَائِتَنْ** (তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হায়ার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।) হযরত কাতাদা (র.) তিলাওয়াত করে বলেন, প্রথমত তাঁদেরকে এক হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। তারপর তাঁরা তিন হায়ারে বর্ধিত হয়েছিল, তারপর তাঁরা সংখ্যায় পাঁচ হায়ারে পৌছে যায়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- তোমরা যদি দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং সাবধানতার সাথে কাজ কর, তবে যদি তাঁরা সত্ত্বে তোমাদের উপর চড়াও হয় সে মুহূর্তে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হায়ার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তা হলো, বদর যুদ্ধের দিন। সেদিন মহান আল্লাহ তাদেরকে পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

৭৭৫৫. হযরত আমার অপর এক সন্দেহ হযরত রবী' (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭৭৫৬. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, **يُمْدِكُمْ بِخَمْسَةِ أَلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ** - এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম - এর নিকট চিহ্নিত হিসাবে এসেছিলেন।

৭৭৫৭. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, “ফেরেশতাগণ বদরের দিন ব্যতীত আর কোন দিন যুদ্ধ করেননি।”

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, তাদেরকে মহান আল্লাহ বদরের দিন প্রতিশ্রূতি দান করেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন, যদি তাঁরা মহান আল্লাহর আনুগত্যে ও তাঁর শক্রদের সাথে যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাঁকে ভয় করে নিষিদ্ধ কাজসমূহ হতে বেঁচে থাকে। কিন্তু তাঁরা আহ্যাব-এর যুদ্ধের দিন ব্যতীত ধৈর্য ধারণ করেনি এবং ভয় করেনি। তাঁদেরকে তিনি সাহায্য করেছিলেন যখন তাঁরা বনী কুরায়যাকে আহ্যাবের যুদ্ধে অবরোধ করেছিল।

ঘীরা এমত পোষণ করেন :

৭৭৫৮. আবদুল্লাহ ইবন আবী আউফা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বনু কুরায়যা ও বনু নায়ির-কে দীর্ঘ সময় যাবত অবরোধ করে রাখলাম। এরপর আমরা ফিরে এসে দেখলাম। নবী (সা.) মাথা ধোত করেছিলেন। এ সময় জিবরাইল (আ.) এসে বললেন, আপনারা অস্ত্র ত্যাগ করলেন, কিন্তু ফেরেশতাগণ এখানে অস্ত্র ত্যাগ করেনি। এরপর নবী (সা.) গোসল না করে এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথা জড়িয়ে লিলেন এবং বনু কুরায়যা ও বনু নায়িরের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আমাদেরকে আহ্বান জানালেন, আহ্বান বাণী শুনে আমরা দৃঢ়ত এগিয়ে গোলাম এবং উভয় সম্পদায়কে অবরোধ করলাম। সে দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তিন হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন এবং অতি সহজেই আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়ী করেন, তারপর আমরা আল্লাহর নি‘আমত ও অনুদান নিয়ে ফিরে আসি।

কতিপয় বিশ্লেষক উপরোক্ত মতের বিপরীতে বলেন যে, উহদের যুক্তি মুসলমানগণ ধৈর্য ধারণ করেনি, তবে করে সতর্কতা অবলম্বন করেনি এবং উহদের যুক্তি তাদেরকে সাহায্য করা হয়নি।

যারা মত পোষণ করেন:

৭৭৫৯. ইবন জুরাইজ হতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত, তিনি আমর ইবন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ইকরামা (রা.)-কে আল্লাহর বাণী **بَلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذِهِ** পাঠ করতে শুনেছেন। ইকরামা আরও বলেছেন যে, এ আয়াতের মধ্যে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সে দিনটি হলো বদর যুদ্ধের দিন। তিনি আরও বলেন, তারা উহদের যুক্তি ধৈর্য ধারণ করেনি এবং আল্লাহকে তবে না করে সাবধানতা অবলম্বন করেনি, যে জন্য উহদের যুক্তি তাদেরকে সাহায্য করা হয়নি। যদি তাদেরকে সাহায্য করা হতো তবে তারা সেদিন পরাজিত হতো না।

আমর ইবন দীনার ইকরামাকে বলতে শুনেছেন যে, উহদের যুক্তি তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) কোন সাহায্য করা হয়নি, এমন কি একজন ফেরেশতা দ্বারাও সাহায্য করা হয় নি।

৭৭৬১. হ্যরত দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ **أَنْ يَكْفِكُمْ أَنْ يُمْدِكُمْ بِكُمْ بِلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذِهِ** এ আয়াতে তিনি হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা বলে পরবর্তী আয়াতে আবার পাঁচ হায়ার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা যে সাহায্যের কথা ঘোষণা করছেন। সে পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যে প্রতিশ্রূতি আল্লাহ তা'আলা উহদের যুক্তি প্রদান করেছিলেন, মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি পরে যে পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ যদি মু'মিনগণ অন্তরে আমার প্রতি তব রেখে সাবধানতার সাথে কাজ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তবে আমি তাদেরকে পাঁচ হায়ার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব। কিন্তু মুসলমানগণ উহদের রণক্ষেত্রে হতে ছত্রতঙ্গ হয়ে এবং পিঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে সাহায্য দেন নি।

৭৭৬২. হ্যরত ইবন যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহর বাণী **بَلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذِهِ - এর আলোকে মু'মিনগণ মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় রাস্তাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সহোধন করে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ বদর যুক্তি আমাদেরকে যেরূপে সাহায্য করেছিলেন, তদুপ আমাদেরকে তিনি সাহায্য করবেন না? জবাবে রাস্তাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক তিনি হায়ার ফেরেশতা নাফিল করে সাহায্য করবেন? তিনি তোমাদের এক হায়ার ফেরেশতা দ্বারা বদরের যুক্তি সাহায্য করেছিলেন। ধৈর্য ও ভীতি অবলম্বনে মহান আল্লাহর তরফ হতে আরও তোমাদের জন্য সাহায্য এসেছিল। কিন্তু হ্যরত ইবন যায়দ (রা.) বলেন, ... আয়াতাংশে যে সাহায্যের কথা মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, সে সাহায্যের প্রতিশ্রূতি শর্ত সাপেক্ষ ছিল।**

ইমাম আবু জাফর ইবন জাবীর তাবারী (রা.) বলেন, উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে এ অভিমতটি সঠিক, যারা বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়ার জন্য।

ইরশাদ করেছেন **أَنْ يَكْفِكُمْ أَنْ يُمْدِكُمْ بِلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذِهِ** “তোমাদের জন্য তা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনি হায়ার প্রেরিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন?” এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে তিনি হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। তারপর আবার পরবর্তী আয়াতে প্রতিশ্রূতি দান করেছেন যে, যদি তারা তাদের শক্তদের মুকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে এবং যাহান আল্লাহকে তবে করে সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে তাদেরকে আরও পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করবেন। উল্লিখিত আয়াতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তাদেরকে তিনি হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে বা পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। তবে এমনও হতে পারে যে, যাহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। যেমন কিছু বর্ণনাকারী সনদের সাথে বর্ণনা করে দাবী করে বলেছেন যে, নিচ্য আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। অপরদিকে একথাও বলা অনুচিত হবে না যে, তাদেরকে সাহায্য করা হয় নি এবং এ কথা বলারও অবকাশ আছে, যেমন, কতিপয় বর্ণনাকারী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা অঙ্গীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট বিশুদ্ধ রূপে এমন কোন বর্ণনা বা খবর নেই যাতে তিনি হায়ার বা পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা বা কোন কথা বলা বৈধ হবে না। তবে এমন কোন হাদীস বা বর্ণনা যদি থাকে যা দলীল-প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তখন উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু এ বিষয়ের উপর স্পষ্ট কোন হাদীস বা বর্ণনা নেই, যা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা যায়। তবে দু'রকম মত পোষণকারীদের যে কোন একটি সমর্থন করতে পার। কিন্তু বদরের যুক্তি এক হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে, যা দলিলত নির্বিশেষে সবাইকে সমর্থন করতে হবে। বদর যুক্তি সমষ্টে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَإِسْتَجِابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدِكُمْ بِالْفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرِيفِيْنَ -

“যখন তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি জবাব দেন যে, আমি এক হায়ার অনুসরণকারী ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব। (সূরা আনফাল : ৯)

উহদের যুক্তি মুসলমানদের সাহায্য করা না করার ক্ষেত্রে সাহায্য না করার প্রমাণই অধিক স্পষ্ট যদি তাদেরকে উহদের যুক্তি সাহায্য করা হতো তবে তারা জয়ী হতেন এবং শক্তপক্ষ যা লাভ করেছে তা মুসলমানগণই লাভ করতেন। মোট কথা, মহান আল্লাহ যে ভাবে ঘোষণা করেছেন সে ভাবেই মেনে নেয়া উচিত।

আমি (সাহায্য)-এর মর্মার্থ এবং সবর ও তাকওয়ার মর্মার্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহর বাণী **أَمَادَ (সাহায্য)-এর অর্থ স্পর্কে ব্যাখ্যাকারণগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, “অর্থ, মু'জেহুম হাল্লাহ তা'আলা তৎক্ষনাত্মেই তাদের পক্ষ হতে।**

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৭৬৩. হ্যরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, “যখনই তাদের পক্ষ হতে।”

৭৭৬৪. ৭৭৬৫. ৭৭৬৬. ৭৭৬৭. ৭৭৬৮. নং হাদীসসমূহে বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে হয়রত কাতাদা (র.), হয়রত হাসান (র.), হয়রত রবী' (র.) ও হয়রত সুন্দী (র.) হতেও এই একই অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

৭৭৬৯. হয়রত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, “এ আয়াতাংশের অর্থঃ তাঁদের এ সফরকালে।” হয়রত ইবন আবাস ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত, তার অর্থ, তাদের ক্ষেত্রে ও আক্রমণের সময়।”

৭৭৮০. হয়রত ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তার অর্থ, “যখন তাঁদের পক্ষ থেকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৭১. হয়রত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, **وَيَا تُكْمِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يَمْدُكْمُ رِبْكُمْ بِخَمْسَةِ الْأَفِ مِنْ أَلْمَلَكَ** মহান আল্লাহর বাণীর অর্থ, ‘বদরের যুদ্ধে তাদের যে অপ্রত্যাশিত গ্লানিকর পরাজয় ঘটেছিল তার প্রতিশোধ লওয়ার জন্যে তারা উহদের যুদ্ধে তীব্রগতিতে মুহূর্তে মধ্যে আক্রমণ করেছিল।’

৭৭২. হয়রত উম্মে হানী (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু সালিহ (রা.) বলেছেন, **مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا** -এর অর্থ, “তাদের ক্ষেত্রে আক্রমণের মুহূর্তে।”

৭৭৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, **وَيَا تُكْمِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا**-এর অর্থ, ‘তাদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাফিরদেরকে (মুসলমানদেরকে) সে মুহূর্তে হত্যা করতে পারত না, এবং মুহূর্তটি ছিল উহদের যুদ্ধেরসময়।’

মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক সনদে বর্ণিত, **مِنْ غَصْبِهِمْ هَذَا**-এর অর্থ, ‘তাঁদের আক্রমণের মুহূর্তে।’

৭৭৪. হয়রত দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত, **مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا**-এর অর্থ, ‘তাদের পক্ষ থেকে এবং তাদের ক্ষেত্রের কারণে।’

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **فَوْر** (ফাওর)-এর আসল অর্থ, কাজের প্রথম মুহূর্তে যা পাওয়া যায় বা হয়ে থাকে, তারপর অপরটির সাথে জড়িত হয়। যেমন বলা হয় **فَارَتِ الْقَدْرُ** -চুল্লীর উপর ডেগচি টগ্বগ্ করছে অর্থাৎ আগুনে উত্পন্ন চুল্লীর উপর ডেগচিতে কিছু জাল দেয়া অবস্থায় তা জোশে টগবগ করতে থাকলে এরপ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর যেমন কেউ কেউ বলে থাকে **مُضِيَتِ الْأَلْ** -আমি মুহূর্তের মধ্যেই অমুকের নিকট পৌছে গিয়েছি। অর্থাৎ আমি এ মুহূর্তে আরম্ভ করেছি। কাজেই উক্ত আয়াতের মর্যাদে বলা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা তাদের সাথীগণকে সাহায্য করার জন্য প্রথমেই ঝাপিয়ে পড়ে অভিযান চালিয়েছিল। আর যারা আক্রমণাত্মক আক্রমণ অর্থ গ্রহণ করেছেন, তারা বলেছেন, এর অর্থ, তোমরা মুসলমানদের যারা বদর যুদ্ধে (মুশরিকদের) কুরায়শগণের উপর আক্রমণ করেছিলেন তাদেরকে হত্যা করার জন্য, প্রথমেই যখন অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল, সে মুহূর্তে তোমাদেরকে পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ্ পাক সাহায্য করেছিলেন।

وَيَا تُكْمِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا “যদি তারা তোমাদের উপর মুহূর্তের মধ্যে চড়াও হয়।” এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা উহদের যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা মু'মিনগণকে যে সাহায্যের কথা বলেছেন, তাতে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, মু'মিনগণকে সাহায্য করা হয়নি। যেহেতু মু'মিনগণ রণক্ষেত্রে তাদের শক্রপক্ষের প্রতিক্রিয়ার উপর অটল থাকতে পারেন নি। শক্রপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য তীরন্দায বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল, প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গায় দৃঢ়ভাবে অটল থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা মহান আল্লাহকে ভয় না করে মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হতে কাফিরদের ফেলে যাওয়া যুদ্ধসামগ্রী অর্থাৎ গনীমতের মাল আহরণ করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করে। ফলে, প্রতিরক্ষা ব্যাহ থালি হয়ে যায় এবং শক্রপক্ষ পেছন দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করায় মুসলমানগণ কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তীরন্দায়গণ যুদ্ধের মাঠ হতে যে গনীমতের মাল আহরণ করেছিল, তা সবই কাফিরদের হস্তগত হয়ে যায়। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি মু'মিনগণ ধৈর্য ধারণ করেন, এবং মহান আল্লাহকে ভয় করেন তবে তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন।

অন্য একদল বলেছেন, কুরয ইবন জাবির নিজ গোত্রের এক বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যার্থে আগমনের প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ যেন মনোবল হারিয়ে না ফেলে, তাদের মনোবল দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন।

কুরয ইবন জাবির নিজ গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল, সে জন্য তিনি হায়ার ফেরেশতা দ্বারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু কুরয ইবন জাবির অবশেষে আসেনি, সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে আর সাহায্যও করেন নি। তবে যদি সে আসত, তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ্ মু'মিনগণকে সাহায্য করতেন।

যাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন তিনি বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণ করে মুসলমানগণকে সাহায্য করেছেন। যেহেতু আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন: **إِذْ تَسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ أَنَّى مُمِكِّمُ بِالْفِ مِنْ أَلْمَلَكَ مُرْدِفِينَ** শরণ করুন, (হে রাসূল!) “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট যখন সাহায্য চেয়েছিলেন, তিনি তা কবুল করেন যে, তোমাদেরকে তিনি তিনি হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন, যারা একের পর এক পৌছে যাবে। এ আয়াতের মধ্যে যে এক হায়ার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, সে সাহায্য অবশ্যই করা হয়েছিল। কিন্তু, এক হায়ারের উদ্ধৰ্বে তিনি হায়ার বা পাঁচ হায়ার ফেরেশতা প্রেরণ করে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু, সে শর্ত কার্যত পাওয়া না যাওয়ার কারণে আল্লাহ্ পাক কোন সাহায্য করেন নি। মহান আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তা তিনি কখনও ভঙ্গ করেন না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **مَسْوِيْنِ** এ শব্দের মধ্যে যে **ও** বর্ণটি আছে, তার শরচিহ্ন (হরকত) নিয়ে একাধিক মত রয়েছে।

মদীনা ও কৃফাবাসিগণের অধিকাংশ লোক উক্ত শব্দকে ৩১-এর উপর 'যবর' দিয়ে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেসব ঘোড়াকে চিহ্নিত করেছেন।

কোন কোন কৃফাবাসী ও বসরাবাসী ৩১-এর নীচে 'যের' দিয়ে পাঠ করেছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিজেরাই নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উভয় স্বরচিহ্নের মধ্যে যারা 'যের' দিয়ে পড়েন, তাদেরটিই ঠিক। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসে 'যের' দিয়ে পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা চিহ্নিত করেছেন বলে অথবা তিনি যাদেরকে চিহ্নিতরূপে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতি ইঙ্গিত নেই। যারা 'যের' হওয়া পদ্ধতি করেছেন তাতে মানুষ চিহ্নিত হওয়ার কথা যদি বলে, তবে এর কোন অর্থ ঠিক হবে না। ফেরেশতাগণ এরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট হওয়া বা এরূপ গুণের অধিকারী হওয়া অসম্ভবের বিষয় নয়। যেহেতু, তারা নিজেদেরকে এরূপে চিহ্নিত করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। যেমন—মানুষ প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্যে সন্তুষ্টিলাভের পর নিজেদেরকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা লাভ করে থাকে। কাজেই ফেরেশতাগণও নিজেদেরকে তদুপ চিহ্নিত করার অধিকারী হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, সে সকল ফেরেশতা মানুষের ন্যায় তাদের প্রতিপালকের আনুগত্যে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিল, সেহেতু তাদের চিহ্নিত হওয়া তাদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এরূপ আকর্ষণীয় চিহ্নে চিহ্নিত ও পদ্ধনীয় বৈশিষ্ট্য তখনই হতে পারে, যখন আনুগত্যে মহান আল্লাহর নৈকর্ট্য লাভ হয়ে থাকে। আর যেহেতু মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রশংসার যোগ্য হয়, সে জন্য ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কাউকে এরূপ গুণে আখ্যায়িত করা হয় না। যেমন, হাদীছ। 'উমায়ার ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত। যেহেতু সর্বপ্রথম এরূপ প্রতীকে বদরের দিনেই চিহ্নিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আদেশ করেছেন তোমরা বিশেষ প্রতীকে চিহ্নিত হও, যেমন ফেরেশতাগণ চিহ্নিত হয়েছিল।

৭৭৭. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আবু উসায়দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, "যদি আমি বর্তমান চোখে দেখতাম এবং তোমরা আমার সাথে উহুদ পাহাড়ে যেতে, তবে ফেরেশতাগণ পাহাড়ের যে পথ দিয়ে হলুদ রং-এর পাগড়ি তাদের উভয় কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে বের হয়ে এসেছিলো, আমি তোমাদেরকে সে স্থানটি দেখিয়ে দিতাম।

৭৭৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ**—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, চিহ্ন হলো, সে সব ঘোড়ার গুচ্ছ লেজ এবং গর্দান ও কপালের কেশ দেখতে পশ্চ বা তুলোর ন্যায়।

৭৭৯. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ**—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, চিহ্ন হলো, লেজের গুচ্ছ এবং সমুখের কেশের পশ্চ বা তুলোর ন্যায় ছিল। এ ছিল তাদের চিহ্ন।

৭৮০. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ**—এর অর্থ তাদের ঘোড়ার কপাল ও লেজসমূহ সেদিন যেন পশ্চ বন্ধে চিহ্নিত ছিল এবং তারা যে সকল ঘোড়ায় আরোহণ করে এসেছিল, সেগুলোসাদা-কালো চিরা রং-এর ঘোড়া ছিল।

৭৮১. হযরত কাতাদা (র.) হতে অপর এক সনদে বর্ণিত, তিনি **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ**—এর ব্যাখ্যায় বলেন ঘোড়াগুলোর চিহ্ন ছিল কপালের পশ্চ।

৭৮২. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ**—এর ব্যাখ্যায় বলেন ঘোড়ার অঙ্গসমূহ পতাকাধারী ছিল, যেমন তাদের কপাল ও লেজগুলো যেন পশ্চ ও সূতী বন্ধে সজ্জিত ছিল।

৭৮৩. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, সে দিন ফেরেশতাগণ সাদা-কালো মিশ্রিত রং এর ঘোড়ার উপর আরোহী ছিল।

৭৮৪. কাতাদা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৮৫. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ** (চিহ্নিত)

৭৮৬. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি **بِخَمْسَةِ أَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ**—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "ফেরেশতাগণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম—এর নিকট পশ্চের দ্বারা চিহ্নিত অবস্থায় এসেছিল। তারপর মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁদের ঘোড়াগুলোকে পশ্চের দ্বারা চিহ্নিত ও সজ্জিত করেছিলেন।

৭৮৭. হযরত উবাদ ইবন হাম্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ হযরত যুবায়র (রা.)—এর বেশে নাযিল হয়েছিলেন। তাদের মাথায় হলুদ রংের পাগড়ি ছিল। হযরত যুবায়র (রা.)—এর পাগড়ি হলুদ রং—এর ছিল।

৭৮৮. হযরত দাহুরাক (র.) হতে বর্ণিত, অর্থ, ঘোড়াসমূহের কপাল ও লেজ পশ্চের দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

৭৮৯. হযরত হিশাম ইবন 'উরওয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের সময় ফেরেশতাগণ সাদা-কালো (চিরা) রং—এর ঘোড়ার উপর আরোহণ করে অবতরণ করেছিলেন। মাথায় ছিল তখন তাদের হলুদ রং—এর পাগড়ি এবং সেদিন হযরত যুবায়র (রা.)—এর মাথায় হলুদ রং—এর পাগড়ি ছিল।

৭৯০. আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধে হযরত যুবায়র (রা.)—এর গায়ে একখানা যদি রং—এর চাদর ছিল। তিনি সে চাদরখানা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে নেন। এরপর বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সকল ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন, তারা সকলেই মাথায় যদি রং—এর পাগড়ি নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হাথির হয়েছিলেন।

ইমাম আবু জাফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন—আমরা যে সকল হাদীস পূর্বে বর্ণনা করেছি, তার কিছু হাদীসে দেখা যায় তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর তাবারী শরীফ (উঠ খণ্ড) - ২৭

সাহাবিগণকে আদেশ করেছেন, তোমরা বিশেষ চিহ্ন ধারণ কর, যেহেতু ফেরেশতাগণ চিহ্ন ধারণ করেছেন; আবু উসাইদ (রা.)-এর ভাষ্য হলো, ফেরেশতাগণ হলুদ রং-এর পাগড়ী মাথায় আগমন করেছিলেন এবং পাগড়ীর (এক মাথা) উভয় কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যারা বলেছে **مسوٰم** অর্থ পতাকা ধারন বা পতাকাবাহী ইত্যাদি আমরা **مسوٰم** শব্দের ও—এর নীচে যের পড়াকে যে পসন্দ করেছি, তা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ নিজেরাই প্রতীক বা চিহ্ন ধারণ করেছিলেন, যেমন এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যারা **ও**, কে যবর দিয়ে পাঠ করেন তাঁরা উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় প্রমাণস্বরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন :

৭৯১. হযরত ইকবারা (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহু ইরশাদ করেছেন, পাঁচ হায়ার চিহ্নিত ফেরেশতার মধ্যে যুদ্ধের চিহ্ন ছিল।

৭৯২. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **بِخَمْسَةِ الْمَلَائِكَةِ مَسُومِينَ** প্রসঙ্গে বলেন ফেরেশতাগণের উপর যুদ্ধের চিহ্ন ছিল এবং এ চিহ্ন বদরের যুদ্ধেই ছিল। মহান আল্লাহু তাদেরকে পাঁচ হায়ার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। কাজেই উক্ত ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেছেন যে, তাদের উপর যুদ্ধের প্রতীক বা চিহ্ন ছিল, কিন্তু তারা এ চিহ্নে নিজেরা চিহ্নিত হয়নি যাতে তাদের প্রতি এ ইঙ্গিত করা যেতে পারে। এ জন্যে **مسوٰم**—এর ও—কে ‘যবর’ দিয়ে পড়া উচিত, যেহেতু মহান আল্লাহু তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন, তাই তাদের চিহ্নিত হওয়া মহান আল্লাহুর সাথে সম্পৃক্ত।

অর্থ আলামত বা চিহ্ন। যেমন বলা হয়ে থাকে, তা একটি আকর্ষণীয় আলামত বা সুন্দর চিহ্ন। যেমন কবি বলেছেন—

غَلَامٌ رَمَاءُ اللَّهِ بِالْحُسْنِ يَأْفِعَا * لَهُ سَيِّئَاتٌ لَا تَشْقَى عَلَى الْبَصَرِ

মহান আল্লাহু গোলামটিকে এমন অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছেন যে, তার সৌন্দর্যের প্রতি তাকালে চক্ষুতে কোন কষ্ট হয় না, অর্থাৎ তার মধ্যে নয়নাভিরাম চিহ্ন। সুতরাং যখন কোন লোক এমন কোন চিহ্ন ধারণ করে, যা দ্বারা যুদ্ধের ময়দানে বা অন্য কোন স্থানে তাকে চিনা যায়, তখন বলা হয় যে, সে নিজেকে নিজে চিহ্নিত করেছে।

(১২৬) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا لَكُمْ وَلِتَطْمِئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ طَوْ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১২৬. “আর এ তো আল্লাহু তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন এবং যাতে তোমাদের মন শান্ত থাকে এবং সাহায্য শুধু প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহুর নিকট থেকেই হয়”

আল্লামা আবু জা‘ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহু তা‘আলা রাসূলুল্লাহু সাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম—এর সাহাবীদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন— যে সংখ্যক ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে তা ফেরেশতা প্রেরণ করে সাহায্য নয়; বরং ফেরেশতা প্রেরণের সুসংবাদটি হলো তোমাদের জন্য সাহায্য। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণ করে সাহায্যের কথা এজন্য

বলা হয়েছে, যাতে এ সুসংবাদ পেয়ে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মহান আল্লাহু তোমাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে তোমাদের মন স্থিরতা লাভ করবে এবং আল্লাহুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের সংখ্যা অধিক এবং তোমাদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত ও হতাশ হয়ে না।

—وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

—সাহায্য শুধু আল্লাহুর নিকট থেকেই হয়। অর্থাৎ আল্লাহু ইরশাদ করেন, হে মু’মিনগণ! তোমরা শক্রদের মুকাবিলায় যে বিজয় লাভ করেছ, সে বিজয় তোমাদের কৃতিত্বের নয়, বরং এ জয় একমাত্র আল্লাহুর সাহায্যেরই প্রতিফলন। তোমাদের বাহিনীতে ফেরেশতাগণ অংশগ্রহণ করায় তোমরা জয়ী হয়েছ, এরূপ ধারণা তোমরা করনা বরং আল্লাহুর সাহায্যেই তোমরা এ বিজয় লাভ করেছ বলে ধারণা রাখতে হবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহুর উপর ভরসা কর এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর। তোমাদের বড় দলও সংখ্যাধিক্যের উপর তোমরা কোন ভরসা করনা। তোমাদেরকে যে সাহায্য করা হয়েছে, তা আল্লাহুরই সাহায্য যে সাহায্য পাঁচ হায়ার ফেরেশতা দ্বারা করা হতো। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে শক্রদের উপর তোমাদের এ বিজয় আল্লাহু তোমাদেরকে শক্তিশালী করার ফলেই সঞ্চব হয়েছে, যদিও তোমাদের লোকসংখ্যা অনেক ছিল। আল্লাহুকে ত্যব করে সংযত হয়ে সাবধানতার সাথে চল এবং শক্রদের দল যত বড়ই হোক না কেন, তাদের মুকাবিলায় জিহাদে ধৈর্য ধারণ কর। অবশ্যই মহান আল্লাহু তাদের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্যকারী। এ আলোকে বর্ণিত আছে :

—وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا لَكُمْ

(এতো আল্লাহু তোমাদের জন্য সাহায্য করেছেন)–এর ব্যাখ্যায় বলেন – আল্লাহু তা‘আলা ফেরেশতাগণের কথা এ জন্য বলেছেন যে, এতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ বিশেষ সুসংবাদ মনে করবেন এবং তাদের উপস্থিতির খবরে মুসলমানদের মন শান্ত থাকবে, আর যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। বাস্তবে সেদিন অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেন। মুজাহিদ (র.) বলেন, সেদিন বা তার আগে ও পরে বদরের যুদ্ধ ব্যক্তিত ফেরেশতাগণ কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন নি।

—وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّা بَشَرًا لَكُمْ وَلِتَطْمِئِنَ قُلُوبُكُمْ

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন – আল্লাহু তা‘আলা ইরশাদ করেন যে, আমি তোমাদের দুর্বলতা তালিবাবেই জানি, তোমাদের জন্য সাহায্যের একমাত্র আমার নিকট থেকেই, আমার শক্তি, ক্ষমতা এবং প্রভাবই হলো তোমাদের সাহায্যে একমাত্র উৎস। সর্বময় প্রজ্ঞা এবং কৌশল ও হিকমতের আমি একক মালিক যা আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারোই নেই।

৭৯৫. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহায্য একমাত্র মহা পরাক্রান্ত ও প্রভাময় আল্লাহুর নিকট থেকেই হয়। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াও তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।

—الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।” অর্থাৎ মহান আল্লাহু তাঁর অনুগত ওলীগণের দ্বারা কাফিরদের নিকট হতে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। অর্থাৎ আল্লাহু ইরশাদ করেন, হে

ମୁ'ମିନଗଣ! କାଫିରଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ତୋମାଦେର ଶତ୍ରୁ, ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଜା ତାଦେର ବିରୁଦ୍ଧେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯହା ପ୍ରଜାମୟ ଓ କୌଶଳୀ ମୁତ୍ତାରାଂ ହେ ବିଶ୍ୱାସିଗଣ! ତୋମାଦେର ଶତ୍ରୁଦେର ବିରୁଦ୍ଧେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଆମାର ସାହାୟ ଓ କଳା-କୌଶଳେର ସୁମ୍ବଦ୍ଧାଦ୍ୟ। ତୋମରା ଯଦି ଆମାର ଶତ୍ରୁ ଓ ତୋମାଦେର ଶତ୍ରୁଦେର ମୁକାବିଲାୟ ଜିହାଦେର ଜନ୍ୟ ଧୈର୍ୟ ଧାରଣ କର ଏବଂ ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଯା ଆଦେଶ କରେଛି ତା ଅନୁସରଣ କର ତବେ ତାଦେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଅବଶ୍ୟାଇ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଆମାର ସାହାୟ ଥାକବେ।

١٢٧) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَبَهُمْ فَيُنَقْلِبُوا حَسِيبِينَ ٠

১২৭. “যারা কফির এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা মাধ্যিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

ଆଜ୍ଞାମା ଆବୁ ଜା'ଫର ଇବନ ଜାରୀର ତାବାରୀ (ର.) ଅତ୍ର ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ବଲେନ- ମହାନ ଆଜ୍ଞାହୁ
ମୁସଲମାନଦେରକେ ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ସାହାୟ କରେଛେନ ତା ଶ୍ରଣ କରିଯେ ଦେୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇରଶାଦ କରେନ
ଏତେ କୌଣସି ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ
ଅବିଶ୍ଵାସ କରଛେ ତାଦେରକେ ଧରିବାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ ତାହାର ପାଇଁ
ଏବଂ ତାଦେର ନବୀ ମୁହାମ୍ମାଦ ସାନ୍ନାଜାହ 'ଆଲାଯାହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ- ଏର ନବୃତ୍ୟାତ- କେ ଅସୀକାର
କରେଛେ।

৭৭৯৬. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন— আল্লাহর বাণী এর
অর্থ হল আল্লাহ বদরের যুদ্ধে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের এক দলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের
মধ্যে যারা বীর পুরুষ, নেতা ও সেনানায়ক ছিল তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

୭୭୯୭. ହ୍ୟରତ ରାବୀ' (ର.) ହତେଓ ଅନନ୍ତପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ

৭৭৯. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ : এই দিন আল্লাহ পাক মুশরিকদের আল্লাহ তা'আলা^{لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} এ আয়াতে ইরশাদ করেন। একটি অংশকে ধ্রঃস করে দেন।

কারণ— মুনাফিকদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুক্তে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে মর্মানুসারে— “সাহায্য এক মাত্র মহান আল্লাহর নিকট থেকেই হয়, যে জন্য তিনি কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করবেন।” আবার কেউ এর অর্থ করেছেন, উহুদের শহীদানের সমক্ষে এ আয়াতে বলা হয়েছে।”

ଧୀର୍ଘ ଏମତ ପୋଷଣ କରେନ ହୁଏ

৭৮০০. হযরত সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধে মুশারিকদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন। উহুদের যুদ্ধে আঠারো জন মুশারিক নিহত হয়েছিল। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, “এ জন্য কাফিরদের এক অংশকে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিহ্ন করবেন। আর মুসলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে সুরা আলে-ইমরানের আয়াতে ইরশাদ করেন-

”যারা আল্লাহর পথে
শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে কখনও মৃত মনে করিনা বরং তাঁরা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট
হতে তাঁরা জীবিক্ষণাণ্ড।”

মহান আল্লাহর বাণী : - أَوْيُكْتِهِمْ - এর অর্থ : তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে জয়ী হওয়ার যে প্রত্যাশায় ছিল তাদের সে আশা পূরণ হয়নি, বরং আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখ্যভল বিকৃত করে দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে এ জন্য সাহায্য করেছিলেন যে, যাতে কাফিরগণ তরবারির আঘাতে হালাক হয়ে যায়। অথবা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার খেয়ালে গর্ব সহকারে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে গর্ব খর্ব করে লাঞ্ছিত করেছেন।

—“ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।” অর্থাৎ— তারা তোমাদের নিকট হতে যা প্রাণিক বা লাভ করার অভিলাষে ছিল, তার কিছুই লাভ করতে না পেরে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যাবে।

۷۸۰۱. হ্যরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ **أَوْيُكْبِتُهُمْ فَيَنْقَبُوا** – এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাঁরা লাঞ্ছিত হবে, পরিণামে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। অর্থাৎ তাদের কংক্ষিত কিছু না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।

৭৪০২. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : - এর অর্থ, আল্লাহ্
তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তারপর তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।

৭৮০৩. হ্যারত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ

১২৮. “তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই, কারণ, তারা সীমা লংঘনকারী।”

ইমাম আবু জা'ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে ইরশাদ করেন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করা বা লাঞ্ছিত করা অথবা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা। অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা আয়ারই ইখতিয়ারে বা আমার ইচ্ছায়, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা সীমা লংঘনকারী

أو يَتُوبُ عَلَيْهِمْ - এর উপর উত্তর হওয়ার কারণে মন্তব্য বা যবর বিশিষ্ট হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, ও কোন সময় - এর অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ হ্যাঁ - এর অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ লিস লক মান আল্মুশ্শি হ্যাঁ যিন্তু উল্লেখ করে আপনার করণীয় কিছুই নেই এমন কি তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, তবে এখানে প্রথম অভিমতটি উত্তম। কারণ, কাফিরদেরকে ক্ষমা করার বা শান্তি দেয়ার পূর্বে অথবা পরে স্থিতিকুলের কোন বিষয়ে একমাত্র মুস্তা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারোই কোন কিছু করার নেই।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - মহান আল্লাহ্ এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলা যায় - মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ! আমার সৃষ্টির কোন বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। শুধু আপনার কাজ হলো - আমার আনুগত্য স্বীকার করে আমাকে মেনে চলার জন্য তাদেরকে আদেশ করবেন। তাদের কি হলো না হলো বা কি হবে না হবে এ বিষয়ে আপনার করণীয় বা ভাববার কিছুই নেই। আপনার কাজ হলো আপনি তাদের মধ্যে আমার নির্দেশ জারী করবেন। তাদের সমস্ত কর্ম আমার নিকট লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের যে কোন কাজের সমাধান দেয়ার মালিক আমি। তাদের কোন বিষয়ে আমি ব্যতীত সমাধান দেয়ার ক্ষমতা অন্য কারোই নেই। যারা আমাকে অমান্য করে বা আমাকে অস্বীকার করে এবং আমার বিরোধিতা করে, তাদেরকে ক্ষমা করা বা শান্তি দেয়া আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করব - চাই দুনিয়াতে অবিলম্বে মৃত্যু দিয়ে তাদের প্রতিশোধ নেই, অথবা বিলম্বে পরকালে শান্তি দিয়ে নেই। তা তারা আমাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার কারণেই নেব এবং সে শাস্তির উপকরণও আমি তাদের জন্য তৈয়ার করে রেখেছি। যেমন :

৭৮০৪. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম - এর প্রতি ইরশাদ করেন - لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সা.) -কে সংশোধন করে বলেন, আমি আমার বান্দাদের জন্যে আপনাকে যা আদেশ করছি তা তিনি অন্য কিছু বলার বা করার আপনার কিছুই নেই। হ্যতো আমি স্বীয় অন্তর্হে তাদেরকে ক্ষমা করে দেব অথবা তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে শান্তি দেব। কারণ, তারা সীমা লংঘনকারী অর্থাৎ তারা আমাকে অমান্য করার ফলে শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম - এর উপর নাযিল করেছেন। কারণ, তিনি উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মুশরিকদের আক্রমণে আহত হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের হিদায়াত প্রাপ্তি অথবা সত্যের প্রতি আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে বলেন - "যারা তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করছে তারা কিভাবে সফলতা লাভ করবে?"

এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে :

৭৮০৫. হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম - এর সম্মুখের উপর ও নীচের দু'টি করে চারটি দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং যখনি হওয়ায় তিনি

মুখ-মন্ডল হতে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন। আল্লাহ্ নবী যে সম্প্রদায়কে তাদের প্রতিপালকের দিকে আহবান করায় তারা তাদের সে নবীকে এমনিভাবে আঘাত করে রক্তাঞ্চ করে দিলে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে! এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর প্রতি এ আঘাত নাযিল করেন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ

৭৮০৬. অপর এক সূত্রেও হ্যরত আনাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৮০৭. হ্যরত আনাস (রা.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৭৮০৮. হ্যরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম - এর কপাল যখন হয় এবং তাঁর সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় তখন তিনি বলেন, যে সবলোক তাদের নবীর সাথে এরূপ কাজ করে তারা সফলকাম হয় না। এ কথা বলার পরম্পরাগত আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ

৭৮০৯. হ্যরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম - এর প্রতি আহবান করেন আর সে সব লোক তাদের নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ এ আঘাতটি নাযিল হয়।

৭৮১০. হ্যরত আনাস (রা.) হতে অপর এক সনদেও অনুরূপ অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৮১১. কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধে নবী (সা.) -এর মুখমন্ডল আহত হলে ও সম্মুখের কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে গেলে আবু হ্যায়ফার গোলাম তাঁর মুখমন্ডল থেকে রক্ত শুয়ে ফেলছিলেন, তখন তিনি বললেন। এই সম্প্রদায় কি করে মুক্তি পাবে যাদের নবীকে তাদের রবের দিকে আহবান করার কারণে আঘাত করে রক্তে রঞ্জিত করে দেয়। তখনই আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

৭৮১২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন নবী (সা.) আঘাতপ্রাপ্ত হন, সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় ও কপাল ফেটে যায় এবং তিনি মাটিতে পড়ে, যান, আর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, এই সময় আবু হ্যায়ফার গোলাম সালিম তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নবী (সা.) -কে বসিয়ে তাঁর চেহারার রক্ত মুছলেন। এমতাবস্থায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন তিনি বললেন, সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কি হবে যারা তাদের নবীর সাথে এমন আচরণ করে, অথচ নবী তাদেরকে আল্লাহ্ দিকে আহবান করছেন। এরপরই আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

৭৮১৩. নবী ' ইবন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর উপর উহুদের যুদ্ধের দিন অবর্তীণ হয় এ যুদ্ধে মহান নবী (সা.) -এর মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত হয়। তাঁর সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লামা বদদু'আ করার ইচ্ছা

করেন। বললেন, এ সব লোক কিভাবে মুক্তি পাবে যারা তাদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলেছে। নবী (সা.) তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন আর তারা তাঁকে শয়তানের দিকে ডাক দেয়। নবী (সা.), তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহবান করেন আর তারা তাঁকে প্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তিনি তাদেরকে ডাকেন জাহানের দিকে, আর তারা তাঁকে ডাকে জাহানামের দিকে। এরপর তিনি তাদের উপর বদ্দু'আ করার ইচ্ছা করেন। তখন মহান আল্লাহ লিসْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ্দু'আ করা হতে বিরত থাকেন।

৭৮১৪. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বদরের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর যে পরাজয় সূচিত হয়েছিল, সে আক্রমে মকার কাফিররা উহদ প্রান্তের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য উপনীত হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম—এর সাহাবিগণ উহদের রণক্ষেত্রে মুশরিকদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন যাতে বদরের যুদ্ধে যে সংখ্যক কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, সে সমসংখ্যক মুসলমান উহদের যুদ্ধে শহীদ হন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে সম্প্রদায় কিভাবে সফলতা লাভ করবে, যারা তাদের নবীর মুখ্যমন্ত্রকে রক্তে রাজিত করে। অর্থে নবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

৭৮১৫. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তবা ইবন আবী ওয়াকাস উহদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সামনের চারটি দাঁত তেজে ফেলে এবং তাঁকে মুখ্যমন্ত্র যখন করে, এমন সময় হযরত আবু হ্যায়ফা (রা.)—এর আয়াদকৃত গোলাম সালিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রক্ত ধূয়ে ফেলেছিলেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা তাদের নবীর সাথে এরূপ জঘন্য কাজ করল, তারা মুক্তি পাবে কিভাবে? এ সময় মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

৭৮১৬. হযরত মাকসাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের চারটি দাঁত তেজে গিয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্র যখনি হয়েছিল, তখন তিনি উত্তবা ইবন আবী ওয়াকাসকে বদ্দু'আ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ! বছর শেষ না হওয়ার পূর্বেই সে যেন কাফির অবস্থায় মারা যায়। তারপর বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই কাফির অবস্থায় সে মারা গিয়েছে।

৭৮১৭. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, ইবন আবাস (রা.) তাঁকে বলেছেন— রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর মাথার সিথি পাথরের আঘাতে ফেটে গিয়েছিল এবং সম্মুখের চারটি দাঁত তেজে গিয়েছিল। ইবন জুরাইজ বলেন, আমাদের নিকট তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আহত হলেন, তখন আবু হ্যায়ফা (রা.)—এর আয়াদকৃত গোলাম সালিম রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর চেহারা মুবারক হতে রক্ত ধূয়ে ফেলেছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতে থাকেন, যারা তাদের

নবীর চেহারা রক্তে রাজিত করেছে অর্থে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন, এসব লোক কিভাবে মুক্তি পাবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন—
لِسْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

অন্য এক দল বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন একটা সম্প্রদায়ের উপর বদ্দু'আ করেছিলেন, তখন অত্র আয়াতখানি নাযিল হয়। যেমন এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে :

৭৮১৮. হযরত ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) চারটা দলের উপর বদ্দু'আ করায় আল্লাহ তা'আলার বাণী লিসْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। ইবন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি হিদায়াত করেছেন।

৭৮১৯. ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি আবু সুফিয়ানকে অভিশপ্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি হারিছ ইবন হিশামকে অভিশপ্ত করুন, হে আল্লাহ! আপনি সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে অভিশপ্ত করুন তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

৭৮২০. আবু বকর ইবন আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়েন। দ্বিতীয় রাকআত হতে মাথা উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আইয়াশ ইবন আবু রবীআ, সালামা ইবন হিশাম এবং ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ কে নাজাত দান কর। হে আল্লাহ! মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ! মুদার সম্প্রদায়ের উপর তাদের জীবন ধারণ কঠিন করে দাও। হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)—এর বংশধরদের ন্যায় তাদের খাদ্যাভাবে পতিত কর। এরূপ দু'আ করায় তখন লিসْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন।

৭৮২১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও আবু সালামা ইবন আবদুল রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে হযরত আবু হ্যায়ফা (রা.)—এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাযের কিরাআত পাঠ করার পর তাকবীর বলে রক্ত করেন। তারপর 'সামিআল্লাহলিমান হামিদা' ১ বলে দাঁড়িয়ে 'রাবানা লাকাল হামদ' বলেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম, আইয়াশ ইবন আবী রাবীআ এবং মু'মিনগণের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদেরকে মুক্তি দান কর। হে আল্লাহ! মুদার সম্প্রদায়কে নিষ্পেষিত কর এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ.)—এর সময়ে দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ দান কর। হে আল্লাহ! লাহয়ান, রি'লান ও যাকওয়ান এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরামানী করে, তাদের সকলকে অভিশপ্ত কর। তারপর আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ তা'আলা লিসْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ও যুক্ত আয়াতটি নাযিল করার পর তিনি উক্ত দু'আ হতে বিরত থাকেন।

(۱۲۹) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১২৯. আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ! এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। নতমন্ত্রে ও ভূমন্ত্রের সীমারেখার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত তুমি ও তারা ব্যতীত যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহর। তিনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন এবং যা তাল মনে করেন আদেশ করেন। তাঁর আদেশ ও নিষেধ যারা অমান্য করে, তাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং তাদের মধ্যে যারা অপরাধ করে, তাদের যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি এমন ক্ষমাশীল যে, তিনি যাকে ইচ্ছা তার পাপকার্যসমূহ এমনভাবে গোপন রাখেন যে, তিনি স্থীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় যাকে ইচ্ছা তার পাপ বা গুনাহসমূহ অন্যান্য সৃষ্টি হতে গোপন রাখেন ও ক্ষমা করে দেন বা মিটিয়ে দেন এবং পরম দয়ালু তাদের প্রতি তারা যত বড় গুনাহ করুক না কেন তিনি তাঁর সে দয়ায় অতি তাড়াতাড়ি তাদের সে গুনাহুর জন্য শাস্তি প্রদান করেন না।

৭৮২২. ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু অর্থাৎ তিনি গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তিনি বাদাগণের প্রতি দয়া করেন তারা যে পথেই থাকুক বা চলুক।

০ يَٰ يَٰ أَنْذِنَ امْنُوا لَّا تَكُونُوا أَصْعَافًا مُضْعَفَةً وَأَنْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ (১৩)।

১৩০. “হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।”

ইবন জারীর তাবারী (র.) অন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে যান্মুস্রেরা! তোমরা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, তখন তোমরা ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকে সূদ খেয়ো না, যেমন তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার যুগে থেতে। যারা জাহিলিয়াতের যুগে সূদ থেত বা গ্রহণ করত তাদের কেউ অন্য কোন লোককে কোন প্রকার অর্থ বা ধন-সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রদান করত। তারপর যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে যেত, তখন সে তার প্রদত্ত অর্থ সূদসহ ফেরত চাইত এবং বলত, তুমি যদি দিতে না পারো, তবে সূদে আসলে মিলে মূলধন হিসাবে আরও বাড়িয়ে তোমাকে করয হিসাবে প্রদান করলাম এবং তুমি গ্রহণ করে নিলে, এ শর্তের উপর সব অর্থই তোমার নিকট রয়ে গেল। তারপর উভয়ে এ কথার উপর চুক্তি করে নিত। অর্থ লাপি দিয়ে এরপ করাকেই ۱۳۰ ۰ أَنْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ বা চক্রবৃদ্ধি সূদ বলা হয়। ইসলাম ধর্মে এরপ সূদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ তা‘আলা নিষেধ করে দিয়েছেন।

৭৮২৩. আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- জাহিলিয়াত যুগে ছাকীফ সম্পদায় বনী মুগীরা সম্পদায়ের লোকদেরকে করয প্রদান করত, করয ফেরত প্রদানের নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যেত, তখন তারা খাতকের নিকট এসে বলত, তোমাদেরকে করয আরও বাড়িয়ে দিছি এবং সূদে আসলে ফেরত দানের অবকাশ দিছি। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

৭৮২৪. ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করায তোমরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ, তখন তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে যে সকল বস্তু আহার করতে বা গ্রহণ করতে সে সকল বস্তুর মধ্যে ইসলাম ধর্ম যা বৈধ নয়, তা তোমরা আর খেয়ো না বা গ্রহণ করন।

৭৮২৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে জাহিলিয়াত যুগের সূদকে বুঝান হয়েছে।

৭৮২৬. ইবন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার পিতা বলতেন, জাহিলিয়াত যুগে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের প্রথা ছিল। বাস্সরিক হারে সূদের উপর করয প্রদানের পর বৎসরাতে প্রদত্ত করয়ের অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ অর্থ (সূদ) করয সাথে যুক্ত হয়ে জমা হয়ে যেত। তারপর করয পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ এসে গেলে করয দাতা খাতকের নিকট উপস্থিত হয়ে বলত, আমার অর্থ দিয়ে দাও অর্থবা তুমি আমাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে দাও। খাতকের নিকট যদি করয পরিশোধ করার মত কিছু থাকত, তবে তা দিয়ে দিত। আর যদি কিছু না থাকত, তবে অতিরিক্ত হারে আরো এক বছরের সময় নিত এবং এক বছর পর পরিশোধ করার জন্য চুক্তি করে নিত। যেমন-এক বছরের উটের পরিবর্তে দ্বিতীয় বছরের জন্য দু’বছর বয়সের উট দেয়ার শর্ত আরোপ করত। তৃতীয় বছরের জন্য হিক্কা (তিনি বছর বয়স্ক উট), চতুর্থ বছরের জন্য চার বছর বয়স্ক উট। এমনিভাবে শর্তাবোপের ফলে সূদ বেড়ে যেত, নগদ মুদ্রার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম ছিল। যেমন, একশত মুদ্রা করয প্রদানের পর তা পরিশোধ করতে না পারলে পরবর্তী বছর দু’শত মুদ্রা দিতে হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিশোধ করতে না পারলে তৃতীয় পর্যায়ে তা চারশত মুদ্রায় পৌছে যেত। এমনিভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে বছরের পর বছর বাঢ়তেই থাকত। অতএব, মহান আল্লাহ্ আল্লাহত দ্বারা এরপ লেন-দেনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : وَأَنْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ এর ব্যাখ্যা :

আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সূদের হকুম পালনে মহান আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর না। এবং অন্যান্য বিষয়েও আল্লাহ্ যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তা পালনে আল্লাহকে ভয় কর, তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ আনুগত্য ও সাবধানতার সাথে আল্লাহকে ভয় করে চললে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। ফলে সে নাজাত পাবে হয়ত সফলকাম হবে। অর্থাৎ আল্লাহুর আয়াব থেকে তোমরা নাজাত পাবে এবং তার বন্দেগীর জন্যে যে ছাওয়াব রয়েছে তা পাবে। আর চিরদিন জারাতে বাস করবে।।

৭৮২৭. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। হয়ত এর ফলে আল্লাহ্ থেকে নাজাত পাবে এবং ছাওয়াব লাভ করবে। যে সম্পর্কে তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

০ وَأَنْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ (১৩১)

১৩১. তোমরা সে অঘিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মু’মিনগণ! সূদ খাওয়া নিষিদ্ধ করার পরও যদি তোমরা তা খাও, তবে তোমরা যে দোষখের আঙ্গনে পতিত হবে সে দোষখকে ভয় কর। যারা আমাকে বিশ্বাস করে না এ দোষখ তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং যারা আমার

আদেশ অমান্য করে, তারা যে জাহানামে পতিত হবে, তোমরাও যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ বা ঈমান এনেছ এরপর তোমাদের মধ্যে যারা আমার এ আদেশ অমান্য করে সূন্দ থাবে, তারাও সে জাহানামে পতিত হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৮২৮. ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন, আল্লাহু তা'আলা মু'মিনগণকে সহোধন করে বলেছেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে দোয়খের আগুনকে ডয় কর, যে দোয়খের আগুন সে সব লোকের জন্য বাসস্থান হিসাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যারা আমাকে অবিশ্বাস করে।

আল্লাহু পাকের বাণী :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ۝ (১৩২)

১৩২. তোমরা আল্লাহু ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহু পাক ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদেরকে আল্লাহু তা'আলা সূন্দ ইত্যাদির ব্যাপারে যে নিষেধ করেছেন এবং যে সব বিষয়ে রাসূল তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, সে সব বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর এবং অনুরূপভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর। তাহলে অবশ্যই তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে, তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না, বরং তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

কেউ কেউ বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেইসব সাহাবীকে তিরক্কার করা হয়েছে, যাঁরা উহুদ দিবসে তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন এবং যে সব স্থানে তাদেরকে অবস্থান করতে বলা হয়েছিল, তা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৮২৯. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ - এ আয়াতে সেই সব লোককে তিরক্কার করা হয়েছে। যারা উহুদ দিবস ও অন্যান্য দিন আল্লাহু ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۚ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (১৩৩)

১৩৩. তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা এবং সে জানাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায় যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুস্তাকীদের জন্য।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহু পাকের বাণী وَسَارِعُوا শব্দের অর্থ হলোঁ: দ্রুততার সাথে অগ্রগামী হও। অর্থাৎ যাতে তোমাদের পাপসমূহ আল্লাহর রহমতের দ্বারা পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় যে গুনাহর কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, সে গুনাহসমূহ যাতে ঢাকা পড়ে যায়।

আর দ্রুতগামী হও এমন জানাতের দিকে যার বিস্তৃত আসমান ও যমীনের ন্যায়। সাত আসমান ও সাত যমীনের প্রত্যেক স্তরকে একটির সাথে আর একটিকে পর পর মিলিয়ে নিলে প্রশস্ত হবে, সে জানাতের প্রশস্ততাও তদুপ হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৮৩০. হযরত ইব্ন আব্রাহিম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহপাকের বাণী وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ -এর ব্যাখ্যায় জানাতের বিস্তৃতি হলো সাত আসমান ও সাত যমীনের পরিধির ন্যায়। সাত আসমান সাত যমীনের সাথে মিলিত হয় যেমন কাপড়ের সাথে কাপড় মিলিত হয়, এরপরই হবে জানাতের পরিধি।

বলা হয়েছে যে, জানাত হলো, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির ন্যায়। এখানে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আসমানসমূহ ও যমীনসমূহের বিস্তৃতির মাঝেকে লালাক্ষণ্য আছে যে আসমানসমূহ ও যমীনসমূহের বিস্তৃতির সাথে এর তুলনা করে বলা হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে، "لَعَلَّكُمْ وَلَا بَعْدَكُمْ أَلَا كَفْسٌ وَلَا حَدَّةٌ" - তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। অর্থাৎ একটি মাত্র প্রাণীর পুনরুত্থানের ন্যায়।

যেমন কবি বলেন :

حَسِيبٌتْ بِغَامَ رَاحِلَتِيْ عَنَّا * وَمَا هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بِالْعَنَاقِ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিধির সমান, অতএব জাহানামের অবস্থান কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিধির সমান কোথায়? এ সম্পর্কে বর্ণনাসমূহ :

৭৮৩১. হযরত ইয়ালা বিন মুরারা (র.) থেকে বর্ণিত, রোমের বাদশাহ হিরাক্সিয়াস এর তানূখী নামক এক বৃক্ষ দৃত যে রাসূল করীম (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তার সাথে হিম্যা নামক স্থানে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে বললো আমি হিরাক্সিয়াসের চিঠি নিয়ে রাসূল করীম (সা.)-এর দরবারে হায়ির হলাম। তার বাম পাশে উপবিষ্ট লোকটিকে এ চিঠিটি দিলাম এবং আমি বললাম তোমাদের মধ্যে কে চিঠিখানা পড়তে পারবে? তারা বললো, মুআবিয়া (রা.)। চিঠিটে লেখা ছিল : "أَنِّي كَتَبْتَ تَدْعُونِيْ" আপনি লিখেছেন যে, আপনি আমাকে এ এমন বেহেশতের দিকে আহবান করেছেন, যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের ন্যায়, যা মুস্তাকিগণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে দোয়খ কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিধির সমান কোথায়?

৭৮৩২. হযরত তারিক ইব্ন শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, একদল ইয়াহুদী হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রা.)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, জানাতের বিস্তৃতি যদি আসমান ও যমীনের সমান হয়। তাহলে দোয়খ কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা দেখিয়ে দাও যখন রাত্রির আগমন হয় তখন দিন কোথায় যায়? তখন তারা বলল, "হে আল্লাহ! আপনি তো তাওরাতের মত উদাহরণ তার নিকট হতে শুনালেন।

৭৮৩৩. হ্যরত তারিক ইবন শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, হ্যরত উমর (রা.) একদিন তাঁর সহচরগণকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় নাজরান হতে তিনি দল লোক হ্যরত উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তারপর তারা হ্যরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল আপনি কি আল্লাহর বাণীঃ **وَجْهَنَّمَ عَرَضْتُهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضَ**-এর প্রতি লক্ষ্য করেছেন? তাহলে দোষখ কোথায়? একথা শুনে উপস্থিত সকলে হৈ চৈ করে উঠলেন। হ্যরত উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, যখন রাতের আগমন ঘটে, তখন দিন কোথায় থাকে? যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় থাকে? এরপর তারা বললা এ কথা তো তাওরাত হতে বের করা হয়েছে।

৭৮৩৪. তারিক ইবন শিহাব (র.) হ্যরত উমর (রা.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭৮৩৫. তারিক ইবন শিহাব (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের মধ্য হতে একটি লোক হ্যরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, আপনারা বলেন, বেহেশত আসমান-যমীন সমবিস্তৃত। তাহলে জাহানাম কোথায় অবস্থিত? তদুত্তরে হ্যরত উমর (রা.) বললেন, তুমি দেখতে পেয়েছ কি? যখন দিনের আগমন ঘটে, তখন রাত্রির অবস্থান কোথায়? আবার যখন রাতের আগমন হয় তখন দিনের অবস্থান কোথায়? তা শুনে ইয়াহুদী লোকটি বলল, তাওরাতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তখন তার এক সাথী বলল, তুমি তাঁকে এ খবর কেন দিলে? এরপর সে বলল, এ সবকে কিছু বল না। কারণ সব কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস আছে।

৭৮৩৬. ইয়ায়ীদ ইবন আসাম (র.) থেকে বর্ণিত, কিতাবী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ইবন আব্রাস (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আপনারা বলেন, জানাত হলো আসমান যমীন সমবিস্তৃত। তাহলে জাহানামের অবস্থান কোথায়? ইবন আব্রাস (রা.) উত্তরে বললেন, তুমি দেখ না যখন রাত্রির আগমন ঘটে, তখন দিনের অবস্থান কোথায়? আর যখন দিন আসে তখন রাতের অবস্থান কোথায়?

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ পাকের বাণীঃ **أَعْدَتِ الْمُنَقِّبِينَ** -এর অর্থ বেহেশতের বিস্তৃতি সাত আসমান ও সাত যমীনের সমান। আর তা মহান আল্লাহ এমন মুন্তাকীদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন, যাঁরা আল্লাহকে ভয় করে এবং তিনি যা আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছে, তার অনুসরণ করে চলে, আর তাঁর বিধি-বিধান লংঘন করে না এবং তাদের উপর করণীয় যে সকল কর্তব্য কাজ আরোপ করা হয়েছে, তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচুতি করে না।

উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্যঃ

৭৮৩৭. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি যারা আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন, এ বাসস্থান এমন লোকদের জন্য যারা আমার ও আমার রাস্তের আনুগত্য করে।

(১৩৪) **الَّذِينَ يُنِفِّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْطِ وَالْعَافِينَ عَنِ**
الشَّاءِسِ طَوَّالِهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মপ্রায়ণদেরকে ভালবাসেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন- যে, জানাতের বিস্তৃতি আসমান যমীনের সমান। তা সে সব মুন্তাকীর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তাদের ধন-সম্পদসুখে-দুঃখে এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এ ব্যয় দুঃখ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য হোক অথবা এমন দুর্বল ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না তাকে শক্তিশালী করা জন্য হোক অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থায় অর্থাৎ অধিক অর্থ-সম্পদের কারণে আনন্দে আছে এবং সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে অনাবিল শান্তিতে জীবন যাপন। **فَفَضَّلَ فَلَانَ فَهُوَ يُضْرِبُ** বলা হয় যখন কারো অসচ্ছলতা দেখা দেয় এবং জীবন যাপন কষ্টকর হয়।

৭৮৩৮. হ্যরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণীঃ **فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَاءِ** -এর ব্যাখ্যায় বলতেন অর্থাৎ কষ্ট ও স্বষ্টি। আলোচ্য আয়াতে যে জানাতের কথা বলা হয়েছে তাহলে সে সব মুন্তাকীর জন্য যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

আল্লাহ পাকের বাণী **وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْطِ** এর ব্যাখ্যা হলো, যারা ক্রোধ হজম করে, যেমন বলা হয় **كَظِيمٌ فَلَانَ غَيْطٌ** অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার ক্রোধকে হজম করেছে। যখন কেউ তার ক্রোধকে দমন করে ফেলে তখন সে যেন নিজেকে রক্ষা করে, ক্রোধকে এমন অবস্থায় হজম করা হয় যখন সে তার প্রতিপক্ষকে যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা রাখে এবং অন্যের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করে, সে মূলত বিপদগ্রস্ত হয়েই করে থাকে। সাধারণতঃ এ কারণে যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে থাকে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় অমুক ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত **فَلَانَ كَظِيمٌ مَكْظُومٌ** একথা তখনই বলা হয়, যখন কেউ দুঃখ-কষ্টের সাগরে তাসমান থাকে। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ **وَأَبْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ**

অর্থ “শোকের কারণে তার দু'টি চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে শোকাহত।” (সূরা ইউসুফ : ৮৪)। অর্থাৎ সে ছিল শোকে দুঃখে মুহূর্মান।

কেউ কেউ বলেছেন, পানি যে স্থান থেকে প্রবাহিত হয়, তাকে কায়ায়িম (الكتائم) বলে। তা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হবার কারণে তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়। শব্দটি মুসলিম বা শব্দমূল। যেমন, বলা হয় **غَاظِنِي** ফলন ব্যক্তিগত গুণের অনুভূতি প্রকার এর অর্থঃ এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।” অর্থাৎ- মানুষের অন্যায় ও অপরাধজনিত কাজের জন্য কোন লোকের শান্তি দেয়ার বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে ক্ষমা করে দেয়।

আল্লাহ পাকের বাণীঃ **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** এর ব্যাখ্যা:

আলাহ সৎকর্মপ্রায়ণগণকে ভালবাসেন। অর্থাৎ- যেসব নেক আমলের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, যাঁরা তা আমল করে, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের জন্য আসমান-যমীন সমবিস্তৃত জানাত তৈরি করে রেখেছেন। আর যাঁরা উল্লিখিত বিষয়সমূহে আমল করে তাঁরাই ‘মুহসিন’ বা সৎকর্মপ্রায়ণ।

ঘৰা এমত পোষণ করেন :

৭৮৩৯. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন : আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সৎকাজগুলো হলো ইহসান। বর্ণনাকারী বলেন, যারা এ সব আমল করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

৭৮৪০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন। এ এমন এক সম্পদায় যারা দুঃখ কষ্ট সঙ্গে ও অসঙ্গে থাকাবস্থায় ব্যয় করে। মনের স্থলে যে ভাল কাজ করার সামর্থ্য রাখে, তার তা করা উচিত। সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই দান করেন। আল্লাহ পাকের কসম, বনী আদমের মধ্যে সেই উত্তম, যে মজলুম অবস্থায় ক্রোধকে ধৈর্যের সাথে দমন করে।

৭৮৪১. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন হাশেরের মাঠে মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কোন প্রতিদান পাওনা আছ, সে দৌড়াও। তখন কোন লোক দৌড়াতে সাহস পাবে না, শুধু ঐ লোকই দৌড়াবে যে মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হবে। তারপর তিনি উল্লিখিত আয়াতের - **وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** - এ অংশটুকু পাঠ করেন।

৭৮৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ** উল্লেখ করে বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আল্লাহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করছেন - যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে অথচ সে মুহূর্তে ক্রোধের বশীভূত হয়ে যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতাও রাখে, আল্লাহ তা'আলা এরপ লোককে নিরাপদ শান্তি ও দ্বিমানে পরিপূর্ণ করে দেন।

৭৮৪৩. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবন আবাস (রা.) **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** আয়াতাংশের উন্নতি দিয়ে বলেন, ক্রোধ সংবরণ করা যেমন আল্লাহ বলেছেন, **وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ** যারা আল্লাহর জন্য ক্রোধাত্তিত হয় সে ব্যক্তি ক্রোধ করাকে হারাম মনে করে দেয় এবং উক্ত ক্ষমায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশাবাদী হয়ে মাফ করে দেয় এবং তার অন্তরে আল্লাহর বাণী - **وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** - এর খেয়াল করে অন্যায়কারীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে যে দেখে, আল্লাহ এরপ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

(১২০) **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَالَّذِينَ نُوبُهُمْ
وَمَنْ يَغْفِرُ الدَّنْوْبَ إِلَّا اللَّهُ فَنَّ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ**

১৩৫. আর যারা (অনিষ্টাকৃতভাবে) কোন অশীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে তা জেনে - শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।

- **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً** - এর ব্যাখ্যায় বলেন : আলোচ্য সূরা ১৩৩, ১৩৪ ও ১৩৫ নং আয়াতে যে সব কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো মুত্তাকীদের গুণাবণী আর আল্লাহ পাক তাদের জন্য এমন জানাত তৈরি করে রেখেছেন, যার বিস্তৃতি আকাশমন্ডলী ও যমনের সম্পরিমাণ।

ঘৰা এমত পোষণ করেন :

৭৮৪৪. ছাবিতুল বানানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (র.) - কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি : তারপর তিনি পাঠ করেন।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ - **وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** - **وَالَّذِينَ إِذَا أَفْعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَالَّذِينَ يُوبِهِمْ** - তারপর তিনি পাঠ করেন - **وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَأُهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّةً** - এরপর তিনি বলেন, এগুণ দু'টি একই ব্যক্তির।

৭৭৪৫. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে দু'টি গুনাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো অর্থাৎ অশীল কাজ। অপরটি হলো নিজের প্রতি জুলুম করা। অর্থাৎ তারা এমন লোক যারা অশীল কাজ করে। যা আল্লাহ তা'আলার আদেশের বহিভূত কাজ। অর্থ : ফাঁশ প্রত্যেক কাজের সীমা ও পরিমাণ লংঘন করা। অধিক লংঘকৃতির ব্যক্তিকে বলা হয় এবং অসুন্দর। এ থেকেই অপসন্দনীয় বাক্যকে কلام ফাঁশ শব্দের অর্থ ব্যক্তির।

৭৮৪৬. হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً** - এর ব্যাখ্যায় বলেন - কা'বার প্রতিপালকের কসম, সম্পদায় ব্যভিচার করল।

৭৮৪৭. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'ফাহিশা' শব্দের অর্থ ব্যভিচার এবং আল্লাহপাকের বাণী - **أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ** - এর অর্থ যে কাজ করা উচিত ছিল না তা করা। তারা এমন কাজ করেছে, তা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা। এ জন্য আল্লাহর শান্তি অপরিহার্য করেছে।

ঘৰা এমত পোষণ করেন :

৭৮৪৮. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, জুলুম এক প্রকার ফাহিশা। আবার ফাহিশাও এক প্রকার জুলুম।

আল্লাহ পাকের বাণী : وَذَكْرُ اللَّهِ - এর ব্যাখ্যা :

তাঁরা আল্লাহকে স্মরণ করে। অর্থাৎ কোন পাপ কাজ করার জন্য যারা আল্লাহর আয়াবকে স্মরণ করে। অর্থ তারা তাদের কৃত গুনাহসমূহের উপর অনুত্পন্ন হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। আর তাদের কৃত গুনাহসমূহ গোপন রাখার জন্য প্রার্থনা করে। **اللَّهُ أَعْلَمُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ** - আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কে আছে যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে, অর্থাৎ পাপকে ক্ষমা করে আয়াব থেকে মুক্তি দেয়ার আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গুনাহ মাফ করার ও গোপন রাখার মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক। **لَمْ يَصُورُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا** - তারা যা করে ফেলে তার উপর তারা হঠকারিতা করে না। অর্থাৎ তারা তাদের সে গুনাহসমূহের উপর অটল থাকে না। তারা যে অন্যায় করে থাকে তা বর্জন করে। এবং তারা জানে অর্থাৎ তারা গুনাহর কাজ করার পর জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে সে গুনাহর কাজ করে না। যেহেতু তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাদেরকে এসব কাজ করতে নিমেধ করেছে এবং আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যারা গুনাহ করবে তাদেরকে সে গুনাহর জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাইলের উপর যে সকল কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল, সে সকল কাজ কেউ করলে মহাপাপ হিসাবে গণ্য করা হতো এবং তার শাস্তি ছিল খুব কঠিন। তা উপরে মুহাম্মদীর জন্য কিছু সহজ করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এ আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন।

৭৪৪৯. হ্যরত আতা ইবন আবী রিবাহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আতা ইবন আবী রিবাহ (র.) ও তাঁর সঙ্গীগণ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর নবী! বনী ইসরাইলরা আল্লাহর নিকট আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম। কেননা, তাদের মধ্য হতে যদি কেউ কোন গুনাহ করত, তা হলে সাথে সাথে তার ঘরের দরজায় গুনাহ ও গুনাহর কাফ্ফারার কথা লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁর উপর এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتُ لِلْمُنْتَقِينَ . الَّذِينَ يَنْقُونُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِلِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَإِسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِفُ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বনী ইসরাইল সম্পর্কে যে কথা বলেছ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের জন্য তার চেয়ে একটি সুসংবাদ দেব? তারপর তিনি উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

৭৪৫০. অলী ইবন যায়দ ইবন জাদ'আন বর্ণনা করেন, ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, বনী ইসরাইল - এর কেউ যখন কোন গুনাহ করত, তখন তাঁর সে গুনাহ ও গুনাহর কাফ্ফারার কথা তাঁর

ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর লিপিবদ্ধ হয়ে যেত, কিন্তু আমাদের জন্য তার চেয়ে অনেক উত্তম বিষয় দান করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ এ আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

৭৪৫১. ছাবিতুল বানানী (র.) বলেন, যখন **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا** ও **يَظْلِمْ نَفْسَهُ** আয়াতটি নাযিল হলো, তখন ইব্লীস নিরাশ হয়ে কানাকাটি শুরু করে দেয়। **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ**

৭৪৫২. ছাবিতুল বানানী (র.) বলেন, যখন এ আয়াতটি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান করতে থাকে। **أَوْلَادُهُ**

৭৪৫৩. হ্যরত আলী (রা.) বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু শুনতে পেতাম, তখনই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমি লাভবান হয়ে যাই। হ্যরত আবু বকর (রা.) আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনান যা সত্য। হ্যরত আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যদি কোন প্রকার পাপাচারে লিঙ্গ হয়। এরপর উয়ু করে দু'রাকআত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন।

৭৪৫৪. হ্যরত আলী ইবন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে কোন হাদীস শুনতে পেতাম মহান আল্লাহ আমাকে তাতে লাভবান করতেন। আর যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে আমার নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তবে আমি তাঁকে সে হাদীসের বর্ণনার উপর শপথ করিয়ে নিতাম। তারপর যদি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নিকট হতে স্বয়ং শুনেছেন বলে শপথ করতেন, তবেই আমি তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করতাম। তবে হ্যরত আবু বকর (রা.) যা বয়ান করতেন, আমি তা গ্রহণ করে নিতাম। হ্যরত আবু বকর (রা.) বলেছেন : **রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন**, এমন কোন লোক নেই যে কোন গুনাহর কাজ করে, তারপর সে যদি উয়ু করে, তারপর নামায পড়ে মহান আল্লাহর নিকট তার কৃত গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর সে লোকের গুনাহ মাফ হয় না অর্থাৎ অবশ্যই মহান আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

৭৪৫৫. অপর এক সনদে হ্যরত আলী ইবন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হ্যরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত যে লোকই আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, আমি তাকে শপথ করার জন্য বলতাম যে, তা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নিকট স্বয়ং শুনেছেন। কিন্তু হ্যরত আবু বকর (রা.) যা বলতেন সব সত্য বলে স্বীকার করে নিতাম। যেহেতু তিনি কখনও যথ্যা কথা বলতেন না। হ্যরত আবু বকর (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এমন কোন বান্দা নেই, যে গুনাহ করার পর সে গুনাহর উপর অটল থাকে বরং যখন সে গুনাহর কথা তার স্মরণ হয়ে যায় তখনই সে উয়ু করে দু'রাকআত নামায আদায় করে এবং সে তার কৃত গুনাহর জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর তার গুনাহ মাফ হয় না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গুনাহর কাজ করার পর এভাবে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

মহান আল্লাহৰ বাণী : ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা পূৰ্বে বৰ্ণনা কৰেছি। তবে ব্যাখ্যাকাৰদেৱ মধ্যে কেউ কেউ এৱ উপৰ আলোকপাত কৰে বলেন।

৭৮৫৬. ইবন ইসহাক (র.) বৰ্ণনা কৰেছেন যে, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأْتُمْ অৰ্থাৎ আল্লাহু পাক ইৱশাদ কৰেন, যদি তাৰা কোন অশ্লীল কাজে লিঙ্গ হয়, অথবা কোন গুনাহৰ কাজ দ্বাৰা নিজেৰ উপৰ জুলুম কৰে, তাৰপৰ শৱণ কৰে যে, আল্লাহু পাক এ কাজ কৰতে নিষেধ কৰেছেন এবং এ কাজ কৰা আল্লাহু পাক তাৰদেৱ উপৰ হারাম কৰেছেন, এ কথা শৱণ হওয়াৰ পৰ সে জন্য মহান আল্লাহৰ নিকট ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে এবং বুৰাতে পাৱে যে, মহান আল্লাহু ব্যতীত গুনাহু মাফ কৰাৰ দ্বিতীয় কেউ নেই। এৱ দৃঢ়তাৰ নিয়ে মহান আল্লাহৰ নিকট যারা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে আল্লাহু তাৰদেৱ গুনাহসমূহ মাফ কৰে দেন।

তাৰা জেনেশুনে যা কৰে তাৰ উপৰ যেদ কৰে না। এ আয়াতাংশোৱ প্ৰদেৱ ব্যাখ্যা তাফসীরকাৰণ একাধিক মত প্ৰকাশ কৰেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতাংশেৰ অৰ্থ হলো যারা জেনেশুনে কোন গুনাহৰ কাজ কৰে তাৰ উপৰ শিৰ বা কায়েম থাকে না, বৱং তাৰা তওবা কৰে এবং মহান আল্লাহৰ নিকট ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে।

যাঁৰা এমত পোষণ কৰেন :

৭৮৫৭. হয়ৱত কাতাদা (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি আল্লাহু পাকেৰ বাণী : وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ আয়াতাংশেৰ প্ৰসঙ্গে বলেন, তোমৰা অবশ্যই হঠকাৱিতা হতে নিজেদেৱকে বৌচাও। কাৱণ অতীতকালে যারা হঠকাৱিতা কৰেছে, তাৰা ধৰ্ম হয়ে গিয়েছে। কাৱণ, আল্লাহু তা'আলা তাৰদেৱ জন্য যা হারাম বা নিষিদ্ধ কৰেছিলেন তা হতে তাৰা আল্লাহকে ভয় কৰে বেঁচে থাকে নি অৰ্থাৎ আল্লাহু তা'আলাকে ভয় কৰে তাৰা হারাম কাজ হতে বিৱত থাকত না। তাৰা নিষিদ্ধ কাজ কৰত, এবং নিষিদ্ধ কাজ কৰে যে গুনাহু কৰত সে গুনাহু হতে তওবা কৰত না, এমন কি, সে গুনাহগাৰ অবস্থায়ই তাৰা মৃত্যুবৱণ কৰত।

৭৮৫৮. কাতাদা (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি মহান আল্লাহৰ বাণী : وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ -যুক্তি- বলেন, “পূৰ্ব কালেৱ লোকেৱা আল্লাহু তা'আলাকে কোন প্ৰকাৰ ভয় না কৰে তাঁকে অমান্য কৰে গুনাহু মধ্যে লিঙ্গ থাকত। এমন কি এ অবস্থায় তাৰদেৱ মৃত্যু হতো।

৭৮৫৯. ইবন ইসহাক (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি আয়াতাংশ প্ৰসঙ্গে বলেন, আল্লাহু পাক ইৱশাদ কৰেন, তাৰা আমাৰ আদেশ অমান্য কৰাৰ উপৰ অটল থাকে না, একবাৰ আদেশ অমান্য কৰে গুনাহু কৱলেও পৱে আৱ তা কৰে না। যেমন, যারা আমাৰ সাথে অংশীদাৰ বানায় তাৰা যত কিছুই কৰে, কিছু আমাৰ প্ৰতি তাৰা অবিশাসী।

অন্যান্য তাফসীরকাৰণ বলেনঃ উভ আয়াতাংশেৰ অৰ্থ হলো, যখন তাৰা কোন কাজ কৰাৰ খেয়াল কৰে বা গুনাহৰ কাজ কৰে, তখন এটা গুনাহৰ কাজ তা তাৰা জানে না।

যাঁৰা এ অভিযত পোষণ কৰেন :

৭৮৬০. হাসান (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি এৱ ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহৰ বাল্দা কোন গুনাহৰ কাজ কৰাৰ পৰ তওবা না কৰা পৰ্যন্ত হঠকাৱিতা বা অসৱে গণ্য কৰা যায়।

৭৮৬১. মুজাহিদ (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি এৱ ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে বলেন, তাৰা নিজ মন্দকৰ্মে যেদ ধৰে না।

অন্যান্য তাফসীরকাৰ বলেন - অসৱে অৰ্থ গুনাহৰ কাজ কৰে এৱ উপৰ নীৱব থাকা এবং ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা না কৰা।

যাঁৰা এমত পোষণ কৰেন :

৭৮৬২. সুনী (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ আয়াতাংশে উল্লিখিত। শব্দেৱ অৰ্থ তাৰা নীৱব থাকে এবং গুনাহৰ জন্য ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে না।

আবু জা'ফৰ মুহাম্মাদ ইবন জাৰীৰ তাৰারী (র.) বলেন শব্দেৱ অৰ্থ সম্পর্কে যে কয়টি অভিযত উল্লেখ কৰা হয়েছে তন্মধ্যে আমাৰ মতে ইচ্ছা কৰে গুনাহৰ উপৰ কায়েম থাকা এবং গুনাহু হতে ক্ষমাপ্রাপ্তিৰ জন্য তওবা না কৰা এ অথই উভয় ও সঠিক। যাঁৰা বলেছেন যে, গুনাহৰ উপৰ হঠকাৱিতা কৰা এৱ অৰ্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাৰদেৱ এ অৰ্থ ঠিক নয়। কাৱণ যে লোক তাৰ গুনাহু সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাৰ উপৰ হঠকাৱিতা কৰা ছেড়ে দেয়, আল্লাহু তা'আলা তাৰ প্ৰশংসা কৰেছেন। যেমন আল্লাহু পাক ইৱশাদ কৰেছেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأْتُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

সম্পূৰ্ণ আয়াতেৱ ঘৰ্মে বুৰো যায় যে, গুনাহৰ কাজ কৰাৰ পৰ সে সম্পর্কে অবগত হওয়াৰ পৰ যদি হঠকাৱিতা কৰে, তবে ইষ্টিগ্ফাৱেৱ কোন কথাই হতে পাৱেনা, কাৱণ গুনাহু হতে ইষ্টিগ্ফাৱ বা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ অৰ্থ হলো গুনাহু হতে তওবা কৰা বা লজ্জিত হওয়া। ইষ্টিগ্ফাৱ সম্বন্ধে যদি কিছু না জানে তা হলে কোনক্ৰমে গুনাহু সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে পাৱে না। নবী কৱীম (সা.) হতে বৰ্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি গুনাহু জন্য ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে, সে হঠকাৱী নয় যদিও সে দৈনিক সন্তোষৰ বাব গুনাহু কৰে আৱ সন্তোষৰ বাব ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰতে থাকে।

৭৮৬৩. হয়ৱত আবু বকৰ (রা.) হতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, হঠকাৱিতা যদি গুনাহু কাজ হয়, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৱ বাণী : مَا أَصْرَمْتُ مِنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مرّةً - এৱ কোন গ্ৰহণযোগ্য অৰ্থ হতে পাৱে না। কাৱণ, কোন গুনাহু কাজ দ্বাৰা যদি হঠকাৱিতা বুৰায়, তবে সে ব্যক্তি কোন কাজে যদি গুনাহগাৰ হয়, তা হলে সে কাজেৱ উপৰ তাকে আখ্যায়িত বা চিহ্নিত কৰা হতো এবং সে নাম মুছে

যেত না। যে কোন লোক যিনি করলে তাকে যিনাকার বলা হয় এবং যে খুন করে তাকে খুনী বলা হয়, ততওবা করলেও তার এ নাম যায় না। তদুপরি অন্য যত গুনাহ করুক না কেন এ দোষণীয় নাম ঢাকা পড়ে না। উক্ত বর্ণনা দ্বারা এটা প্রণিধানযোগ্য এবং স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, গুনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী সে তার গুনাহুর কাজে হঠকারিতা করছে না এবং হঠকারিতা করা কোন ঘটনার মধ্যে গণ্য হয়না।

وَهُمْ يَعْلَمُونَ
তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, তারা যে গুনাহ করে সে সম্পর্কে তারা জানে।

৭৮৬৪. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ওহুম্মে যে এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা জেনেশনে গুনাহ করে তার উপর রয়ে গেছে। গুনাহুর জন্য ততওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করে নি।

কেউ কেউ বলেন— এর অর্থ হলো গুনাহুর কাজে বা মহান আল্লাহুর হকুম অমান্য করায় লিঙ্গ হওয়া।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৬৫. ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

أُولَئِكَ جَرَآءُهُمْ مَعْفَرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ
فِيهَا وَ نَعْمَلُ أَجْرُ الْعَمَلِينَ
(১৩৬)

১৩৬. তারাই তারা, যাদের পুরক্ষার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরক্ষার কত উত্তম।

ইমাম আবু জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহুর বাণী অৱলী শব্দের দ্বারা সে মুন্তাকিগণকে বুঝান হয়েছে, যাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করা হয়েছে, যার বিস্তৃতি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিমাণ। মুন্তাকী কারো তার বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা মুন্তাকী হবে, তাদের পুরক্ষার হবে মার্জনা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে। আল্লাহু পাক যেসব কাজ করার জন্য নির্দেশ করেছেন যারা সে সব কাজ করে তার ছওয়াবের বিনিময়ে আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন যেসব গুনাহ তারা পূর্বে করেছিল। আর আল্লাহুর অনুগত্যে তারা যে সৎ কাজ করে তার বিনিময়ে তাদের জন্য পুরক্ষার হবে জান্নাত। সে জান্নাত এমনি ধরনের উদ্যান, যার পাদদেশ দিয়ে স্নোতসিনী প্রবাহিত। অর্থাৎ যে উদ্যানসমূহে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে সে উদ্যানের বৃক্ষসমূহের ফাঁকে ফাঁকে স্নোতসিনী প্রবাহিত এবং তাদের আমল অনুযায়ী নদীর শাখা-প্রশাখাসমূহ জান্নাতের বৃক্ষসমূহের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

وَ نَعْمَلُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
—এবং সৎকর্মশীলদের পুরক্ষার কত উত্তম! অর্থাৎ যারা আল্লাহুর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে, তাদের পুরক্ষার হবে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জান্নাতসমূহ। যেমন :

৭৮৬৬. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আল্লাহুর পাকের অনুগত, তাদের ছওয়াব কত উত্তম।

قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنٌ لَّا نَسِيرُوا فَإِنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْكِبَرِ بِيَوْمٍ
(১৩৭)

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হয়েছে, কাজেই তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী :— এর ব্যাখ্যা হলো, “যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো, তারা গত হয়ে গিয়েছে।” হে মুহাম্মাদ (সা.)—এর সাথী সম্প্রদায় এবং ঈমানদারগণ! বহু বিধানে আদিষ্ট আদ ছামুদ, হুদ ও লুত প্রভৃতি সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে।

— سُنْنٌ — এর অর্থ, দৃষ্টিস্মূর্তি শাস্তিসমূহ। যারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীগণকে আবিশ্বাস করেছে তাদের নিকট আমি গ্রহ দিয়েছিলাম এবং নবীগণের প্রতি আর নবীগণের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য আমি তাদেরকে অনেক অবকাশ ও সুযোগ দিয়েছিলাম, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমার ও নবীগণের আদেশ অমান্য করার কারণে আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি তাদের প্রাপ্তনেই। তারপর পরবর্তিগণের জন্য তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তার চিহ্নসমূহ উদাহরণ ও উপদেশ রূপে রেখে দিয়েছি কাজেই, তাদের সে করণ পরিণতি দেখে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— “তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখে নাও মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণতি কি হয়েছে।” অর্থাৎ আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে সীমালংঘনকারীরা। যারা আমার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেনি, আমার পথে না এসে আমার সাথে অংশী স্থাপন করেছে এবং নবী-রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে। আমার একত্ববাদকে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখে নাও। আমার আদেশের বিরোধিতার কারণে এবং আমার একত্ববাদকে অস্বীকার করার ফলেই তাদের এ পরিণাম ও অবস্থা হয়েছে। তাদের পরিণতি দেখে মনে রেখ এবং অনুধাবন কর যে, উছদের প্রাতৰে মুশরিকগণ আমার নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবিগণের সাথে যে ঘটনার অবতারণা ও জুলুম করেছে, তাতে মুশরিকদের পরিণতি কি হতে পারে? কিন্তু, তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে পূর্ববর্তীদের ন্যায় যখন তখন কোন শাস্তি দেয়া হয় না, শুধু সময়ের অপেক্ষায় বা তারা আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি ফিরে আসে কিনা, তার জন্য অবকাশ দেয়া হলো। তা না হয়, পূর্ব যামানার সীমা লংঘনকারীদের উপর যখন-তখন যে ভাবে শাস্তি নায়িল করে তাদেরকে ধ্রংস করে দেয়া হয়েছে এদের অবস্থাও তদুপ হতো।

আমরা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তাই বলেছেন :

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৬৭. হ্যরত হাসান (র.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— তোমরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে নেবে না যে, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.), লুত (আ.) এবং সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে কিরণ শাস্তি দিয়ে ধ্রংস করে দিয়েছেন।

৭৮৬৮. হয়রত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি (قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنْنٌ) নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন মতাবলম্বী গত হয়ে গেছে) প্রসঙ্গে বলেন, এর মধ্যে আল্লাহু তা'আলা কাফির ও মু'মিন এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন।

৭৮৬৯. অপর এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহু পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন— তোমাদের পূর্বে বহু বিশাসী ও অবিশাসী বিভিন্ন পছন্দ অবলম্বন করে গত হয়ে গেছে।

৭৮৭০. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উভদের যুক্তের দিন মুসলমানদের উপর যে বিপর্যয়ের কালোছায়া নেমে এসেছিল আর তাদের মধ্যে নির্মল প্রাণের আবেগ এবং তাদের মধ্য হতে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহু পাকের গ্রহণ করে নেয়া এসব কিছু শরণ করার প্রতি এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানগণ যা করেছে তজ্জন্য এক দিকে তাদের প্রতি সতর্কবাণী, অপরদিকে প্রশংসা ও ঘর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের প্রতি সতর্কবাণী ঘোষণা করে আল্লাহু পাক ইরশাদ করেন [قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنْنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِنِينَ] “নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পছন্দ অবলম্বী বিলীন হয়েছে, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর আর দেখে নাও মিথ্যাপ্রয়ীদের পরিণাম কি হয়েছে।” অর্থাৎ “আদ, ছামুদ ও লূত সম্পদায় এবং মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে আমার প্রেরিত রাসূল ও নবীগণকে যারা অবিশাস করেছে এবং আমার সাথে যারা শিরক করেছে, তাদের উপরে দৃষ্টিমূলক গ্যব ও আযাব নায়িল হওয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বিচরণ করলে তোমরা এসব কিছুর অনেক উদাহরণ ও চিহ্ন দেখতে পাবে এবং তোমরা এমন ধারণা করবে না যে, অনুরূপ করার ক্ষমতা আমার বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উভয় পক্ষের প্রতি যা কিছু প্রদর্শন করছি এবং যা কিছু ঘটেছে আমার হকুমেই ঘটেছে। এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি যে, তোমাদের অন্তরে কি আছে, তা আমি যাতে প্রকাশ্যভাবে প্রমাণের মাধ্যমে জানতে পারি।”

৭৮৭১. হয়রত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এ পৃথিবীতে তাদের ভোগ বিলাস অতি সামান্য সময়ের জন্য। তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জাহানাম।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, সেন্ট শব্দের বহুবচন। সেন্ট শব্দের অর্থ হলো, অনুসরণীয় আদর্শ। তা থেকেই বলা হয়, সেন্ট শব্দের অর্থ হলো, সেন্ট ফ্লান ফিনা সেন্ট হস্তে ও সেন্ট সৈন্যে সৈন্যে। অর্থাৎ যখন কেউ কোন কাজ করে এবং অনুসরণ করা হয়, তখন কাজটি ভাল হোক কি মন্দ, এমন অবস্থায় বলা হয়, অমুক ভাল আদর্শ রেখে গেছেন, অথবা মন্দ নমুনা রেখে গেছে। যেমন কবি লবীদ ইবন রবীআর কথায় রয়েছেঃ

مِنْ مَعْشَرِ سَنَتٍ لَهُمْ أَبَاوْهُمْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ سَنَةٌ وَإِمَّا مُهَا

(প্রত্যেক সম্পদায়ের জন্যই তাদের পূর্বপুরুষরা কিছু নমুনা রেখে গেছেন, সম্পদায় মাত্রের জন্যই রয়েছে আদর্শ ও নেতা।)

৭৮৭২. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি (سَنْنٌ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেন্ট) অর্থ, নমুনাসমূহ।

هَذَا بَيَانٌ لِّلْكَافِرِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (۱۳۸)

১৩৮. তা মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মুন্তাকীদের জন্য দিশাবলী ও উপদেশ।

ইবন তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের । ১৩ শব্দটি দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নির্ধারণে তাফসীরকারণগ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন । ১৩ শব্দ দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝান হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৭৩. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে **هَذَا** দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝান হয়েছে।

هَذَا بَيَانٌ لِّلْكَافِرِ সাধারণভাবে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং বিশেষভাবে মুন্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

৭৮৭৫. হয়রত রবী‘ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন কুরআন মজীদ বিশেষভাবে সকল মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর মুন্তাকীদের জন্য এক বিশেষ হিদায়াত ও উপদেশ।

৭৮৭৬. ইবন জুরায়জ (র.) হতেও অপর এক সনদে মুহাম্মাদ অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারণ বলেছেন, **هَذَا** দ্বারা আল্লাহু তা'আলা তাঁর বাণী : **قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ** এ সেন্ট সৈন্যে সৈন্যে। এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবিগণ, আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে অবহিত করেছি, তা সমস্ত লোকের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৭৭. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি একথাই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে উপরোক্ত দু'টি অভিমতের মধ্যে সে ব্যাখ্যাটি উন্নত ও সঠিক যে ব্যাখ্যাটিতে বলা হয়েছে । ১৩ শব্দ দ্বারা এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে মহান আল্লাহু মু'মিনগণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে বিধানসমূহ জানিয়ে দিয়েছেন। আর তাদেরকে তাঁর আনুগত্যের উপর বিশেষভাবে বাধ্য করেছেন এবং আল্লাহু ও তাদের শক্তিদের সাথে জিহাদে ধৈর্য ধারণের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ মহান আল্লাহুর বাণী । ১৩ দ্বারা উপস্থিত লোকদের প্রতি সম্মোহন করে ইশারা করা হয়েছে, চাই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যথাস্থানে দৃশ্যত উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক অথবা শ্রোতা হিসাবে যেখানেই থাকুক না কেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহু ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য যা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে দিলাম এবং তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে অবহিত করলাম তা সকল লোকের জন্যই ব্যাখ্যা আকারে সুস্পষ্ট বর্ণনা।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৭৮. হ্যরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, যে ﴿هَذَا بَيْانٌ لِّلنَّاسِ﴾ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “সকল মানুষের জন্য তা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যদি তারা তা গ্রহণ করো।

৭৮৭৯. হ্যরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, ﴿هَذَا بَيْانٌ لِّلنَّاسِ﴾ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “অশিক্ষিত লোকদের জন্য তা এক সুস্পষ্ট বর্ণনা।”

৭৮৮০. হ্যরত শা'বী (র.) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী ﴿هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ﴾ (হিদায়াতও উপদেশ)-এর ব্যাখ্যাঃ এখানে **হুদ্দী** -এর অর্থ সৎপথ ও ধর্মীয় বিধানের দিশাবী বা দিগন্দর্শন। **مَوْعِظَة** এর অর্থ নিখুঁত ও সঠিক উপদেশ।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৮১. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **হুদ্দী** অর্থ ভ্রাতৃ পথ হতে সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং **মুণ্ডেশ** (উপদেশ) অর্থ- মূর্খতা বা অজ্ঞতা হতে বেঁচে থাকার জ্ঞান দান করা।

৭৮৮২. হ্যরত শা'বী (র.) হতে অন্য সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৭৮৮৩. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, **الْمُتَقِّيُّونَ** -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- যারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে এবং আমি যা আদেশ করেছি তা জানে। অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহর অনুগত এবং আল্লাহর আদেশাবলী সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে আর সে অনুযায়ী চলে বা আমল করে, তারাই মুত্তাকী।

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ০ (১৩১)

১৩৯. তোমরা হীবল হয়ে না এবং দুঃখিত হয়ে না, বস্তুত তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।

ইমাম তাবারী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহদের যুক্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর অনেক সাহাবী হতাহত হয়েছিলেন। এ বেদনাদায়ক ঘটনায় সাহাবাগণকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন এবং ইরশাদ করেন- হে মুহাম্মাদের সাথীগণ! তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হয়ে না অর্থাৎ তোমাদের শক্রদের সাথে উহদ প্রাপ্তবে তোমরা যুদ্ধ করায় তোমাদের যে সকল লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং আহত হয়েছে সেজন্য তোমরা মনোবল হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড় না, তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে এতে তোমরা হীনবল ও অনুতঙ্গ হয়ে না। তোমরা অবশ্যই তাদের উপর বিজয় হবে যদি তোমরা পূর্ণ ইমানদার হও। পরিণামে তোমাদেরই বিজয় এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকেই সাহায্য করা হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং তোমাদের ও তাদের পরিণতি কি হবে এ সব সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর তাদেরকে যে খবর

দিচ্ছেন তাতে যদি তোমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, তবে তোমরা পরিণামে অবশ্যই বিজয়ী ও সফলকাম হবে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৮৮৪. যুহন্নী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুক্তে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এত অধিক সাহাবী নিহত ও আহত হয়েছিলেন যে, তাঁরা শাস্তির ভয়ে প্রত্যেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে এমন সান্ত্বনা প্রদান করেন যা তাদের পূর্বে যে সব নবী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের কোন সম্পদায়কে তা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তাদের প্রতি সান্ত্বনার যে অমিয় বাণীর প্রত্যাদেশ নাযিল করেছেন তাতে তিনি বলেন, **وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** হতে কৃত পর্যন্ত আয়াতগুলোতে বিভিন্নভাবে সাহাবাগণকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

৭৮৮৫. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-এর সাহাবা কিরামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাদের শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ পাক অনুপ্রাণিত করেছেন এবং আল্লাহর রাহে শক্রদের সকান নেয়ার ব্যাপারে মনোবল হারাতে নিষেধ করেছেন।

৭৮৮৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী **وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا** এ আয়াতে হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.) -কে আদেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাহে জিহাদ অব্যাহত রাখতে তোমরা ভীত হয়ে না।

৭৮৮৭. মুজাহিদ(র.) হতে বর্ণিত, **وَلَا تَهْنُوا** শব্দটির অর্থ হলো তোমরা দুর্বলমনা হয়ো না।

৭৮৮৮. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সনদে মুছান্না অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছে।

৭৮৮৯. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী **وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا** অর্থ হলো, তোমরা দুর্বল চিন্ত হয়ো না আর তোমরা চিন্তিত হয়ো না।

৭৮৯০. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَلَا تَهْنُوا** শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা হীনবল হয়ো না, অর্থাৎ তোমাদের শক্রদের ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করো না আর তোমরা চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে। তিনি বলেন- পাহাড়ের গিরিপথে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিগণ প্রাজিত হলেন, তখন তারা পরম্পর একে অপরকে বলতে থাকেন অমুকে কি করল? পরম্পর নিম্ন স্বরে মৃত্যুর খবর নিতে থাকে আর বলাবলি করতে থাকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শহীদ হয়েছেন, তাই তাঁরা সকলেই চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এমন সময় খালিদ ইবন ওয়ালিদ অশ্বারোহী মুশরিকদেরকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায়, আর সাহাবাগণ নিম্নভাবে পাহাড়ের গিরিপথে ছিলেন যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেলেন, আনন্দিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনার শক্তি ব্যতীত আমাদের

কোন শক্তি নেই। এখানে যারা আপনার অনুগত, তাঁরা ব্যতীত আপনার আনুগত্য করার আর কোন একনিষ্ঠ লোক নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ দু'আ সময় একদল তীরন্দায় পাহাড়ের দিকে উঠে যায় এবং মুশরিক অশ্বারোহীদের প্রতি তীর নিষ্কেপ করতে থাকে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে পরাভূত করেন এবং মুসলমানগণ পাহাড়ের উপরে উঠে পরিষ্ঠিতি নিজেদের আয়তে নিয়ে আসেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েই ইরশাদ করেছেন: **وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ**

৭৮৯১. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “তোমরা দুর্বল হয়ে নানা ও লাত্হেন্নু।” তোমাদের উপর যা কিছু মুসীবত এসেছে, তাতে তোমরা নিরাশ হয়ে না হোক তোমাদের ইবেই এবং শেষকল তোমাদের জন্যই কুকুর কৃতি। আমার নবী আমার নিকট হতে তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তোমরা যদি তা সত্য বলে স্বীকার করে নাও।

৭৮৯২. হ্যরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ উহুদ পাহাড় দখল করার মনোভাব নিয়ে সম্মুখ পানে অভিযান চালায়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, “হে আল্লাহ! তারা যেন আমাদের উপর জয়ী না হতে পারো।” এ সময়ই আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন।

(১৪.) **إِنْ يَمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقْدَ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَوَلِكَ الْأَيْمَرْنَدَا أَوْلَهَا بَيْنَ النَّاسِ**
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شَهَادَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِيْنَ

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই। যাতে আল্লাহ ঈমানদারগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কাউকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন এবং আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, “উক্ত আয়াতাংশের পাঠৱীতিতে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়:

হিজায, মদীনা ও বসরার সাধারণ পাঠ পদ্ধতি হলো, আয়াতাংশের উভয় ফুরু শব্দের অক্ষরে ‘যবর’ দিয়ে পাঠ করা। তাতে অর্থ দৌড়াবে— “হে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবিগণ! যদি নিহত ও আহত হবার আঘাত তোমাদের অন্তরে লেগে থাকে, তবে মনে রেখো, তোমাদের শক্রপক্ষ মুশরিকদের উপরও অনুরূপ নিহত ও আহত হবার আঘাত লেগেছে।

কৃফার সাধারণ পাঠ পদ্ধতিতে তা পাঠ করা হয়েছে উক্ত আয়াতাংশের উভয় ফাঁক অক্ষরে ‘শেশ’ দিয়ে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, “যাঁরা উভয় ফাঁক অক্ষরের মধ্যে ‘যবর’ দিয়ে পাঠ করেন, তাঁদের পাঠ পদ্ধতিই উভয় পাঠ পদ্ধতির মধ্যে সঠিক ও যথার্থ। ব্যাখ্যাকারগণের অভিন্ন মতে তার অর্থ হবে, ‘নিহত ও আহত হওয়া।’ কাজেই প্রমাণিত হয়ে যে, ‘যবর’ দিয়ে পাঠ করাই সঠিক।”

কোন কোন আরবী ভাষাবিদের মতে ফুরু ও ফুরু যদিও দু'টি আলাদা পাঠ পদ্ধতি, তবু এর অর্থ একই হবে। প্রকৃত কথা হলো, আরবী বিশেষজ্ঞগণের মতে তাই প্রসিদ্ধ যা আমরা আলোচনা করেছি।

মহান আল্লাহর বাণী : **وَإِنْ يَمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقْدَ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ** “যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৭৮৯৩. হ্যরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত আয়াতের মধ্যে ফুরু(আঘাত)-এর মর্মার্থ আহত হওয়া ও নিহত হওয়া।

৭৮৯৪. মুজাহিদ(র.) হতে অপর এক সনদে মুহাম্মাদ অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭৮৯৫. হ্যরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যদি কেউ তোমাদের মধ্যে উহুদের দিনে নিহত হয়ে থাকে, তবে তোমরাও তো বদরের যুদ্ধে তাদেরকে নিহত করেছিলে।

৭৮৯৬. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের উধৃতি দিয়ে বলেন, আয়াতের মধ্যে ফুরু শব্দটির অর্থ ‘যথম’। অর্থাৎ মহান আল্লাহ উহুদে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণকে বলেন, তোমাদের যারা উহুদের দিন আঘাতপ্রাপ্ত বা যথমী হয়েছ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের মধ্যে যখন সেদিন আহত ও নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে শ্রবণ করিয়ে দেন যে, তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তাদেরও তো অনুরূপ বিপর্যয় ঘটেছিল।

৭৮৯৭. হ্যরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহর বাণী এ আয়াতের উধৃতি দিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণের মধ্যে তাঁদের পক্ষের যে আহত ও নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, সে খবরই ফুরু। এ আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে তোমরা শ্রবণ কর— তোমাদের শক্রদেরও তো আঘাত লেগেছিল। এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবাগণকে সাম্মুন্না দেন এবং যুদ্ধের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।

৭৮৯৮. ইমাম সুন্দী (র.) হতে মুহাম্মদ ইবনুল হসায়ন বলেন, ফুরু বা আঘাত অর্থ, “যথমীসমূহ”।

৭৮৯৯. ইবন ইসহাক (র.) - ও বলেছেন, ফুরু অর্থ যথম।

৭৯০০. হ্যরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাত্মক মুসলমানগণ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ঘূর্মিয়ে পড়েছিলেন। হ্যরত ইকরামা বলেছেন, তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করেই নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে :

- ۱- إِنْ يَمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔

- ۲- إِنْ تَكُونُوا تَائِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا تَأْمُونُ

- ۳- وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرَجُونَ (সূরে ন্সাএ - ۱۰۴ অঃ)

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

৭৯০১. ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, অর্থ, যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে। আমি মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর (সুন্দিন দুর্দিন বা জয়-পরাজয়) পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই।"

ইমাম আবু জা'ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) উক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে বলেন, তা হলো, উহুদ ও বদরের দিনসমূহ। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তা'আলা মুশারিকদেরকে নবী (সা.)-এর সামনে সাহসিকতা প্রকাশের সুযোগ দেন।

আস (আর্থ, মুসলমানগণ ও মুশারিক সম্প্রদায়) যেমন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বদরের যুদ্ধে মুশারিকদের উপর বিজয়ী করেছিলেন, যাতে মুশারিকদের সন্তুর জনকে মুসলমানগণ নিহত করেছিলেন এবং সন্তুর জনকে বন্দী করেছিলেন। তারপর উহুদের যুদ্ধে মুশারিকদেরকে মুসলমানদের উপর জয়ী করেছিলেন, যাতে সন্তুর জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন এবং সমসংখ্যক আহত হন।

যারা এমত সমর্থন করেনঃ

৭৯০২. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি - وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা দিন ও কালের আবর্তন ঘটান। উহুদের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিগণের উপর কাফিরদেরকে প্রতিপত্তি দান করেন।

৭৯০৩. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি - وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শপথ করে বলেন, যদি আবর্তন-বিবর্তন না ঘটত, তবে মু'মিনগণ কষ্ট পেতেন না। বরং কাফিরদেরকে মু'মিনগণের উপর প্রাধান্য দান করা এবং মু'মিনগণকে কাফিরদের দ্বারা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ পাক জানিয়ে দিবেন কে মহান আল্লাহর অনুগত এবং কে অবাধ্য। আরো জানিয়ে দেয়া কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

৭৯০৪. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বাস্তবে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবিগণকে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর কাফিরদের প্রাধান্য দান করেন। কাফিরকে মু'মিনের উপর প্রাধান্য দান করার মধ্যে আল্লাহ পাক কাফির দ্বারা মু'মিনদের পরীক্ষা করেন, যাতে জানা যায় যে, তাঁর অনুগত কে আর অবাধ্য কে? মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদীর পরিচয় পরিসফুট হয়ে ওঠে। মুসলমানগণের

মধ্যে যাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল উহুদের যুদ্ধে সেটা তাদেরই কর্মের পরিণতি ছিল। অর্থাৎ রাসূলে পাকের নাফরমানীর ফল।

৭৯০৫. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আবর্তনে এক দিন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আরেকদিন তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।

৭৯০৬. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের দিন আল্লাহ তা'আলা মুশারিকদেরকে নবী (সা.)-এর সামনে সাহসিকতা প্রকাশের সুযোগ দেন।

৭৯০৭. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত আলে-ইমরান নিহত হয়েছেন। ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের দিনটি বদরের দিনের বিনিময় ছিল। উহুদের দিন মু'মিনগণ নিহত হয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শহীদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশারিকদের উপর জয়ী হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এটাকেও তাদের উপর বিজয় হিসাবেই দান করেছেন।

৭৯০৮. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন উহুদ প্রাতরে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানদের যা ঘটবার ঘটে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) পাহাড়ের উপর উঠেন। এ সময় আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে এগিয়ে এসে বলতে থাকে, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি বের হবে না? তুমি কি বের হয়ে আসবে না? যুদ্ধ হলো পালা বদল, একদিন তোমাদের জন্য, আর এক দিন আমাদের জন্য (অর্থাৎ জয়-পরাজয় আবর্তনশীল) তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারপর তাঁরা তাকে জবাবে বললেন, সমান নয়, সমান নয়, (অর্থাৎ জয় পরাজয়ে উভয়ের পক্ষ সমান নয়)। আমাদের নিহতগণ যাবেন জানাতে। আর তোমাদের নিহতরা যাবে জাহানামে। আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের উত্থা আছে, তোমাদের উত্থা নেই; প্রতি উভয়ের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা বল, আমাদের মাওলা আল্লাহ, তোমাদের মাওলা নেই। তারপর আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের হোবল দেবতা সর্ববৃহৎ, তোমাদের হোবল নেই; জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা বল, আমাদের আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্যে আবু সুফিয়ান বলল- তোমাদের ও আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল বদরে সোগরা; ইকরামা (র.) বলেছেন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আয়াতাংশ নায়িল হয়।

৭৯০৯. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি - وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন- এ আবর্তন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম- এর উপর উহুদের দিন হয়েছিল।

৭৯১০. হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত আলে-ইমরান নিহত হয়ে আসে বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং পরিশোধন করার জন্য আবর্তন-বিবর্তন করি।

৭৯১১. মুহাম্মাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, -النَّاسُ- এর অর্থ হলো, "শাসকগণ"।

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَيَتَحَذَّلُ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ . “যাতে আল্লাহ্ মু’মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে ভালবাসেন না।

ইমাম আবু জা’ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, যাতে তিনি মু’মিনদেরকে জানতে পারেন এবং যাতে মু’মিনদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ রূপে কবুল করে নিতে পারেন। সেজন্যই মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দিনসমূহের আবর্তন ঘটান। এখানে –**لِيَعْلَم** – এর পূর্বে যদি না হয়ে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে **لِيَعْلَم** মিলিত হতো, তাহলে আয়াতটি নিম্নরূপ হতো।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَذَرْلَهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا

কিন্তু যখন –**لِيَعْلَم** – এর পূর্বে **وَلِيَ** হয়েছে, তাতে বুঝা যায় যে, এ বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারপর যে বাক্য আছে সে বাক্য পূর্ববর্তীর খবর (বিধেয়) আর **لِيَعْلَم** ক্রিয়াটির প্রথমে যে মু’ম (লাম) আছে, সে ‘লাম’ তার সাথে সম্পৃক্ত (মন্ত্রলিপি)। এতে আয়াতাংশের অর্থ হয় –“যাতে আল্লাহ্ তা’আলা জানতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে মু’মিন কোনু ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ফলীয়েন্লَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمُنَّ الْكَاذِبِينَ যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যবাদী। এখানেও তদুপর অর্থ হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন, সে সব লোককে যারা তোমাদের মধ্য হতে দ্বিমান এনেছে। কেননা, ‘লাম’ – এর অর্থ ব্যাখ্যায় হ’ব (আয়ুন) ও মন (মান) করা হয়।

মহান আল্লাহ্ বাণী **وَيَتَحَذَّلُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ** – এবং যাতে তোমাদের মধ্য হতে শহীদগণকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন। পুরো আয়াতাংশের অর্থ হবে যাতে আল্লাহ্ সে সব লোককে জানতে পারেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে হতে যারা শহীদ, তাদেরকে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ যারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তাদেরকে সে শাহাদাতের মর্যাদায় যাতে ভূষিত করতে পারেন। **وَأَدْعُشْ** (শুধু) শব্দটি শহীদুন **دَعْش** – এর বহুবচন। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে ইবন জারীর তাবারী (র.) নিম্নে হাদীসগুলো উল্লেখ ও উপস্থাপন করেছেন।

৭৯১২. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন এবং যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন সে সব লোককে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন অর্থাৎ যাতে মহান আল্লাহ্ মু’মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। আর দ্বিমানদারগণের মধ্যে যারা শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে তাদেরকে যাতে মর্যাদা দান করতে পারেন।

৭৯১৩. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَيَتَحَذَّلُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ** – এ আয়াতাংশের উৎকৃতি দিয়ে বলেন, মুসলমানগণ আল্লাহ্ কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিনে ন্যায় একটি দিন প্রদর্শন কর যাতে আমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। যাতে আমরা তোমার নিকট উন্নত বান্দা হিসাবে প্রমাণিত হতে পারি এবং

আমরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষিত। তারপর তাঁরা উহুদের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করেন। আর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে শহীদরূপে গ্রহণ করেন।

৭৯১৪. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্ বাণী **وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَيَتَحَذَّلُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ** পাঠ করে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর বন্ধুদেরকে তাদের শক্তদের হস্তক্ষেপের কারণে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। তারপর তারা পাখীর পালকের ন্যায় হয়ে গিয়েছে, যাদের শুভ পরিণতি আল্লাহ্ নেককার বান্দাদের সাথে।

৭৯১৫. ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতাংশটি পাঠ করে তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, তারা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন। এরপর তারা উহুদ প্রান্তরে মুশরিকদের মুকাবিলা করেন। আল্লাহ্ তা’আলা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করেন।

৭৯১৬. হযরত উবায়দ ইবন সুলায়মান বলেছেন, দাহহাক (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ আকাঙ্ক্ষা পেশ করতেন যে, বদরের দিনের মত কোন দিন যেন তারা দেখবে পায় যেদিন শাহাদাতের সুযোগ আসে, যেদিন জান্নাত লাভের সুযোগ আসে। যেদিন রিয়িক লাভের সুযোগ আসে। এরপর তাঁরা উহুদের দিন মুশরিকদের মুকাবিলা করে। আর তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে (২ : ১৫৪)

ইমাম আবু জা’ফর বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ – অর্থঃ আল্লাহ্ পাক জালিমদেরকে পসন্দ করেন না। অর্থাৎ সে সব লোক, যারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করার কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তাদেরকে তিনি পসন্দ করেন না। যেমন :

৭৯১৭. ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, অর্থ আল্লাহ্ জালিমদেরকে পসন্দ করেন না। অর্থাৎ সেই মুনাফিকদের তিনি পসন্দ করেন না, যারা মৌখিকভাবে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে আর তাদের অন্তর নাফরমানীতে থাকে পরিপূর্ণ।

(১৪১) وَلِيَمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَيَعْلَمَ الْكَفَرُ

১৪১. যাতে আল্লাহ্ মু’মিনগণকে পরিশোধন করতে পারেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।”

ইমাম আবু জা’ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যাতে আল্লাহ্ পাক সে সব মানুষ সহস্রে জানতে পারেন, যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে সত্য বলে স্বীকার করেছে। কাজেই তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন মুশরিকদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে, যাতে একনিষ্ঠ কামিল মু’মিন যারা, তারা মুনাফিক হতে স্পষ্টভাবে পৃথক প্রমাণিত হয়ে যায়। যেমন :

৭৯১৮. ইমাম মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী **وَلِيُّمْحَصَ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنَوْ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ পু'মিনদেরকে যে পরিশোধনের কথা বলেছেন, তার ভাবার্থ হলো, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন।

৭৯১৯. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৯২০. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক পু'মিনগণকে এরপে পরিশোধন করেন, যাতে মু'মিন প্রকৃত সত্য মু'মিনে পরিণত হয়।

৭৯২১. ইমাম সুন্দি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَلِيُّمْحَصَ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنَوْ** এ আয়াতাংশের উত্তি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন।

৭৯২২. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) হতেও অপর এক সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৯২৩. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো, মু'মিনগণের জন্য পরিশোধন ও কাফিরদের জন্য ধৰ্ম।

৭৯২৪. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যাতে আল্লাহ পাক মু'মিনগণকে পরিশোধন করতে পারেন।” অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোককে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে বিপদাপদে ফেলে এবং বালামুসীবত ও দুঃখকষ্টে ফেলে খাঁটি ও পূর্ণ মু'মিন করে দেন এবং তাদের কিন্তু ধৈর্য ও বিশ্বাস আছে, সেটা ও পরীক্ষা করেন।

৭৯২৫. হযরত ইবন যায়দ (র.) মহান আল্লাহর বাণী **وَلِيُّمْحَصَ الْكَافِرِينَ أَمْنَوْ** ও **وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ায় আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেন, তাদের মধ্যে যারা বাকী থাকে, তাদেরকে পরকালে দোষখে নিষ্কেপ করবেন। অর্থাৎ তিনি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধৰ্ম করেন।

৭৯২৬. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ** -এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেন।

৭৯২৭. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত করে দেবেন যতক্ষণ তারা কাফির থাকবে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করবে।

৭৯২৮. হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ** -এর মর্মার্থ হলো, মুনাফিকরা মুখে যা কিছু বলে, তাদের অতরে তা নেই। আল্লাহ পাক তাদের এসব কথা বাতিল করে দেন। এমন কি, তাদের মধ্য হতেই তাদের কুফরী প্রকাশিত হয়, অথচ তারা তা তোমাদের নিকট গোপন রাখে।

(১৪৫) **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ بَعْلَمُ اللَّهُ الدِّينُ جَهَدُ وَامْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ**

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ -এর সাহাবিগণ! তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি তোমাদের প্রতি রয়েছে। আর তোমাদের উত্তম স্থান তাঁর নিকট লাভ করতে পারবে। তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তিনি যে আদেশ করেছেন তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি সে আদেশ মেনে চলে ও মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর তা আমার মু'মিন বাল্দাদের নিকট প্রকাশ পায় না এবং তোমরা কি মনে কর যে, যুদ্ধের সময় যারা আহত-নিহত হয়, দুঃখ-বেদনা ও কঠের সম্মুখীন হয়, তাতে সে ধৈর্যশীল তা তিনি জানেন না!

৭৯২৯. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ** “তোমরা কি মনে কর যে, আমার নিকট হতে বিনিময়ে মর্যাদা লাভ করবে আর আমি তোমাদেরকে দুঃখকষ্ট দিয়ে যাচাই করব না। কিন্তু তোমরা অরণ রেখ যে, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে বিপর্যস্ত করব, যাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মধ্য হতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন ব্যক্তি অগ্রগামী ও অধিকতর অটল থাকে; এবং তোমাদের যে দুর্জয় বা বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে কে কি পরিমাণ ধৈর্যশীল।

(১৪৩) **وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ مَفْعُدًا سَأْيِمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ**

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা সচক্ষে দেখলে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবিগণকে সংহোধন করে বলেন, হে মুহাম্মাদ-এর সাহাবিগণ! তোমরা মৃত্যু (অর্থাৎ যে সব কারণে মৃত্যু ঘটে সেগুলো তোমরা) কামনা করতে, আর তা হলো যুদ্ধ। তারপর তোমরা যে মৃত্যু কামনা করতে, তা তো এখন তোমরা ব্রহ্ম দেখতেই পাচ্ছো। “তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তা কামনা করতুন।” আল্লাহ তা'আলা এভাবে সাহাবাগণকে সংহোধন করে বলার কারণ হলো— রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সাহাবাগণের মধ্যে কতিপয় সাহাবী যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, তাঁরা বদরের যুদ্ধের ন্যায় একটা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য যুবেই উদ্বৃত্তি হয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন, যাতে তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণের ন্যায় প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন। কিন্তু যখন উহুদের যুদ্ধের দায়ামা বেজে উঠল, তখন তাদের মধ্য হতে কিছু লোক বিছিন্ন হয়ে গেল, আর কিছু লোক ধৈর্য অবলম্বন করে অঙ্গীকার পূর্ব করেন, যা তারা যুদ্ধের পূর্বে মহান আল্লাহর সাথে করেছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে যারা বিছিন্ন হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আল্লাহ পাক তাদেরকে শান্তি প্রদান করেন। আর তাঁদের মধ্যে যারা ধৈর্য ধারণ করে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেন।

ষাঁৰা এমত পোষণ কৰেনঃ

۷۹۳۰. হ্যৱত মুজাহিদ (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে বলেন, বদৱেৱ যুদ্ধে কিছু মুসলমান অংশগ্রহণ কৱতে পাৱেন নি। তাৱা বদৱেৱ যুদ্ধেৰ ন্যায় কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ কৱাৰ জন্য পৱে প্ৰায়ই আকাঙ্ক্ষা প্ৰকাশ কৱতে থাকেন, যাতে তাৱা মৰ্যাদা ও প্ৰতিদান লাভ কৱতে পাৱেন যেমন বদৱ যুদ্ধে অংশগ্রহণকাৰিগণ লাভ কৱেছেন। কিন্তু যখন উহুদেৱ যুদ্ধ শুৱ হলো, তখন যে বিচ্ছিন্ন বা পিছপা হয়ে গেল, অৰ্থাৎ যাৱা যুদ্ধে অংশগ্রহণ কৱবে বলে নিজেৱাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়েছিল, তাৱেৰ অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্ৰহণ না কৱে পশ্চাদপসৱণ কৱে, যে কাৱণে মহান আল্লাহু তাৱেৰকে পৱে শাস্তি প্ৰদান কৱেন।

۷۹۳۱. মুজাহিদ (র.) হতে অপৱ এক সনদে অনুৱাপ বৰ্ণনা রয়েছে। তবে তিনি এও বলেছেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহু পাক তাৱেৰকে সাৰধান কৱে দিয়েছেন। আৱ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

۷۹۳২. হ্যৱত কাতাদা (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি - এৱ ব্যাখ্যায় বলেন, - এৱ কুন্তম তমনুন মুৰত মুসলমানদেৱ মধ্যে কিছু লোক বদৱেৱ যুদ্ধে উপস্থিত হয় নি। যাৱা বদৱেৱ যুদ্ধে অংশগ্রহণ কৱেছিলেন, তাৱেৰমান-মৰ্যাদা ও বিনিময় বা প্ৰতিদানেৰ কথা শুনে যাৱা যুদ্ধে অংশগ্রহণ কৱেনি, তাৱা অনুৱাপ যুদ্ধে অংশগ্রহণ কৱাৰ জন্য খুবই উদগ্ৰীব হয়ে পড়েন। তাৱপৱ মদীনা শৱীফেৰ নিকটবৰ্তী উহুদ পাহাড়েৰ পাদদেশে তাৱেৰ প্ৰতি যুদ্ধেৰ সুযোগ দেয়া হয়। তাৱপৱ আল্লাহু তা'আলা ও কুন্তম তমনুন মুৰত (নিষয় তোমৱা মৃতু (শাহাদত) কামনা কৱেছিলে এবং পৱবৰ্তী দুই আয়াতেৰ শেষ শব্দ আল্লাকৰিন পৰ্যন্ত নায়িল কৱেন।

۷۹۳৩. হ্যৱত রবী' (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশেৰ ব্যাখ্যায় বলেন, “তাৱা মুশৱিরিকদেৱ সাথে যুদ্ধেৰ আংশ প্ৰকাশ কৱেছিল। উহুদেৱ দিন যখন তাৱেৰকে যুদ্ধেৰ সুযোগ দেয়া হলো, তখন তাৱা পিছপা হলো।”

۷۹۳৪. হ্যৱত রবী' (র.) বলেন, মু'মিনদেৱ মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক লোক বদৱেৱ যুদ্ধে উপস্থিত হয়নি। যাৱা উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্ৰহণ কৱেছিলেন, তাৱেৰকে আল্লাহু পাক বিশেষ মৰ্যাদা দান কৱেছিলেন। তাতে যাৱা অংশগ্রহণ কৱেনি, তাৱা কামনা ও বাসনা প্ৰকাশ কৱতে থাকে, যদি তাৱা স্বচক্ষে যুদ্ধ প্ৰত্যক্ষ কৱতে পাৱত তবে তাৱা যুদ্ধ কৱত। তাৱপৱ মদীনাৰ নিকটবৰ্তী স্থানে উহুদেৱ দিন তাৱেৰকে যুদ্ধেৰ সুযোগ দেয়া হলো। তাৱপৱ মহান আল্লাহু তাৱেৰকে মনোবাসনাৰ বিষয়টি এবং তিনি সে, বিষয়টি যে বাস্তবে পৱিণত কৱেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত কৱে এ আয়াত নায়িল কৱেনঃ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَإِنَّمَا تَنْظَرُونَ

۷۹۳৫. হ্যৱত হাসান (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশেৰ ব্যাখ্যায় বলেন, আমি জানতে পেৱেছি যে, নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এৱ সাহাবিগণেৰ মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বলতেন, আহ। যদি আমৱা নবী কৱীম (সা.) - এৱ সাথে বদৱেৱ যুদ্ধে থাকতাম, তবে অবশ্যই আমৱা (যুদ্ধ) কৱতাম। তাৱেৰ এ আবেগেৱ উপৱ তাৱেৰকে পৱীক্ষা কৱা হলো। কিন্তু মহান আল্লাহুৰ নামে

শপথ কৱে বলছি যে, আল্লাহু পাক সকলকে সত্যবাদী হিসাবে পান নি। তখন আল্লাহু তা'আলা এ আয়াত নায়িল কৱেনঃ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَإِنَّمَا تَنْظَرُونَ

۷۹۳৬. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম - এৱ সাহাবিগণেৰ মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক লোক বদৱেৱ যুদ্ধে উপস্থিত হন নি। তাৱা যখন বদৱেৱ যুদ্ধে অংশগ্রহণকাৰীদেৱ উচ্চ মৰ্যাদা দেখতে পেলেন, তখন তাৱা মহান আল্লাহুৰ নিকট এবলে দু'আ কৱতে থাকেন - হে আল্লাহ! আমৱা আপনাৰ দৱবাবে আৱয়ী পেশ কৱি, আপনি আমাদেৱকে বদৱেৱ যুদ্ধেৰ দিনেৰ ন্যায় একটি দিন দেখান, যাতে আমৱা আপনাৰ নিকট উত্তম বাল্দা হিসাবে প্ৰমাণিত হতে পাৱি। তাৱপৱ তাৱা উহুদেৱ যুদ্ধ দেখতে পান। তখন আল্লাহু তা'আলা তাৱেৰ ব্যাপাৱে ইৱশাদ কৱেনঃ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَإِنَّمَا تَنْظَرُونَ

۷۹۳৭. ইবন ইসহাক (র.) হতে বৰ্ণিত, মহান আল্লাহু ইৱশাদ কৱেছেন - “মুতুৱ সম্মুখীন হওয়াৰ পূৰ্বে তোমৱা যা কামনা কৱতে এখন তো তোমৱা তা স্বচক্ষে দেখলে। অৰ্থাৎ তোমৱা তোমাদেৱ শক্ৰৰ সম্মুখীন হওয়াৰ পূৰ্বে তোমৱা যে সত্যেৰ অনুসাৰী ছিলে সে সত্যেৰ উপৱ শাহাদাত বৱণ কৱাৰ সুযোগ লাভেৰ সুযোগ কামনা কৱতে। অৰ্থাৎ যাৱা তাৱেৰ শক্ৰ কফিৰদেৱ বিৱৎকৈ যুদ্ধ কৱাৰ জন্য রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ প্ৰদান কৱেছেন, তাৱা এৱ পূৰ্বে বদৱেৱ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বঢ়িত ছিল। ফলে তাৱা পৱে যে কোন যুদ্ধে শাহাদাত বৱণ কৱে শাহাদাতেৰ মৰ্যাদা ও পৱকালীন পুৱক্ষাৰ লাভ কৱাৰ জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়েছিলেন বলে ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৱেন অবশ্যে শাহাদাত বৱণ তাৱেৰ ভাগ্যে জুটেনি। সে ব্যাপাৱেই আল্লাহু তা'আলা ইৱশাদ কৱেনঃ - ফَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَإِنَّمَا تَنْظَرُونَ - এখন তো তোমৱা তা স্বচক্ষে দেখলে। অৰ্থাৎ আল্লাহু পাক ইৱশাদ কৱেন, মানুষেৰ হাতেৰ তলোয়াৰ দ্বাৱা মৃত্যুকে তোমৱা স্বচক্ষে দেখে নিলে, যা তোমাদেৱ ও তাৱেৰ মধ্যে ঘটে গেল। অথচ, তোমৱা তাৱেৰ থেকে দূৱে সৱে গেলে - যে কাৱণে তোমৱা আৱ শাহাদাতেৰ মৰ্যাদা লাভ কৱাৰ জন্য না।

(۱۴۴) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ طَأْفَانِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْ قَلَبْتُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَئِنْ يَضْرِبَ اللَّهَ شَيْغَانِ وَسَيْجَرِي اللَّهُ الشَّكَرِيْنَ ۝

۱৪৪. “মুহাম্মদুল্লাহু ব্যতীত কিছু নয়, তাৱা পূৰ্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। কাজেই যদি সে মাৰা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমৱা কি পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৱবে এবং কেউ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৱলে সে কথনও আল্লাহুৰ ক্ষতি কৱবে না। বৱৎ আল্লাহু শ্ৰীন্দ্ৰিয়ই কৃতজ্ঞদেৱকে পুৱক্ষত কৱবেন।”

ইমাম আবু জাফৰ তাবাৰী (র.) বলেন,

আল্লাহু তা'আলা এখনে শৱণ কৱিয়ে দিয়েছেন যে, হ্যৱত মুহাম্মদুল্লাহু (সা.) রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। যেমন মানুষৰ জাতিকে মহান আল্লাহুৰ প্ৰতি এবং তাৱেৰ আনুগত্যেৰ প্ৰতি আহবান কৱাৰ জন্য তিনি বহু

রাসূল প্ৰেৰণ কৱেছেন। যখন তাৰের নিৰ্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন তাৰা মৃত্যু বৰণ কৱেছেন এবং আল্লাহু পাক তাৰের প্ৰাণ নিজেৰ নিকট নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই, হয়ৱত মুহাম্মদ (সা.)—এৰও যখন নিৰ্দিষ্ট সময় পূৰ্ণ হয়ে যাবে আল্লাহু পাক তাৰ সৃষ্টিকৰ্তা হিসাবে তাৰকে নিজেৰ সারিধে নিয়ে যাবেন। যেমন পূৰ্বে যে সকল রাসূল অতীত হয়ে গেছেন, তাৰেৰকে আল্লাহু পাক তাৰ সৃষ্টিকুল বিশেষভাৱে মানব জাতিৰ প্ৰতি প্ৰেৰণ কৱেছিলেন তাৰেৰ প্ৰত্যেকেৰ নিজ নিজ নিৰ্দিষ্ট সময় (মুদত) পূৰ্ণ হয়ে যাওয়াৰ পৰ তাৰা মৃত্যু বৰণ কৱেছেন। উহুদেৰ রণক্ষেত্ৰে হয়ৱত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হওয়াৰ শুজৰ ছড়িয়ে পড়ায় তাৰ সাহাবিগণ হতাশ ও বিষণ্গ হয়ে পড়েন। মুসলমানদেৱ মধ্য হতে ঐ সময় যারা পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৱে চলে গিয়েছিল, তাৰেৰ প্ৰতি সতৰ্কবাণী উচ্চাবণ কৱে আল্লাহু তা'আলা ইৱশাদ কৱেন “হে লোক সকল! মুহাম্মদ (সা.)—এৰ ইহজীবন শেষ হয়ে গেলে অথবা তোমাদেৱ শক্ৰৰা তাৰকে মেৰে ফেললে, তোমৱা কি তাতে ইসলাম থেকে পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৱবে? অৰ্থাৎ যে দীনেৰ প্ৰতি তোমাদেৱকে দাওয়াত দেয়ৱ জন্য আল্লাহু তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)—কে পাঠিয়েছিলেন, সে দীনকে ত্যাগ কৱে তোমৱা কি মুৱতাদ (ধৰ্মত্যাগী) হয়ে যাবে? মহান আল্লাহুৰ প্ৰতি ঈমান আনাৰ পৰ এবং মুহাম্মদ (সা.) যে বিষয়েৰ প্ৰতি তোমাদেৱকে আহবান জানিয়েছেন তাৰ বিশুদ্ধতা ও তিনি তাৰ প্ৰতিপালক মহান আল্লাহুৰ নিকট হতে যা তোমাদেৱ জন্য নিয়ে এসেছেন তাৰ হাকীকত সূৰ্যালোকেৰ ন্যায় সুম্পষ্ট হয়ে যাওয়াৰ পৰও কি তোমৱা তা'আলা পৰিত্যাগ কৱে দীন থেকে ফিৱে যাবে?

এবং কেউ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৱলে অৰ্থাৎ আল্লাহু পাক বলেন— তোমাদেৱ মধ্য হতে যে তাৰ দীন ত্যাগ কৱবে এবং ঈমান আনাৰ পৰ আবাৰ কাফিৱ হয়ে যাবে, তাতে সে আল্লাহু তা'আলাৰ কিছুই ক্ষতি সাধন কৱতে পাৱবে না। মহান আল্লাহুৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি এবং বাদশাহীতে কখনও এক বিন্দু পৰিমাণ দুৰ্বলতা সৃষ্টি কৱতে পাৱবে না। আৱ কোন শক্তি নেই, যাব ফলে তাৰ বাদশাহী ও রাজত্বেৰ মধ্যে বিন্দু পৰিমাণ ক্ৰতি-বিচুতি ঘটতে পাৱো। বৰং যে ব্যক্তি তাৰ দীন পৰিত্যাগ কৱে কুফৰীতে লিষ্ট হবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধৰ্মস হবে।

“আৱ আল্লাহু শীঘ্ৰই কৃতজ্ঞদেৱ পূৰন্কৃত কৱবেন।” অৰ্থাৎ যে ব্যক্তি তাৰ সাধ্যানুসৰে আল্লাহু পাকেৰ কৃতজ্ঞতা আদায় কৱে এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বৰণ কৱলৰ বাবে নিহত হন যে ব্যক্তি তাৰ নীতি ও আদৰ্শেৰ উপৰ প্ৰতিষ্ঠিত থাকবে এবং সে দীনে অটল থাকবে, আল্লাহু তা'আলা তাৰকে প্ৰতিদান দিয়ে পূৰন্কৃত কৱবেন।

যেমনঃ

৭৯৩৮. হয়ৱত আলী (রা.) হতে বণিত, তিনি— এৰ ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে বলেন, যাবা আল্লাহুৰ দীনেৰ উপৰ অটল ছিলেন, তাৰা হলেন হয়ৱত আবৃ বকৰ (রা.) এবং তাৰ সঙ্গীগণ। হয়ৱত আলী (রা.) বলতেন, হয়ৱত আবৃ বকৰ (রা.) আল্লাহুৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞগণেৰ মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ সত্যবাদী আৱ মহান আল্লাহুৰ বন্ধুগণেৰ মধ্যেও শ্ৰেষ্ঠ। তিনি শ্ৰেষ্ঠ কৃতজ্ঞ ও শ্ৰেষ্ঠ আল্লাহপ্ৰেমিক।

৭৯৩৯. আলা ইবন বদৰ হতে বণিত, তিনি বলেন, হয়ৱত আবৃ বকৰ (রা.) কৃতজ্ঞশীলদেৱ মধ্যে আল্লাহু পাকেৰ নিকট সবচেয়ে অধিক মকবুল বান্দা ছিলেন। এৱপৰ বৰ্ণনাকাৰী— এৰ ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে আয়াতাংশটি তিলাওয়াত কৱেন।

৭৯৪০. ইবন ইসহাক হতে বণিত, তিনি আল্লাহু তা'আলাৰ নিজেৰ নিকট নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই, হয়ৱত মুহাম্মদ (সা.)—এৰ ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে বলেন, আল্লাহু শীঘ্ৰই কৃতজ্ঞদেৱকে পূৰন্কৃত কৱবেন। অৰ্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু পাকেৰ আনুগত্য কৱবে এবং তাৰ দেয়া বিধান মেনে চলবে, তাৰকে তিনি পূৰন্কৃত কৱবেন।

বৰ্ণনাকাৰী উল্লেখ কৱেন যে, উহুদেৱ যুক্তে রাসূলুল্লাহু (সা.)—এৰ সাহাবিগণেৰ মধ্য হতে যাবা পৱাজিত হয়েছিলেন, তাৰেৰ উদ্দেশ্য কৱে রাসূলুল্লাহু (সা.)—এৰ উপৰ এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

যৌবা এ মত পোৰণ কৱেনঃ

৭৯৪১. কাতাদা (র.) হতে বণিত, তিনি— এৰ ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে আয়াতটি তিলাওয়াত কৱে বলেন, উহুদেৱ যুক্তে যে সকল সাহাবী হতাহত হয়েছিলেন, তাৰেৰ মধ্য হতে যৌবা জীবিত ছিলেন, তাৰা আল্লাহুৰ নবীৰ ব্যাপাৱে বিভিন্ন বিষয়ে বিতৰ্ক কৱেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহুৰ নবী নিহত হননি। বিশিষ্ট সাহাবিগণেৰ মধ্যে হতে কেউ কেউ বলেন, তোমাদেৱ নবী হয়ৱত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কৱেছেন তোমৱাও সে উদ্দেশ্য সাধনে যুদ্ধ কৱ, যাতে আল্লাহু তা'আলা তোমাদেৱকে বিজয়ী কৱে দেন। আল্লাহু তা'আলা ইৱশাদ কৱেছেনঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

অৰ্থঃ মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। পূৰ্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। অতএব, তিনি যদি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে তোমৱা কি পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৱবে? অৰ্থাৎ ঈমান আনয়নেৰ পৰ তোমৱা কি মুৱতাদ হয়ে যাবে?

৭৯৪২. রবী (র) হতে বণিত, বলেন, এক আনসাৱ যুদ্ধক্ষেত্ৰে আহত হয়ে রঞ্জে গড়াগড়ি কৱেছিলেন। সে সময় মুহাজিৱগণেৰ মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাৰ নিকট দিয়ে যাওয়াৰ সময় তাৰকে বললেন, ওহে! মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন এ খবৱ কি তুমি জান? জবাবে আনসাৱ বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম— এৰ নিহত হওয়াৰ খবৱ যদি জানাজানি হয়ে থাকে, তবুও তোমৱা তোমাদেৱ দীনেৰ যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তাৱপৰ আল্লাহু তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল কৱেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّা رَسُولٌ قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

মহান আল্লাহু ইৱশাদ কৱেন, তোমাদেৱ নবী যদি মারা যান, তবে কি তোমৱা তোমাদেৱ ঈমান আনাৰ পৰ তা ত্যাগ কৱে কাফিৱ হয়ে যাবে?

৭৯৪৩. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু (সা.) যখন উহুদ প্ৰান্তৱে মুশারিকদেৱ বিৱৰণে অভিযান শুৱত কৱেন, তখন সৰ্বপ্ৰথম মুশারিকদেৱ অশ্বারোহী বাহিনীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৱার উদ্দেশ্যে তিনি গিৱিপথে একটি তীৱ্ৰন্দায় বাহিনী মোতায়েন কৱেন, এবং তাৰেৰকে নিৰ্দেশ দেন, “তোমৱা তোমাদেৱ স্থান থেকে কিছুতেই সৱে যাবে না যদিও আমৱা তাৰেৰকে পৱাণ্শ কৱি এবং জয়ী হয়েছি দেখতে পাও। তোমৱা যতক্ষণ পৰ্যন্ত তোমাদেৱ জায়গায় অটল থাকবে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত আমৱা পৱাজিত হব না। রাসূলুল্লাহু (সা.) আবদুল্লাহু ইবন যুবায়ৱ (রা.)-কে তীৱ্ৰন্দায় বাহিনীৰ অধিনায়ক

বানিয়ে দেন। তারপর যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.) ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) মুশরিক বাহিনীর উপর তীব্রভাবে আক্ৰমণ চালিয়ে তাদেরকে পৱাজিত করেন। নবী করীম (সা.) এবং তাঁৰ সাহাবিগণ আক্ৰমণ চালান এবং আবৃ সুফিয়ানকে পৱাজিত করেন। তা দেখে যখন মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী খালিদ ইবন ওয়ালীদ অগ্রসর হয়ে আসে, তখন তীরন্দায় বাহিনী তাঁকে তীর নিষ্কেপ করে প্ৰতিহত করেন। তারপর তীরন্দায় বাহিনী যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিগণকে মুশরিক বাহিনীৰ হানে দেখতে পায়, তখন যুদ্ধক্ষেত্ৰে শক্তি বাহিনীৰ ফেলে যাওয়া সামগ্ৰী ও সৱজোয়াদি এবং অস্ত্ৰশস্ত্ৰ আহৰণেৰ জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কিছু সংখ্যক তীরন্দায় বলেন, আমৰা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৰ নিৰ্দেশ কিছুতেই লংঘন কৰব না। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক তীরন্দায় অন্যান্য মুজাহিদেৰ সাথে মিশে যান। মুশরিক বাহিনীৰ বিশিষ্ট যোদ্ধা খালিদ ইবন ওয়ালীদ দূৰ থেকে তীরন্দায় বাহিনীৰ সংখ্যা নগণ্য দেখতে পেয়ে সে তার অশ্পিঠ থেকেই হৈক মেৰে মুসলমানদেৰ উপৰ অতক্তি আক্ৰমণ চালিয়ে দেয় এবং তীরন্দায় বাহিনীৰ যাকে পায় তাকেই হত্যা কৰে আৱ নবী করীম (সা.)-এৰ পুৱা বাহিনীৰ উপৰ তুলুল আঘাত হানে। মুশরিক বাহিনী খালিদেৰ আক্ৰমণ দেখে, তারা সকলেই তীব্রভাবে দ্রুতগতিতে মুসলমানদেৰ উপৰ হামলা চালিয়ে তাদেৱকে পৱাভূত কৰে। অনেক মুসলমানকে হত্যা কৰে। এ সময় বনী হারেছেৰ ইবন কামিয়াহ নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ অগ্রসৱ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৰ উপৰ পাথৰ দিয়ে আঘাত হানে। পাথৰেৰ আঘাতে তাঁৰ সমুখেৰ চারটি মুৰারক দাঁত তেঙ্গে যায় এবং মুখমণ্ডলে পাথৰেৰ আঘাত লাগায় তিনি বিৰুত হয়ে পড়েন। সাহাবিগণ ছেত্রত্ব হয়ে পড়েন। কেউ কেউ মদীনা শৱীকে প্ৰৱেশ কৰেন। কেউ কেউ পাহাড়েৰ উপৰে উঠে অবস্থান নেন। আৱ রাসূলুল্লাহ (সা.) যে স্থানে আক্রান্ত হয়েছেন, সেখানে থেকে আহবান কৰতে থাকেন : হে আল্লাহৰ বান্দাগণ! তোমৰা আমাৱ নিকটে আস। হে আল্লাহৰ বান্দাগণ! তোমৰা আমাৱ নিকটে আস। বলে ডাকতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৰ ডাক শুনে ত্ৰিশ জন সাহাবী এসে তাঁৰ নিকট জড়ো হন। কিন্তু তালহা (রা.) এবং সহল ইবন হালীফ ব্যতীত অন্যান্য সকলে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এৰ সম্মুখ হতে চলে যান। হ্যৱত তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে শক্তিৰ আক্ৰমণ হতে রক্ষা কৰাৰ জন্য নিজেকে নিয়োজিত কৰেন। সে সময় তীৱ বিদ্ধ হয়ে তালহা (রা.)-এৰ একটি হাত ছিন্ন হয়ে যায়। তখন উবায় ইবন খালফ আল জামিহ সামনেৰ দিকে এগিয়ে এসে শপথ কৰে বলে যে, সে অবশ্যই নবী করীম সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যা কৰবে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, “বৱং আমি তোমাকে হত্যা কৰব।” সে উত্তৰে বলল, “হে মিথ্যাবাদী! তুমি কোথায় পালাবে?” এ কথা বলেই সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৰ উপৰ হামলা চালায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বৰ্ণা মেৰে ধৰাশায়ী কৰে ফেলেন। অথচ এতে সে সামান্য আহত হয় কিন্তু বৰ্ণা আঘাতে সে মাটিতে পড়ে বলদেৱ মত আওয়ায় কৰতে থাকে। এমন সময় তার পক্ষেৰ লোকেৱা এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় আৱ তারা তাকে বলে তোমার তো কোন যথম নেই। সে তখন খেদোভিত সাথে বলে উঠে, আমি তোমাদেৱকে হত্যা কৰবই। যদি রবীআহ ও মুদার সম্পদায়েৰ লোকেৱা একত্ৰ হয়ে বাধা প্ৰদান কৰে, তবে আমি তাদেৱকেও হত্যা কৰব। কিন্তু সে বেশী সময় টিকে থাকে নি। এক দিন বা কিছু সময় সে পাষণ্ড রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৰ সে নেয়াৱ আঘাতেই মারা যায়। তখন

লোক জনেৰ মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৰ নিহত হওয়াৰ গুজৰ ছড়িয়ে পড়ে। তাৰ পূৰ্বে যারা ছেত্রত্ব হয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল, তাদেৱ মধ্য হতে কতিপয় লোক হতাশ হয়ে পড়েন এবং দুঃখেৰ সাথে বলে উঠেন, হায়। আমাদেৱ জন্য রাসূল তো আৱ নেই, কে আমাদেৱকে আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল থেকে রক্ষা কৰবে? এ মুহূৰ্তে আমৰা আবৃ সুফিয়ানেৰ নিকট আত্মসমৰ্পণ কৰে নিৱাপত্তা লাভ কৰব। আৱ এদিকে ঘোষণা কৰা হয়, “হে সাথীৱা! নিচয় মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন। কাজেই তাৰা এসে তোমাদেৱ উপৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে তোমাদেৱ সম্পদায়েৰ নিকট ফিৰে যাও।” হ্যৱত আনাস ইবন নয়ৰ তখন বললেন, “হে আমাৱ সম্পদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম নিহত হয়ে থাকেন, তবে তাঁৰ প্ৰতিপালক তো নিহত হন নি। তাই, হ্যৱত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম যে জন্য যুদ্ধ কৰে নিহত হয়েছেন, তোমৰাও সে জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাও।” হে আল্লাহ! তাৰা যা বলছে আমি তোমাৱ নিকট সে জন্য ক্ষমা চাই। তারপৰ তিনি স্বয়ং তলোয়াৰ দ্বাৰা ক্ষীপ্ৰ গতিতে আক্ৰমণ চালিয়ে যুদ্ধ কৰে নিহত হয়ে যান। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদেৱকে আহবান কৰতে কৰতে পাহাড়েৰ পাদদেশে অবস্থানৰত সাহাবিগণেৰ নিকট পৌছে যান। যখন সেখানে অবস্থানকাৱী সাহাবিগণ তাঁকে হঠাৎ একাকী দেখতে পেলেন, তখন তাদেৱ মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাঁৰ প্ৰতি তীৱ নিষ্কেপ কৰাৰ জন্য ধনুকেৰ মধ্যে একটি তীৱ রাখিস্কেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা দেখে সাথে সাথে আওয়ায় দিয়ে বললেন “আমি আল্লাহু রাসূল”। তাৰা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জীবিত পেয়ে সকলে উল্লসিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও আনন্দ অনুভব কৰেন প্ৰতিৱশ্যায় নিয়োজিত সাহাবিগণকে দেখতে পেয়ে। তারপৰ যখন সকলে একত্ৰিত হলো, তখন তাদেৱ চিন্তা দূৰ হয়ে গেল এবং বিজয়ৰ নি দিতে দিতে তাঁৰা সকলে সম্মুখ পানে অগ্রসৱ হন এবং যা কিছু হাৱিয়েছেন তা আলোচনা কৰতে থাকেন। আৱ তাঁদেৱ যে সকল সঙ্গী শহীদ হয়েছেন, তাঁদেৱ ব্যাপারেও বলাবলি কৰেন।

“হ্যৱত মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়ে গেছেন, কাজেই তোমৰা তোমাদেৱ সম্পদায়েৰ মধ্যে ফিৰে যাও।” এ কথা যারা বলছে তাদেৱ উদ্দেশ্য কৰে মহান আল্লাহ নায়িল কৰেন—“মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়, পূৰ্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমৰা পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰলে, সে কখনও আল্লাহু ক্ষতি কৰবে না। বৱং আল্লাহ শীঘ্ৰই কৃতজ্ঞদেৱকে পূৰৱৃত্ত কৰবেন।”

৭৯৪৪. আবৃ নাজীহ (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, **وَمَنْ يَنْقُلْ عَلَى عَقِبِهِ**-এৰ ব্যাখ্যায় বললেন, **أَرْبَعَةٌ** অর্থাৎ যে দীন ইসলাম ত্যাগ কৰে।

৭৯৪৫. হ্যৱত আবৃ নাজীহ (র.) হতে বৰ্ণিত, তিনি বললেন, জনৈক আনসাৱ ব্যক্তি তাৰ রঞ্জেৰ মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। জনৈক মুহাজিৰ সেপথে যাবাৰ সময় আহত আনসাৱকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, ওহে! মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন এ খবৰ কি জানতে পেৱেছ? আনসাৱী তদুওৱে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম যদি নিহত হয়ে থাকেন, তবে তো তিনি যথাস্থানে পৌছে গিয়েছেন। কিন্তু তোমৰা তোমাদেৱ দীনেৰ পক্ষ হতে লড়াই কৰতে থাক।

৭৯৪৬. ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, আনাস ইবন মালেক (রা.)-এর চাচা আনাস ইবন নয়র মুহাম্মদের ও আনসারগণের মধ্য হতে উমর (রা.) ও তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-এর নিকটে যান। তখন তাঁরা সামনাসামনি বসা ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা বসে আছ কেন? এমন কি হয়েছে যা তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তাঁরা বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা তাঁর পরে জীবিত থেকে কি করবে? তোমরা উঠ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তোমরাও সে জন্য মরো। তিনি সকলের সাথে মিলে যুদ্ধ করে নিহত হন।

৭৯৪৭. ইমাম দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ যখন উহদের মুদ্দে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন একজন ঘোষণা করে দেন যে, “তোমরা শোন, মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন, তাই তোমরা পূর্বের ধর্মে ফিরে যাও। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা সুন্নতে মৃত্যু বরণ করেন নায়িল করেন।

৭৯৪৮. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন মুসলমানদের মুখে যখন একথা বলাবলি শুরু হয়ে গেল, তখন **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ** এ আয়াতটি নায়িল করেন।

৭৯৪৯. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহদের মুদ্দে একদল লোক নিয়ে পৃথক হয়ে পাহাড়ের টিপরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন আর যখন মানুষ মুদ্দের ময়দান থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করছিল, তখন এক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কি করলেন? তার নিকট দিয়ে যে লোকই যেতে তাকেই জিজ্ঞেস করে। আর তারা জবাবে বলতেন, “আল্লাহর শপথ করে আমরা বলছি, তিনি কি করেছেন তা আমরা জানি না, তারপর সে বলল, আমার জীবন যাঁর হাতে আমি তাঁর শপথ করে বলছি যে, “যদি নবী করীম (সা.) নিহত হয়ে থাকেন, তবে আমি তাদেরকে আমাদের বৎসর এবং আমাদের ভ্রাতৃবর্গের নিকট সমর্পণ করে দিব। তাঁরা বললেন, যদি মুহাম্মদ (সা.) জীবিত থাকেন, তবে নিশ্চয় তিনি বিপর্যস্ত নন। বরং তিনি নিহত হয়েছেন, যদি তাই সত্য হয়, তবে ইচ্ছা হয় পালিয়ে যেতে পার। এ সময়ই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবীর প্রতি এ আয়াত নায়িল করেনঃ **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّা رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ**

৭৯৫০. ইমাম দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّা رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ** এ আয়াতের আলোচনা কালে বলেছেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে তাঁর লোকজন দূরে সরে যায়, সেদিন তাঁর মুবারক মুখমণ্ডলের উপরিভাগ ক্ষতবিক্ষিত হয় এবং তাঁর সম্মুখস্থ চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায়। সেদিন সংশয়ী, রোগাক্রান্ত ও পাপিষ্ঠ লোকেরা বলছিল যে, “মুহাম্মদ যখন নিহত হয়ে গিয়েছে” এখন তোমরা তোমাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাও। তাদের সে কথার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ **أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَابُكُمْ عَلَىْ أَعْقَابِكُمْ** (যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?)

৭৯৫১. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَمَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَابُكُمْ عَلَىْ أَعْقَابِكُمْ** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন— তোমরা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছ, এ অবস্থায় তোমরা ইসলামের দাওয়াত দিতে পার, অথবা ইসলাম হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পার। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) হয়তো মৃত্যু বরণ করবেন, অথবা নিহত হবেন এ দু’য়ের যে কোন একটি অবশ্যই হবে। শীঘ্ৰই তিনি মৃত্যু বরণ করবেন অথবা নিহত হবেন।

৭৯৫২. হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَمَا مَاتَ أَلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ** এ আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন, মানুষ যে বলাবলি করছিল যে, **فَتَلَّ** **وَسَيِّجَرَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ** (মুহাম্মদ নিহত হয়েছে) এর অর্থ, সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হওয়া এবং দুশ্মনের মুকাবিলা থেকে সরে যাওয়া। এ কথার উপরে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, “যদি তোমাদের নবীর ইন্তিকাল হয়, অথবা তিনি শাহাদত বরণ করেন, তবে কি তোমরা কুফুরীর দিকে ফিরে যাবে যেমন ইতিপূর্বে ছিলে। আর তোমরা দুশ্মনের বিরক্তে জিহাদ পরিত্যাগ করবে? এবং মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী তাঁর দীনের জন্য যা রেখে গেছেন তোমাদের জন্য তাও কি তোমরা ছেড়ে দিবে? অথচ আল্লাহ্ তা‘আলা সুন্নতাবে ঘোষণা করেছেন যে **مَيْتَ** “নিশ্চয় তিনি মৃত্যু বরণ করবেন” এবং তোমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। তারপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর দীন থেকে সরে যাবে সে আল্লাহ্ পাকের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

৭৯৫৩. হযরত ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যখন লোকেরা পলায়ন করল, তখন রোগাক্রান্ত, সংশয়ী ও মুনাফিকরা বললো, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। অতএব, তোমরা তোমাদের পূর্ব দীনে ফিরে যাও। তখন এই আয়াত নায়িল হয়।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপসংহারে বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীর অর্থ হলো— হযরত মুহাম্মদ (সা.) তো রাসূল ব্যক্তি কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। কাজেই, যদি তিনি তিরোধান করেন অথবা তাঁকে শহীদ করা হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? মনে রেখো, কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে (তথা জিহাদ বা ইসলাম থেকে ফিরে গেলে) সে আল্লাহ্ পাকের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। এখানে উক্ত আয়াতের মধ্যে **أَسْتَفِهَمُ** (প্রশ্নবোধক) এর অর্থ উক্ত জোয়া—**أَسْتَفِهَم**—এর জবাবের মধ্যে প্রকাশ হবে। অনুরূপ **جِزَاء**—**أَسْتَفِهَم**—এর যে সব হরফ **جِزَاء** র উপর ব্যবহৃত, তার অর্থ জবাবের মধ্যে হবে। কারণ, এরপ ক্ষেত্রে **أَسْتَفِهَم**—এর জবাবে যে বাক্য ব্যবহৃত হবে, তাই হবে তার **خَبْر** (খবর)। এমতাবস্থায় **جِزَاء**—**أَسْتَفِهَم**—এর শর্ত হয়ে যাবে। তারপর তার **جِزَاء**—এর যে শব্দ ব্যবহৃত হবে, তা হবে **جِزَاء**—**أَسْتَفِهَم**—এর পরে হওয়ার কারণে বা পেশ হওয়ার পরিবর্তে **جِزَاء**—**أَسْتَفِهَم**—এর শর্ত হবে, যেমন জনৈক কবি তাঁর কবিতায় বলেছেঃ

خَلَقْتُ لَهُ : إِنْ تُدْلِعْ اللَّيْلَ لَا يَزَلُ * أَمَّا مَكَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِي سَائِرٌ

এতে **يَذِلْ** যদিও জ্যম বিশিষ্ট কিন্তু رفع অর্থ বহন করে। কিন্তু "জ্যম" (জ্যম) বিশিষ্ট হয়েছে। এর উদাহরণ কুরআন মজীদের মধ্যে অনেক আছে, যেমন "أَفَإِنْ مِتْ فَهُمْ تَوْمَار" তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (সূরা আবিয়া : ৩৪) "فَكَيْفَ تَتَقَوَّنَ أَنْ كَفَرْتُمْ" কাজেই যদি তোমার কুফরী কর কি করে আত্মরক্ষা করবে? [সূরা মুয়াম্বিল - ১৭] উপরে যে নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে, সে নিয়ম অনুযায়ী যদি "فَهُمُ الْخَالِدُونَ" এর স্থানে **يَخْلُدُونَ** হয়। কেউ কেউ বলেছেন যদি "أَفَإِنْ مِتْ يَخْلُدُوا" হয়, তাহলে আমার পূর্ব বর্ণনানুযায়ী যদি তোমার মৃত্যু হতে এর মধ্যেও রفع জ্যম ও উভয়টাই শুন্দ হবে। কাজেই ঐরূপ এর স্থানে যদি "تَقْبِلُوا" হয়, তখন এর মধ্যেও রفع জ্যম ও রফ অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয়বার মহান আল্লাহর বাণী "أَنْقَبْتُمْ" এর সাথে অস্ত্বার করা হয় নি, যেহেতু বাকের শুরুতে অস্ত্বার ব্যবহার করায় আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা নিষ্পয়োজন কারণ বাকের প্রথমে অস্ত্বার ব্যবহার হলে তা স্থানকে বুঝায়।

এ জন্য কোন কোন পাঠ্যীততে কেউ কেউ আল্লাহর বাণী "أَنْذَا مِنْتَأْ وَكَنَّا تَرَابًا وَعَظَمَّا أَنْتَ" মরে অস্থি ও মৃত্যুকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুৎস্থিত হবো? (সূরা ওয়াকিআ-৪৭) এতে "أَنْذَاكَنَا تَرَابًا" এর মধ্যে থাকায় "ত্রি" র সাথে অস্ত্বার পাঠ্য ব্যবহার না করাটা ভাল মনে করেছেন, কারণ সর্বজন স্বীকৃত পাঠ্যীততে যখন "أَفَإِنْ مَاتَ" এর মধ্যে জর্ফ অস্ত্বার থাকায় "أَنْقَبْتُمْ" এর সাথে পাঠ্য কোন ক্ষতি নেই, তখন এখানেও অনুরূপ হলে কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু তাতে অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। সমস্ত কুরআন মজীদের মধ্যে অনুরূপ আয়াত যত আছে প্রত্যেক স্থানে একই প্রযোগ অবকাশ আছে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ لَهُ مُؤْجَلًا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُوْرِهِ
مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الْآخِرَةِ نُوْرِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِي الشَّكِيرِينَ ۝ (১৪৫)

১৪৫. আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মিয়াদ অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরুষার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দান করি এবং কেউ পারলৌকিক পুরুষার চাইলে আমি তাকে তার কিছু প্রদান করি এবং শৈশ্বরিক ক্রতজ্ঞ স্নেকদেরকে পুরুষত করব।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উক্ত বাণীতে বলেন- হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং আল্লাহ পাকের অন্য যত সৃষ্টি আছে প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটা মিয়াদকাল নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যখন সে সীমিত সময় যার ফুরিয়ে যাবে, তখন তার মৃত্যু হবেই। যার জন্যে যে মিয়াদ আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সে মিয়াদ যখন তার পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনি তার মৃত্যুর আদেশ করবেন, তখন সে অবশ্যই মরে যাবে। সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কখনও কারো ঘড়িয়ে ও চক্রান্তে তার মৃত্যু হবে না।

৭৯৫৪. ইবন ইসহাক (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُؤْجَلًا" - এর অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্য একটি মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে। সে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি পৌছে যাওয়ার পর যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশ হবে, তখনই তিরোধান করবেন।

কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হলো **وَمَا كَانَتْ نَفْسٌ** تমৃত আল্লাহর **حَكْمٌ** ব্যতীত কোন প্রাণীরই মৃত্যু হবে না।

আল্লাহ পাকের বাণী "كتاباً مُؤجلًا" (নসব) অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আরবী ভাষাবিদগণ মতভেদ করেছেন।

كتَبَ اللَّهُ كَتَبًا বসরার কতিপয় নাহবিদ বলেছেন, তাকীদার্থে নصب বিশিষ্ট হয়েছে। মূলত এটি "كتَبَ اللَّهُ كَتَبًا" কুরআন মজীদের মধ্যে অনুরূপ যত শব্দ আছে তাকীদের জন্য সে সমস্ত শব্দ নসব বিশিষ্ট "وَصَنْعَ اللَّهِ الَّذِي اتَّقَنْ" ; "رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ" ; "مُؤْجَلًا حَقًا" যেমন "وَعَدَ اللَّهُ أَحَقُّ ذَلِكَ حَقًا" এবং "كتاب اللَّهِ عَلَيْكُمْ" এ ছাড়াও কুরআন মজীদের মধ্যে আরও অনেক শব্দ ও আয়াত আছে যার বিশেষণও অনুরূপ।

কুফার কোন কোন নাহবিদ বলেছেন, আল্লাহ পাকের বাণী "كتَبَ اللَّهُ كَتَبًا" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রাণিসমূহের মিয়াদকাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর উক্ত আয়াতাংশে বলা হয়েছে, "كتاباً مُؤجلًا" - এতে আলোচ্য আয়াতাংশের যে অর্থ প্রকাশিত তা থেকে নসব বা যবর হয়েছে। কেননা আল্লাহর বাণী "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" এর মধ্যে "كتَبَ" অর্থ বুঝা যায়। কুফার নাহবিদ বলেছেন- কুরআন পাকের মধ্যে অনুরূপ যত শব্দ আছে সেগুলোতেও এ নিয়ম অনুসরণীয়।

কুফার অন্যান্য নাহবিদ বলেছেন, যদি কোন লোকে বলে "رَبِّ قَائِمٌ حَقًا" তবে তার অর্থ হবে "القول" - "رَبِّ قَائِمٌ حَقًا" - যেহেতু ভাষ্যকার তার উক্তি বা বক্তব্যে যা প্রকাশ করে তার মধ্যে অর্থবোধক শব্দ প্রথমত উহু থাকে এরপর তার বক্তব্যে মনের ভাব উচ্চারিত হয়। যেমন "وَرَبُّ قَوْمٍ حَقًا" এর অর্থ "حَقًا" অনুরূপ হলো "يَقِنًا" ও "ظَنَّا" ইত্যাদি।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, এখানে আমার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ কথাই ঠিক হবে, আয়াতের মধ্যে যে সকল (মাসদার) বা ক্রিয়ামূল জাতীয় শব্দ মনস্বিত দেখা যায়, সেগুলোর পূর্বে উল্লিখিত আয়াতাংশের ভাবার্থের নিরিখে বা (যবর বিশিষ্ট)। যেহেতু ক্রিয়ামূল শব্দসমূহের পূর্বে যে সকল শব্দ উল্লেখ থাকে, তা যদিও অন্য শব্দ হয় কিন্তু সেগুলো ক্রিয়ামূল শব্দসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থ বহন করে।

وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُوْرِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الْآخِرَةِ نُوْرِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِي الشَّكِيرِينَ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমদের মধ্য হতে যাদের জন্য তাদের আমল বা কাজের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট যে পুরুষার আছে এবং যা চাইলেই পেয়ে যাবে, তা বাদ দিয়ে যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ পার্থিব ভোগ বিলাস জাতীয় পুরুষার উপভোগ করতে চায়, তবে আমি তাকে পার্থিব সামগ্রী ও বিষয়াদি হতে কিছু প্রদান করি। অর্থাৎ তার জন্য ভাগ বন্টনে পার্থিব জীবিকা ও ভোগ্য কস্তুর্য যা রয়েছে তা হতেই আমি তাকে প্রদান করি। কিন্তু পরকালে উপভোগের জন্য যে পুরুষার আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন তার কিছুই সে পাবে না। মহান আল্লাহ

বলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার আমল বা কাজের বিনিময়ে পারলৌকিক পুরস্কার চায় অর্থাৎ আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণগণের জন্য যে সকল পুরস্কার পরকালের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন তা থেকেই আমি তাকে পুরস্কার প্রদান করব। আল্লাহ্ পারলৌকিক পুরস্কার তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত।

৭৯৫৫. ইবন ইসহাক (র.) বর্ণিত, তিনি **مَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتَهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتَهُ مِنْهَا** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ্ ইয়শাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি দুনিয়া চায় কিন্তু আখিরাতের প্রতি তার কোন লক্ষ্য নেই, আমি তাকে পার্থিব জীবিকাই প্রদান করি, যা তার বটে ছিল। কিন্তু পারলৌকিক জীবনের জন্য কিছুই সে পাবে না। আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার পেতে চায় আমি তাকে পারলৌকিক পুরস্কার প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা অবশ্যই দেব; আর পার্থিব জীবনে স্বাভাবিক তাবে যা পাওয়ার তা তো সে পাবেই যেমন জীবিকা।

৭৯৫৬. **وَسَنْجِزِي الشَّاكِرِينَ** এবং শীঘ্ৰই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, যে একমাত্র আমার অনুগত, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমার আদেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ- হতে বেঁচে থাকে, তাকে পারলৌকিক জীবনে আমি সে সব পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করব যে সকল পুরস্কার আমি আমার ওলীদের জন্য তৈরি করে রেখেছি।

৭৯৫৬. হ্যরত ইবন ইসহাক (র.)**وَسَنْجِزِي الشَّاكِرِينَ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক আখিরাতে দান করার জন্য যা ওয়াদা করেছেন তা পূরা করা, পাশাপাশি দুনিয়ায় যে রিযিক দেয়া হয়, তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(১৪৬) **وَكَيْنَ مِنْ تَبِي قُتَلَ ۝ مَعَهُ رَبِيعُونَ كَثِيرٌ فِيَ وَهُنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝**

১৪৬. আর কত নবী যুদ্ধ করেছে তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা ইন্বল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের পাঠীরিতিতে বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত প্রকাশ পেয়েছে। **وَكَيْنَ مِنْ تَبِي** (এবং কত নবী) কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ কেউ কেউ **وَكَائِنَ** এর হামযা -কে আলিফ -এর সাথে এবং **بِ** -কে তাশদীদ বিশিষ্ট পাঠ করেছেন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ আলিফকে মদ্যুক্ত এবং **بِ** -কে হালকাতাবে পড়েছেন। এ দু'রকমের পাঠই প্রসিদ্ধ। এ দু'রকমের পঠনের যে কোনটি পড়া হোক না কেন সর্বসমতিক্রমে অর্থের মধ্যে কোন ক্রটি বা পার্থক্য হয় না। অর্থ একই থাকে ক্রমে নবী এর অর্থ কাইন নবী বা কত নবী।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, **وَقَاتَلَ مَعَهُ رَبِيعُونَ كَثِيرٌ** - তাঁরা যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিলেন।” এ আয়াতাংশ পঠনেও কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও বসরার একদল বিশেষজ্ঞ শব্দের কাফকে পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন, আবার হিজায ও কৃফার আরেকদল বিশেষজ্ঞ ‘কাফ’ -এর উপর ‘বুবর’ দিয়ে তার সাথে আলিফ যুক্ত করে পাঠ করেছেন - যথা **قَاتَلَ**

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, সকলের নিকট এ রূপে পাঠ করাই গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। কারণ, যদি **فَتَلُو** পড়া হয়, তাহলে পরবর্তী ক্রিয়া পদ যথা ক্রমে **وَهُنُوا** ও **مَا** **ضَعْفُوا** দু'টি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে না। যারা **لِتْ** পেশ দিয়ে পাঠ করছেন, তাদের যুক্তি হলো, এখানে নিহত দারা নবী এবং নবীর সাথে আল্লাহওয়ালাদের মধ্য হতে কতিপয়কে বুঝান হয়েছে। সমস্ত আল্লাহওয়ালাকে বুঝায় নি। এত আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহওয়ালাদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়লি তারা ইন্বল বা দুর্বল হয়নি। ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে উভয় পাঠ পদ্ধতির মধ্যে পেশ দিয়ে পাঠ করাই উত্তম।

رَبِيعُونَ শব্দটি **معَهُ** - এর কারণে পেশ (মরফো) যুক্ত হয়েছে, তাঁ এর কারণে পেশযুক্ত হয়নি। **وَكَيْنَ مِنْ تَبِي قُتَلَ ۝ مَعَهُ رَبِيعُونَ كَثِيرٌ فِيَ وَهُنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** অর্থঃ কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা ইন্বল হয়নি। বাক্যের মধ্যে একটি ও লুঙ্গ আছে। কারণ নবী (সা.)-এর যুদ্ধের অবস্থা ও দারা প্রকাশ পায়। এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা দারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা প্রকাশ পায় না। যেমন কোন ব্যক্তির কথা **فَتَلَ**। **إِلَّا مِنْ رَبِيعَ عَظِيمٍ** - প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ করেছে, তার সাথে বিরাট সেনাবাহিনী ছিল, অর্থাৎ বিরাট সেনাবাহিনীসহ সে যুদ্ধ করেছে।

رَبِيعُونَ শব্দের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করেছেন। বসরার নাহবিদগণ বলেছেন, যারা রব--এর ইবাদত করে অর্থাৎ -এর একবচন **رَبِيع** বলা হয়। **كُفَّارُ** বলা হয় (যবর বিশিষ্ট) কিন্তু যারা আলিম ফকীহ এবং অতি মুহাবতওয়ালা তাদেরকেও **رَبِيعُونَ** বলা হয়। আমাদের মতে অর্থ অনেকগুলো দল। এক বচনে **رَبِيع** - ব্যাখ্যাকারণ এর অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি অনেকেই সে ব্যাখ্যায় একমত।

যারা এমত পোৰণ করেনঃ

৭৯৫৭. আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা অতি মুহাবতওয়ালা তাদেরকে **رَبِيعُونَ** বলা হয়।

৭৯৫৮-৫৯-৬০. আবদুল্লাহ (র.) হতে অনুরূপ আরো ঢটি বর্ণনা উকৃত হয়েছে।

৭৯৬১. হ্যরত ইবন আব্রাহাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন অর্থ বহুদল।

৭৯৬২. হ্যরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনেক দল।”

৭৯৬৩. হ্যরত আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি “এর ব্যাখ্যায় বলেন, “হজার হজার।”

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন —

৭৯৬৪. -“ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা.) বলেছেন, তাঁরা হলেন, বহু সংখ্যক আলিম।

৭৯৬৫. হ্যরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা‘আলার বাণী “ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা হলেন, আলিম ও ফিকাহবিদগণ।

৭৯৬৬. হ্যরত হাসান (র.) যাহান আল্লাহর বাণী “ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা বহু দল ছিলেন। এ হাদীসের সনদে বর্ণনাকারী ইয়াকুব (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের পাঠৱীতিতে জনৈক বর্ণনাকারী ইসমাঈল (র.) পাঠ করেছেন।

৭৯৬৭. “ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, তাঁরা হলেন বহুদল।

৭৯৬৮. হ্যরত হাসান (র.) হতে অপর এক সনদে বর্ণিত, তিনি “قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা বহু আলিম ছিলেন এবং কাতাদা (র.) বলেন অনেক দল।

৭৯৬৯. ইকরামা (র.) বলেছেন “رِبِّيُونَ كَثِيرٌ” অর্থ অনেক দল।

৭৯৭০. অপর এক হাদীসে তির সনদেও ইকরামা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৯৭১. যাহান আল্লাহ পাকের বাণী “قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেন, তাঁরা ছিলেন অনেক দল।

৭৯৭২. অপর এক হাদীসে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৯৭৩. -“قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় রবী‘ (র.) বলেন, তাঁরা বহু দল ছিলেন।

৭৯৭৪. দাহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি “ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁর অর্থ বহু দল যাদের নবী নিহত হয়েছেন।

৭৯৭৫. জাফর ইবন হারান হতে বর্ণিত আছে যে, হাসান (র.) বলেছেন, “রِبِّيُونَ كَثِيرٌ” অর্থ ধৈর্যশীল আলিমগণ এবং ইবন মুবারক (র.) বলেছেন, ধৈর্যশীল মুস্তাকিগণ।

৭৯৭৬. দাহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হলো অনেক দল। যাদের তাদের নবীগণ শহীদ হয়েছেন।

৭৯৭৭. সুন্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ বাক্যাংশের অর্থ হলো অনেক দল।

-“ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ”-এর অর্থ অনেক নবী— যারা জিহাদ করেছেন এবং তাদের সাথে অনেক দল শহীদ হয়েছেন।

৭৯৭৯. ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, অর্থ **রِبِّيُونَ** বহুদল।

কেউ কেউ বলেছেন, **رِبِّيُونَ** শব্দটির অর্থ অনুসারী।

যারা এমত পোষণ করেন :

৭৯৮০. ইবন যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত, “ওকাইন মِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ” এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, **رِبِّيُونَ** শব্দটির অর্থ কয়েকটি – যথা অনুগামী, রক্ষক ও আল্লাহওয়ালা। আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতে মুসলমানগণকে কঠোর তায়ায় সতর্ক করেছেন যখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পরাজয় ডেকে এনেছেন যখন তাঁরা পরাজিত হন, তখন শয়তান চীৎকার করে ঘোষণা করে – মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে পরাজয় ঘটার ফলে সুযোগ পেয়ে শয়তান সাথে সাথে চীৎকার করে বলে, হে লোক সকল ! আল্লাহর রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বৎশধরদের নিকট প্রত্যাবর্তন কর। তারা তোমাদেরকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান করবে।

فَمَا وَهَنَّ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا مَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, এর অর্থ আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুক্তের সময় তাঁরা আহত হওয়ার ফলে তাদের যে দৃঃখ-দুর্দশা হয়েছিল, তাতে তাঁরা দুর্বল হয়ে যায় নি এবং আল্লাহর শক্রদের সাথে যুক্তের কারণে তাদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়েছে তাতেও তাঁরা মনোবল হারায় নি এবং তাঁরা পেছনে হটেনি।

“**وَمَا ضَعَفُوا**”-এর অর্থ, তাদের নবী নিহত হওয়ার ফলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়নি।

অর্থ, তাঁরা নত হয়নি। অর্থাৎ তাঁরা এন্টে লাঞ্ছিত হয়নি যাতে শক্রদের নিকট নতি বীকার করে তাদের ধর্ম মেনে নেবে এবং তাদের মধ্যে এমন ভয়ের সংধরণ হয়নি যাতে তাঁরা কোন প্রকার ধোকায় পড়ে যাবে। বরং তাঁরা শক্রপক্ষের সামনে দিয়েই চলাক্ষেত্রে করছে এবং ধৈর্য সহকারে আল্লাহ ও তাঁর নবীর আদর্শ পালনে তাঁরা নবীর আদর্শ পথে এবং আল্লাহর আনুগত্যে ও তাঁর অবতীর্ণ কুরআন এবং তাঁর প্রত্যাদেশ অনুসরণ করে চলতে থাকে।

আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহর আদেশ পালনে ও তাঁর আনুগত্যে আর রাসূলের শক্রের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণে যারা ধৈর্যশীল। শক্রের আক্রমণে নবী নিহত হওয়ায় যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় এবং শক্রের নিকট নত হয়ে যায় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না। যে ব্যক্তি নবী নিহত হওয়ার খবর পেয়ে শক্রের ভয়ে হতাশ হয়ে পালিয়ে যায় আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না। আল্লাহ তাকেও ভালবাসেন না,

যে দুর্বলমনা হয়ে শক্তির দলে প্রবেশ করে এবং নবীকে হারাবার ফলে দুর্বল হয়ে যায়। আল্লামা ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি অন্যান্য ব্যাখ্যাকারণও আমার উক্ত ব্যাখ্যায় একমত।

ঠারা এ মত পোষণ করেনঃ

৭৯৮১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, তাদের নবী নিহত হওয়ায় তারা মনোবল হারায়নি এবং দুর্বল হয়নি। **وَمَا أَسْتَكَانُوا** অর্থাৎ তারা তাদের সাহায্য হতে এবং তাদের দীন হতে প্রত্যাবর্তন করেনি বরং তাদের নবী যে বিষয়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধ করেছেন, তারাও সে বিষয়ের উপর যুদ্ধ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন।

৭৯৮২. হ্যরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **فَمَا وَهَنَّا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা নবী (সা.)-এর নিহত হবার সংবাদে ইন্বল হননি ও দুর্বলও হননি। **وَمَا أَسْتَكَانُوا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা তাঁদের ঈমান থেকে মুরতাদ হননি। নবী করীম (সা.) যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন।

৭৯৮৩. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **فَمَا وَهَنَّا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, **أَنْ قُتِلَ الْمُرْسَلُونَ** অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাগণ হীনবল হননি। **لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, **مِنْ قَتْلِ** অর্থাৎ হ্যরত নবী করীম (সা.)-এর নিহত হবার সংবাদে। তিনি **وَمَا ضَعَفُوا** এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ হ্যরত নবী করীম (সা.)-এর নিহত হবার সংবাদে তাঁরা দুর্বল হননি। **وَمَا أَسْتَكَانُوا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তাঁরা নত হননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেন **اللَّهُمَّ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا** -হে আল্লাহ! তাঁরা যেন আমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে, তখন আল্লাহ পাক আদেশ করেন **وَلَا تَهْنِئُوهُمْ** -**تَحْزِنُوا** এবং **أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ** অর্থাৎ তোমরা মনোবল হারিয়ো না এবং চিন্তা কর না, যদি তোমরা পূর্ণ মু'মিন হও, তবে তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে।"

৭৯৮৪. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আত্মের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাদের নবীকে হারানোর কারণে ইন্বল হয়নি। তারা শক্তিদের আক্রমণে দুর্বল হয়নি। তারা আল্লাহর পথে এবং তাদের দীনের জন্য যুদ্ধ করায় তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে এতে দুর্বলচিত্ত ও ক্লান্ত হয়নি। এটিই হলো সবরবা ধৈর্য। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

৭৯৮৫. ইবন আব্রাস (রা.) বলেন, **وَمَا أَسْتَكَانُوا** অর্থ তারা ভীত হয় নি।

৭৯৮৬. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **وَمَا أَسْتَكَانُوا** (এবং তারা নত হয়নি) অর্থাৎ আল্লাহ পাক উহদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তারা তাদের শক্তিপঞ্চের নিকট নত হয় নি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

আল্লাহ পাকের বাণীঃ

(১৪৭) **وَمَا كَانَ قَوْنِصْمُ إِلَّا أَنْ قَاتِلُوا رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا دُنْوَبَنَا وَإِسْرَافَنَا وَثِيتْ**
أَدَمَنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْفِ الْكَفِيرِينَ

১৪৭. এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের কাজে সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন। আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন **وَمَا كَانَ** আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন। (আবু জাফর তাবারী বলেনি) অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাগণ কিছুই বলেনি। (তবে তারা বলেছে) **وَمَا قَوْنِصْمُ** (আবু জাফর তাবারী বলেনি) অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাগণ কিছুই বলেনি। (তখন আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া যাবে) **إِلَّا أَنْ قَاتِلُوا رَبِّنَا** (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন।) এ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা ছিল না। অর্থাৎ তাদের নবী যখন নিহত হন, তখন তাদের উপর যে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের শক্তিদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শক্তিদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়া ব্যতীত তারা অন্য কিছু বলেনি। কাজে বাড়া-বাড়ির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা অর্থাৎ যখন কেউ কোন কাজে বা কোন বিষয়ে সীমার অতিরিক্ত কিছু করে বা কোন কাজে সীমালংঘন করে এখানে সে বাড়াবাড়ির কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে — “লোকটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছে” — এখানে এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং সীমা ছাড়িয়ে আমরা যা করেছি তা ক্ষমা করুন। কারণ সগীরা গুনাহ আমাদেরকে কবীরা গুনাহ দিকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা নিম্ন হাদীসগুলোতেও বর্ণিতআছেঃ

৭৯৮৭. ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا** -এর অর্থ-আমাদের ভুল ক্রটি।

৭৯৮৮. হ্যরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের জীবনের ভুলক্রটিসমূহ এবং আমরা আমাদের নিজেদের উপর যে জুলুম করেছি।

৭৯৮৯. ইমাম দাহহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর বাণী **وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, গুনাহে কবীরাসমূহ।

৭৯৯০. তিনি অন্য এক সূত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৭৯৯১. হ্যরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা, আমাদের গুনাহসমূহ।

৭৯৯২. অন্য এক সনদেও হ্যরত ইবন আব্রাস (রা.) অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী - وَبَيْتٌ أَقْدَامًا - দুশমনের মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখো। আমাদেরকে সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত করনা, যারা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হয় এবং শক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক জায়গায় অনড় থাকে না।

অবিশাসীদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর অর্থাৎ যারা তোমার একত্বাদকে এবং তোমার নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাদের মুকাবিলায় জয়ী হওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহর যে সকল বান্দা উহদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে শক্রে আক্রমণে পলায়ন রাত ছিলেন এবং শক্রদের সাথে যুদ্ধ করা হেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেন তাঁরা ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যাতে ক্ষমা পেয়ে যান। আর তাঁদের শিষ্টাচারিতা ও আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ওহে, তোমাদের নবী নিহত হওয়ার খবর যখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে। তখন তোমরা কি এরূপ করেছ, যে রূপ তোমাদের পূর্বে নবীগণের অনুসারী আল্লাহওয়ালাগণ তাদের নবীগণ নিহত হওয়ায় করেছিলেন। তোমরা তাঁদের ন্যায় ধৈর্য অবলম্বন করেছ, তোমরা তোমাদের শক্রদের প্রতি দুর্বল হওনি এবং নত হওনি। আর ধর্মত্যাগে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর নি, যেমন পূর্ববর্তী আল্লাহওয়ালাগণ তাদের শক্রের প্রতি দুর্বল হননি এবং নতি স্বীকার করেননি। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য ও বিজয়ের প্রার্থনা করেছ, যেমন তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন। কাজেই তোমাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের উপর সাহায্য করবেন, যেমন পূর্বে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর আদেশ পালনে যাঁরা ধৈর্যশীল, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তালবাসেন এবং মহান আল্লাহর শক্রের বিরুদ্ধে যাঁরা সুদৃঢ় থেকে যুদ্ধ করেন, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য দান করেন এবং আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তাঁর শক্রদের উপর বিজয় দান করেন।

৭৯৯৩. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, “তোমরা বল, যেমন তাঁরা বলেছিল, তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তা একমাত্র তোমাদের গুনাহের কারণে হয়েছে। তাঁরা যেভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে। তোমরাও সেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তোমাদের দীনের উপর চল, যেভাবে তাঁরা তাদের দীনের উপর চলত। তোমরা পিঠ প্রদর্শন করে চলে যেয়ো না। তোমাদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় রাখার জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, যেমন তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিল। তাঁরা যেভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তোমরাও সেভাবে তাঁর নিকট সাহায্য চাও।” এ সবটুকু তাদের কথাই ছিল, তবে তাদের নবী নিহত হওয়ায় তাঁরা এরূপ করেনি তোমরা যেরূপ করলে।

ইমাম আবু জা'ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন পাড়ার সময় قول شدের 'লাম' হরফটি সর্বসমতিক্রমে 'যবর' বিশিষ্ট পড়তে হয় এবং 'যবর' দিয়ে পড়াই পসন্দনীয়। কারণ ৪। মারিফা হিসাবে ব্যবহৃত এবং যে সকল اسم (বিশেষ) কখনও মারিফা আবার কখনও নাকারা ব্যবহার হয়, তা না হয়ে যা মারিফা তা সব সময় মারিফা হওয়াই উত্তম, এ জন্য যে ৪। এর পড়ে ন। ব্যবহার হয় সে

৪।-এর পেছনে যে স্থাকে তা যবর বিশিষ্ট হওয়া উত্তম, যেমন মহান আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেই আছে যেমন

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ تُمْ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

(১৪৮) ۰ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۰

১৪৮. তারপর আল্লাহ পাক তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করবেন। মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাঁদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, যাঁরা তাঁদের নবীগণ শহীদ হওয়ার পর ধৈর্য সহকারে মহান আল্লাহর আনুগত্যে বহাল রয়েছেন এবং তাঁদের শক্রের সাথে যুদ্ধ করেছেন, আর তাঁদের যাবতীয় কাজে মহান আল্লাহর সাহায্যের কামনায় রয়েছেন এবং নিজেদের নেতাগণের নীতসমূহ অবলম্বনে সাহসের সাথে মহান আল্লাহর পথে রয়েছেন, তাঁদের জন্য তিনি দুনিয়াতেই বিনিময় ও পুরস্কার দান করেছেন। যে পুরস্কার বা বিনিময় হলো তাঁদের মহান আল্লাহর শক্রের বিরুদ্ধে সাহায্য করা এবং শক্রদের মুকাবিলায় বিজয় দান করা, আর স্বদেশে থাকা ও বসবাসের জন্য স্থায়ী করে দেয়া। - وَ حُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ - পরকালের উত্তম পুরস্কার অর্থাৎ দুনিয়ায় তাঁরা যে সকল নেক আমল করেছেন, তার বিনিময়ে পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন, সে পুরস্কার হলো বেহেশ্ত ও বেহেশ্তের নিআমাতসমূহ।

৭৯৯৪. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় তাঁদেরকে বিজয়, প্রভাব ও বসবাসের সুযোগ-সুবিধা এবং তাদের শক্রদের উপর সাহায্য দান করেছেন আর পরকালে যে উত্তম পুরস্কার দান করবেন, তা হবে বেহেশ্ত।

৭৯৯৫. হ্যরত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৭৯৯৬. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, “সাহায্য ও যুদ্ধলক্ষ সম্পদ। আর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হবে মহান আল্লাহর স্তুষ্টি ও তাঁর দয়া।

৭৯৯৭. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, “দুশমনের মুকাবিলায় তাদের বিজয়।” আর ব্যাখ্যা হলো, বেহেশ্ত ও তাঁর মধ্যস্থিত যা তৈরী রাখা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হলো, বেহেশ্ত ও তাঁর মধ্যস্থিত যা তৈরী রাখা হয়েছে। এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের সৎ কাজের বিনিময়ে তাদেরকে ভালবাসেন। যাদের কর্মকান্ডের কথা আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তাদের ন্যায় যাঁরা সৎকাজসমূহ করে অর্থাৎ তাদের নবী শহীদ হয়ে যাওয়ার পরও যাঁরা সে সব সৎ কর্মের উপর থাকে বা অনুরূপ কাজ করে আল্লাহ পাক তাদেরকেও ভালবাসেন।

۰۱۴۹) يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِرْدَوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقْبِلُوْا خَسِيرِينَ

১৪৯. “হে মু’মিনগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে। এতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

— يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا — এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু জা’ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, তাঁর শাস্তি, তাঁর আদেশ এবং তাঁর নিমেধে যারা বিশ্বাসী।

— এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ইয়াহুদ ও নাসারাদের মধ্যে যারা তোমাদের নবী হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করেছে। যদি তোমরা তাদের মতামত ও উপদেশ গ্রহণ কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বাধ্যত করবে। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলে অবিশ্বাসী বানাবে। — فَتَنَقْبِلُوْا خَسِيرِينَ — এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর তোমাদের ঈমান হতে এবং যে দীনের প্রতি আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, তা থেকে তোমরা ধূসের দিকে ফিরে যাবে। তোমরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তোমরা দীন থেকে পথভঙ্গ হয়ে যাবে। তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদেরকে কাফিরদের কথা মেনে চলতে এবং তাদের উপদেশ গ্রহণ করতে আল্লাহ তা’আলা উক্ত আয়াতে নিমেধ করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৭৯৯৮. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ মু’মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ দীন থেকে দূরে সরে যাবে। আর দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৭৯৯৯. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন : হে মু’মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদের কোন উপদেশ গ্রহণ কর না এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে কোন বিষয়ে তাদেরকে তোমরা বিশ্বাস কর না।

৮০০০. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমরা আবু সুফিয়ানকে মেনে চল, তবে সে ও তার সঙ্গীরা তোমাদেরকে কুফরীর দিকে নিয়ে যাবে।

১০.) بِإِلَهِ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْمُصْرِفِينَ

১৫০. “আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।”

ইমাম আবু জা’ফর তাবারী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিচয়ই আল্লাহ তা’আলা তোমাদের অভিভাবক। হে মু’মিনগণ, কাফিরদের আনুগত্য করা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন। বিশ্বাসিগণ, নিচয় আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনকারী। যারা কাফির, তাদেরকে মেনে চলা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষাকারী। কাজেই তিনিই তোমাদের বন্ধু, তোমরা তাঁকেই মেনে চল, যারা

কাফির, তাদেরকে মেনে চল না। তিনি হলেন উক্ত সাহায্যকারী তোমাদের শক্তদের মুকাবিলায়। ইয়াহুদ ও নাসারাদের মধ্যে যার নিকট তোমরা পালিয়ে গিয়ে অশ্রয় নিবে, তাদের কেউ তোমাদের সাহায্যকারী নয়। তোমাদের সাহায্যকারী একমাত্র মহান আল্লাহ এবং তিনি তোমাদের একমাত্র বন্ধু। তাই তোমরা একমাত্র তাঁকে শক্ত করে ধর। তোমরা একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাও, অন্য কারো নিকট নয়। অন্যরা তোমাদেরকে ধৌকা ও কষ্টের মধ্যে ফেলবে।

৮০০১. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা মুখে যা বলেছ অস্তরেও যদি তা সত্য হয়, তবে মহান আল্লাহ ঠিকই তোমাদের বন্ধু এবং তিনি একমাত্র সর্বোত্তম সাহায্যকারী অর্থাৎ তোমরা তাঁকে ম্যবুত করে ধর, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাইও না এবং তোমরা দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেয়ো না।

(۱۵۱) سَنْقِنِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَمَا دُلْمُمُ النَّارِ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ۝

১৫১. কাফিরদের অস্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিব, যেহেতু, তারা আল্লাহর শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ পাঠাননি। আর জাহানাম তাদের আবাস ; কত নিকৃষ্ট বাসস্থান জালিমদের।

ইমাম আবু জা’ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন যে, হে বিশ্বাসিগণ। যারা তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নব্যওয়াতকে অস্বীকার করে, তাদের মধ্য হতে যারা তোমাদের সাথে উহুদের প্রাস্তরে যুদ্ধ করেছে, তাদের অস্তরে মহান আল্লাহ ভীতির সঞ্চার করে দেবেন। মহান আল্লাহর সাথে তারা অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, সে কারণে তারা ভয়-ভীতির মধ্যে পড়ে যাবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে মৃত্তি পূজা করার জন্য এবং শয়তানকে মেনে চলার জন্য আল্লাহ তা’আলা কোন প্রমাণাদি অবতীর্ণ না করা সঙ্গেও তারা যা করছে তাতে তাদের অস্তরে হতাশা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। শক্তির বিরক্তে সাহায্যের এবং বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিগণের প্রতি আল্লাহ তা’আলা প্রদান করেছেন, সে সাহায্য ও বিজয় ততদিন পর্যন্ত লাভ করতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত মহান আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারসমূহ সুদৃঢ়ভাবে পালন করতে থাকবে এবং আনুগত্যে ম্যবুত থাকবে। তারপর যহুন আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, তাদের শক্তিগণ যখন মহান আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তিনি তাদেরকে কি করবেন? কাজেই আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন : অর্থাৎ তাদের বাসস্থান হবে দোষখের আগুনে, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ তা’আলা নিকট প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের বাসস্থান হবে দোষখ। জালিমের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন, সে সকল জালিমের বাসস্থান অত্যন্ত নিকৃষ্ট যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম ও অন্যায় করে, সে সকল কাজ করে যে কাজের কারণে মহান আল্লাহর আয়াব অবধারিত হয়ে যায়, আর সে আয়াবের জায়গা হলো দোষখ।

৮০০২. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন— যারা কাফির আমি তাদের অস্তরে অবশ্যই ভয়ভীতির সঞ্চার করিব। যেহেতু তারা আমার

সাথে শরীক করেছে আমি তাদের বিষয়ে সাহায্য করছি। আমার সাথে শরীক করার জন্য তাদের প্রতি কোন প্রকার প্রমাণ বা হকুম আমি নাফিল করিনি। অর্থাৎ তোমরা এরূপ কোন ধারণা কর না যে, পরিণামে তাদের জন্য কোন প্রকার সাহায্য আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার আদেশ আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তার উপর আমল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর জ্যী হতে পারবে না। তোমাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তোমাদের বিপর্যয় ঘটেছিল। তোমরা আমার আদেশের বিরোধিতা করেছিলে এবং আমার নবীকে অমান্য করেছিলে।

৮০০৩. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা যখন মক্কার দিকে যাত্রা করল আবু সুফিয়ান কিছু পথ অতিক্রম করে যাওয়ার পর লজিত হয়ে পরম্পর বলতে লাগল মৃত প্রায় মুসলমানদের মরণ পর্ব শেষ না করে তাদেরকে ফেলে আসা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। তোমরা সকলে ফিরে চল এবং তাদেরকে সম্মুখে ধ্বংস করে দাও। সে মুহূর্তেই আল্লাহ তাদের অন্তরের মধ্যে ভীতির সংঘার করে দেন। ফলে তারা মনে দিয়ে সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা সেখানে জনৈকে বেদুইন পথিককে পেয়ে তাকে কিছু অর্থ দিয়ে বলল, মুহাম্মদের সাথে তোমার পথে সাক্ষাৎ হলে তাকে খবর দিও যে, তাদের উপর পুনরায় আক্রমণ করার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি। তখন মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে ঘটনা জানিয়ে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘটনা জানতে পেরে তাদের সন্ধানে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছেন। এ দিকে আবু সুফিয়ান যখন নবী (সা.)-এর দিকে আবার প্রত্যাবর্তন করে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাঁর অন্তরে ভীতির সংঘার করে দেন। এ ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ ওহী নাফিল করে বলেন —

سَلَقَى فِي قُلُوبِ الْذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ إِلَيْهِ

(১০২) وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُنُونَهُمْ يَأْذِنُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فَيْشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ
وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَيْتُمُ مَا تُحِبُّونَ لَا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَتَعَلَّمُوكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ دُونَهُ أَعْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ

১৫২. আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সংক্ষে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলো। তোমাদের কিছু সংখ্যক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। তারপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) **لَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ**—এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসী উহুদের সাহাবিগণ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি উহুদের যুদ্ধে তাঁর সে প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত

করেছেন। সে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি যা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র যবান দ্বারা তাদের প্রতি দিয়েছিলেন, আর সে ওয়াদা যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে ওয়াদাবদ্ধ ছিল। তীরবন্দায বাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, তোমরা তোমাদের স্থানে অনড় থাকবে। তোমরা যদিও দেখতে পাও যে, আমরা তাদেরকে পরাজিত করে ফেলেছি, তবুও তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জায়গায় অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই পরাজিত হব না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ পালন করার শর্তে তাদেরকে আল্লাহ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

৮০০৪. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের প্রাস্তরে মুশরিকদের বিষয়ে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিযান শুরু করেন, তখন প্রথমেই তিনি তাঁর তীবন্দায বাহিনীকে তাদের স্থান নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর তারা পাহাড়ের পাদদেশ গিরিপথে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী যে দিক হতে আক্রমণ করতে পারে সেদিক মুখ করে পাহাড়ের পাদদেশে প্রত্যেকে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের যাকে যে জায়গায় মোতায়েন করা হলো, তোমরা আমাদেরকে বিজয়ী দেখতে পেলেও তোমরা কিছুতেই তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ কর না। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের স্থানে অনড় ও অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জ্যী থাকব। এরপর তিনি খাওয়াত ইবন জুবায়রের ভাই আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রকে তাদের আমীর (অধিনায়ক) বানিয়ে দিলেন। তারপর মুশরিক বাহিনীর পতাকাবাহী তালহা ইবন উছমান মুখোমুখি এসে বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনী। তোমরা তো মনে মনে ভাবছ যে, আল্লাহ তোমাদের তরবারি দ্বারা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি জাহানামে পৌছিয়ে দেবেন এবং আমাদের তলোয়ার দ্বারা তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি জাহানে পৌছিয়ে দেবেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কि, যাকে আমার তলোয়ার দ্বারা আল্লাহ জাহানে পৌছিয়ে দেবেন অথবা আমাকে তার তলোয়ার জাহানামে পৌছিয়ে দেবে। তখন আলী ইবন আবী তালিব (রা.) তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা করেন, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তার শপথ করে বলছি, আমি তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হব না যে পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে আমার তলোয়ার দ্বারা দোয়াথে না পৌছান অথবা আমাকে তোমার তলোয়ারের আঘাতে জাহানে না পৌছান। তারপর আলী (রা.) তলোয়ার দ্বারা তার পায়ে আঘাত হানেন। আঘাতে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার পরনের কাপড় খুলে যাওয়ায় সে উলঙ্ঘ হয়ে গেল, এতে সে আলী (রা.)-কে বলল, তোমাকে আল্লাহর কসম এবং রক্ত সম্পর্কের কসম, হে আমার চাচাত ভাই! তার এ কথায় হ্যারত আলী (রা.) তাকে ছেড়ে দেন। এটা দেখেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ আকবর বলে ধ্বনি দেন। আলী (রা.)-কে তাঁর সাথীরা বললেন, তাকে শেষ করতে তোমাকে বাধা প্রদান করল কেন? তিনি বললেন, সে উলঙ্ঘ হয়ে যাওয়ায় সে আমাকে কসম দিয়েছে, সে জন্য আমি লজিত হয়ে গিয়েছি। এরপর যুবায়র ইবনুল আওয়াম ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ মুশরিকদের উপর একমোগে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন। নবী করীম (সা.) এবং অন্যান্য সাহাবিগণও এ সময় আঘাত হানেন যাতে আবু সুফিয়ান পরাস্ত হয়। যখন মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী সেনা খালিদ ইবন ওয়ালীদ এ অবস্থা দেখতে পেল, তখন সে আক্রমণ চালাবার জন্য উদ্যোগ হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে

তীরন্দায় বাহিনী তার প্রতি তীর নিষ্কেপ করেন যাতে সে অসহায় হয়ে পড়ে। যখন তীরন্দায় বাহিনী রাসূলুল্লাহ্ এবং অন্যান্য সাহাবাকে মুশরিক বাহিনীর জায়গায় দেখতে পান এবং তাঁরা গনীমতের মাল আহরণ করছেন দেখেন, তখন তারাও সেদিকে যাওয়ার জন্য নিজস্ব স্থান ত্যাগ করার পদক্ষেপ নিলে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ কিছুতেই লংঘন করব না। তবুও অনেকেই চলে গেল এবং যুদ্ধের ময়দানে অন্যান্যদের সাথে মিলে গেল। এ দিকে খালিদ গিরিপথে তীরন্দায় বাহিনীর সংখ্যা কম দেখে সে ঘোড়ার উপর থেকে উচ্চরবে চীৎকার দিয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে তীব্রগতিতে আক্রমণ চালায়। মুশরিক বাহিনীর অন্যান্যরাও খালিদের আক্রমণ দেখে তারাও আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে পরাজিত করে এবং অনেককে আহত-নিহত করে।

৮০০৫. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধ সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু সংখ্যক লোককে তীরন্দায়গণের সামনাসামনি বসালেন, এবং খাওয়াত ইবন জুবায়র (রা.)-এর ভাই আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র (রা.)-কে তীরন্দায় বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং তীরন্দায় বাহিনীকে নির্দেশ দেন, তোমরা নিজ স্থান থেকে কিছুতেই সরবে না। যদিও আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয়ী হয়েছি, তবুও তোমরা কেউ কারো স্থান ত্যাগ করবে না। যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর জয়ী হয়েছে, তবে তোমরা আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। এরপর যখন সকলে সম্মুখীন হলো, তখন মুশরিকরা পরাজিত হলো। এমন কি মহিলারা নিচ থেকে উপরে উঠে গেল এবং তাদের পায়ের খাড়ু বের হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, গনীমতের মাল গনীমতের মাল। আবদুল্লাহ্ নিম্ন স্বরে বললেন, ওহে! তোমরা কি জান না? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের নিকট থেকে কি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কোন দিকে ভুক্ষেপ না করে চলে গেল। কিন্তু তারা গনীমতের মাল পর্যন্ত পৌঁছা মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের অবস্থা পান্তিয়ে দিলেন এবং মুসলমানদের এমন বিপর্যয় ঘটল যে তাদের মধ্য হতে সন্তুর জন শহীদ হন।

৮০০৬. বারা (রা.) থেকে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৮০০৭. হযরত ইবন আব্রাস (রা.)^{وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ أَنْ تُحْسِنُونَهُ بِأَذْنِهِ} আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আবু সুফিয়ান শাওয়াল মাসের তিন তারিখের রাতে উহদ অভিমুখে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও উহদ অভিমুখে বের হন এবং তার লোকদেরকে জানিয়ে দেন। এরপর সকলে সমবেত হন। তিনি যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন এবং মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দীকে তার সহকারী করেন। মুসআব ইবন উমায়র (রা.) নামক এক কুরায়শ ব্যক্তির হাতে পতাকা দেন এবং হাময়া ইবন আবদুল মুওলিব (রা.) বর্মহীন সৈন্যদেরকে নিয়ে বের হন। আর হাময়া (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সম্মুখে রেখে অগ্রসর হন। মুশরিক বাহিনীর অশ্বরোহী সেনা খালিদ ইবন ওয়ালীদ ইকরামা ইবন আবু জাহিলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুবায়র (রা.)-কে পাঠান এবং তাকে বলে দেন- খালিদ ইবন ওয়ালীদ মুকাবিলা করতে এসেছে, তুমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াও এবং একজনকে ঘোড়ায় চড়ার নির্দেশ দেন। বাকী সকলে একদিকে থাকেন। তারপর তিনি বলে

আমি তোমাদেরকে আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ এ স্থান ত্যাগ করবে না। আবু সুফিয়ান তাদের দেবতা লাত ও উয্যা নিয়ে সামনে আসে। যুবায়র (রা.)-কে আক্রমণ করতে বলার জন্য তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে পাঠান। অনুমতি পেয়ে যুবায়র (রা.) খালিদ ইবন ওয়ালীদ -এর উপর হামলা করে তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে পরাজিত করে দেন। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন —

وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ مَا تَحْبِبُونَ

আর আল্লাহ্ পাক মু'মিনদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি তাদের সাথে আছেন।

৮০০৮. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ যুহুরী বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্যা ইবন হিয়ান, আসিম ইবন উমর, এবং হসায়ন ইবন আবদুর রহমান ইবন আমর প্রমুখ আমাদের কয়েকজন আলিম একের হয়ে এক জায়গায় বসে ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা উহদের ঘটনাও আলোচনা করেন। সে আলোচনার মধ্যে পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের কথা ও উৎপান করা হয়। তবে আরও যা বলেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহদ পাহাড়ের উপত্যকায় মাঠের এক পার্শ্বে গিয়ে অবতরণ করেন। উহদ পাহাড় পিছে রেখে অবস্থান নেন এবং তিনি বলেন, তোমরা আমার নির্দেশ ব্যতীত যুদ্ধ আরম্ভ করবে না। কুরায়শগণ জুহুরের সময় মাঠে বের হয়ে আসে। মুসলমানগণ যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে গাধা, ঘোড়া, ব্রহ্মণ ও অন্যান্য পশু চরছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন যুদ্ধ করতে নিয়ে করেছিলেন, তখন জনৈক আনসার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি পশু চরার সুযোগ দিচ্ছেন, আমরা যুদ্ধ করব কি করে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের জন্য আমাদেরকে সারিতে দাঁড় করান, তাতে আমরা মাত্র সাত শত ছিলাম। অপরদিকে কুরায়শরাও সারিবদ্ধ হয়ে যায়। তারা সংখ্যায় তিন হাজার ছিল। তন্মধ্যে দু'শত ছিল অশ্বরোহী। তারা ডান দিকে খালিদ ইবন ওয়ালীদকে এবং বাম দিকে ইকরামা ইবন আবু জাহিলকে অশ্বরোহী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র (রা.)-কে তীরন্দায় বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তিনি সাদা কাপড়ের পতাকাবাহী ছিলেন এবং তীরন্দায় ছিলেন পথঝাশ জন। তাদেরকে প্রতিরক্ষা বৃহ হিসাবে মোতায়েন করেন এবং বলে দেন, আমাদের পেছন দিক থেকে শক্রপক্ষ আক্রমণ যেন না করতে পারে, সে দিকে সদা সতর্ক থাকবে এবং তাঁকে অটল থাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারপর যখন সকলে সামনা-সামনি নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু করল, যুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন আবু দুজানা তিতরে ঢুকে আক্রমণাত্মক তুমুল যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ে পড়েন। হাময়া ইবন আবদুল মুওলিব(রা.) ও আলী ইবন আবু তালিব (রা.) তুমুলভাবে যুদ্ধে লিঙ্গ হন। আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য পাঠান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেন। ফলে তারা তলোয়ার দ্বারা তাদেরকে হত্যা করে খালী করে ফেলে নতুবা অবশ্যই যুদ্ধে তাদের পরাজয় ছিল।

৮০০৯. যুবায়র (রা.) বলেন, আল্লাহ্ কসম! আমি হিন্দ বিন্ত উত্বার অনুসারী এবং তার সাথীদেরকে দেখলাম তারা ছিল ব্যতিব্যস্ত ও পলায়নপর তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য। এ সময় সুড়ঙ্গ পথ

প্রহরায় রত তীরন্দায় বাহিনী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য ছুটে গেল আর আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য স্থানটি উন্মুক্ত হয়ে গেল আমরা পুনঃ আক্রমণ করলাম। এসময় একজন চীৎকার দিয়ে বলল, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। তাই আমরা থেমে গেলাম এবং অন্যান্যরাও থেমে গেল। তারপর আমরা সবার আগে সেনাপতির নিকট পৌছলাম।

৮০১০. ইবন ইসহাক (র.) আল্লাহ পাকের বাণী **لَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তোমাদের শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্যের যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলাম তা আমি তোমাদের জন্য পূর্ণ করেছি।

৮০১১. রবী' (র.) আল্লাহ পাকের বাণী **لَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা ছিল উভদের ঘটনার দিন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, নিচয় তোমরা জয়ী হবে। তোমরা তাদের গনীমতের মাল পেলেও তোমরা তা হতে কিছুই গ্রহণ করবে না যে পর্যন্ত তোমাদের কর্তব্য কাজ হতে অবসর না হবে, কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ লংঘন করল ও অবাধ্য হলো। তাঁর আদেশ অমান্য করে তারা গনীমতের মাল আহরণের জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। তিনি তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তারা তা ভুলে গেল। তিনি তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা তার বিরোধিতা করল।

আল্লাহ পাকের বাণী - **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** (যখন তোমরা আলাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাস করতেছিলে।)

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণ! তোমাদের শক্তির বিরুদ্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন তা তিনি তোমাদের জন্য উভদের যুদ্ধে পূর্ণ করেছেন। **تَقْتُلُونَهُمْ** - অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। যখন কাউকে হত্যা করা হয়, তখন বলা হয়, **حَسِّيَّ**

যারা এমত পোষণ করেন :

৮০১২. আবদুর রহমান ইবন আউফ হতে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হত্যা করা।

৮০১৩. উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যখন তাদেরকে হত্যা করছিলে।

৮০১৪. মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে।

৮০১৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **لَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর অনুমতিক্রমে যখন তাদেরকে হত্যা করছিলে।

৮০১৬. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ** অর্থ করেছেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে।

৮০১৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, **الْحَسْنَ** শব্দের অর্থাৎ হত্যা করা।

৮০১৮. সুনী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** **تَقْتُلُونَهُمْ** শব্দের অর্থ হলো **تَقْتُلُونَهُمْ** তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে।

৮০১৯. ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ** শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন অর্থাৎ হত্যা।

৮০২০. হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে।

৮০২১. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তাদেরকে যখন হত্যা করছিলে। **إِذْ** অর্থ আমার হৃকুম ও আমার আদেশ তোমাদের জন্য এবং আমার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের বিরুদ্ধে। যেমন ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখনে আল্লাহ ইরশাদ করেন- আমার ক্ষমতায় তোমাদেরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কাফিরদের আক্রমণ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করা হয়েছে।

৮০২২. হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের কর্তৃত্ব যখন তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল এবং তাদের হাত তোমাদের ব্যাপারে যখন গুটিয়ে আসছিল। **حَتَّىٰ إِذَا فَشَّلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ** (যে) পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সমষ্টি মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এমন কি তোমরা যখন নিরাশ ও দুর্বল হয়ে ছেবেঙ্গ হয়ে গেলে এবং কর্তব্য কাজে বিবাদ করলে, অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, তোমরা মহান আল্লাহর আদেশ পালনে মত বিরোধ করলে, তোমাদের নবীর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করলে, তারপর তাঁর আদেশ লংঘন করলে এবং তিনি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করলে। অর্থাৎ তীরন্দায় বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যাদেরকে আদেশ করেছিলেন, তারা যেন তাদের কেন্দ্র এবং যাকে যেখানে স্থাপন করেছেন, সেখানে যেন অটল থাকে। যেমন, উভদ পাহাড়ের গিরিপথে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর থালিদ ও তাঁর সঙ্গীদের ঘুকাবিলায় মোতায়েন করেছিলেন, যাতে শক্রপক্ষের তাঁর পাহাড়ের পেছন দিক হতে আক্রমণ না করতে পারে। সে জন্য তীরন্দায় বাহিনীকে প্রতিরক্ষা বৃহ হিসাবে মোতায়েন করা হয়েছিল।

مِنْ بَعْدِ أَرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ - যা তোমরা ভালবাস, তা তোমাদেরকে দেখাবার পর। অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে, সে অবস্থার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসিগণ! মহান আল্লাহ তোমাদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার পর এবং বিজয় দেখানোর পর তোমাদের যে বিপর্যয় হলো, তীরন্দায় বাহিনীকে রাসূলুল্লাহ যেখানে অনড় অবস্থায় থাকার জন্য মোতায়েন করেছিলেন, সে স্থান ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর সাহায্যে তোমাদের বিজয় ছিল। যা তিনি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম ইবন জায়ার তাবারী (র.) বলেন, এ পরিস্থিতির উপর পূর্বেও কিছু লোকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাদের কোন বর্ণনা এ বিষয়ের উপর উল্লেখ করা হয়নি, তাদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে।

ধারা এমত পোষণ করেন :

৮০২৩. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহু পাকের বাণী অর্থাৎ **إِنَّمَا تَنْهَاةُ الْأَمْرِ إِنَّمَا تَنْهَاةُ الْأَمْرِ** - এর অর্থ হলো **إِنَّمَا تَنْهَاةُ الْأَمْرِ** - এর অর্থ হলো অর্থাৎ ত্যাগ করে আল্লাহর নবী (সা.) তোমরা নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদে সৃষ্টি করলে। আল্লাহর নবী (সা.) তীরন্দায় বাহিনী হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে অঙ্গীকার ভূলে গিয়ে তা লংঘন করেছে এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে আদেশ করেছিলেন, তার বিরোধিতা করেছে। সুতরাং তারা যা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে আসছে তাদেরকে তা দেখিয়ে দেয়ার পর তাদের শক্রো প্রত্যাবর্তন করে তাদের উপর হামলা চালায়।

৮০২৪. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু সংখ্যক লোককে উহুদের যুদ্ধের দিন পেছনের দিকে মনোনীত করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা এখানেই থাকবে। আমাদের দিকে যে অগ্রসর হবে তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেবে। আমরা বিজয়ী না হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ হিসাবে থাকবে। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ জয়ী হলেন, তখন পেছনে যাদেরকে প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসাবে মোতায়েন রাখা হয়েছিল, তারা মতভেদে করে বসল। যখন তারা দেখতে পেলেন যে, মহিলারা পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে এবং গনীমতের মাল পড়ে আছে, তখন তারা পরম্পর বলাবলি করতে থাকে। এক দল বলল, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নিকট চলে যাও। তারপর গনীমতের মাল আহরণ কর। দ্বিতীয় এক দল বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম - এর আদেশ মেনে চলব। আমরা আমাদের জায়গায় অনড় থাকব। যারা উক্ত দু'টি দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কথাই উক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহু পাকের বাণী **مَنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا** এখানে অর্থ **الْغَنِيمَة** অর্থাৎ তোমাদের কিছু লোক গনীমতের মাল চেয়েছিল। এখানে **مَنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَة** অর্থাৎ যারা বলেছে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) - কেই মেনে চলব, আমরা আমাদের জায়গায় অটল থাকব। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নিকট গিয়ে পৌছে। যখন তাদের মধ্যে মতভেদ চলেছিল, তখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা বিরাজ করেছিল। আল্লাহু বলেন, **وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْكَمْتُمْ** অর্থাৎ যা তোমরা ভালবাসা (বিজয় ও গনীমতের মাল), তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে।

৮০২৫. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **إِذْ فَشَلْتُمْ** অর্থাৎ তোমাদের শক্রপক্ষ দেখে সাহস হারালে। এর অর্থ **إِنَّمَا تَنْهَاةُ الْأَرْضِ** অর্থাৎ নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদে সৃষ্টি করলে। অর্থাৎ তোমরা যা ভালবাস (বিজয় ও গনীমতের মাল) তা তোমাদেরকে দেখাবার পরে তোমরা অবাধ্য হলে। আর তা হয়েছিল উহুদের যুদ্ধের দিন। তারা নবী করীম (সা.) - এর নির্দেশ লংঘন করেছে এবং গনীমতের মাল আহরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের প্রতি যে অঙ্গীকার ছিল তারা তা ভূলে গিয়েছিল এবং তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা তারা অমান্য করে বিরোধিতা করেছে। এ কারণেই তারা যে বিজয়ের কামনা করেছিল তাদেরকে সে বিজয় দেখিয়ে দেয়ার পর তাদের উপর তাদের শক্রদেরকে তিনি জয়ী করেন।

حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবন আবাস (রা.) - এর ব্যাখ্যায় বলেন, **الْفَشَلُ** - এর অর্থ **بَلْ** অর্থাৎ সাহস হারিয়ে ফেলা।

৮০২৭. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে **مَا أَرَأْكُمْ مَا تَحْبِبُونَ** অর্থ বিজয়।

৮০২৮. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **فَشَلْتُمْ** - এর অর্থ, তোমরা সাহস হারালে। **إِنَّمَا تَنْهَاةُ الْأَرْضِ** - এর অর্থ **أَخْتَلْتُمْ فِي أَمْرِي** - **تَنْهَاةُ الْأَرْضِ** - তোমরা আমার নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ করেছিলে। **مَنْ بَعْدِ مَا أَرَكُمْ مَا تَحْبِبُونَ** - এর অর্থ - তোমরা তোমাদের নবীর আদেশ অমান্য করেছ। **وَعَصَيْتُمْ** - এর অর্থ নিশ্চিত বিজয় যাতে কোন সন্দেহ ছিল না, তবে পরাজয়ের বা বিপর্যয়ের কারণ শক্র পক্ষের মহিলা ও তাদের মালমালসমূহ।

৮০২৯. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, এখানে **مَا تَحْبِبُونَ** শব্দ দ্বারা বিজয় বুঝান হয়েছে।

- তোমাদের কতক ইহকাল চাঞ্চিল এবং কতক পরকাল চাঞ্চিল, অর্থাৎ উহুদ পাহাড়ের গিরিপথে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী আসার পথে থাকে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) মোতায়েন করেছিলেন, তারা তাদের সে স্থান ত্যাগ করে দুনিয়ার মোহে পড়েছিল এবং গনীমতের মাল আহরণের জন্য মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলে গিয়েছিল। এ সময় তারা মুশরিকদের পরাজয় দেখেছিল **وَمَنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ** অর্থাৎ তীরন্দায় বাহিনীর মধ্য হতে একদল, যারা নিজ জায়গায় অটলভাবে মোতায়েন ছিল, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে অটলভাবে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এবং তাদের এ কাজে মাহান আল্লাহর নিকট হতে বিনিময় বা পুরস্কার ও পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর নির্দেশ মেনে নিয়েছিল।

ধারা এমত পোষণ করেন :

৮০৩০. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন **مَنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا** অর্থাৎ যারা গনীমতের মালের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছে, তারাই হলো দুনিয়াদার আর যারা অটল অবস্থায় স্বীয় জায়গায় রয়েছে এবং বলেছে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর আদেশের বিপরীত কিছু করব না, তারা হলো পরকালের আশাবাদী।

৮০৩১. হযরত ইবন আবাস (রা.) হতে ও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৮০৩২. ইমাম দাহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, **مَنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ** অর্থাৎ মহান আল্লাহর নবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে একটি দলকে মনোনীত করেন - তোমরা অন্তর্ষ্র নিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গায় অটল থাকবে এবং তাদেরকে আরও বললেন, তাদেরকে পুনরাদেশ না দেওয়া। পর্যন্ত তারা যেন নিজ স্থান ত্যাগ না করে। কিন্তু নবী করীম (সা.) যখন

আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী মুশারিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে প্রাণ্ত করে দিলেন, তখন তীরন্দায় বাহিনীও দেখতে পেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশারিকদেরকে প্রাণ্ত করে দিয়েছেন। তা দেখে তাঁদের মধ্য হতে কিছু লোক “গনীমতের মাল, এ মাল যেন তোমাদের হাতছাড়া না হয়” বলতে বলতে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাদের কয়েক জন নিজ জায়গায় অনড় রয়ে গেলেন এবং বললেন, যে পর্যন্ত আমাদের নবী (সা.) আদেশ না করবেন সে পর্যন্ত আমরা আমাদের স্থান ত্যাগ করব না। তাদের এঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ আয়াতাংশ নাযিল হয়। হযরত ইবন মাসউদ (রা.) এঘটনার পর বলেন, উহদের যুদ্ধের দিনের পূর্বে আমার জানা ছিল না যে, নবী (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোক আছে, যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি তার লোভ-লালসা আছে।

৮০৩৩. হযরত ইবন আব্রাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহদের যুদ্ধে যখন মুশারিকরা প্রাণ্তিত হয়, তখন তীরন্দায়গণের মধ্যে অনেকেই বললেন, তোমরা লোকজনের এবং নবী (সা.)-এর নিকট যাও, আর বল, তারা যেন তোমাদের আগে গনীমতের মাল আহরণ না করে। যাতে অংশের মধ্যে কম-বেশী না হয়। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বললেন, আমরা নবী (সা.)-এর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যে যেখানে আছি স্থান ত্যাগ করব না। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা مِنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا আয়াতাংশ নাযিল করেন। এ প্রসঙ্গে ইবন জুরাইজ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, যে আমরা সে দিন পর্যন্ত জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও আছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বিষয়বস্তু কামনা করে।

৮০৩৪. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مِنْ كُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এমন লোক, যারা গনীমতের মাল সংগ্রহ করে এবং وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْأُخْرَةَ তারা এমন লোক, যাদের পিছে কাফিররা ধাওয়া করে এবং হত্যা করে।

৮০৩৫. হুসায়ন ইবন আমর ইবন মুহাম্মাদ ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, উহদের যুদ্ধের দিন مِنْ كُمْ مَنْ يَرِيدُ الْأُخْرَةَ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আমি জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা দুনিয়া কামনা করে।

৮০৩৬. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এক নেককার বাল্দা হতে বর্ণনা করেছেন, সে বলেছে, হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, আমি সে দিন পর্যন্ত কোন সময় ধারণা করিনি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে কেউ দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা করতে পারেন। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা যা ইরশাদ করেছেন সে পর্যন্ত।

৮০৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, যখন তিনি দেখলেন যে, তারা গনীমতের মাল আহরণের জন্য ঝাপিয়ে পড়েছে, তার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কোন সময় ধারণা করেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্য হতে কারো অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ থাকতে পারে।

৮০৩৮. হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, সে দিন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যে লোক দুনিয়া ও দুনিয়ার কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষিত।

৮০৩৯. ইবন ইস্খাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مِنْ كُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা এমন লোক, যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গনীমতের মাল লাভের কামনা করে এবং যে আনুগত্যের উপর পারলৌকিক পুরুষারে পুরুষত হবে আর যে আনুগত্যের প্রতি আদিষ্ট তা ছেড়ে দেয়। وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْأُخْرَةَ হচ্ছেন তারা, যারা পারলৌকিক পুরুষার কামনা করেন, অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্ পথে জিহাদ করেন এবং মহান আল্লাহ্ নিকট হতে পারলৌকিক পুরুষার লাভের আশায় দুনিয়ার ব্যাপারে যে কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে, তার বিরোধিতা পরিহার করেন, নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকেন।

تَمَصْرِفُكُمْ عَنْهُمْ لِبَيْتِكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (তারপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেন) ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের থেকে যা কামনা করেছ এবং তাদের প্রাণ্ত করার যে খেয়াল তোমাদের অন্তরে ছিল এবং তোমরা তাদের উপর জয়ী হওয়ার ছিলে, তা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেওয়ার পর বাস্তবে তা তোমরা লাভ করা হতে বক্ষিত হয়েছ এবং আমার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা, তাঁর আনুগত্যের বিরোধিতা করা আর পরকালের উপর ইহকালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তোমরা যা করেছ, সে সব কারণে তোমাদেরকে তার শাস্তি স্বরূপ তাদের সাথে তোমাদের পরিস্থিতিকে তিনি পান্তিয়ে দিয়েছেন لِبَيْتِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, যাতে তোমাদের মধ্য হতে যারা কপট বিশাসী উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ হয়ে যায়।

৮০৪০. ইমাম সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খালিদ ইবন ওয়ালীদ পুনরায় আক্রমণের জন্য যে প্রত্যাবর্তন করেছিল, সে কথাটাই আল্লাহ্ পাক এখানে উল্লেখ করেছেন। তোমাদের উপর হতে তিনি তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন।

৮০৪১. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন تَمَصْرِفُكُمْ عَنْهُمْ পুনরায় তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে এ দলটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফলে বদরের যুদ্ধে যত সংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল মুসলমানদের তত লোক শহীদ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচাও শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মুখের দস্ত পাটির চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায়, তিনি মুখমণ্ডলে আঘাত পান। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছতে থাকেন আর বলেন-এ জাতি কিভাবে সাফল্য লাভ করবে, যে জাতি তাদের নবীর সাথে এমন আচরণ করে। যে নবী তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের প্রতি আহবান করেন। ঐ মুহূর্তে لَيْسَ لَكُمْ أَمْرٌ شَيْءٌ নাযিল হয়। (সুরা আলে-ইমরান, ১২৮) তারপর যখন তারা বলল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা وَقَدْ صَدَقْتُكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ হতে পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

৮০৪২. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **أَنْ صَرَفْتُمْ عَنْهُمْ لِبَيْتِكُمْ** আয়াতাংশ পাঠ করে বলেন, তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন এবং যা হয়েছে তা তোমাদের কিছু গুনাহুর কারণে হয়েছে।

—**وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ وَاللَّهُ تُوَفِّقُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ**— অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক মু'মিনগণের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ** (নিচয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে রাসূলের বিরক্তচরণকারীরা! এবং তোমাদের যাকে যেখানে অটল তাবে মোতায়েন থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সে নির্দেশ অমান্যকারীরা। তোমরা যে অপরাধ করেছ, সে অপরাধের শাস্তি তিনি ক্ষমা করেছেন যে গুনাহ বা অপরাধের কারণে তোমাদেরকে শক্তদের কাছে পরাস্ত করেছেন, তা তার চেয়েও অনেক বড় গুনাহ ছিল, কারণ তিনি তোমাদের পুরা দলের মূলোৎপাটন করেন নি। যেমন,

৮০৪৩. মুবারক (র.) বলেন, হাসান (র.) নিজের এক হাত দিয়ে অপর হাতের উপর থাপড় মেরে বলেছেন, তিনি (মহান আল্লাহ) কিভাবে তাদেরকে ক্ষমা করলেন! অথবা তাদের কারণে সত্তর জন শহীদ হলেন। আর রাসূলের চাচাও শহীদ হলেন এবং তাঁর সম্মুখের চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে গেল। তিনি মুখ্যমন্ডলে আঘাত পেলেন। হাসান (র.) আরও বললেন, মহান আল্লাহ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যখন আমাকে অমান্য করেছ, তখন আমি তোমাদেরকে ধ্বংস না করে বরং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মুবারক বলেন, হাসান (র.) তারপর বলেছেন, সে সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)—এরসাথে ছিলেন এবং আল্লাহর পথে ছিলেন, আল্লাহর দুশ্মনদের সাথে যুদ্ধ করতেন। তবে তাদেরকে যে একটি কাজ হতে বিরত থাকার জন্য তিনি আদেশ করেছেন তারা সে কাজ করেছেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! যদিও তারা সে নির্দেশ মানে নি কিন্তু তাঁরা সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছেন এবং তাঁরা অনুত্পন্ন ও বিষগ্র। পাপী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার সুযোগ হয়েছে, প্রকৃত পাপী সব রকমের গুনাহুর কাজে সাহসী, যে কোন জটিল কাজেও পদক্ষেপ নেয়, দাঙ্কিকতার পোশাক ধারণ করে এবং বেপরোয়া মনোভাবের হয়ে যায়।

৮০৪৪. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ**— এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করেন নি।

৮০৪৫. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ**— এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন, নিচয় তিনি গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তোমরা তোমাদের নবীর সাথে যে অপরাধ করেছ, তজন্য তোমাদেরকে যে ধ্বংস করেন নি বরং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন আমি তোমাদের উপর পুনরায় অনুগ্রহ করেছি।

(আল্লাহ মু'মিনগণের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল সে সব লোকদের প্রতি, যারা তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী এবং তাঁর রাসূলের উপর

বিশ্বাসী। যে সব গুনাহের জন্য তারা অবধারিত শাস্তির যোগ্য, আল্লাহ পাক তাদের সে সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যদিও কোন গুনাহের জন্য শাস্তি দেন, তবুও তা তাদের প্রতি অনুগ্রহ, যেহেতু তারপরও তাদের নিকট আল্লাহর বহু নিয়মত রয়েছে। যেমন :

৮০৪৬. ইবন ইসহাক (র.) (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে মু'মিনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, কোন কোন গুনাহের জন্য তাড়াতাড়ি দুনিয়াতেই শাস্তি দেন। আর এ শাস্তি শিক্ষা গ্রহণের জন্য দিয়ে থাকেন ও মারাত্তুক গুনাহের জন্য। ধ্বংস করে দেন না। অন্যায় অপরাধের জন্য তাদেরকে দুনিয়াতে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা রহমত স্বরূপ দেয়া হয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে ইমান থাকায় তাদের প্রতি রহমত বর্ণণ করা হয়।

আল্লাহর বাণী :

(১০৩)
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوَنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فَإِنَّ أُخْرَ كُمْ فَإِنَّكُمْ غَنِيٌّ
بِغِيمٍ لِكِبِيلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَمْأَأَ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১৫৩. “স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন তোমরা উর্ধ্মস্থে ছুটছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি (আল্লাহ পাক) তোমাদেরকে বিপদের পর বিপদ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছে, অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখবোধ না করো। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত আছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন,

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সবাই ছত্রবজ্র হয়ে রণভূমি থেকে ছুটে ছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি না তাকিয়ে পলায়ন করে তোমরা যে গুনাহ করেছ, তখন তোমাদেরকে আল্লাহ পাক সম্মে ধ্বংস করেন নি, বরং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছেন।

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ পঠন পদ্ধতিতে স্বরচিহ্ন ব্যবহারে একাধিক মত পেশ করেছেন, হাসান বসরী ব্যতীত হিজায়, ইরাক ও শাম দেশের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ শব্দের পঠন (তা) বর্ণে ‘পেশ’ এবং ৬ বর্ণে ‘যের’ দিয়ে পাঠ করেছেন এবং এটি আমাদেরও পঠনরীতি। কেননা, এরীতিই সর্বসমতিক্রমে জোরদার। এর বিপরীত পঠনরীতিকে তারা পসন্দ করেননি।

৮০৪৭. হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ৬ ও ৬ উভয় বর্ণের উপর ‘যবর’ দিয়ে পাঠ করতেন। শব্দে যারা ৬ কে পেশ দিয়ে এবং ৬-কে যের দিয়ে পাঠ করেছেন, তারা অর্থের দিকে লক্ষ্য করে পাঠ করেছেন। তাঁরা শক্তদের নিকট পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করেছিলেন। যেমন উবায় — এর পঠনরীতিতেও ওয়াদী শব্দটি উল্লেখ রয়েছে—
الوادى

৮০৪৮. হারন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমান্তরাল ভূমি, মাঠ এবং গিরিপথে যে পলায়ন করা হয়, তা হলো **اصعَادٍ - مَصْعُودٍ** নয়। তবে পাহাড় পর্বত ও টিলা অর্থাৎ উচু স্থান দিয়ে যদি পলায়ন করা হয়, তবে তাকে আরবীতে **مَصْعُودٍ** বলা হয় এবং সে হিসাবে উক্ত শব্দ ব্যবহার হয়। কারণ **الْأَرْضِ** অর্থ কোন কিছুর উপর উঠা, চড়া, আরোহণ করা। তারা আরো বলেন, সমান্তরাল ভূমিতে চলা বা অবতরণ করা হলো আরবীতে **اصعَادٍ - مَصْعُودٍ**-এর অর্থ বের হওয়া। যেমন কেউ কেউ বলেছেন **الْكَوْفَةِ الْخَرَاسَانِ** অর্থাৎ আমরা কৃষ্ণ হতে খুরাসান সফরে বের হয়েছি। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন যে, যখন মুসলমানগণ তাদের শক্রের নিকট পরাজিত হলেন, তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রদের থেকে পলায়ন করেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮০৪৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **وَلَا تَنْهُنْ عَلَىٰ أَحَدٍ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এবং তোমরা পেছনে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। অর্থাৎ উহুদের দিন সে মুহূর্তে তারা পলায়নপর হয়ে রণভূমিতে অবতরণ করেছিল। নবী করীম (সা.) তাদেরকে তাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। তিনি ডেকে বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার নিকট এসো, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার নিকট এসো। তোমরা আমার নিকট এসো।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, কিন্তু হাসান বসরী (র.) তাঁর অভিমতের উপর প্রমাণ সাপেক্ষে বলেন, যখন মুসলমানগণ মুশারিকদের নিকট পরাজিত হলেন, তখন তারা পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। হাসান বসরী (র.)-এর অভিমতের উপর কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার একমত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮০৫০. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের রণক্ষেত্রে যখন মুশারিকগণ মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে, তখন তাদের কেউ কেউ মদীনায় চলে যায়। আর কেউ কেউ পাহাড়ের উপরে উঠে অবস্থান করে। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে “হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার নিকট এসো, আমার নিকট এসো” বলে ডাকতে থাকেন। তারা পাহাড়ের উপর উঠেছে বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও তাদেরকে বিশেষভাবে ডেকেছেন। সুতরাং আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, **إِذْ تُصْبِعُونَ وَلَا تَنْهُنْ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيْ أَخْرَكُمْ** ।

৮০৫১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে পৃথক হয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে তিনি পেছন থেকে তাদেরকে ডাকতে থাকেন।

৮০৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনাও রয়েছে।

৮০৫৩. ইবন আবাস (রা.) **إِذْ تُصْبِعُونَ وَلَا تَنْهُنْ عَلَىٰ أَحَدٍ** -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তারা পালিয়ে যাবার জন্য পাহাড়ে উঠেছে।

ইবন জরীর তাবারী (র.) বলেন- আমরা উল্লেখ করেছি যে, উভয় পঠন পদ্ধতির মধ্যে ৪-টি -কে পেশ দিয়ে এবং ৪ -কে যের দিয়ে পাঠ করা উত্তম সুতরাং যারা এর ব্যাখ্যায় পাহাড়ে উঠা বা আরোহণ

করা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন তাদের চেয়ে যারা ভূমিতে অবতরণ বা চলাফেরা অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাদের ব্যাখ্যা উত্তম।

(এবং তোমরা পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করোনি)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- তোমরা পেছনের দিকে তোমাদের কারো প্রতি তাকাও না এবং তোমরা পরম্পর কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য কর না।

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيْ أَخْرَكُمْ -এবং রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পেছন থেকে ডাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে রাসূলে বিখ্যাসী সাহাবিগণ। তোমাদের পেছন হতে রাসূল তোমাদেরকে ডাকছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পেছন হতে হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার নিকট এসো, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার নিকট এসো বলে ডাকছেন।

৮০৫৪. ইবন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের পেছন দিক হতে আহবান করেছিলেন যে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে ফিরে এসো। তোমরা আমার দিকে ফিরে এসো।

৮০৫৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, নবী করীম (সা.) তাদেরকে আহবান করেছিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার নিকট ফিরে এসো।

৮০৫৬. সুন্দী (র.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮০৫৭. ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক নবী (সা.)-এর আহবান সত্ত্বেও তাদের পলায়নের বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে বলছেন যে, তারা মহানবীর আহবানের প্রতি মনোযোগ দেয়নি।

৮০৫৮. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তা ছিল উহুদের দিন যখন মুসলিম যোদ্ধারা নবী (সা.)-এর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এরপর আল্লাহ পাক তোমাদের কঠে করে পর কঠ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য যেন দুঃখবোধ না কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে অবহিত আছেন।’

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী **وَغَمْ لِكِيلًا تَحْرِنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** -এর অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের নবী হতে পলায়ন করার কারণে, তোমাদের শক্রের সাথে মুকাবিলায় হতাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করার কারণে তোমাদের উপর কঠের উপর কঠের উপর কঠ নেমে এসেছে। সে কঠ হলো শাস্তি। আর শাস্তি হলো শক্রকে তাদের উপর জয়ী করে দেয়া। যাতে তারা এর পরিবর্তে যা পেয়েছে তাতে তারা পুন্যই লাভ করেছে। কেননা, তা ছিল তাদের কর্মফল যাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। আল্লাহ তা‘আলা এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, বিনিময় প্রদান কর্তা প্রত্যেক কাজের বিনিময় প্রদান করেন। তাই সে কাজ ভাল হোক বা মন্দ হোক। অথবা

বিনিময় এরপও হতে পারে যেমন, পায়ের পরিবর্তে পা, অথবা হাতের পরিবর্তে হাত। আল্লাহু পাকের বাণী **بُرْوَتْ** অর্থ বিনিময়। তা সম্মানজনকও হতে পারে আবার শাস্তিমূলকও হতে পারে। যেমন, কবির কথা

أَخَافُ زِيَادَانِ يَكُونُ عَطَاوَهُ * أَدَاهَمْ سُورَاً أَوْ مُحَدَّرَةً سُمْرَاً

এখানে **عَطَاءً** শব্দ ব্যক্ষিশ বা দানকে শাস্তি হিসাবে গণ্য করেছে। যেমন, কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছার বাইরে বা অপসন্দনীয় খারাপ কিছু করলে তখন বলে থাকে **جَارِيَّكَ عَلَى فَعْلَكَ وَلَا شَيْئَكَ تُؤْبَكَ** - আমি **أَبَشْযَاهِ** তোমার কাজের বিনিময় প্রদান করব। আমি অবশ্যই তোমার পুরস্কার পেছিয়ে দেব।

وَلَا صَلِيبَكُمْ فِي جُنُونٍ **عَمَّا بِغَمْ** অর্থ **(ط١٧)** যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে (১৭) **النَّخْلُ** (আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিন্দু করবই। তোমাকে কষ্টের উপর আবার যে কষ্ট দিয়েছেন তিনি অবশ্যই এর বিনিময় দান করবেন। সূতরাং তিনি তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট দিয়েছেন - এর অর্থও তদুপ। কারণ, এর ভাবার্থ এরপ হতে পারে - তোমাদেরকে আল্লাহু পাক এক কষ্টের উপর আবার যে শোক দিয়েছেন, তার বিনিময় অবশ্যই আল্লাহু পাক দান করবেন। কষ্টের পর কষ্ট বা শোকের উপর শোক। এখানে প্রথম কষ্ট কি এবং দ্বিতীয় কষ্ট কি? এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম কষ্ট হলো রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিহত হওয়ার বিষয় নিয়ে মানুষ যে বলাবলি করেছে। দ্বিতীয় কষ্ট হলো উহুদের রণক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই নিহত ও আহত হওয়া।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮০৫৯. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **فَأَتَابُكُمْ عَمَّا بِغَمْ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, “তারা সে দিন বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিহত হয়েছেন। এটাই ছিল তাদের প্রথম কষ্ট। দ্বিতীয় কষ্ট হলো, সাহাবিগণের নিহত হওয়া ও আহত হওয়া। হ্যরত কাতাদা (র.) বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে মোট সত্তর জন শহীদ হয়েছেন। তন্মধ্যে ছেষটি জন আনসারও চার জন মুহাজির ছিলেন। **لَكِيلَاتْ حَرَنْتُوا عَلَى مَافَاتِكُمْ** (যাতে যেন তোমরা তোমাদের হস্তচূত বিষয়ের জন্য দুঃখ না কর)। অর্থাৎ তিনি বলেন, হস্তচূত বিষয় জনগণের গনীমতের মাল নিয়ে এবং তোমরা যে আহত ও নিহত হয়েছ এ বিষয় নিয়ে তোমরা কোন চিন্তা বা দুঃখ করবে না।

৮০৬০. হ্যরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **فَأَتَابُكُمْ عَمَّا بِغَمْ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহা বিপদের উপর বিপদ। প্রথম বিপদ বা বিপর্যয় হলো, নবী করীম (সা.)-এর নিহত হওয়ার খবর। দ্বিতীয় বিপদ হলো - কাফিরদের ফিরে এসে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করা। যাতে তাদের মধ্য হতে সত্তর জন নিহত হন, যে কারণে তাঁরা নবী করীম (সা.) হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁরা পাহাড়ের উপর দিকে ছুটে যেতে থাকেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে তাঁদের পেছন দিক থেকে ডাকতে থাকেন।

৮০৬১. হ্যরত মুজাহিদ (র.) হতে অপর সনদেও অনুসৃত একটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তাদের প্রথম শোক ছিল - তাদের মধ্য হতে যাঁরা নিহত ও আহত হয়েছিলেন, সে আহত ও নিহত হওয়ার শোক দ্বিতীয় শোক ছিল - রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিহত হওয়ার খবর ঘোষণাকারীর আওয়ায়ে তারা শুনতে পেয়ে শোকাত হয়ে পড়েছিলেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন :

৮০৬২. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **عَمَّا بِغَمْ** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথম শোক হলো - আহত ও নিহত হওয়া, দ্বিতীয় শোক হলো নবী করীম (সা.)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ। এ খবর শুনে তারা আহত - নিহতের কথা এবং তারা যে গনীমতের মালের আশা করেছিলেন। তা ভুলে গিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা সেদিকে ইঙ্গিত করেই ইরশাদ করেছেনঃ **إِنَّمَا تَجْرِيَنَا عَلَى مَافَاتِكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ** (যা তোমাদের হস্তচূত হয়েছে এবং তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে যাতে তোমরা তার উপর দুঃখ না কর।)

৮০৬৩. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **فَأَتَابُكُمْ عَمَّا بِغَمْ**-এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথম শোক আহত ও নিহত হওয়ার সংবাদ। দ্বিতীয় শোকহিল যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিহত হওয়ার খবর শুনেছিলেন। দ্বিতীয় শোক আহত ও নিহত হওয়ার এবং তারা গনীমতের মালের যে আশা করছিল তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার শোককে ভুলিয়ে দিয়েছিল। এ কথাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যাতে তোমাদের যা হস্তচূত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছে তাতে তোমরা দুঃখ না কর।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, প্রথম কষ্ট বিজয় ও গনীমতের মাল হতে তাদের বঞ্চিত হওয়া দ্বিতীয় কষ্ট হলো - পাহাড়ের গিরিপথে পেছন দিক থেকে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের হঠাৎ মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আক্রমণ করা। মুসলমানগণের উপর আক্রমণ করায় যে বিপর্যয় ঘটেছে এবং মুসলমানগণের অনেকে যে পালায়ন করেছে এ সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা হলো, যখন মুসলমানগণের উপর বিপর্যয় ঘটল এবং মুসলমানগণ পলায়ন করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান এসে মুসলমানগণের উপর আক্রমণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাথে যুদ্ধের মাঠে ছিলেন। তারা পরাজয়ের মুহূর্তে পেছনের দিকে হটে যাচ্ছিল। তাঁরা আবু সুফিয়ানের পুনঃ আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, আবু সুফিয়ান তার দলবল সহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে।

এ বিষয়ে হাদীসে যা উল্লেখ হয়েছে :

৮০৬৪. হ্যরত সুন্দি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে ডাকার জন্য এগিয়ে যান। ডাকতে ডাকতে তিনি পাহাড়ে অবস্থানকারিগণের নিকট পৌছে যান। তারপর তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেলেন, তখন তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তীর নিক্ষেপ করার জন্য তার ধনুকে তীর রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা দেখেই উচ্চস্থের বলে উঠলেন, আমি রাসূলুল্লাহ! (আল্লাহর রাসূল) এ অবস্থায় তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জীবিত পেয়ে বুশীতে মাতোয়ারা হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিরক্ষায় যারা থাকবে, তাঁদের মধ্যে নিজেকে দেখে তিনিও খুশী হন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মাঝখানে রেখে সকলে এক জায়গায় সমবেত

হলেন। তারপর তারা বিজয়ের কথা, হস্তচুত বিষয়ের কথা এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের কথা আলোচনা করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এমন সময় আবৃ সুফিয়ান আক্রমণ করার জন্য তাঁদের দিকে অগ্রসর হয়। আবৃ সুফিয়ানকে তাঁরা দেখতে পেয়ে নিহতদের সম্পর্কে যে আলোচনা করছিলেন তা তাঁরা বক্ষ করে দেন। কারণ, তাঁরা আবৃ সুফিয়ানের লক্ষ্যস্থল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। হে আল্লাহ! এ দলটিকেও যদি তুমি মেরে ফেল, তবে আমরা কি তোমার ইবাদত করব না। তারপর তিনি সাহাবিগণকে ডাকলেন। তাঁরা এসে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে নীচে নামিয়ে দেন। তখন আবৃ সুফিয়ান উচ্চ আওয়ায়ে বলল, আজ হানযালার পরিবর্তে হানযালার দিন। হোবলের বিজয়ের দিন এবং বদরের বদলে বদর। এ দিনেই তারা হানযালা ইবনুর রাহেবকে হত্যা করেছিল। তিনি অপবিত্র ছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করায়েছিলেন। হানযালা ইবনুর আবৃ সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আবৃ সুফিয়ান সে সময় বলল, আমাদের উত্থা আছে, তোমাদের উত্থা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) উমরকে বললেন, তুমি বল, আমাদের মাওলা আছে তোমাদের তো মাওলা নেই। তখন আবৃ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছেন? সকলে সমস্তের বলে উঠলেন, হাঁ আছেন। সে বলল, তোমাদের সে তো এক বড় বিপদ স্বরূপ ছিল। যাক, আমি তার সম্পর্কে কিছু বলিনা, নিষেধও করি না। এবং খুশীও না, নারায়ও না। তারপর আল্লাহ পাক তাদের উপর আবৃ সুফিয়ানের আক্রমণের উল্লেখ করে ইরশাদ করেনঃ ۱۵۴
“فَلَمْ يَكُنْ لِّكُلَّ أَهْلٍ تَحْزِنَ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ”
“ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদে ফেলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য দুঃখিত না হও।” গন্নীমতের মাল ও বিজয় হস্তচুত হওয়া প্রথম কষ্ট এবং দ্বিতীয় কষ্ট হলো তাঁদের উপর শক্তিশালী আক্রমণ। যখন তাঁরা গন্নীমতের মাল হস্তচুত হওয়ার এবং নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করে দুঃখ করছিলেন, তখন আবৃ সুফিয়ান পেছন দিক থেকে ঝাপটা মেরে আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে তাঁরা সে দুঃখ ও শোকের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

৮০৬৫. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, আমাদের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে হতে তাঁরা উহুদ সম্পর্কে হাদীসের আলোচনা করেন এবং তাঁরা বলেন, সেদিন মুসলমানগণ যে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে বিপর্যয়ের কারণে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এক ভাগ নিহত, দ্বিতীয় ভাগ আহত এবং তৃতীয় ভাগ প্রাজিত। যদু এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, কি ঘটবে তা কেউ জানত না। শক্তরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে পাথর মারতে শুরু করে। যে পাথর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেহের এক পার্শ্বে ও এক অঙ্গে লাগে। পাথরের আঘাত তাঁর সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে এবং মুখমন্ডলকে ক্ষত - বিক্ষত করে এবং ঠেঁট ফেটে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি উত্তবা ইবন শায়বাহ ও আবৃ ওয়াক্কাস এ ঘটনা করেছিল। পতাকাধারী মাস'আব ইবন উমায়র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্ধিকটে থেকে শক্তর মুকাবিলা করে শহীদ হয়ে যান। ইবন কুমাইয়া লায়ছী তাঁর উপর আঘাত করেছিল। সে মনে করেছিল এ লোকই রাসূলুল্লাহ (সা.), তাই সে কুরায়শদের কাছে গিয়ে ঘোষণা করে দেয় “আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি।”

৮০৬৬. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, পরাজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রথমে কে শনাক্ত করে ছিলেন? অথচ মানুয়েরা বলছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। যেমন, ইবন শিহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বনী সালেমার মিত্র কাঁব ইবন মালিক (রা.) বলেন, মিগফার বৃক্ষের নীচে নবী করীম (সা.)-এর উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় দেখে আমি চিনতে পেরেছি। তাঁকে দেখেই আমি উচ্চস্থানে বললাম, হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা সুসংবাদ শুনো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে আছেন, আমি চূপ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইশারা করলেন। যখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চিনতে পারলেন, তখন সকলে তাঁর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পাহাড়ের গিরিপথের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর সাথে তখন আলী ইবন আবী তালিব, আবৃ বকর ইবন কুহাফা; উমর ইবনুল খাত্তাব, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, মুবায়র ইবনুল আওয়াম এবং হারিছ ইবন সিমাত প্রমুখ মুসলমানদের দলে ছিলেন। পাহাড় থেকে যখন উচ্চস্থানে এক লোক গর্জন করে হাঁক দিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর দরবারে আরয করে বললেন, হে আল্লাহ! তারা যেন আমাদের উপর চড়াও না হয়। এরপর উমর (রা.) এবং তাঁর সাথে কয়েকজন আনসারের একটি দল মিলে আক্রমণ করে তাদেরকে পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন খালি শরীরে ছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে যখন একটি বড় পাথরের উপর ওঠার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু উপরে ওঠার শক্তি পান নি, তখন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ নীচে বসে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উপর দিয়ে উঠে থান। তারপর আবৃ সুফিয়ান প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যোগ হয়। তখন সে পাহাড়ের উপর উঠে উচ্চরবে চীৎকার করে বলতে থাকে - তুমি পুরস্কার পেয়েছ তো এবং বলল, যদু হলো আবর্তনশীল এক বদরের পর আরও বদর আছে। হোবল দেবতা মহান, যে তোমাদের দীনের উপর জয়ী হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) উমরকে বললেন, উঠ এবং তাকে জবাব দাও, বল, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান, তাঁর সমরক্ষ কেউ নেই। আমাদের নিহতগণ জান্নাতে এবং তোমাদের নিহতগণ জাহানামে। উমর(রা.) যখন এ জবাব দেন, তখন আবৃ সুফিয়ান তাঁকে বলল, হে উমর। আমার নিকট এসো, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, তার কাছে যাও এবং তার পরিষ্ঠিতি দেখ। উমর (রা.) তার নিকট গেলেন। আবৃ সুফিয়ান তাঁকে বলল, আল্লাহর শপথ করে আমি তোমাকে বলছি, হে উমর! মুহাম্মাদকে কি আমরা নিহত করেছি? হয়রত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! না তিনি তো এখন তোমার কথা শুনছেন। আবৃ সুফিয়ান তাঁকে বলল, তুমি আমার নিকট ইবন কামিইয়া হতে অনেক বেশী সত্যবাদী এবং ইবন কামিইয়ার দিকে ইশারা করে সে তাদের নিকট যা বলেছে তা বলে দিল। সে বলেছে, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি। তারপর আবৃ সুফিয়ান এক চীৎকার দিয়ে বলল, সে তোমাদের দ্বারা বিকলাঙ্গ হয়েছিল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি খুশীও নই, অখুশীও নই এবং নিষেধও করিনি আর আদেশও করিনি।

৮০৬৭. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা বলেন, **فَإِنَّكُمْ غَمَّ بِغَمِّ لَكِيلًا تَحْرِزُونَ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ**
এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এর অর্থ কষ্টের পরে কষ্ট। তোমাদের ভাইদের নিহত হওয়া, তোমাদের উপর তোমাদের শক্তির বিজয় এবং যে ব্যক্তি তোমাদের নবী নিহত হওয়ার কথা

বলেছে, তার সে কথায় তোমাদের অন্তরে যে আঘাত লেগেছে তোমাদের উপর পর পর যে বিষাদের পর বিষাদ নেমে এসেছে, তা এ জন্য যাতে তোমরা স্বচক্ষে তোমাদের শক্তির উপর তোমাদের বিজয় দেখার পর তোমাদের যে কাংক্ষিত ক্ষম্তি হস্তচ্যুত হয়েছে এবং তোমাদের নিহত হওয়ায় তোমাদের বেদনাদায়ক বিপর্যয় ঘটেছে তা যেন প্রশংসিত হয়ে যায়।

—**وَاللَّهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** — আল্লাহু পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাদের মধ্যে বিপদের যে দুঃখ বেদনা এবং অন্তরের শোক ও দুঃখ আল্লাহু পাক দূর করে দিয়েছেন। তাদের নবী নিহত হয়েছেন বলে শয়তানের যে মিথ্যা প্রচারণা ছিল মহান আল্লাহু তার জবাব দান করেছেন। যখন তারা রাসূলুল্লাহু (সা.)—কে তাদের পেছনে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেল তাতে তারা মুসলমানদের প্রতি হেয় প্রতিপন্থ হয়ে গেল, মুসলমানদের উপর তারা যে বিজয় লাভ করেছে তারও গুরুত্ব কমে গেল। তাদের উপর যে বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা—ও সহজ হয়ে গেল। মহান আল্লাহু যখন তাদের নবী নিহত হওয়ার খবর মিথ্যায় পর্যবসিত করলেন, তখন মুসলমানদের সব রাকমের দুঃখ-বেদনা ও শোক-তাপ প্রশংসিত হলো।

৮০৬৮. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **فَأَتَابُكُمْ غَمًّا بِغَمٍ** — এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের সঙ্গীগণ নিহত হওয়ায় তারা দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। তারপর তাঁরা যখন পাহাড়ের গিরিপথে গিয়ে সারিবদ্ধ হলেন, তখন আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীরা গিরিপথের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। এ সময় মুসলমানগণ তেবেছিলেন যে, নিশ্চয় তারা তাদের আক্রমণ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এটাও তখন তাদের চিন্তার ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তাদের মধ্যে আগের যে দুঃখ ও শোক ছিল তা অনেকটা স্থিতি হয়ে যায়। বা তারা নতুন বিপদ আসন্ন দেখতে পাওয়ায় পূর্বের শোক ও দুঃখের কথা ভুলে গিয়েছিল। সম্ভবত এ নিরিখেই আল্লাহু তা‘আলা ইরশাদ করেছেন **فَأَتَابُكُمْ غَمًّا بِغَمٍ** **لِكِيلَاتْ حَرَزْنَا عَلَى مَافَاتَكُمْ**

ইব্ন জুরাইজ বলেন, **عَلَى مَافَاتَكُمْ** এর অর্থ হলো আল্লাহু পাক ইরশাদ করেছেন, গন্তব্যতের মাল থেকে যা হস্তচ্যুত হয়েছে তার জন্য তোমরা দুঃখ না কর। আর তোমাদের জীবনের উপর যে বিপদ এসেছে এর জন্য তোমরা আক্ষেপ করন।

৮০৬৯. উবায়দ ইব্ন উমায়ার হতে বর্ণিত, আবু সুফিয়ান ইব্ন হরব এবং তার সাথীরা এসে গিরিপথের নিকট অবস্থান নেয়। তারপর সে ডাক দিয়ে বলল, এ দলে ইব্ন আবী কাবাশাঃ আছে কি? সকলে নীরব থাকেন। তাই আবু সুফিয়ান বলল, কা‘বার শপথ! সে নিহত হয়েছে পুনরায় সে বলল, এ দলে আবু কুহাফার পুত্র আছে কি? সকলেই নীরব থাকেন। সে আবার বলল, কা‘বার শপথ! সে নিহত হয়েছে। তারপর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, দলের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্বাব আছে কি? কোন উন্নত না পেয়ে সে বলল, কা‘বার রবের শপথ, সেও নিহত হয়েছে। তারপর আবু সুফিয়ান বলতে লাগল বদরের বিনিময়ে আজ হোবল দেবতা জয়ী হলো এবং হান্যালার মুকাবিলায় হান্যালা বিজয়ী হলো। এখন আর তোমরা তোমাদের দলের মধ্যে আমাদের জ্ঞানবান ব্যক্তি ও নেতাদের মতো লোক আর পাবে না। তারপর

রাসূলুল্লাহু (সা.) উঘরকে বললেন, ঘোষণা কর, আল্লাহই একমাত্র মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। হাঁ এখানেই রয়েছেন রাসূলুল্লাহু (সা.) আর এই যে রয়েছেন আবু বকর (রা.) আর আমিও রয়েছি এখানে। দোষখবাসী ও জান্নাতবাসী কখনও এক বরাবর নয়। জান্নাতবাসীরাই কৃতকার্য। আমাদের যাঁরা শাহাদত বরণ করেছেন, তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর তোমাদের নিহতরা যাবে দোষখের অধিকৃতে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন :

৮০৭০. ইব্ন আবাস (রা.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যখন তোমরা রাগভূমিতে অবতরণ করছিলে এবং তোমরা পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না অথবা রাসূল (সা.) তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তাঁরপর তারা প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল্লাহর শপথ করে বলেন, আমরা তাদের মুকাবিলা করবই এবং তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করব। তারা আমাদের থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহু (সা.) তাদেরকে বললেন, ছেড়ে দাও। তোমাদের এ প্ররাজয় হয়েছে আমার কথা অনুসরণ না করার কারণে। এমন সময় অন্যান্য সকলে তাদের নিকট এসে উপস্থিত হন। তারা শোক-তাপ ও দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়েছে। তারা বাহাদুরীর সাথে তাদের তলোয়ার ঘূরাতে থাকে, যখন তারা এখানে এসেছিল, তখন তাদের ছিল শুধু প্ররাজয়ের দুঃখ। এ অবস্থার প্রতি আল্লাহু তা‘আলা ইশারা করে তাদেরকে বলেন, এ অবস্থা আমি এ জন্যই করেছি যাতে নিহত হওয়ার কারণে এবং তোমাদের যা হস্তচ্যুত হয়েছে সে জন্য তোমরা দুঃখ না কর। এ জন্যই তিনি তোমাদেরকে কঠের পর কঠ দিয়েছেন। এ ঘটনা উহুদের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল।

ইমাম আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব মত উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সেই অভিমতটি উত্তম যে ব্যক্তি **فَأَتَابُكُمْ غَمًّا بِغَمٍ** — এর ব্যাখ্যায় বলেছেন— হে, মু’মিনগণ! মুশরিকদের গন্তব্যতের মাল হতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া আর তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্তি হতে আল্লাহু তোমাদেরকে বক্ষিত করার শোক এবং তোমরা যা পেতে চেয়েছিলে তা তোমাদেরকে আমি দেখাবার পর তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করায় এবং তোমরা তোমাদের নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করায় হতাহত হয়েছ। তা প্রথম কঠ। দ্বিতীয় কঠ হলো, তোমরা তোমাদের নবী নিহত হওয়ার যে খবর পেয়েছিলে, এরপর পুনরায় তোমাদের উপর তোমাদের শক্তির আক্রমণ। এতে তোমরা মনে মনে ভাবছিলে তোমরা তাদের মধ্য হতে যদি হতে, তবে তো তোমাদের এ বিপর্যয় আসত না। এতে বোঝা যায় যে, আয়াতের এ ব্যাখ্যাটাই উত্তম, যা **لِكِيلَاتْ حَرَزْنَا عَلَى مَافَاتَكُمْ** অর্থাৎ গন্তব্যতের মাল লাভ করা। এবং মুশরিকদের উপর বিজয়ী হওয়ার যে আশাবাদী ছিল, তা থেকে বক্ষিত হওয়ার প্রতি **عَلَى مَافَاتَكُمْ** **وَلَمْ أَصَبْকُمْ** তাদের যা হয়েছে বা তারা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। চাই নিজেদের দেহের মধ্যে হোক বা তাদের ভাইদের উপরে হোক। উপরোক্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় কঠের বিষয়টি এ দুঃটির মধ্যে কোনটি নয়, বরং তৃতীয় একটি বিষয়। কারণ যারা তখন রাসূলুল্লাহু (সা.)—এর সাথী ছিলেন আল্লাহু তা‘আলা তাঁর সে সব মু’মিন বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে কঠের পর কঠ দিয়েছেন।

তাদের বিত্তীয় কষ্টের যে কারণ তার জন্যে যেন দুঃখ বা শোক আর না করে যা হস্তচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এর পূর্বে তাদের অস্তরে যে আঘাত লেগেছে সেটিই হলো প্রথম কষ্টের কারণ। যেমন পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে ইরশাদ করেছেন **لِكَيْلَاتْحَرَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ**—এর ব্যাখ্যাও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন— তোমাদের যা হস্তচূর্ণ হয়েছে, তজন্য যেন তোমরা দুঃখ না কর। অর্থাৎ তোমাদের শক্র উপর বিজয় ও তাদের গনীমতের মাল লাভ করার জন্য তোমরা যে আশা আকাঙ্ক্ষা করছিলে, তা তোমরা লাভ করতে পারনি, সে জন্য তোমরা কোন দুঃখ ও অনুভাপ কর না এবং তোমাদের সঙ্গী তাইদের মধ্য হতে যারা আহত হয়েছে ও নিহত হয়েছে তাতে তোমাদের অস্তরে যে আঘাত লেগেছে তাতে যেন তোমরা কোন দুঃখ না কর।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারণ যে তাবে তাদের অভিমতসমূহ প্রকাশ করেছেন আমরা সে ভাবেই তা উপস্থাপন করলাম।

৮০৭১. ইব্ল যাওয়াদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **لِكَيْلَاتْحَرَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ**—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করার প্রত্যাশায় ছিলে তা হস্তচূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তোমরা তার জন্য এবং তোমরা বিজয়ী হতে না পারায় তোমাদের অস্তরে যে আঘাত লেগেছে সে জন্য তোমরা কোন প্রকার শোক কর না।

আল্লাহ পাকের বাণী **وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**—এর ব্যাখ্যা :

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু কর যেমন— তোমাদের শক্র ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মাঠে অবতরণ, তাদের নিকট তোমাদের পরাজয়, তোমরা তোমাদের নবীকে ছেড়ে চলে যাওয়া আর সে জন্য তোমাদেরকে তোমাদের পেছন থেকে তাঁর ডাকা এবং তোমাদের শক্রপক্ষের যা তোমরা পাওয়ার আশা করেছিলে তা হস্তচূর্ণ হয়ে যাওয়ার উপর তোমাদের দুঃখ করা, আর তোমাদের অন্য যে সব দুঃখ—বেদনা তোমাদের অস্তরে আছে আল্লাহ বিশেষভাবে এসব কিছু সংবন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছেন। তিনি তোমাদের এ সব কিছুরই বিনিয়য় দান করবেন।

(১০৪) **ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ أَمْنَةً نَعَسًا يَعْشِي طَبِيقَةً مِنْكُمْ وَ طَبِيقَةً قَدْ أَهَتَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظْهُونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الرَّحِيقِ ضَنْ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِاللَّهِ يُخْفَوْنَ فِي أَنفُسِهِمْ مَمَّا لَا يُبَدِّلُونَ لَكُمْ يَقُولُونَ نَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلَنَا هُنَّا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ**

১৫৪. তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশাস্তি তন্ত্রাঙ্গে, যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর এক দল জাহিলী যুগের অঙ্গের ন্যায় আল্লাহ সংবন্ধে অবাস্তব ধারণা করে

নিজেরই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে। যা তোমার নিকট তারা প্রকাশ করে না, তারা তাদের অস্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বল, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। তা এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অস্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অস্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অস্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ أَمْنَةً نَعَسًا يَعْشِي طَبِيقَةً مِنْكُمْ وَ طَبِيقَةً قَدْ أَهَتَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظْهُونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الرَّحِيقِ ضَنْ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِاللَّهِ يُخْفَوْنَ فِي أَنفُسِهِمْ مَمَّا لَا يُبَدِّلُونَ لَكُمْ يَقُولُونَ نَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلَنَا هُنَّا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ পূর্বে তোমাদেরকে এক শোক দেয়ার পর আবার তোমাদেরকে যে শোকাভ্যুত করেছেন, সে শোকের পর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ শাস্তি নায়িল করেছেন, সে শাস্তি একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের উপর তিনি নায়িল করেছিলেন। যারা মুনাফিক ও সন্দেহ পোষণকারী তাদের উপর নায়িল করা হয়নি। এরপর আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের উপর যে শাস্তি নায়িল করেছেন তা কি ধরনের শাস্তি— তা হচ্ছে তন্ত্রা স্বরূপ। **ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ أَمْنَةً نَعَسًا يَعْشِي طَبِيقَةً مِنْكُمْ وَ طَبِيقَةً قَدْ أَهَتَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظْهُونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الرَّحِيقِ ضَنْ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِاللَّهِ يُخْفَوْنَ فِي أَنفُسِهِمْ مَمَّا لَا يُبَدِّلُونَ لَكُمْ يَقُولُونَ نَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلَنَا هُنَّا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ**

আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন—আমি মনে করি উভয় অভিমতই ঠিক। উভয় রূপে সর্বত্র পড়া হয়ে থাকে। কারণ উভয় পঞ্চতির যে কোন একটি পড়া হোক না কেন, তাতে অর্থ একই থাকে। অর্থের দিক দিয়ে কোন পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, এখানে শাস্তি হলো তন্ত্রা এবং তন্ত্রা হলো শাস্তি। মর্মার্থে উভয় সমান। পাঠকারী যে তাবে পাঠ করবে (উভয় অবস্থার) তাতে কোন ত্রুটি হবে না। পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় এরূপ আছে সবখানে উভয় রূপে পাঠ করা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ পাকের বাণী **إِنْ شَجَرَةَ الرَّقْمُ طَعَامُ الْأَثْيَمِ . كَالْمُهَلِّ يَغْلِي فِي الْبَطْوَنِ** (৪৪ : ৪৩-৪৫)
(**الْمَيْكُ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيٍّ تَمْنَىٰ . ৭৫ : ৩৭**)

প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলমানদেরকে এখানে কেন দু'দলে বিভক্ত করা হলো? একদলকে তন্ত্রা বিজড়িত শাস্তি প্রদান করা হলো। অপর দল অবাস্তব ধারণা নিয়ে নিজেরা উদ্বিগ্ন? আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, দু'দলে বিভক্তির কারণ ব্যাখ্যাকলে নিয়ে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮০৭২. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে যাওয়ার পর যখন উহুদের যুদ্ধ প্রাপ্তির হতে প্রত্যাবর্তন করছিল তখন মুশরিকরা নবী করীম (সা.)-কে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিল যে, তারা আবার আগামী বছর বদরে মিলিত হবে। নবী করীম (সা.) তাদেরকে শুধু হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে জবাব দেন। কিন্তু মুসলমানগণ শুক্রিত হয়ে যান যে, তারা মদীনায় অবতরণ করে আক্রমণ করতে পারে। এ অবস্থা দেখে রাসূলপ্রাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালেন, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি দেখ যে, তারা তাদের সামানপত্র নিয়ে বসে আছে এবং তাদের ঘোড়াগুলোকে ঠিক করছে তবে মনে কর তারা মকায় চলে যাচ্ছে। আর যদি দেখ যে, তারা ঘোড়ার উপর বসে আছে এবং মালপত্র যত্রত্র পড়ে আছে, তবে মনে করতে হবে যে, তারা মদীনায় অবতরণ করবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে তখন রাসূলপ্রাহ বললেন, তোমরা সংযতভাবে আল্লাহকে ত্যক কর এবং যা কিছু ঘটুক না তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রহী। তারপর সে দৃঢ়তি গিয়ে দেখতে পেল যে, তারা তাদের মালপত্র নিয়ে তাড়াহড়া করছে, তারা চলে যাচ্ছে। এখবর সে খুব জ্ঞারে আওয়ায় করে বলে দিল। যখন মু'মিনগণ তা জানতে পারলেন এবং দেখলেন, তখন তারা নবী করীম (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিত হয়ে গেলেন এবং সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছু মুনাফিক তারা শুধু নিজেদের চিন্তায় বিব্রত ছিল। তারা আল্লাহ পাক সমষ্টে অসত্য ধারণা পোষণ করছিল যা জাহিলী যুগের মূর্খতা সুলভ ধারণা ছিল।

৮০৭৩. হয়রত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে দিন তাদের তন্দুর বিজড়িত প্রশান্তি এসেছে যা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তোমাদের একদলকে তন্দুর আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং অপর এক দল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সমষ্টে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উঠিয়ে করেছিল।

৮০৭৪. হয়রত আবু তালহা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের রণক্ষেত্রে যাদের উপর শাস্তিদায়ক তন্দুর এসেছিল আমিও তন্মধ্যে একজন ছিলাম, এমন কি কয়েকবার আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গিয়েছিল। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, অর্থাৎ ছড়ি বা তলোয়ার-এর যে কোন একটা।

৮০৭৫. আবু তালহা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে আমি মাথা উঁচিয়ে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করলাম কাউকে দেখতে পেলাম না, তবে ঢালের নীচে তন্দুর সকলকে ঝিমাতে দেখলাম।

৮০৭৬. আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যাদের তন্দুর এসেছিল তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

৮০৭৭. হয়রত আবু তালহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি তাদের মধ্য হতে

একজন ছিলেন, যাদেরকে তন্দুর আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি আরো বলেছেন তন্দুর কারণে আমার হাত হতে তলোয়ার পড়ে যেত আর আমি তা উঠিয়ে নিতাম।

৮০৭৮. হয়রত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হয়রত আবু তালহা (রা.) তাদেরকে বলেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম, যাদেরকে তন্দুর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি বলেন, তন্দুর কারণে আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যেত। আমি উঠিয়ে নিতাম আবার পড়ে যেত। আবার উঠিয়ে নিতাম। আবার পড়ে যেত। অপর একদল যারা মুনাফিক তারা শুধু নিজেদের চিন্তায় বিব্রত ছিল। তারা আল্লাহ পাক সমষ্টে অসত্য ধারণা পোষণ করছিল যা জাহিলী যুগের মূর্খতা সুলভ ধারণা ছিল।

৮০৭৯. আবদুর রহমান ইবন মুসাওয়ার ইবন মাখরামা (র.) তাঁর পিতা হতে আমি আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.)-কে *لَمْ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَغْرِ أَمْنَةً نَعَسًا* সম্পর্কে জিজেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, উহুদের দিন আমাদের উপর তন্দুর পেয়েছিল।

৮০৮০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, এ ঘটনা উহুদের দিনে। তারা সে দিন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যারা মু'মিন ছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ পাক তন্দুর দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন, যা ছিল শাস্তি ও রহমত।

৮০৮১. রবী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮০৮২. একই সনদে মুছারা অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে রবী‘ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে তন্দুর পেয়ে বসেছিল আর তা তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ হয়েছিল।

৮০৮৩. আবু রায়ীন (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বলেছেন, তন্দুর যুদ্ধে শাস্তি আনয়ন করে এবং তন্দুর সালাতের মধ্যে আসে শয়তান হতে।

৮০৮৪. হয়রত ইবন ইসহাক (র.) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহর প্রতি যাঁরা বিশ্বাসী তিনি তাঁদের উপর তন্দুর নায়িল করেন শাস্তির জন্য। তাতে তাঁরা নির্ভয়ে নিদ্রাভিতৃত হয়ে পড়েন।

৮০৮৫. হয়রত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি *أَمْنَةً نَعَسًا*-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ তাঁদের উপর তন্দুরুত্তা দান করেন, যা তাঁদের জন্য শাস্তিদায়ক হয়েছে। আর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হয়রত আবু তালহা (রা.) বলেন- সেদিন আমার তন্দুর এসেছিল, তন্দুর আমি ঝিমিয়ে পড়ি, এমন কি আমার হাত থেকে আমার তলোয়ারখানা পড়ে যেতে থাকে।

৮০৮৬. হয়রত আবু তালহা (রা.) এবং যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা উহুদের দিন আমাদের মাথা উঁচিয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, সবাই তন্দুরভিতৃত হয়ে পড়েছেন এবং এ *لَمْ أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ الْفَغْرِ أَمْنَةً نَعَسًا*।

৮০৮৭. *وَطَائِفَةً قَدَّاهُمْ أَنفُسُهُمْ يَطْبَئُونَ بِاللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ ظَنَنَ الْجَاهِلِيَّةِ* -এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) - وَطَائِفَةٌ مِنْكُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে এক দল ছিল যারা নিজেদের প্রাণের চিন্তায়ই বিব্রত ছিল। সে দলটি হলো মুনাফিকের দল। তাদের নিজেদের প্রাণের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাদের ছিল না। তাদের নিজেদের নিহত হওয়ার চিন্তা ছিল, এবং কোন বিষয়ে লিঙ্গ হলে তারা মৃত্যুর ভয় করত। তাদের চোখ থেকে নিদানুত্তা পালিয়ে যায়। তারা আল্লাহু সম্বন্ধে মিথ্যাচার মূর্খতাসূলভ চিন্তা করত। যা মহান আল্লাহুর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের মধ্যে বিদ্যমান মহান আল্লাহুর হকুমের বিরুপ মন্তব্য করত এবং মহান আল্লাহুর নবী পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের মধ্যে ধারণা ছিল যে, আল্লাহু পাক তার নবীকে অপমান করেন এবং কাফিরদেরকে তাঁর উপর বিজয়ী করেন। আর তারা বলে, আমাদের কি করণীয় কোন ক্ষমতা আছে? যেমন :

৮০৮৭. হ্যরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় দলটি মুনাফিকের দল। তারা শুধু নিজেদের চিন্তাই করে। অন্যান্য লোককে নিরসনসাহিত করা। ভয় প্রদর্শন করা, এবং সত্য বিষয়ে অপমান করা- এ হলো তাদের বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহু সম্বন্ধে তারা অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। মহান আল্লাহুর হকুমে তারা সন্দেহ পোষণকারী। তারা বলে, “আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে এসে নিহত হতাম না।” তাদের এ অবাস্তব ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহু তাঁরালা ইরশাদ করেন —

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلَّا هُنَّا قُلْ لُوكِنْتُمْ فِي بَيْوِكُنْتُمْ لَبِرْزَ الدِّينِ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ إِلَى
مَضَاجِعِهِمْ

৮০৮৮. হ্যরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় দলটি হলো মুনাফিকদের। তারা শুধু তাদের নিজেদের প্রাণের জন্যই চিন্তা করত। মহান আল্লাহু সম্বন্ধে অজ্ঞতাসূলভ ধারণা পোষণ করত তারা বল্ত, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। মহান আল্লাহু ঘোষণা করেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো।

৮০৮৯. ইবন ইসহাক (র.) বলেন, ^وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَمْتُمْ أَنفُسَهُمْ - এর ব্যাখ্যা হলো, তারা হলো মুনাফিক। তারা নিহত হবার ভয়ে চিন্তিত ছিল। আর তাদের পরকালের কোন আশা ছিল না।

৮০৯০. ইবন যায়দ (র.) - وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَمْتُمْ أَنفُسَهُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো মুনাফিক। ^ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ - এর দ্বারা মুশরিকদের বুঝান হয়েছে।

৮০৯১. হ্যরত কাতাদা (র.) বলেছেন ^ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ - এর অর্থ হলো “মুশরিকদের ধারণা।”

৮০৯২. হ্যরত রবী' (র.) - ^ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ - এর অর্থে বলেন, তা হলো, মুশরিকদের ধারণা।

যَقِيلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفِيَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبَدِّلُنَّ لَكَ يَقُولُونَ
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَا قُتِلَّا هُنَّا

তারা বলে যে, একাজে আমাদের কি কোন অধিকার আছে? হে রাসূল! সকল বিষয় আল্লাহু পাকের হাতেই রয়েছে, যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, তারা বলে, যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকত, তবে আমরা এখানে এভাবে নিহত হতাম না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ^وَطَائِفَةٌ দ্বারা মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা বলেছে, আমাদের তো এ সব ব্যাপারে কোন অধিকার নেই। আল্লাহু পাক তাঁর প্রিয় নবী (সা.)-কে সংৰোধন করে বলেছেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহু পাকের হাতে।

যদি এসব ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকত, তবে আমরা এভাবে যুক্তে বের হতাম না তাদের সঙ্গে যারা আমাদের হত্যা করেছে।

ধৈরা এমত পোষণ করেন :

৮০৯৩. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহু ইবন উবায়কে বলা হয়েছিল, আজকের দিন বনু খায়রাজ নিহত হয়েছে। তদুত্তরে সে বলল, আমাদের হাতে কি কোন ক্ষমতা আছে? আল্লাহু তাঁর রাসূল (সা.)-কে বলেন, আপনি বলে দিন, ক্ষমতা তো সবই মহান আল্লাহু। এ কাজ মহান আল্লাহুর পক্ষ হতে। তিনি নবীকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন এ সব মুনাফিককে যে, সমস্ত ক্ষমতাই আল্লাহু। তিনি তাঁর ক্ষমতা যেদিক ইচ্ছা সেদিকেই কাজে লাগাতে পারেন। নিজ ক্ষমতা বলে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। ইচ্ছা অনুযায়ী যখনই যা চান, তার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি মুনাফিকদের অপকর্মের কথা প্রকাশের দিকে ফিরে আসেন এবং বলেন, তাদের অন্তরে কুফরী এবং তারা মহান আল্লাহু সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণকারী। তাদের অন্তর এমন যে, তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা আপনার নিকট প্রকাশ করে না। তারপর আল্লাহু পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন সে সকল কপটতা ও অপকর্ম, যা তারা গোপন রাখত এবং যে অনুত্তাপ মুসলমানদের সাথে তারা উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হওয়ায় চাকুরভাবে তাদের অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে, তাও তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহু পাক তাদের কুফরী ও কপটতা প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, তারা বলছে, আমাদের কিছু করার যদি ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। অর্থাৎ এ সব মুনাফিক বলছে যে, এ যুদ্ধ যে মুশরিকদের সাথে তা যদি আমরা আগে জানতাম, তা হলো আমরা তার সাথে এ যুদ্ধে বের হতাম না, আর উহুদের যেখানে তারা নিহত হলো, আমাদেরও কেউ নিহত হতো না। উল্লেখ করা হয়েছে, এ কথটা বনী আমর ইবন আউফের ভাই মুআত্তাব ইবন কুশায়র বলেছে।

৮০৯৪. যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহুর শপথ করে বলছি। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আমি মুআত্তাব ইবন কুশায়র - এর উক্তি শুনতে পেয়েছি, যখন আমাকে তন্ত্র আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন আমি তন্ত্রার মধ্যে থেকেও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছি। সে বলেছে, যদি আমাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না।

৮০৯৫. যুবায়র (রা.) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

—এর মধ্যে ক্ল শব্দের পঠন পদ্ধতি নিয়ে কিরাওআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজাব ও ইরাকের কিরাওআত বিশেষজ্ঞগণ ক্ল —এর مث —কে যবর দিয়ে পড়েছেন। বসরাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ —কে সম মনে করে পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং এই হলো —এর খবর। যারা যবর দিয়ে পড়েন, তারা বলেছেন, لب (বদল) হিসাবে যবর দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা যবর দিয়ে পড়ছি, এর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ কিরাওআত বিশেষজ্ঞ একমত। কিন্তু অন্য পাঠ পদ্ধতিতে যারা পেশ দিয়ে পড়েছেন, তা অর্থ ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের দিক দিয়ে সঠিক নয়।

**قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوِتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلَيَتَّكَلَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন তাদেরকে যাদের বৈশিষ্ট্য আমি বর্ণনা করেছি তারা মুনাফিক, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে থাক, মু'মিনদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত না হও এবং তাদের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না কর, তবে তোমাদের কপটতা এবং তোমাদের শিরুক করা অর্থাৎ যা কিছু তোমরা গোপন রাখবে আল্লাহ মু'মিনদের জন্য তা প্রকাশ করে দেবেন। —**لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ**—এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে লেখা ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো।। আর যেখানে ধরা পড়া অবধারিত, সেখানে সে ধরা পড়ত।

وَلَيَتَّكَلَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ অর্থাৎ তা এজন্য যে, আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—হে মুনাফিকের দল! তোমাদের যা কিছু ঘটেছে তা এ জন্য যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ পাক পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের গৃহ হতে বের হয়ে আসতে হবে তোমাদের মৃত্যুস্থানের দিকে। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও সংশয় লুকায়িত আছে তা আল্লাহ পাক যখন বের করবেন, তখন তাতে তোমাদের কপটতা প্রকাশ হয়ে যাবে। যেমন এ ঘটনায় তোমাদের অন্তরে যে কপটতা ছিল তা ধরা পড়ে গেল এবং মু'মিনদের জন্য তা পরীক্ষা হয়ে গেল। তোমাদেরকে তাঁদের থেকে পৃথক করে ফেললেন। মহান আল্লাহ তাঁর ওলীগণকে এবং আনুগত্যশীল বালাদেরকেও পরীক্ষা করেন তোমাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও রোগ আছে তা থেকে, তোমাদেরকে চিহ্নিত করেন একানিষ্ঠ বিশাসীদের মধ্য হতে।

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ—এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তিনি পরিশোধন করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, যাতে তোমাদের অন্তরে নিহিত আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও মু'মিনদের জন্য শক্রতা বা বন্ধুত্বকে তারা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে।

وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِ الصُّدُورِ—অন্তরে যা আছে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। আল্লাহ তাঁর বালাদের অন্তরে ভাল-মন্দ এবং ঈমান ও কুফরী যা আছে সে সম্পর্কে সব কিছুই জানেন। তাদের গোপনীয় ও জাহেরী বিষয়সমূহের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না, এক বিন্দু পরিমাণ বিষয়ও তাঁর নিকট রক্ষিত থাকে। তিনি তাদের সব কিছুই বিনিময় প্রদান করবেন।

৮০৯৬. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁ'আলা মুনাফিকদেরকে দোষী করেছেন, তাদের অন্তরের অনুত্তাপ উল্লেখ করেছেন, তারপর তিনি তাঁর নবী (সা.)—কে বলেন, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে এবং এ স্থানে উপস্থিত না হতে, তবু নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো। তা এ জন্য যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ পাক তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ তাঁ'আলা সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। অর্থাৎ তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন আছে এবং তারা যা গোপন রাখতে চায় এর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।

৮০৯৭. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের বাণী **قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوِتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ** সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা মু'মিন বালাদের উপর আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন। আর যত লোক যুদ্ধ করে তারা তো সকলে নিহত হয় না বরং সে লোকই নিহত হয় যার জন্য নিহত হওয়া অবধারিত।

(১০০) **إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمِيعُهُنَّ أَنَّمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضِّ مَا كَسْبُوا هُنَّ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ**

১৫৫. যে দিন দুদল পরম্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সে দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদচালন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাপ্রায়ণ ও পরম সহনশীল।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, মুশরিকদের সাথে মুকাবিলায় উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সাথীগণের মধ্য হতে যারা পশ্চাদপসরণ করে ফিরে গিয়েছিল তারা তাদের (মুশরিকদের) নিকট প্রাপ্ত হয়েছিল।

শব্দটি —**تَوَلُوا**— ওয়নে ঘটিত এর অর্থ পশ্চাদপসরণ করা। যেমন বলা হয় সে তার পিঠ ফিরিয়ে ফেলেছে।

অর্থ : **يَوْمَ الْقِيَامَةِ** — উহুদ প্রাপ্তরে মুশরিক ও মুসলমানদের মুকাবিলা হওয়ার দিন।

—**أَنَّمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ**— শয়তানই তাদের পদচালন ঘটিয়েছিল অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে গুনাহৰ কাজের দিকে আহবান করেছে। **الرَّبِّ** মূল হতে হয়েছে। তা **إِسْتَرَلَ** অস্তের অর্থ ভুল-আস্তি।

—**بِعَضِ مَا كَسْبُوا**— তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ তারা কিছু গুনাহৰ কাজ করার কারণে।

—**أَلْقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ**— আল্লাহ পাক নিশ্চয় তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের গুনাহসমূহের শাস্তি দূরীভূত করে দিয়েছেন।

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ— নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, তাদের গুনাহসমূহের কারণে তাদের যে শাস্তি হতো আল্লাহ পাক বিশেষভাবে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

حَلِيمٌ— অর্থ সহনশীল অর্থাৎ তিনি এমন ধৈর্যশীল যে, যে তাঁর নাফরমানী করে এবং তাঁর আদেশ-নিয়েধের বিরোধিতা করে আল্লাহ পাক তার প্রতিকারে তাড়াতাড়ি করেন না।

উক্ত আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারা কে? এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতে সে সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা উহদের যুদ্ধে মুশারিকদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা হতে পিঠ প্রদর্শন করেছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৮০৯৮. আসিমের পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমার দিন হযরত উমর (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবার মধ্যে তিনি সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন। খুতবা দেয়ার সময় তাঁকে অবাক চেহারা দেখা যাচ্ছিল। যখন তিনি সূরার ইন্দিয়ান পর্যন্ত পৌছেন, তখন তিনি বললেন, যখন উহদের যুদ্ধে মুশারিকদেরকে পরাত্ত করলাম, তখন আমি বিছিন্ন হয়ে পাহাড়ে উঠে গেলাম। আবার আমি নিজেকে দেখলাম যে, আমি নীচের দিকে অবতরণ করছি। অপরদিকে তখন মানুষ বলাবলি করছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন, আমি বললাম যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন এ খবর যে বলছে এমন কাউকে তো আমি পাছি না। যদি আমি সে লোককে পেতাম, তবে আমি তাকে খুন করে ফেলতাম। এ খবর শুনে আমরা সকলে পাহাড়ের উপর এক জায়গায় জমা হয়ে গেলাম। তখন উক্ত আয়াতটি নাখিল হয়।

৮০৯৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—**إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ**— এ আয়াতে উহদের দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উহদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সাধীগণের মধ্য হতে কতিপয় লোক রণক্ষেত্র হতে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, শয়তানের প্রবর্ধনায় এবং শয়তান তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করায় তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাখিল করেন। অবশ্য আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেছেন।

৮১০০. রবী' (র.) হতেও অত্র আয়াত সম্পর্কে কাতাদার অনুরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন উহদের যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যারা মদীনা শরীফে প্রবেশ করেছিল তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছে।

যাঁরা এ অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ

৮১০১. সুনী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাঁরা পরাজিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সঙ্গীগণ তাঁর নিকট হতে বিভক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের কিছু লোক মদীনা

শরীফে প্রবেশ করেন। আর কিছু লোক পাহাড়ের উপরে গিয়ে অবস্থান নেন। মদীনা শরীফে যাঁরা চলে যান, তাঁদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত নাখিল হয়েছে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রসঙ্গে। যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ,— এ আয়াত রাফি ইবন মুআল্লাসহ কয়েকজন আনসার এবং আবু হ্যায়ফা আবু ইবন উত্বা ও অন্য এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ আয়াত নাখিল হয়েছে। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, **إِنَّمَا أَسْتَرْلَهُمُ الشَّيْطَانُ**, —**بِعَضِ مَا كَسَبُوا**—**وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ**— আয়াতাংশে যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ কোন শাস্তি দেন নি।

৮১০৩. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, উচ্চমান ইবন আফফান (রা.) উকবা ইবন উচ্চমান ও সাদ ইবন উচ্চমান (রা.) (এ তিনি জনের মধ্যে দ'জন আনসার) বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে পৌছেন। তারপর তাঁরা তিনি দিন স্থানে অবস্থান করেন। পরে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর নিকট ফিরে আসেন। তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা স্থানে গিয়ে দীর্ঘ সময় ছিলে।

৮১০৪. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বিছিন্ন হয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে পৌছেন। সম্পূর্ণ পাঠ করে বলেন, শয়তান যাদের পদস্থল ঘটিয়েছিল, তন্মধ্যে উচ্চমান ইবন আফফান (রা.) সাদ ইবন উচ্চমান ও উকবা ইবন উচ্চমান (রা.) নামক দু'জন আনসার ছিলেন।

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ— অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ অবশ্যই মহান আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন। যে দিন দু'টি দল পরম্পর মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাঁরা শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ— ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তাদেরকে কোন শাস্তি দেন নি।

৮১০৬. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, উহদের দিন যাঁরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন সম্পর্কে মহান আল্লাহর যে ঘোষণা রয়েছে **وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ**— আমি জানি না যে, এ ক্ষমা কি শুধু সে বিশেষ দলের জন্যই না কি সমস্ত মুসলমানের জন্য ছিল!

ইতিপূর্বে আমরা **حَلِيمٌ**— এর ব্যাখ্যা করেছি।

(১০৬) **يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَاتُوا لِرَحْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُزَّزِيْ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَامَانُوا وَمَا قُتْلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذِلْكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُسْبِّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**

১৫৬. হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ে না যারা কুফরী করে ও তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে, অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, তাঁরা যদি আমাদের নিকট থাকত, তবে

তারা মারা যেত না এবং নিহত হতো না। এমন ধারণা দ্বারা আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে আক্ষেপ সঞ্চার করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই জীবন দান ও মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ওহে! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্য জেনেছে এবং মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা বিশ্বাস করেছে, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ে না, যারা আল্লাহ পাককে এবং তাঁর রাসূল (সা.)-কে অবিশ্বাস করেছে, তারপর তাঁর নবৃত্যাতকে অঙ্গীকার করেছে। তারা যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করে এবং নিজ বাসস্থান হতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর তারা তাদের সে সফরে মারা যায়, অথবা তারা যুদ্ধে নিহত হয়, তখন তারা তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, তোমরা যদি আমাদের নিকট থাকতে, তবে তোমরা নিহত হতে না। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাদের মধ্য হতে যে যুদ্ধে নিহত হয় বা মহান আল্লাহর আনুগত্যে অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়ে মারা যায়, তাদেরকে বলে, তারা যদি আমাদের নিকট হতে বের হয়ে না যেত, তবে তাদের মৃত্যু হতো না এবং নিহতও হতো না। আল্লাহ পাক তাদের ধারণা দ্বারা অন্তরে আক্ষেপ সঞ্চার করেন। অর্থাৎ তারা এ সব এ জন্য বলে, যাতে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে দুঃখ ও শোক সৃষ্টি করে দেন। অর্থ তারা জানে না। যে, এ সব কিছুই মহান আল্লাহর হাতেই রয়েছে। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা মু'মিনগণকে মুনাফিকদের ন্যায় হতে নিষেধ করেছেন। তারা হলো, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ও তার সাথীরা।

৮১০৭. সুন্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে যাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তারা হলো, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল ও তার সাথী যারা মুনাফিক।

৮১০৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَقَالُوا لَا خَوَانِhem إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزْيَ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল ও তার সঙ্গীগণের বক্তব্য।

৮১০৯. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে সমস্ত মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮১১০. ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সকল মুনাফিকের ন্যায় হয়ে না, যারা তাদের ভাইদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নিষেধ করে এবং যখন কেউ মারা যায় বা নিহত হয়, তখন বলে, যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত, তবে মারা যেত না বা নিহত হতো না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ (যখন তারা দেশে দেশে সফর করে)- এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, দেশে দেশে ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করা এবং জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন দেশে যাওয়া।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮১১১. ইমাম সুন্দী (র.) বলেন, إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ অর্থ দেশে দেশে ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করা। অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, এ সফর দ্বারা মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের আনুগত্যে দেশে দেশে সফর করাকে বুঝানো হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮১১২. ইবন ইসহাক (র.) বলেছেন, إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ - এর অর্থ হলো, দেশে দেশে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের আনুগত্যে ভ্রমণ করা। দেশে দেশে ভ্রমণ করা অর্থ হলো - বিভিন্ন দেশের দূর দূরান্তের সফরে যাওয়া। অর্থবা যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়া, অর্থাৎ মহান আল্লাহর পথে তারা যুদ্ধে লিঙ্গ। অর্কানো গুরুত্বের শব্দটি গুরুত্বের শব্দটি। - এর বহুবচন।

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ - পরিণতিতে আল্লাহ পাক তাদের আক্ষেপ সঞ্চার করেন। এখানে - অর্থ আক্ষেপ। অর্থাৎ তাদের অন্তরে দুঃখ অনুত্তপ।

৮১১৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের প্রসঙ্গে বলেছেন, মুনাফিকদের কথাই তাদের দুঃখের কারণ হয়, যা তাদের কোন উপকারে আসে না।

৮১১৪. মুজাহিদ (র.) হতে অন্যসূত্রে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮১১৫. ইবন ইসহাক (র.) এ আয়াতাশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় এ বিষয়টি তাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُمِيَّطُ طَوَّالَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - আল্লাহ পাকই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন আল্লাহ পাক জীবন ও মৃত্যুদান করেন এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা মৃত্যু দিতে পারেন। যা তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হলো মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর দুশ্মনের বিরুদ্ধে জিহাদে অনুপ্রাণিত করা এবং জিহাদে ধৈর্য ধারণে উদ্বৃদ্ধ করা। আর দুশ্মনদের ভয় তাদের অন্তর থেকে দূরীভূত করা। যদিও তাদের সংখ্যা হয় কম এবং তাদের ও আল্লাহ পাকের শক্তিদের সংখ্যা হয় অধিক। আর এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই। আর কারো মৃত্যুও হয় না এবং শহীদও হয় না, যে পর্যন্ত না সে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়। যখন অবস্থা এমনই, তখন তাদের কারুণ্য মৃত্যু হলে বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন : আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দেখছেন অর্থাৎ তোমরা ভাল-মন্দ যত

কিছুই কর, তা আল্লাহ নিশ্চয় দেখেন। কাজেই হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তিনি সব কিছুই হিসাব রাখেন। প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন।

আমরা এ পর্যায়ে যা ব্যাখ্যা করেছি। ইবন ইসহাক (র.) ও তাই ব্যাখ্যা করেছেন।

৮১১৬. ইবন ইসহাক (র.) থেকে -**وَاللَّهِ يُحِبُّ وَيُمِدِّ** -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তাদের মৃত্যুর যে নির্ধারিত সময়, আল্লাহ পাক তাঁর মৃত্যুতা বলে যাকে ইচ্ছা সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটাতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা বিলম্বেও ঘটাতে পারেন।

(১০৭) **وَلَئِنْ قُتِّلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمِعُونَ**

১৫৭. তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তা অপেক্ষা শ্রেয়।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ তার মু'মিন বান্দাগণকে সংবোধন করে বলেন, হে মু'মিনগণ! সর কিছুই মহান আল্লাহর ইথিতিয়ারে; জীবন-মরণ তাঁরই নিকট; এতে তোমরা মুনাফিকদের মত কোন সন্দেহ করো না, বরং এ কথার উপর বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং আল্লাহর শক্রদের সাথে যুদ্ধ কর, নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত এবং পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধে নিহত হয় না এবং সফর অবস্থায় মারা যায় না। তারপর মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উপর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করা ও নিহত হওয়া মহান আল্লাহর জিহাদ করা হতে বিরত থেকে অর্থ-সম্পদ জমা করে তা তোগ-উপভোগ করার চেয়ে এবং শক্রের মুকাবিলা করতে বিলম্ব করার চেয়ে অনেক উত্তম।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮১১৭. হযরত ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَئِنْ قُتِّلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمِعُونَ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত্যু নিঃসন্দেহে অবধারিত। মহান আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করা বা নিহত হওয়া উত্তম, এ বিষয় যদি তারা জানত, তবে তারা মৃত্যু ও নিহত হওয়ার ভয়ঙ্গিতি ত্যাগ করত এবং ধন-সম্পদ জমা করত না।

(১০৮) **وَلَئِنْ مُمِّمْ أَوْ قُتِّلْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُنَّ**

১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করাবে।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের যদি মৃত্যু হয়, অথবা তোমরা যদি নিহত হও, তবে অবশ্যই তোমাদের প্রত্যাবর্তন-স্থল মহান আল্লাহর নিকট এবং একত্রিত হওয়ার স্থল। তারপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কৃতকর্মের ফল প্রদান করবেন। কাজেই যাতে তোমরা

মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পার, যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং বেহেশত লাভ করতে পার, তার প্রতি আগ্রহশীল হও এবং প্রাধান্য দাও। আর এ সব কিছু অর্জিত হবে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর আনুগত্য অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। কিন্তু তোমরা পার্থিব সম্পদ যতই অর্জন কর এবং জমা করবে না কেন তার কিছুই বাকী থাকবে না, সবই লয় হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর পথে জিহাদ ও মহান আল্লাহর আনুগত্য হতে বিস্তৃত থাকা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক হতে দূরে সরিয়ে দেবে এবং তা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে যাবে, পরিণামে তা তোমাদেরকে জাহানামের নিকটবর্তী করে দেবে।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮১১৮. হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা নিহত হও বা মরে যাও, তোমাদের প্রত্যাবর্তন-স্থল আল্লাহর নিকট। তোমাদেরকে পার্থিব জীবন যেন প্রলুক না করে এবং তোমরাও তার দ্বারা প্রলুক হয়ে না, তবেই জিহাদ এবং মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যে আগ্রহ ও আবেগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে।

(১০৯) **فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتُ فَطَّلْ غَلِيبَ القَلْبِ لَأْنَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ مَقْاعِفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءُ رَبُّهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ**

১৫৯. (হে রাসূল!) আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন ; যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিনচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে দূরে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন। তারপর আপনি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভাল বাসেন।

فَبِرَحْمَةٍ مِّنْ مَنِ الْلَّهُ لَيْسَ لَهُمْ - এখনে এখনে **وَلَوْكُنْتُ فَطَّلْ غَلِيبَ القَلْبِ** - অর্থ ভীতিপদ, গ্লীবের ক্ষেত্রে - অর্থ দয়ামায়াইন কঠিনচিত্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন শুণবিশিষ্ট ছিলেন যেমন আল্লাহ তাঁর প্রশংস্যায় ইরশাদ করেছেনঃ তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়াদৃ ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহর দয়ায়, আপনার প্রতি তিনি পরম দয়ালু এবং আপনার প্রতি যারা দ্রুমান এনেছেন, তাদের প্রতিও আপনার সে সকল সাহাবীর প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি কোমলহৃদয় হয়েছিলেন, আপনার অনুসূরণ করায় এবং আপনার সামিধ্য লাভ করায় আপনি আপনার আচরণ সহজ করেছেন এবং তাদের প্রতি সুন্দর ও প্রশংসনীয় আচরণ প্রদর্শন করেছেন, এমন কি যে আপনাকে দুঃখ দিয়েছে, সে দুঃখ আপনি ধৈর্য সহকারে মেনে নিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। যদি

তাদেরকে সে জন্য আপনি শাস্তি দিতেন এবং কঠোর ব্যবহার করতেন, তবে তারা আপনাকে ছেড়ে ছ্রত্বঙ্গ হয়ে যেত এবং আপনার অনুসরণ করত না। আর আমি আপনাকে যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি, তার মূল্যায়ন করত না, তবে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং তাদের সাথে আপনার প্রতিও দয়া করেছেন। কাজেই আল্লাহ্ অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমলসন্দয় হয়েছেন।

৮১২০. **وَلَوْ كُنْتَ فَطَّأَ قَلْبَ لِنَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ** - এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, মহান আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ তাঁকে রুচি ও কঠোর আচরণ জাতীয় চরিত্র হতে পবিত্র রেখেছেন। তিনি তাঁকে মু'মিনদের জন্য সামিদ্য লাভের উপযোগী দয়ার্দ ও পরম দয়ালু বানিয়েছেন। তাওরাত থেকে তাঁর প্রশংসার কথা উল্লেখ আছে, তাতে রুচি ও কঠোর ব্যবহারের কোন কথা উল্লেখ নেই এবং হৈচৈ ও হাল্লা-চিল্লার কোন কথা বা বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। তিনি দুর্ব্যবহারের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা হলো তাঁর পৃত-পবিত্র চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৮১২১. **فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَمْ يُتْلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّأَ قَلْبَ لِنَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ** - এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত নবী করীম (সা.)-এর কয়েকটি মহৎ শুণের কথা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন। সাধারণের প্রতি তাঁর সহস্রদয়তা, তাদের দুর্বলতার প্রতি তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা। কঠিন বিষয়ের উপর সামান্য ধৈর্যও যদি থাকত, তবে সে সকল বিষয়ে নবী করীম (সা.)-এর আনুগত্য করা তাদের কর্তব্য, সামান্য কিছু জ্ঞান থাকলেও তারা বিরোধিতা করত না।

মহান আল্লাহর বাণীঃ **لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ** - অর্থাৎ তারা তোমার নিকট হতে পৃথক হয়ে যেত।

৮১২২. **إِبْنُ جُرَيْجَ** (র.) হতে বর্ণিত, হ্যরত ইবন আয়াস (রা.) বলেছেন, **لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ** - এর অর্থ- তবে তারা তোমার নিকট হতে ফিরে যেত।

৮১২৩. **إِبْنُ إِسْحَাকَ** (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো “অবশ্যই তারা তোমাকে ছেড়ে যেত।”

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَارِهِمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَقَوْكَلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوْكِلِينَ সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যদি আপনি কারো সংকল্প গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহ্ পাকের উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি নির্ভরশীলদের কে পেসল করেন।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে বলেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনার মু'মিন সাহাবিগণের মধ্যে যারা আপনার অনুসারী হয়, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমার নিকট হতে যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তার উপর ইমান আনার পর যারা আপনার সাথে দুঃখজনক এবং অপসন্দনীয় কাজ করেছে তাদের ক্ষমার জন্য আপনার রব - এর নিকট দু'আ করুন। তারা যে গুনাহ করেছে তজ্জন্য তারা শাস্তিযোগ্য হয়ে গেছে।

৮১২৪. **إِبْنُ إِسْحَাকَ** (র.) হতে বর্ণিত, তিনি **لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ**-এর ব্যাখ্যা বলেন, এর অর্থ, তারা আপনাকে ছেড়ে দিত।

৮১২৫. **إِبْنُ إِسْহَাকَ** (র.) বলেছেন, **فَاعْفُ عَنْهُمْ** অর্থ - তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ইমানদার গণের মধ্য হতে যারা গুনাহতে জড়িত, তাদের সে গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ্ পাক কি জন্য এবং কেন পরামর্শ করতে নির্দেশ করেছেন? এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন **وَشَارِهِمْ فِي الْأَمْرِ** বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর সাহাবিগণের সাথে যুক্তের কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছে এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় তাদের ঘনের খুশীর জন্য এবং দীনের প্রতি তাদের অগ্রহ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ করতে আদেশ করেছেন। তাহলে তারা দেখতে পাবে ও বুঝতে পারবে যে, তিনি তাদের থেকে শুনতে চান, জানতে চান এবং তাদের সাহায্য কামনা করেন। যদিও আল্লাহ্ পাক তাঁকে যুক্তের বিভিন্ন বিষয়ে তার কলা-কৌশল ও প্রশাসনে এবং যুক্তের সাজ-সরঞ্জাম স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন।

৮১২৬. **কাতাদা** (র.) মহান আল্লাহর বাণী **أَمْرٌ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ** - এর ব্যাখ্যা কাতাদা (র.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন তাঁর সাহাবিগণের সাথে যাবতীয় কাজে পরামর্শ করেন, অথচ তাঁর নিকট আসমানী ওই আসত। কেননা, পরামর্শ হলো, অতি উত্তম। কোন জাতি যখন একে অন্যের পথে পরামর্শ করে, এবং সে পরামর্শ দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তখন মহান আল্লাহর পথ প্রদর্শনের উপর সংকল্প এসে যায়।

৮১২৭. **হ্যরত রবী'** (র.) হতে বর্ণিত, তিনি যেন তাঁর সাহাবিগণের সাথে যাবতীয় কাজে পরামর্শ করেন। কেননা, এটা অতি উত্তম তাঁদের জন্যেই।

৮১২৮. **إِبْنُ إِسْহَাকَ** (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন **شَارِهِمْ فِي الْأَمْرِ** - আপনি কাজকর্মে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অর্থাৎ তাঁরা যেন বুঝতে পারে যে, আপনি তাদের কথা শুনেন এবং তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। যদিও আপনি তাদের মুখাপেক্ষী নন কিন্তু তাদের মনে সান্ত্বনা দিবেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের রাসূল (সা.) যদিও মতামত পেশ করায় এবং কাজ কর্মসমূহে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পাবেন তুবও পরামর্শের জন্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন, তখন অবশ্যই তার মধ্যে আল্লাহর রহমত ও হিকমত নিহিত আছে।

৮১২৯. **ইবন ওয়াকী** ধারাবাহিক সনদে দাহ্যাক ইবন মুয়াইম হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাহ্যাক (র.)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)-কে পরামর্শ করার জন্য যে আদেশ করেছেন, তাতে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ এবং মর্যাদা নিহিত আছে।

৮১৩০. **হাসান** (র.) হতে ধারাবাহিক সনদে আল-কাসিম বর্ণনা করেছেনঃ হাসান বলেছেন, যে জাতি পরামর্শ করেছে, তারা তাদের কাজকর্মসমূহে সঠিক পথ ও সিদ্ধান্তে পৌছেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারণগণ বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কাজকর্মে তাঁর সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করার জন্য আদেশ করেছেন। সে সব বিষয়ে যদিও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সরাসরি ক্ষমতা দান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জ্ঞান দান করেছেন। এসব কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। তুবও তাঁদের সাথে এ জন্যে পরামর্শ করতে আদেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে মু'মিনগণ দীনের কোন বিষয়ে জটিলতার সম্মুখীন হলে তাঁরা তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁর সুন্নাতের উপর চলতে থাকবে। আর তিনি তাঁর জীবদ্ধশায় যে কাজ করেছেন যেমন তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করতেন যা ভবিষ্যতে তাঁর পরে অন্যন্যদের প্রতি উদাহরণ হিসাবে তাদের দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে অব্যাহত থাকবে। সুতরাং তারাও কাজেকর্মে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে ভুল করবে না। তাদের মধ্যে উচ্চ ঘর্যাদাসস্পন্দন ব্যক্তিগণও পরামর্শের জন্য একত্রিত হবে।

এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় পবিত্র কুরআনে **وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بِيَتْهُمْ** – অর্থঃ পরম্পরের পরামর্শ হলো মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৩১. সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র.) বলেছেন – **وَشَارِدُهُمْ فِي الْأَمْرِ** এ আদেশ মু'মিনদের জন্য। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে কোন হাদীস তাদের নিকট নেই, সে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেবে।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেছেন, উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে সঠিক মত হলো – মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-কে আদেশ করেছেন যে, তাঁর শক্রপক্ষ হতে কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে সে সবকে এবং রণকৌশল সম্পর্কে তিনি যেন তার সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে নেন। এতে যাদের ইসলাম সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান নেই যাতে সে শ্যাতন্ত্রের প্রবর্ধনা ও ধোকা থেকে রক্ষা পেতে পারে, তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতিটা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আবেগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং পরবর্তীকালে তাঁর উন্নত্বগ্রন্থ যখন কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখন তাদের কি করতে হবে সেটাও তারা জানতে পারবে। ফলে তারা পরমর্শক্রমে উদ্বৃত্ত জটিলতা সমাধান করতে সক্ষম হবে। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন কঠিন কাজের সম্মুখীন হলে তখন মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে সরাসরি ওইর মাধ্যমে সঠিক বিষয় অবহিত করতেন এবং দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর তাঁর উন্নাগণের মধ্যে যখন তারা তাঁর উচ্চ সুন্নাতের অনুসরণ পূর্বক কোন কাজে সঠিক ও সত্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য সকলে স্বার্থ ও মোহ ত্যাগ করে এবং সঠিক পথ হতে যেন বিচুতি না ঘটে, এ খেয়ালে পরামর্শ করলে মহান আল্লাহ তাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করেন।

فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوْكِلْ عَلَى اللَّهِ (তারপর কোন কাজে সংকল্প করলে তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করবে) এর ব্যাখ্যা :

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি যখন দীন ও দুনিয়ার কোন কাজে জটিলতার সম্মুখীন হও, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ কর। আমি তোমাকে যা আদেশ করেছি আমার সে আদেশ পালন করে সামনে এগিয়ে চল, তোমরা সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে তাদের অভিমত গ্রহণ কর এবং তোমার সিদ্ধান্তে তাদেরকে এক একমত্যে নিয়ে এসো। তারা তোমার পক্ষে বলুক বা বিপক্ষেই বলুক তাদেরকে একমতে নিয়ে এসো এবং যে কাজ সম্মুখে উপস্থিত হবে সে কাজ কর বা না কর যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের উপর নির্ভর কর এবং প্রতিটি কাজে দৃঢ় থাক আর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মর্যাদা ও হুকুমের উপর রায় ও খুশী থাক। আল্লাহর সমস্ত মাখলুকের কোন অভিমত বা মন্তব্য এবং তাদের সাহায্য-সহায়তা লক্ষ্য না করে একমাত্র আল্লাহর মর্যাদা ও হুকুমে সন্তুষ্ট থাক।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ – যারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আল্লাহর হুকুমের উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি যা আদেশ করেন তা মেনে চলে। আল্লাহর সে আদেশ তার মর্যাদা অনুযায়ী হোক বা না হোক।

فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوْكِلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। – এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ হলো আমার নিকট হতে যে আদেশ তোমার প্রতি আসছে অথবা দীনের ব্যাপারে শক্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে আদেশ তা বাহ্যত তোমার জন্য এবং তাদের জন্য কল্যাণকর না হলেও আমার উপর দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তা করে যাবে। যারা তোমার বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা তোমার সহযোগিতা করে তাদের মুওয়াফিক মত। تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর।) অর্থাৎ বান্দাদের মধ্য হতে তুমি সন্তুষ্ট ও খুশী থাক, যেহেতু যারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوْكِلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (তারপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-কে আদেশ করেছেন যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করবেন ও আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য পদক্ষেপ নেবেন, তখন যেন তিনি সে কাজে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হন।

فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوْكِلْ عَلَى اللَّهِ (এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আদেশ করেছেন যে, যখন তিনি কোন কাজ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প করেন, তখন তিনি যেন আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে সে কাজ করেন।

إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِمْ وَعَلَى
اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

৮১৩৫. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : -
لَكُمْ وَأَنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ
তা'আলা তোমাকে সাহায্য করলে তোমার উপর জয়ী হওয়ার আর কেউই থাকবে না। অর্থাৎ
কোন অসহযোগীর অসহযোগিতা তখন আর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ যদি
তোমাকে সাহায্য না করেন তবে কোন মানুষই তোমাকে সহযোগিতা করতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া
এমন কে আছে যে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে? সুতরাং মানুষের মনতুষ্টির জন্য আমার হকুম বর্জন
করো না। বরং আমার হকুম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানুষের মন রঞ্জনের বিষয়গুলো উপেক্ষা করে চল।
আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। কোন মানুষের উপর নয়।

(১৬১) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِظَ وَمَنْ يَغْلِظُ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفِسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১৬১. অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা, তা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে
কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে।
তারপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম
করা হবে না।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে কিরাওয়াত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।
হিজায ও ইরাকের একদল কিরাওয়াতটিকে এভাবে পাঠ করেন, (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِظُ)
তাদের মতে আয়াতাংশের অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মাল থেকে যুদ্ধ লক্ষ যে সম্পদ
মুসলমানদেরকে দান করেছেন তা হতে কোন কিছু সাহাবীদের থেকে গোপন করা বা লুকিয়ে রাখা নবীর
পক্ষে অসম্ভব। যারা আয়াতটি এ পাঠ প্রক্রিয়ায় তিলাওয়াত করেন তাদের কেউ কেউ প্রমাণ স্বরূপ বলেন
যে, বদরের যুদ্ধের গনীমতের মালামালের মধ্য হতে একটি চাদর হারিয়ে যায় তখন নবী (সা.)-এর
সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী লোকদের থেকে কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগল যে, সম্ভবতঃ চাদরটি
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে রেখে দিয়েছেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৩৬. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়
বলেন, বদরের দিন গনীমতের মালামাল হতে একটি লাল রঙের চাদর হারিয়ে যায়। তখন কেউ কেউ
বলাবলি করতে লাগল যে, হয়তো চাদরটি রাসূলুল্লাহ (সা.) নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা বাঢ়াবাঢ়ি করলে
আল্লাহ তা'আলা নাফিল করলেন ও মাকান লিন্বি অন যে কেউ কেউ কেউ কেউ কেউ কেউ কেউ কেউ

আল্লাহর বাণী :

(১৬০) إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِمْ وَعَلَى
اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১৬০. আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার আর কেউই থাকবে না।
আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?
মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলে বিশ্বাসী হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যদি তোমাদেরকে তোমাদের শক্ত এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে
সাহায্য সহায়তা করেন তবে কোন মানুষই তোমাদের উপর আর জয়ী হতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহর
সাহায্য তোমাদের সাথে থাকা অবস্থায় কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। যদিও পৃথিবীর
সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করুক না কেন। সুতরাং শক্তদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা
এবং তোমাদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার কারণে তোমরা শক্তদেরকে ভয় করো না। যতদিন পর্যন্ত তোমরা
আল্লাহর হকুমের উপর অটল থাকবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে অবিচল থাকবে
ততদিন পর্যন্ত বিজয় ও সফলতা তোমাদেরই পদচুম্বন করবে, তাদের নয়। আর তিনি তোমাদেরকে
সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এর মানে হল,
তোমাদের কর্তৃক আল্লাহর হকুমের না ফরমানী করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বর্জন
করার ফলে আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য না করে তোমাদের বিষয়টি তোমাদের উপরই ন্যস্ত করেন
তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? সুতরাং এরপ অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া
তোমরা অন্য কারো সাহায্যের আশা করতে পার না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সাহায্য তোমাদের
থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তোমরা আর কাউকে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে না। তাই তোমরা
আমার হকুম বর্জন করো না, উপেক্ষা করোনা আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্য। যদি এরপ কর তবে
আমার সাহায্য না করার কারণে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ!
তোমাদের প্রতিপালকের উপরই তোমাদের ভরসা করা উচিত। তাই তোমরা সমস্ত সৃষ্টিকে বর্জন করে
একমাত্র তারই উপর ভরসা কর। তারই উপর সন্তুষ্ট থাক এবং সর্বান্তকরণে মেনে নাও তার ফয়সালাকে।
এ প্রত্যয়ের সাথে শক্তদের সাথে তোমরা লড়াই করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং
শীঘ্র মদদ প্রদান করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। যেমন নিশ্চেতন বর্ণনায় এর প্রমাণ বিদ্যমান
রয়েছে।

কোন বস্তু গোপন করা তা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে তা সহ সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।

৮১৩৭. খুসায়ফ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাইদ ইবন জুবাইর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা ওমাকান^{لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ} আয়াতটি কিভাবে তিলাওয়াত করেন - এর ৫-কে যবর এবং ৬-কে পেশ দিয়ে, না - যুগ্ম^{يَغْلُّ}-এর ৫-কে পেশ এবং ৬-কে যবর দিয়ে তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, না। বরং আমরা শব্দটিকে^{يَغْلُّ} (৫ কে যবর দিয়ে) পড়ে থাকি। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এতো নবীর থেকে গোপন রেখে তার সর্বনাশ করা হয়েছে।

৮১৩৮. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি কান^{لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ}-ও^{مَا} এর ব্যাখ্যায় বলেন, বদর যুদ্ধের সময় একটি লাল চাদর হারিয়ে যায়। তখন নবী (সা.)-এর সাহাবিগণের কেউ কেউ বলতে লাগল, সম্ভবতঃ নবী (সা.) তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা নাযিল করলেন^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ} -। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এতো তার থেকে গোপন করে রেখে তার সর্বনাশ করা হয়েছে।

৮১৩৯. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন একটি চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, তা রাসূলুল্লাহ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.)-ই নিয়েছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা নাযিল করলেন^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ}।

৮১৪০. সাইদ ইবন জুবাইর ও ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা আল্লাহ^{تَعَالَى} পাকের বাণী^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ}-এর ব্যাখ্যায় বলেন^{يَغْلُّ} শব্দটি ৫-এর যবরের সাথে। ইকরামা ও অন্যান্যরা এ কথাটি ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন একটি চাদর হারিয়ে গেলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, হয়তো তা রাসূলুল্লাহ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.) নিয়েছেন। তখন আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা নাযিল করলেন^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ},। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়।

৮১৪১. সাইদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের গনীমতের মালামালের থেকে একটি লাল রঙের চাদর হারিয়ে গেলে নাযিল হল, নবী^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ}। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়।

৮১৪২. সুলায়মান আল-আমাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন মাসউদ (রা.)-কে আয়াতাংশের ৫-কে পেশ দিয়ে তিলাওয়াত করতেন। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হবে নবী (সা.)-কে অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপনকারী হিসাবে পাওয়া কখনো সম্ভব নয়। এ শুনে ইবন আবাস (রা.) বললেন, হ্যাঁ এভাবেই তার সর্বনাশ করা হয়। তারপর তিনি বললেন, একটি চাদর সম্পর্কে কিছু

কথাবার্তা হতে থাকলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, চাদরটি হয়তো রাসূলুল্লাহ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.) বদরের দিন গোপন করে রেখেছেন। তখন আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা নাযিল করলেন^{أَوْمَّا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ}। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা নবীর পক্ষে অসম্ভব।

৮১৪৩. শদের^{شَدَر} -কে যারা ৫ বর্ণে যবর এবং ৬ বর্ণে পেশ দিয়ে পাঠ করেন তাদের কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি সৈন্যদের এই অগ্রামী দল^{طَائِلَّ} (সবক্ষে নাযিল হয়েছে যাদেরকে রাসূলুল্লাহ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.)) কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। তারপর গনীমতের মাল হস্তগত হলে রাসূল^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.) তাদেরকে গনীমতের মালের কোন হিস্যা প্রদান করেন নি। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা এ আয়াত রাসূলুল্লাহ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেন। তাকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর এরপ অসম বন্টন তার জন্য সমীচীন হয়নি। বরং তাঁর জন্য আবশ্যিক ছিল অন্যদের ন্যায় অগ্রামী দলকেও এ বন্টনের মধ্যে শরীক রাখা এবং গভীরভাবে একথা জানা যে, আল্লাহ^{تَعَالَى} প্রদত্ত গনীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে তার করণীয় কি ছিল। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা নবী^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.)-কে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং সহযোগী লোকদের থেকে কাউকে গনীমতের মাল প্রদান করা এবং অন্য কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার তাঁর নেই।

ঝাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮১৪৪. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ^{تَعَالَى} পাকের বাণী^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ مِنْ يَغْلُّ بِمَا يَغْلُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা বলেন, নবীর জন্য সমীচীন নয় মুসলমানদের কোন দলকে গনীমতের মাল প্রদান করা এবং অন্য দলকে বঞ্চিত করা। এবং অসম বন্টনের মাধ্যমে কারো প্রতি জুলুম করা বরং তার জন্য উচিত হল, ন্যায়নুগতভাবে বন্টন করা, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর হৃকুমের অনুকরণ করা এবং আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ফয়সালা করা। তিনি আরো বলেন, এজন্য তিনি তাকে নবী বানান নি যে, তিনি তার সঙ্গীদের থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করবেন। তিনি যদি এরপ করেন তবে তো তা রেওয়াজে পরিণত হয়ে যাবে এবং লোকেরা এর অনুকরণ করবে।

৮১৪৫. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} (সা.) একদল সেনাবাহিনী (অগ্রামী বাহিনী) হিসাবে কোথাও প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি গনীমতের মাল পেয়ে এর থেকে এ অগ্রামী বাহিনীকে কিছুই প্রদান করলেন না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ^{تَعَالَى} তা'আলা নাযিল করলেন^{وَمَا كَانَ لَبْنِيْ أَنْ يَغْلُّ}। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে অসম্ভব।

৮১৪৬. দাহহাক (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবীর জন্য সমীচীন নয়, তার সঙ্গীদের একদল মানুষকে গনীমতের মাল প্রদান করা এবং অপর তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড) - ৩৯

দলকে বঞ্চিত করা। বরং এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্য উচিত ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আল্লাহর হৃকুমকে অবলম্বন করা এবং আল্লাহর বিধান মুতাবিক ফয়সালা করা।

৮১৪৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী - এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবীর জন্য শোভনীয় নয় গনীমতের মাল পেয়ে তা তাঁর কোন কোন সঙ্গীকে প্রদান করা এবং অন্য কাউকে উপেক্ষা করা। বরং তাঁর জন্য উচিত সকলের মাঝে সমভাবে বন্টন করা।

يَغْلُبُ شَدِّهِرٍ ىَوْ بَرْجِنِ بَرْجِنِ পেশ দিয়ে যারা পাঠ করেন তাদের কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি মানুয়ের প্রশংসবাণী হিসাবে নবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ নবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত প্রত্যাদেশ তথা ওহী থেকে লোকদের নিকট কিছুই গোপন করেন না।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৪৮. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন مَمَّا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ - مَمَّا يَغْلِبُ يَأْتِ بِمَا - এর মানে হল, নবীর জন্য সমীচীন নয় লোকদের থেকে। ভয়-ভীতি এবং উৎসাহ উদ্দীপনা সঁজলিত বিধানসমূহ গোপন করা, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানুয়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে এসব সহ সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতটি যারা এভাবে তিলাওয়াত করেন তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হল, নবীর জন্য খিয়ানতকারী হওয়া সমীচীন নয়। অর্থাৎ উচ্চতের সাথে খিয়ানত করা নবীদের কাজ নয়। অর্থ হল - গ্লুল রাজু - অর্থ হল সে খিয়ানত করেছে। এর মূলধাতু হল - খিয়ানত করা। অনুরূপভাবে এবং গ্লুল রাজু হতে বাবাফুল অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শুরায়হ (র.) বলেছেন - لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرُ الْمُفْلِحِ ضَمَانٌ - অর্থ ধার গ্রহণকারী যদি খিয়ানত না করে তবে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি চামড়াসহ গোশত চুরি করে তবে বলা হয় - أَغْلَبُ الْجَازِرُ -

এ সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তাফসীরকারগণ ও অনুরূপ বলেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৪৯. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন مَمَّا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ - এর মানে হল, নবীর পক্ষে খিয়ানত করা শোভনীয় নয়। নবীর পক্ষে খিয়ানত করা যেহেতু শোভনীয় নয় তাই তোমরা ও খিয়ানত করো না।

৮১৫০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী - এর মানে হল খিয়ানত করা। মদীনা ও কুফার কিরাআত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যান্যগণ আয়াতটিকে (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ)

৫ বর্ণে পেশ এবং ৬ বর্ণে যবর দিয়ে পড়ে থাকেন। যারা এভাবে তিলাওয়াত করেন তাদের মধ্যেও একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এর মানে হল, নবী (সা.)-এর থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করা তার সাহাবীদের জন্য শোভনীয় নয়। তারপর সাহাবী (সাহাবী) শব্দটিকে বাদ দেয়া হয়। এতে ক্রিয়াটি ফুলজ্বর হওয়ার কারণে কর্তাহীন থেকে যায়। এ হিসাবে এর ব্যাখ্যা হল, নবীর সাথে খিয়ানত করা আদৌ সমীচীন নয়।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৫১. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতটিকে وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ পড়তেন এবং বলতেন, এর মানে হল, নবী (সা.)-এর সাথে খিয়ানত করা শোভনীয় নয়।

৮১৫২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী - وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, মু'মিন লোকদের থেকে যারা নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন তাদের জন্য নবী (সা.)-এর থেকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করে রাখা আদৌ শোভনীয় নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নায়িল হয়েছে যখন তার কতিপয় সঙ্গী তার থেকে কোন কস্তুর গোপন করে রেখেছিল।

৮১৫৩. কাতাদা (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ - এর মানে হল, নবী (সা.)-এর সঙ্গীদের জন্য তার থেকে কোন কস্তুর গোপন করে রাখা আদৌ সমীচীন নয়।

৮১৫৪. রবী'ইবন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ - এর অর্থ হল, নবী (সা.)-এর সঙ্গী সাহাবীদের জন্য সমীচীন নয় তাঁর থেকে অন্যায়ভাবে কোন কস্তুর গোপন করা। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, এ আয়াত বদর যুদ্ধের দিন নবী (সা.)-এর প্রতি নায়িল হয়েছে। যখন তাঁর কতিপয় সাহাবা তাঁর থেকে কিছু কস্তুর গোপন করে রেখে দিয়েছিল। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ হল, নবী (সা.)-এর প্রতি অন্যায়ভাবে আত্মসাঙ্কেতিক আরোপ করা সমীচীন নয়। এবং সমীচীন নয় তার প্রতি খিয়ানত ও চুরির অপবাদ আরোপ করা। তাঁরা বলেন, কে - بِابْ تَقْعِيلٍ - এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর থেকে যুদ্ধে পড়ে বানানো হয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় কিরাআতের মাঝে আমার নিকট উত্তম কিরাআত হল এই সমস্ত লোকদের কিরাআত যারা পড়েন (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغْلِبُ) - ৫ বর্ণে যবর এবং ৬ বর্ণে পেশ দিয়ে। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করে রাখা নবীদের কাজ নয় এবং যে এভাবে আত্মসাঙ্কেতিক আরোপ করবে সে কখনো নবী হতে পারবে না।

এ কিৱাজাতটিকে এজন্য আমি গ্ৰহণ কৰেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ওমাকান لَنْبِيِّ أَنْ يَقُلُّ - এৱং পৰবৰ্তী আয়াতাংশ মেন্যুল্যাইট বিষয়টি যে অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন কৰবে কিয়ামতের দিন সে তাসহ উপস্থিত হবে এবং পৰবৰ্তী আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খিয়ানতকাৰী এবং আত্মসাংকাৰী ব্যক্তিকে ভীষণভাৱে ধমক দিয়েছেন। এতে সুস্পষ্টভাৱে প্ৰতিভাত হচ্ছে যে, এ আয়াতেৱ দ্বাৰা আল্লাহ তা'আলা আত্মসাংকাৰ কৰাকে নিমেধ কৰে দিয়েছেন এবং তাৰ বান্দাদেৱকে ওমাকান لَنْبِيِّ অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন কৰা নবীদেৱ কাজ নয়। বস্তুত এ আয়াতেৱ দ্বাৰা যদি সাহাবাদেৱকে নবী (সা.)-প্ৰতি আত্মসাতেৱ অপবাদ আৱোপ কৰা হতে নিবৃত্ত কৰা উদ্দেশ্য হত তবে আয়াতেৱ মাবে আত্মসাতেৱ উপৰ ধমকনী দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এৱং প্ৰতি অপবাদ আৱোপ কৰা এবং মন্দ ধাৰণা পোষণ কৰাৰ ব্যাপাৰে ধমক দেয়া হত। মূলতঃ ওমাকান لَنْبِيِّ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন কৰাৰ ব্যাপাৰে ধমক সম্বলিত আয়াতাংশ উল্লেখ কৰাৰ মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন কৰা নবীৰ শান নয় এবং এ কাজ নবী চৱিত্ৰে পৰিপন্থী। কেননা আত্মসাংকাৰ কৰা মহাপাপ। নবীৰ পক্ষে এৱোপ কাজ অসম্ভব।

কেউ যদি এ মৰ্মে প্ৰম উথাপন কৰেন যে, আয়াতেৱ উপৰোক্ত ব্যাখ্যাই আমাৰ নিকট সৰ্বাধিক উন্নত, তা হল, ওমাকান لَنْبِيِّ অর্থাৎ নবী (সা.)-এৱং সাহাবাদেৱ জন্য তাৰ সাথে খিয়ানত কৰা সমীচীন নয়। আসল ব্যাপাৰও মূলতঃ তাই এবং আল্লাহ তা'আলা ওমাকান لَنْبِيِّ এৱোপ আত্মসাংকাৰ কৰাৰ ব্যাপাৰেই ধমক দিয়েছেন। এ হিসাবে যুগ্ম শব্দেৱ ও বৰ্ণে পেশ এবং বৰ্ণে যবৰ দিয়ে পড়াৰ কিৱাজাতকে বিশুদ্ধ বলে হকুম দেয়াৰ বিষয়টি অবশ্যস্তাৰী হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যুগ্মকে মূলত পড়াৰ অবস্থায় এৱং অনুৱৰ্তন অর্থাৎ নবী (সা.)-এৱং সাহাবাদেৱ জন্য তাৰ সাথে খিয়ানত কৰা শোভনীয় নয়। এৱোপ হলে তাৰে পক্ষে তাৰ সাথে গন্মতেৱ মালেৱ ব্যাপাৰে খিয়ানত কৰা সম্ভব হতো।

এৱোপ প্ৰশ়্নকাৰীকে জিজ্ঞেস কৰা হবে যে, সাহাবাদেৱ জন্য কি অন্য লোকদেৱ সাথে খিয়ানত কৰা জায়েয় ছিল? যদি থাকতো তবেই তো তাৰেকে নবী (সা.)-এৱং সাথে খিয়ানত কৰাৰ ব্যাপাৰে নিষেধ কৰায়েতো।

যদি তাৰা বলে, হ্যাঁ জায়েয় ছিল। তবে তো তাৰা ইসলামেৱ সৰ্বজন স্বীকৃত নীতিমালাকে উপেক্ষা কৰল। কেননা আল্লাহ তা'আলা কাৰো সাথে খিয়ানত কৰাই জায়েয় রাখেন নি।

আৱ যদি বলে, না, জায়েয় নেই। অর্থাৎ নবী এবং নবী (সা.) ছাড়া কাৰো সাথেই খিয়ানত কৰা তাৰেৱ জন্য জায়েয় ছিল না।

তবে বলা হবে, তাহলে নবীৰ সাথে খিয়ানত কৰতে পাৱবে না, বিশেষভাৱে একথা বলাৰ কি অৰ্থ হতে পাৱে? অৰ্থ রাসূল (সা.)-এৱং সাথে খিয়ানত কৰা এবং কোন ইয়াহুদীৰ সাথে খিয়ানত কৰা

উভয়ই খিয়ানতকাৰীৰ জন্য হারাম। আমানতদাৰ ব্যক্তিৰ জন্য কি উভয়েৱ নিকট আমানতেৱ মাল পৌছিয়ে দেয়া আবশ্যক নয়? বিষয়টি যেহেতু এৱোপই। তাই এতে বুৰা যাচ্ছে যে, আয়াতাংশেৱ বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা তাই যা আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰেছি। অর্থাৎ উপৰোক্ত আয়াতাংশেৱ মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে খিয়ানত ও আত্মসাংকাৰ কৰা নবী (সা.)-এৱং কাজ নয়। সুতৰাং হে আমাৰ বান্দাগণ! তোমৰাও খিয়ানত কৰতে পাৱবে না। বৰং তোমাদেৱ জন্য আবশ্যক হল তোমাদেৱ নবীৰ তৱীকা অবলম্বন কৰা। যেমন ইবন আবুস (রা.) বলেছেন, যা ইবন আতিয়াৰ বৰ্ণনায় উল্লেখ আছে। আত্মসাংকা ও খিয়ানতেই অবৈধতা বৰ্ণনা কৰাৰ পৰ আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপাৰে ধমক দিয়ে বলেন, ওমেন বিগুল্যাইট গুল্যুম অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যে কোন বস্তু গোপন কৰবে কিয়ামতেৱ দিন সে তাসহ হায়িৰ হবে।

ওমেন বিগুল্যাইট গুল্যুম অর্থাৎ নবীৰ বাণী :

(অৰ্থ : আৱ কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন কৰলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন কৰবে কিয়ামতেৱ দিন তা সে নিয়ে আসবে।) - এৱং ব্যাখ্যা-

ইমাম আবু জা'ফৰ তাৰারী (রা.) বলেন, এ আয়াতেৱ মৰ্ম হল, কেউ মুসলমানদেৱ গন্মত ও ফাঁদ এৱং মাল হতে কিছু অন্যায়ভাবে খিয়ানত কৰলে, যা সে অন্যায়ভাবে আত্মসাংকা কৰেছে তাসহ সে কিয়ামতেৱ দিন হাশৱেৱ মাঠে উপস্থিত হবে।

ঘাৰা এমত পোষণ কৰেন :

৮১৫৫. আবু ছুৱায়ুৰা (রা.)-এৱং সুত্ৰে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বৰ্ণিত, একদিন তিনি ভাষণ দেয়াৰ উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং ওয়াজ নসীহত কৰলেন। তাৰপৰ তিনি বললেন, একব্যক্তি কিয়ামতেৱ দিন ছাগল কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবে। ছাগলটি ভ্যা-ভ্যা কৰতে থাকবে। তখন সে বলবে হে আল্লাহৰ রাসূল! আমাকে সাহায্য কৰুন। আমি বলব, তোমাকে কিছু কৰার ক্ষমতা আমাৰ নেই। আমি তো এ বিষয়ে তোমাকে পূৰ্বেই জানিয়ে দিয়েছি। তোমাদেৱ অপৰ এক ব্যক্তি কিয়ামতেৱ দিন অশ্বকাঁধে উপস্থিত হবে। এবং তা চীৎকাৰ কৰতে থাকবে। তখন সে লোকটি বলবে, হে আল্লাহৰ রাসূল! আমাকে সাহায্য কৰুন। আমি বলব, তোমাকে সাহায্য কৰার আমাৰ কিছুই নেই। আমি তো তোমাকে এৱং পৰিণতিৰ কথা জানিয়েই দিয়েছি। তোমাদেৱ আৱেক ব্যক্তি স্বীয় কাঁধে গাভী বহন কৰে কিয়ামতেৱ ময়দানে উপস্থিত হবে। তখন গাভীটি হাস্বা-হাস্বা কৰতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহৰ রাসূল! আমাকে সাহায্য কৰুন। আমি বলব, আমি তোমাকে কোন সাহায্য কৰতে সম্ভব নই। আমি তো এ সম্পৰ্কে তোমাকে পূৰ্বেই বলে দিয়েছি। অন্য এক ব্যক্তি কিয়ামতেৱ দিন এক গাঠুৰী কাপড় কাঁধে হাশৱেৱ ময়দানে হায়িৰ হবে। আমাকে বলবে, হে আল্লাহৰ রাসূল! আমাকে সহায়তা

করুন। আমি বলব, আমি তোমাকে কোন উপকার করতে সক্ষম নই। আমি তো তোমাকে এ সমস্কে জানিয়েই দিয়েছি।

৮১৫৬. আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় না পাই যে, তার পৃষ্ঠাপরে একটি নফস (দাস-দাসী) চীৎকার করছে।

৮১৫৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ঘাঁটে দাঁড়িয়ে আত্মসাং করা সমস্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন আত্মসাং করা মহাপাপ। তারপর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় আমি না পাই যে, তার কাঁধের উপরে আত্মসাংকৃত উট চীৎকার করছে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে বাঁচান। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৮১৫৮. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাদের সে লোকটিকে চিনব যে কিয়ামতের দিন একটি ছাগল বহন করে উপস্থিত হবে। ছাগলটি ভ্যা-ভ্যা করতে থাকবে। তখন সে আমাকে হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বলে ডাকতে থাকবে। আমি তখন বলব, আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই। আমি তো তোমাকে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের সে লোকটিকেও চিনব যে কিয়ামতের দিন স্বীয় উট বহন করে হায়ির হবে এবং উটটি ডাকতে থাকবে। তখন সে হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বলে ডাকতে থাকবে। আমি তাকে বলব, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে করণীয় আমার কিছুই নেই। আমি তো তোমাকে এ পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ঐ লোকটিকেও চিনব কিয়ামতের দিন যে, একটি ঘোড়া পৃষ্ঠাপরে বহন করে উপস্থিত হবে এবং ঘোড়াটি হেঁসারব করতে থাকবে। সে তখন হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বলে ডাকতে থাকবে। আমি তাকে বলে দিব, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছুই নেই। আমি তো তোমাকে পূর্বেই এ সম্পর্কে বলে দিয়েছিলাম। আমি সে লোকটিকেও চিনব যে কিয়ামতের দিন চামড়ার একটি পুরাতন মশক নিয়ে উপস্থিত হবে। সে আমাকে হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বরে ডাকতে থাকবে। তখন আমি তাকে বলব, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই। আমি তো তোমাকে এ সম্পর্কে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম।

৮১৫৯. আবু হুমায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে সাদকা উসূল করার জন্য কোথাও প্রেরণ করেন। তিনি বিপুল পরিমাণ মালামাল নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সা.) কয়েক ব্যক্তিকে তা বুঝে রাখার জন্য পাঠালেন। তাঁরা সাদকা উসূলকারীর নিকট পৌছলে তিনি বলতে লাগলেন যে, এগুলো আমার এবং এগুলো তোমাদের তথা রাষ্ট্রের একথা শুনে তারা বললেন, এগুলো আপনার হল

কেমন করে? তিনি বললেন, এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। প্রেরিত সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে এ সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। এ সংবাদ শুনে নবী (সা.) ঘর হতে বেরিয়ে এসে তায়ণ দিলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! আমার কি হল? আমি একদল লোককে সাদকা উসূলকারী হিসাবে কোথাও প্রেরণ করি। তারপর তাদের কেউ বিপুল পরিমাণ মালামাল নিয়ে আসে। তারপর সে মাল বুঝে রাখার জন্য লোক পাঠালে সে বলে, এগুলো আমার এবং এগুলো তোমাদের। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে যদি সত্যবাদী হয় তবে সে তার বাবা মায়ের বাড়ীতে অবস্থান করা অবস্থায় তাকে হাদিয়া দেয়া হয় না কেন? তারপর তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি কাউকে যদি কোন কাজে প্রেরণ করি এবং সে যদি এর থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করে রাখে তবে যা সে গোপন করেছে তা স্বক্ষে বহন করে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে সুতরাং উচ্চস্থরে চীৎকার করা অবস্থায় উট, হাস্বা-হাস্বা করা অবস্থায় গাড়ী এবং ভ্যা-ভ্যা করা অবস্থায় বকরী স্বক্ষে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া থেকে তোমরা সকলেই আল্লাহকে ভয় কর।

৮১৬০. আবু হুমায়দ আস সাদ্বদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আব্দ গোত্রের ইবনুল উত্তিয়া নামক এক ব্যক্তিকে বনী সলায় গোত্রের সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করলেন। তিনি সাদকা উসূল কার্য শেষ করে এসে বললেন, এগুলো তোমাদের তথা রাষ্ট্রের আর এগুলো আমার প্রাপ্ত হাদিয়া। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা নিজ গৃহে বসে থেকে দেখনা কেন, হাদিয়া তোমাদের নিকট আসে কিনা? তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং শুণকীর্তন করে বললেন, আম্বাবাদ, আমি তোমাদের কতিপয় ব্যক্তিকে কোন কাজের কর্মকর্তা নিয়োগ করি যার অধিকার আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রদান করেছেন। তারপর সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের তথা রাষ্ট্রের আর এগুলো আমার প্রাপ্ত হাদিয়া। সে তার বাবা মায়ের বাড়ীতে বসে থেকে দেখুক। হাদিয়া তার নিকট আসে কিনা? যার অধিকারে আমার প্রাণ সে যাহান স্বতার শপথ— তোমাদের যে কেউ এ থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা স্বক্ষে বহন করে আসবে আর তা চীৎকার করতে থাকবে, গাড়ী স্বক্ষে বহন করে আসবে এবং তা হাস্বা-হাস্বা করতে থাকবে অথবা ছাগল বহন করে আসবে এবং তা ভ্যা-ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি তাঁর উত্তর হস্ত উত্তোলন করে বললেন, আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি (যা আমার দায়িত্বে ছিল)?

৮১৬২. আবু হুমায়দ (র.) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে রয়েছে। তুমি তোমার বাবা মায়ের বাড়ীতে বসে থেকে দেখ, হাদিয়া তোমার নিকট আসে কিনা? তারপর তিনি তাঁর উত্তর হস্ত এমনভাবে উত্তোলন করলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। এরূপ করে তিনি বললেন আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি (যা আমার দায়িত্বে ছিল)? আবু হুমায়দ (র.) বলেন, এ ঘটনাটি আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে।

৮১৬২ (ক). আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি এবং উমর (রা.) সাদকা সম্পর্কে আলোচনা করতে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আবদুল্লাহ ইবন উনায়সকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাদকা আত্মসাংকারী সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেন নি, তিনি বলেছেন, তা থেকে একটি উট বা একটি ছাগল আত্মসাং করবে সে তা বহন করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা.) বলেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

৮১৬৩. ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) সা'দ ইবন উবাদা (রা.)-কে সাদকা উসূলকারী রূপে প্রেরণকালে বললেন, হে সা'দ! কিয়ামতের দিন চীৎকারকারী উটবহন করা অবস্থায় তোমার যেন উপস্থিত হতে না হয়। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করব না এবং এ অবস্থায় আসবও না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেন।

৮১৬৪. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) সা'দ ইবন উবাদা (রা.)-কে কোন বিষয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করার পর তার নিকট এসে বললেন, হে সা'দ! চীৎকারকারী উট কাঁধে বহন করা অবস্থায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হওয়া থেকে বেঁচে থাক। এ কথা শুনে সা'দ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি করলেই তো এক্ষণ হবে। তিনি বললেন হ্যাঁ, তাই। তারপর সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানি আমাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং এ পদ থেকে আমি ক্ষমা চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে এ পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

৮১৬৫. আবদুর রহমান ইবনুল হারিস (র.) স্বীয় দাদা উবায়দ ইবন আবু উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, মুসলমানদের যে সব সন্তান মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেছে তিনি তাঁদের মাঝে প্রথম। তিনি বলেন, দাউস গোত্রের সাদকা আদায় করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আমি আমার কর্ম সম্পাদনের জন্য যেদিন বের হবার সংকল্প করলাম সেদিনই আবু হুরায়রা (রা.) আমার কাছে এলেন এবং আমাকে সালাম করলেন। আমি ও তার নিকট গেলাম এবং সালাম দিলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমার এবং উটের অবস্থা কেমন হবে; তোমার এবং গাভীর অবস্থা কেমন হবে, তোমার এবং ছাগলের অবস্থা কেমন হবে? এরপর তিনি বললেন, আমি আমার মাহবুব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একটি উট গ্রহণ করবে সে ঐ উট নিয়ে কিয়ামতের দিন হায়ির হবে এবং সে উট চীৎকার করতে থাকবে। যে ব্যক্তি একটি গাভী অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে সে ঐ গাভী নিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে এবং ঐ গাভী হাঁষা হাঁষা করতে থাকবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একটি ছাগল গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন এ ছাগল কাঁধে নিয়ে সে উপস্থিত হবে এবং ঐ ছাগল ভ্যা-ভ্যা করতে থাকবে। সুতরাং তোমরা বিশেষভাবে গর্ব আত্মসাং করা হতে বেঁচে থাক। কেননা সেদিন এর শিং হবে খুব ধারাল এবং খুর হবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৮১৬৬. আবদুর রহমান ইবনুল হারিস (র.) স্বীয় দাদা উবায়দ ইবন আবু উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে দাউস গোত্রের সাদকা উসূলের দায়িত্ব দেয়া হলে কার্য সম্পাদন শেষে আমি আসলাম। এ সময়ে আবু হুরায়রা (রা.) আমার নিকট এসে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, বল তোমার এবং উটের যবর কি? হাদীসের পরবর্তী অংশ যায়দের হাদীসের অনুরূপ! তবে এতে অতিরিক্ত একথা উল্লেখ আছে যে, সে কিয়ামতের দিন ঐ উট কাঁধে বহন করে আসবে এবং তা চীৎকার করতে থাকবে।

৮১৬৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী : **وَمَا كَانَ لِبَنْيَ إِنْ يُغَلَّ وَمَنْ يُغَلَّ فَإِنَّهُ بِأَنْ يَمْغَلِّي مَقِيمَةً** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, কখনো গনীমতের মাল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হস্তগত হলে তিনি কোন ঘোষণাকারীকে এ মর্মে ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ দিতেন যে, কোন ব্যক্তি একটি সুই বা এর চেয়ে ছোট বস্তুও অন্যায়ভাবে গোপন করতে পারবে না। কেউ একটি উট ও অন্যায়ভাবে গোপন করতে পারবে না। যদি করে তবে সে ঐ উট পৃষ্ঠাপুর করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এবং তা উচ্চ রবে চীৎকার করতে থাকবে। তোমাদের কেউ একটি ঘোড়া ও অন্যায়ভাবে গোপন করতে পারবে না। যদি কেউ গোপন করে তবে সে অর্থ পিট্টের উপর বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। এবং ফ্যালফ্যাল করতে থাকবে।

لَمْ تُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَمَمْ لَا يَظْلِمُونَ

অর্থ : তারপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। এর ব্যাখ্য-

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন - **لَمْ تُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَمَمْ لَا يَظْلِمُونَ** - এর মানে হল, তারপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। এতে কোন প্রকার কম করা সম্মিলন তার সাথে সেই আচরণ করা হবে। তাদের প্রতি জুলুম করে তাদের প্রাপ্য বিষয়ে তাদেরকে ঠকানো হবে না। যেমন

৮১৬৮. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। এতে কোন প্রকার কম করা হবে না এবং জুলুম ও করা হবে না।

আল্লাহর তা'আলার বাণী :

(۱۶۲) أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأْرَ سَخَطٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

১৬২. আল্লাহ যাতে রাখী, এর যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর ক্ষেত্রে পাত্র হয়েছে এবং জাহানামই যার আবাস? এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতের মানে হল, সম্পদ আত্মসাং করা অথবা বর্জন করার মাধ্যমে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তারা কি ঐ ব্যক্তিদের মত যারা সম্পদ আত্মসাং করত। আল্লাহর ক্ষেত্রে পাত্র হয়েছে?

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৬৯. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, যে আল্লাহ যাতে রায়ী যে তারই অনুসরণ করে সে কি তার মত যে আল্লাহর ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে। এর মানে হল, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাং করে না, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে অর্থাৎ অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাং করে?

৮১৭০. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আদায় করে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

৮১৭১. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট যে তারই অনুসরণ করে, এতে চাই মানুষ সন্তুষ্ট হোক বা নারাজ হোক সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে মানুষকে রায়ী করতে গিয়ে বা মানুষকে নারাজ করার কারণে আল্লাহর ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে এবং আল্লাহর গমবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে এবং যার আবাস জাহানাম আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল? একে দু' ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? ভালভাবে অনুধাবন কর।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের এতদুর্য ব্যাখ্যার মাঝে আমার নিকট উত্তম ব্যাখ্যা হল দাহহাক ইবন মুয়াহিম (র.)-এর ব্যাখ্যা। কেননা, এ আয়াতটিকে আল্লাহ তা'আলা আত্মসাং সম্পর্কে সতর্করণ এবং স্থীয় বাস্তবাদের প্রতি এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বিবরণের পর উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্যকারী ব্যক্তি এবং অমান্যকারী ব্যক্তি উভয়টি সমান? না তারা সমান নয়। উভয়ের মান আল্লাহর নিকট সমান হতে পারে না। কেননা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্যকারীর জন্য রয়েছে জানাত আর অমান্যকারীর জন্য রয়েছে জাহানাম। এ হিসাবে ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمْنَ بِأَبْسِطَ مِنَ اللَّهِ﴾ - এর মানে হল, যে ব্যক্তি আত্মসাং করা বর্জন করেছে, বর্জন করেছে আল্লাহর নিষিদ্ধ পাপ কর্মসমূহ আল্লাহর ফরমাবরদারীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে। মোট কথা যে সর্বকাজে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করেছে এবং তার অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর ক্ষেত্রে এবং গ্যব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে? পরিণামে সে জাহানামে আবাস স্থাপন করার যোগ্য হয়ে যায়?

এতদুর্য মানুষ কি সমান? না তারা কখনো সমান নয়। ﴿وَيُئْسَ الْمُصْبِرُونَ﴾ - এর মানে হল, কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল ঐ সমস্ত লোকদের যারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে প্রত্যাবর্তন স্থল। তথা জাহানাম।

আল্লাহর তা'আলার বাণী :

﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (১৬৩)

১৬৩. আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ তা'আলা সম্যক দ্রষ্ট।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং যারা আল্লাহর ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের। যারা আল্লাহর রিয়ামন্দীর পথে চলবে তাদের জন্য রয়েছে সশ্রান্ত ও মহাপুরুষ। আর যারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও মর্মস্তুদ শাস্তি।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৭২. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿وَمِنْ دَرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেকের কর্ম অনুসারে জানাত বা জাহানামে তার স্তর বিদ্যমান রয়েছে। কারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত এবং কারা অবাধ্য তা আল্লাহর নিকট অস্পষ্ট নয়।

৮১৭৩. ইবন আবুস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এবং আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের। (হুম্দরজাত উন্দেল্লাহ) এ কথার মানে হল আমল হিসাবে আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতের মানে হল ﴿أَلَمْ يَرَ هُنْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ - অর্থাৎ যারা আল্লাহর রিয়ামন্দীর অনুসরণ করে তাদের জন্য রয়েছে সশ্রান্তজনক বহু মর্যাদা।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৭৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿وَمِنْ دَرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হল, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা।

৮১৭৫. সুদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿وَمِنْ دَرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা।

মহান আল্লাহর বাণী : ﴿نَّمَّا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ - এর ব্যাখ্যা : নেক্কার ও বদকার যে যাই করুক, মহান আল্লাহ পাক তা সবই দেখেন। কারো কোন আমলই মহান আল্লাহর নিকট গোপন নেই। উভয় দলের আমলই তিনি তল-তল করে হিসাব রাখেন। কাজেই ভাল-মন্দ যে যা আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তার পুরাপুরি বদলা দিবেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৭৬. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, কারা মহান আল্লাহর অনুগত এবং কারা মহান আল্লাহর আবাধ্য তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অস্পষ্ট নয়।

মহান আল্লাহর বাণী :

(۱۶۴) لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْتِيْضِ ضَلَالٍ مُّبِيْنِ ۝

১৬৪. নিচ্য আল্লাহ পাক মুমিনগণের প্রতি বিশেষ ইহসান করেছেন যে, তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মর্যাদা হল, মুমিনগণের মধ্য হতে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অন্য ভাষার কাউকে নবী বানিয়ে পাঠান নি। এরপ হলে তারা তাঁর কথা বুঝতে সক্ষম হতো না।

لَفِيْضِ ضَلَالٍ مُّبِيْنِ - তিনি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত কিতাব তিলাওয়াত করেন।

وَيُزَكِّيْهِمْ - তিনি তাদেরকে যে আদেশ নিষেধ করেন, তারা তা পুরোপরি তাবে মান্য করে এভাবে তিনি তাদেরকে গুনাহ থেকে পাকসাফ করেন।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ - তিনি তাদেরকে ঐ কিতাব শিক্ষা দান করেন। যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাদের নিকট এর অর্থ ব্যাখ্যা বিবৃত করেন।

وَالْحِكْمَةَ - এর মানে হল সুন্নাত, তরীকা বা নিয়ম যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর মুবারক ঘৰানে মুমিনগণের জন্য প্রবর্তন করেছেন এবং বর্ণনা করিয়েছেন।

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْتِيْضِ ضَلَالٍ مُّبِيْنِ - যদিও উপরোক্ত গুণাবলী সম্পূর্ণ রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার পূর্বে তারা সুন্নাতে নিমজ্জিত ছিল, অর্থাৎ কাফির বা কুফৰীতে নিমজ্জিত ছিল এবং হিদায়েতের আলো হতে অঙ্গ ছিল। হককে হক বলে জানতো না এবং বাতিলকে বাতিল মনে করতো না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি তাফসীরকারগণের অনেকেই অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৭৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি - وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের দু'আ এবং তাদের পক্ষ হতে কোন আগ্রহ ব্যক্ত করা ব্যতিরেকে। বস্তুতঃ এ উম্মতকে অন্ধকার হতে আলোর দিশা দেয়ার জন্য এবং তাদেরকে সরল পথ দেখানোর নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকেই একজনকে রাসূল হিসাবে তাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। এ হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ দয়া ও রহমত। وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ - এর অর্থ সুন্নাত। - وَالْحِكْمَةَ - আয়াতের অর্থ তা নয় যা খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে। তারা বলে, দীনের ব্যাপারে কর্মই হল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যদি কেউ কর্ম ত্যাগ করে তবে তার রক্ত বহিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন যারা ছিল অঙ্গ, তারপর তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এমন এক কওমের প্রতি তিনি তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন যাদের মাঝে কোন ভদ্রতা শালীনতা এবং আদব আখলাক ছিল না। তারপর তিনি তাদেরকে ভদ্রতা শালীনতাও আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

৮১৭৮. ইবন ইসহাক (র.) - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে ঈমানদার বাল্দারা! তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর আয়াত তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তোমাদের আমল এবং তোমাদের কর্ম পরিশোধন করেন, তোমাদেরকে ভাল মন্দ শিক্ষা দেন যেন তোমরা ভালকে চিনে সে মত আমল কর এবং মন্দকে চিনে এর থেকে বেঁচে থাক। তোমরা তার আনুগত্য করলে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি তোমাদেরকে জানিয়ে দেন যেন তোমরা বেশী বেশী আনুগত্য কর এবং আবাধ্য আচরণ করে তাঁকে অসন্তুষ্ট করা হতে বিরত থাকলে তিনি তাও তোমাদের জানিয়ে দেন যেন তোমরা এ প্রক্রিয়ায় তার অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি লাভ করে জানাতে এর প্রতিদান লাভ করতে সক্ষম হও। যদিও তারা পূর্বে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, নেকী কাকে বলে তা জানতো না এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাও করত না। হক সম্পর্কে তারা ছিল বধির এবং হিদায়েত সম্পর্কে তারা ছিল অঙ্গ।

আল্লাহর বাণী :

(۱۶۵) أَوْلَئِكَ أَصَابَنَّكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَلْ أَصْبَثُمْ مِّشْيَهَا ۝ قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا ۝ قُلْ هُوَ مَنْ عَنْدَهُ أَنْفُسِكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬৫. কি ব্যাপার। যখন তোমাদের উপর মুসীবত এল তখন তোমরা বললে, এ কোথেকে আসল?

অথচ তোমরা তো দিগ্ন বিপদ ঘটিয়েছিলো বল এ তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে ; আল্লাহ
তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

-এর ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন : **لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةً** - এর মানে হল, যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত আসল অর্থাৎ উহদের যুদ্ধের দিন কতিপয় সাহাবী শহীদ হওয়ায় এবং কতিপয় সাহাবী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তারা যে মুসীবতে পড়েছিল। অথচ বদরে সতর জন মুশরিক নিহত হয়েছিল। **قَدْ أَصَبَتْمِنْهَا** - অথচ হে মুমিনগণ ! উহদে তোমাদের উপর যে মুসীবত এসেছিল বদরে এর দিগ্ন মুসীবত তোমরা মুশরিকদেরকে পৌছিয়েছিল। অর্থাৎ বদরের দিন তোমরা সতরজন কাফির হত্যা করেছিলে এবং সতরজন বন্দী করেছিলে। **فَلَمْ أَسْتَأْنِي هُدًا** - উহদে মুসীবতগত হয়ে তোমরা পরম্পর বলাবলি করছ যে, এ মুসীবত কোথেকে এল, কোন দিক থেকে এল ? এবং কেমন করে এল ? অথচ আমরা মুসলমান এবং তারা হল মুশরিক। আমাদের মাঝে এমন নবী ও আছেন যার নিকট আসমান থেকে ওহী আসে। আর আমাদের শক্ররা তো হল আল্লাহতে অবিশ্বাসী এবং মুশরিক। এ বিপদ আমাদের উপর কেমন করে বেঁকে বসল ? এর উভয়ে আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মদ ! আপনার প্রতি ইমান আনয়নকারী আপনার সাহাবীদেরকে বলে দিন, তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে তা তোমাদের পক্ষ হতেই এসেছে। কেননা তোমরা আমার হকুম অমান্য করেছ এবং আমার আনুগত্য বর্জন করেছ। সুতরাং এ বিপদ তোমাদের ছাড়া আর কারো পক্ষ হতে আসেনি। **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** - আল্লাহ তার সৃষ্টির ব্যাপারে যা ইচ্ছা করেন, ক্ষমা হোক বা শাস্তি হোক সব বিষয়েই তিনি সর্ব শক্তিমান।

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ - এর যে ব্যাখ্যা আমি পূর্বে পেশ করেছি এ ব্যাপারে তাফসীরকারণগণ একমত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাদের মাঝে একাধিক মত বিদ্যমান রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার **قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেহেতু তোমরা নবী (সা.)-এর বিরক্তিচারণ করেছ। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তোমরা মদীনার বাইরে গিয়ে শক্রদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা বর্জন কর এবং তাদেরকে সুযোগ দাও তারা যেন মদীনার অভ্যন্তরে চলে আসে এবং তোমাদের জনপদের ভেতর চুকে পড়ে। (তখন তাদের উপর আক্রমণ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।) কিন্তু তোমরা তা উপেক্ষা করেছ এবং এ কথা বলেছ যে, আমাদেরকে নিয়ে চালুন আমরা মদীনার বাইরে গিয়েই তাদের সাথে লড়াই করব।

ধারা এমত পোষণ করেন :

৮১৭৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : **أَوَلَمْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتْمِنْهَا قَلْمَانِي هُدًا** - এর মানে হল উহদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সতর জন শহীদ হয়েছিল। অবশ্য বদরের যুদ্ধের তারা মুশরিকদেরকে দিগ্ন বিপদে ফেলেছিল। অর্থাৎ তাদের সতর জনকে হত্য করেছিল এবং সতর জনকে বন্দী করেছিল। **فَلَمْ أَسْتَأْنِي هُدًا** - তোমরা বলছ এ বিপদ কোথেকে এল ? বল, নাফরমানীর কারণেই তোমরা এ বিপদের মুখ্যমুখ্য হয়েছ।

আপনি বলে দিন, এ বিপদ তোমাদের পক্ষ হতেই এসেছে। এর ব্যাখ্যা হল, উহদ যুদ্ধের দিন কুরায়শ দলপতি আবু সুফিয়ান ও তার মুশরিক বাহিনী উহদের প্রান্তরে সমবেত হওয়ার পর নবী (সা.) তাঁর সঙ্গী সাহাবীদেরকে বললেন, এ দূর্দেব ঢালের অভ্যন্তরে থেকেই আমি লড়াই করব। অর্থাৎ মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই আমি মুশরিকদের বিরক্তে লড়াই করব। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভেতরে আসার সুযোগ দাও। এখানেই আমরা তাদের বিরক্তে যুদ্ধ করব। একথা শুনে কতিপয় আনসারী সাহাবী বললেন, হে নবী ! মদীনার রাস্তায় শাহাদাত লাভ করা আমাদের নিকট পসন্দনীয় নয়। অন্ধকার যুগে ও মদীনার অভ্যন্তরে আমরা যুদ্ধ হতে দেইনি। ইসলাম উন্নত কালে এখানে কেমন করে আমরা যুদ্ধ হতে দিতে পারি ? সুতরাং কুরায়শ কওমের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে নিয়ে চলুন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) স্থীয় লোহ বর্ণ এবং যুদ্ধান্তে সুসজ্জিত হতে লাগলেন। তখন মুসলমান সৈন্যরা পরম্পর একে অপরকে ভৎসনা করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদেরকে এক কাজের প্রতি ইংগিত করেছেন। আর তোমরা তাকে পরামর্শ দিয়েছ অন্যভাবে (এ ঠিক নয়)। সুতরাং হে হাময়া ! আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলুন আমাদের পরামর্শ আপনার পরামর্শের অনুগত থাকবে। তারপর হাময়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আমাদের কওমের লোকেরা একে অপরকে পরম্পর ভৎসনা করছে এবং বলছে, আমাদের পরামর্শ আপনার পরামর্শের অনুগত থাকবে। (তাই আপনি আপনার নিজ ইচ্ছা মুতাবিক কাজ করুন)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, রণ সজ্জায় সজ্জিত হওয়ার পর তা পূর্ণতায় না পৌছিয়ে রণ পোশাক খুলে ফেলা তা নবীর জন্য সমীচীন নয়। অচিরেই তোমরা মুসীবতের সম্মুখীন হবে। তখন সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী এ বিপদ কি বিশেষ কারো জন্য আসবে না ব্যাপকভাবে আসবে ? উত্তরে তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা তা দেখতে পাবে। তারপর আমাদেরকে বলা হল যে, তিনি একটি গাভী যবেহ করতে স্বপ্নে দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা হল, তার সাহাবিগণ শাহাদাত বরণ করবে। স্বপ্নে তিনি এও দেখেছেন যে, ‘যুলফিকার’ নামক তার তরবারিটি ভেঙ্গে গিয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল হ্যরত হাময়া (রা.)-এর শাহাদাত। উহদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তাকে ‘আসাদুল্লাহ’ বলা হত। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নে এও দেখেছেন যে, একটি ভেড়া যবেহ করা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা হল, শক্র সৈন্যদের অশ্বারোহী দলের ভেড়া অর্থাৎ উসমান ইবন আবু তালহা নিহত হবে। উহদের দিন সে নিহত হয়েছে। তার হাতে ছিল মুশরিক লোকদের পতাকা।

৮১৮০. রবী' (র.) থেকে ও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে, তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, **قَدْ أَصَبَتْمِنْهَا** - এর মানে হল, তোমরা যে পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছ এর দিগ্ন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তারা। **فَلَمْ أَسْتَأْنِي هُدًا** - তখন তারা বলল, এ বিপদ কোথেকে এল ? বল, নাফরমানীর কারণেই তোমরা এ বিপদের মুখ্যমুখ্য হয়েছ।

৮১৮১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন উহদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের উপর একটি মুসীবত এসেছিল অথচ বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের কতেককে হত্যা এবং কতেককে বন্দী করে এর দিগ্ন

মুসীবত পৌছানো হয়েছিল। এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত -
-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

৮১৮২. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন মুসলমান সৈন্যরা মুশরিকদের সন্তুর জনকে হত্যা করে এবং সন্তুর জনকে বন্দী করে। আর মুশরিক লোকেরা উহুদের দিন সন্তুর জন মুসলমানকে শহীদ করে দেয়। এ সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে - ক্ষমতামুণ্ডীয়া ক্ষমতামুণ্ডীয়া ক্ষমতামুণ্ডীয়া - তোমরা বলছ এ বিপদ কোথেকে এল? আমরা তো মুসলিম। আল্লাহকে রায়ি করার নিমিত্তে অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আর এরা তো হল মুশরিক। এর জবাবে আল্লাহ্ বলেন, **قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** বল, নবী (সা.) তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অমান্য করার কারণেই তোমাদের উপর এ বিপদ আপত্তি হয়েছে। এ তোমাদের কৃতকর্মেই পরিণাম। অন্য কারো হতে এ বিপদ আসেনি।

৮১৮৩. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **أَوْلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتْمُ مِنْهَا** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাহাবিগণ বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে আমরা বিপদে পড়েছিলাম এ কারণে যে, বদরের যুদ্ধে আমরা যুদ্ধ বন্দুদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলাম এবং উহুদের যুদ্ধের দিন অমান্য করেছিলাম নবী (সা.) - এর নির্দেশ। তাই যারা আমাদের থেকে নিহত হয়েছে তারা শহীদ হয়েছে আর যারা বেঁচে আছে তারা পবিত্র অবস্থায় বেঁচে আছে। সর্ববস্থায় আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট।

৮১৮৪. হাসান ও ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই বলেন, সাহাবীদের ভুল ছিল এই যে, নবী (সা.) তাদেরকে বলেছিলেন, যুদ্ধে জয় হওয়ার পর আমার সঙ্গীগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে না। কিন্তু তারা তাদের অনুসরণ করে উহুদের দিন।

৮১৮৫. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উহুদের যুদ্ধে মসূলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা বিপদে পড়েছিলেন, তাদের কথা আলোচনা করে বলেন, সেদিন সন্তুর জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে **أَوْلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتْمُ مِنْهَا**। বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ সন্তুরজন কাফিরকে বন্দী করেছিলেন এবং সন্তুর জনকে হত্যা করেছিলেন। উহুদের এ বিপর্যয়ের পর সাহাবিগণ বলতে লাগলেন এ বিপদ কোথেকে আসল? উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে রাসূল আপনি বলুন, এ বিপদ তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি হিসাবে এসেছে। যেহেতু তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) - এর হকুম অমান্য করেছে।

৮১৮৬. ইবন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتْمُ مِنْهَا** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তোমরা যে পরিমাণ বিপদে পড়েছ বদরের যুদ্ধের দিন তোমরা মুশরিকদেরকে এর দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিলেন।

৮১৮৭. ইবন ইস্তাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে বিপদের পড়েছিল এর আলোচনা করে আল্লাহকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত, **أَوْلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتْمُ مِنْهَا** - আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তারপর এর ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধে যদি তোমাদের ভাতাগণ বিপদে পড়ে থাকে তবে তা তাদের অন্যায়ের কারণেই এমনটি হয়েছে। এতেও কিছু আসে যায় না। কেননা এর পূর্বে বদরের যুদ্ধে তো তোমরা তাদেরকে দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ তাদের কতেক কে হত্যা করেছ এবং কতেককে হত্যা করেছ এবং কতেককে বন্দী করেছে। উহুদের যুদ্ধে তোমাদের নবী তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমরা তা অমান্য করেছিলে এবং বর্তমানে এ নাফরমানীর কথা তোমরা ভুলে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তাঁর বাস্তাদের ব্যাপারে যা কিছু ইচ্ছা করেন প্রতিশোধ নেয়া হোক বা ক্ষমা করা হোক সব বিষয়েই তিনি সর্বশক্তিমান।

৮১৮৮. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **أَوْلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتْمُ مِنْهَا** - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তোমরা যে পরিমাণ বিপদে পড়েছ। বদরের দিন এর দ্বিগুণ বিপদে তোমরা মুশরিকদের কে ফেলেছিলেন।

কোন কোন তাফসীরকার কে বলে আল্লাহকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ হল, হে নবী তাদেরকে বলে দিন, এ বিপদ তোমাদের পক্ষ হতেই এসেছে। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা না করে তোমরা যে তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ। এ কারণেই তোমরা বিপদে পড়েছ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮১৮৯. উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ মুশরিকদের সন্তুর জনকে বন্দী করেছিলেন এবং সন্তুর জনকে হত্যা করেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা দু'টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করা । ১. হয়। মুশরিকদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর এবং এর দ্বারা শক্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের হিফাজত কর। কিন্তু তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তবে তোমাদের সন্তুর জন শহীদ হবে। ২. অথবা তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। এ কথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, আমরা তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করব এবং পরবর্তীতে আমাদের সন্তুর জন শহীদ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবিগণ মুশরিকদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন এবং উহুদে তাদের সন্তুর জন শহীদ হল। বর্ণনাকারী উবায়দা (র.) বলেন, তারা উভয় প্রকার কল্যাণ কামনা করলেন।

৮১৯০. উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতটি বদরে যারা বন্দী হয়েছে তাদের সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে। যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার এবং ইচ্ছা করলে তোমরা তাদের থেকে মুক্তিপণও গ্রহণ করতে পার। তবে

মুক্তিপণ গ্রহণ করলে তোমাদের থেকেও এ পরিমাণ লোক শাহাদাত বরণ করবে। একথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, আমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করে এগুলোকে কাজে লাগাব এবং আমাদের থেকে এ পরিমাণ শহীদ হোক এটা আমাদের কাম্য।

৮১৯১. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরাস্তল (আ.) নবী (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনার লোকেরা কাফিরদেরকে যে বন্দী করেছে তা আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নয় এবং তিনি আপনাকে দু'টি প্রস্তাবের একটি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তা হল, হয় তাদেরকে হত্যা করল, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের খালাস করে দিন। তবে মুক্তিপণ গ্রহণ করলে আপনাদের থেকেও এ পরিমাণ লোক আগামীতে শহীদ হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে ডেকে পরামর্শ বসে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! বন্দীরা আমাদের ভাই-বন্ধু। সুতরাং আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। বরং তাদের থেকে আমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করব এবং এ অর্থ দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করে শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব। পরবর্তীতে এ পরিমাণ সংখ্যা আমাদের শহীদ হবে। এতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। বর্ণনাকারী বলেন : সত্ত্বেও উহদের যুদ্ধে সত্ত্ব জন মুসলমান শহীদ হয় বদরের যুদ্ধ বন্দীদের সমপরিমাণ সংখ্যা।

আল্লাহত্পাকের বাণী :

(১৬৬) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ النَّقْيِ الْجَمِيعِ فَبِإِذِنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ

১৬৬. যে দিন দু'দল পরম্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহরই নির্দেশক্রমে হয়েছিল ; এ ছিল মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।

এর ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত - এর অর্থ হল, উহদ যুদ্ধের দিন এবং -**النَّقْيِ الْجَمِيعِ** - এর অর্থ হল মুসলমান এবং মুশরিকদের দু'দল সৈন্য পরম্পর সম্মুখীন হওয়া। সেদিন মুসলমানদের যে বিপর্যয় হয়েছিল তা হল এই যে, সে দিন মুসলমানদের কতকে শহীদ হয়েছিল এবং কতকে আহত হয়েছিল। -**فَبِإِذِنِ اللَّهِ** - এ সব কিছু আল্লাহর নির্দেশ তথা তাকদীরের ফয়সালা অনুসারেই হয়েছে, আয়াতে উল্লেখিত **مَشْبُوتِ شَرْطِ مَعْنَى شَرْطِ** এবং **فَإِنْ** হল -**وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ** - এর অর্থ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। -**وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ** - এর অর্থ হল, উহদের যুদ্ধের দিন দু'দল সৈন্য পরম্পর সম্মুখীন হওয়ার সময় মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী ঈমানদার এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য করা। যেমন মু'মিন লোকেরা মুনাফিকদেরকে চিনতে পারে এবং কারো ব্যাপার কারো নিকট অস্পষ্ট না থাকে। -**وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ** - এর ব্যাখ্যা পূর্বে আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করেছি তা ইবন ইসহাক (র.) ও তাই বলেছেন।

৮১৯২. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন তোমাদের শক্তির সম্মুখীন হলে তখন তোমাদের যা করণীয় তা করার সময় এবং আমার পক্ষ হতে সাহায্য আসা এবং কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের পর তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আমার নির্দেশেই ঘটেছিল। উদ্দেশ্য হল, মুনাফিকদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক করা এবং জানা এই সমস্ত লোকদের যারা তোমাদের মাঝে মুনাফিক। অর্থাৎ তাদের নিফাককে প্রকাশ করে দেয়া :

আল্লাহর বাণী :

(১৬৭) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا هُوَ قَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاتَّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا هَمَّا قَالُوا
لَوْ نَعْلَمْ قَتَالًا لَا تَبْعَثُنَا هُمْ لِلنَّفَرِ يَوْمَئِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْأَيْمَانِ يَقُولُونَ بِاْفْوَاهِهِمْ
مَالِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

১৬৭. মুনাফিকদেরকে জানাবার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, আল্লাহর রাহে জিহাদ করো, অথবা শক্তির কৃত্তি দাঢ়াও। তখন মুনাফিকরা বলল, যদি আমরা কোন নিয়মতাত্ত্বিক পদ্ধতি যুক্ত দেখতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা অংশ গ্রহণ করতাম। এই মুনাফিকরা ঈমানের তুলনা, নাফরমানীর নিকটবর্তী হয়েছিল অনেক বেশী। তারা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই এবং আল্লাহত্পাক খুব ভালভাবেই জানেন যা তারা অন্তরে গোপন রাখে।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহদের প্রান্তরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন রওয়ানা হলেন, মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল ও তার সঙ্গীরা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণকে রেখে ফিরে আসতে উদ্যত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে বললেন, এসো, আমাদের সঙ্গে থেকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর ; অথবা তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দ্বারা আমাদের শক্তির আক্রমণকে প্রতিহত কর। এ কথা শুনে তারা বলল, আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা লড়াই করবে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যেতাম এবং তোমাদের সাথে থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম, কিন্তু তোমাদের এবং তাদের মাঝে লড়াই হবে বলেই তো আমরা মনে করি না ; যে নিফাক তারা নিজেদের মনে লালন করতেছিল তা প্রকাশিত হল, অবশ্য তারা মুখে বলল, **لَوْ نَعْلَمْ قَتَالًا لَا تَبْعَثُنَا** (যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম), তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিগণের প্রতি যে বিদ্বেষ অন্তরে লালন করত ; একথা তো এর পরিপন্থী। যেমন নিম্ন বর্ণনাসমূহে রয়েছে।

৮১৯৩. ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ এক সহস্র সৈন্য নিয়ে উহদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং যেতে যেতে মদীনা ও উহদের মধ্যবর্তী সওত নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল এক তৃতীয়াৎশ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করে এবং বলে যে, আল্লাহর শপথ! হে লোক সকল! কোনু কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমরা প্রাণ বিসর্জন দিব; তা আমাদের বোধগম্য নয়। তারপর সে আরোও কতিপয় মুনাফিকসহ ফিরে আসে; এ দেখে বনু সালামার ভাই আবদুল্লাহ ইবন আম্র ইবন হারাম তাদের নিকট গিয়ে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক সকল! তোমরা নিজ নবী ও নিজ সম্প্রদায়কে শক্রদের হাতে অপদন্ত করোনা এবং তাদেরকে শক্রদের মুখে রেখে পলায়ন করোনা। এ কথা শুনে তারা বলল, আমরা যদি জানতাম যে, সত্যি সত্যিই, তোমরা শক্রদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করবে, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে শক্রদের হাতে ছেড়ে দিতাম না। আমরা জানি, এখানে কোন লড়াই হবেনা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়া ছাড়া তারা যখন কোন কথাই বলছে না, তখন বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দূর হও, আল্লাহর শক্রদা ভাগো, আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করুক। অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তোমাদের মুখাপেক্ষী করে রাখবেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে যুদ্ধের মাঠের দিকে অগ্রসর হলেন।

৮১৯৪. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, **وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَى قَاتِلُنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَدْفَعُوا** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) উহদের ময়দানে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান করার নিমিত্তে রওয়ানা হলে, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল ও তার সঙ্গীরা প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদ্যত হয়, তাদেরকে বলা হয়, এসো মহান আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর। তখন তারা বলল, **لَوْلَا نَعْلَمُ قَتَلًا لَا تَبْعَنُكُمْ** – অর্থাৎ আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যেতাম এবং তোমাদের থেকে তাদেরকে প্রতিরোধ করতাম। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ হবে বলে আমরা মনে করি না। তারা যা মনে মনে গোপন রেখেছিল তা প্রকাশিত হয়ে গেল, তাই আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা তা মুখে বলে। অর্থাৎ তোমার সামনে তারা ঈমানদারী প্রকাশ করছে। অথচ তাদের অন্তরে ঈমান নেই। তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা‘আলা তা সবই জানেন।

৮১৯৫. সুদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সহস্র সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলেন, আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে সকলে রওয়ানা হলে আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল তার তিন শত সঙ্গীসহ ফিরে আসে। তখন আবু জাবির সুলামী (রা.) তাদের নিকট যান এবং তাদেরকে ফিরে আমার জন্য আহবান করেন, কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং বলে, এখানে যুদ্ধ বলে আমরা মনে করিন। আমাদের কথা শুনলে তুমিও অবশ্যই আমাদের সাথে ফিরে আসতে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ **أَذْلَّنَ**

– এর মাঝে আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুলের সঙ্গী এবং আবদুল্লাহ আবু জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারীর কথাই বর্ণনা করেছেন। যখন আবু জাবির ইবন আবদুল্লাহ তাদেরকে ফিরে আসতে আহবান করেছিলেন। তখন তারা উভয়ে বলেছিল, এটাকে আমরা যুদ্ধ মনে করি না। আমাদের কথা মানলে তোমরাও আমাদের সাথে ফিরে আসতে।

৮১৯৬. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, **لَوْلَا نَعْلَمُ قَتَلًا لَا تَبْعَنُكُمْ** আয়াতাংশ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, **لَوْلَا نَعْلَمُ قَتَلًا لَا تَبْعَنُكُمْ** – এর মানে হল, যুদ্ধ হবে বলে আমরা যদি জানতাম, তবে অবশ্যই আমরা আমাদেরকে তোমাদের সাথেই দেখতে পেতাম।

ইমাম আবু জা‘ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণীঃ **أَوْاَدْفَعُوا** – এর ব্যাখ্যা মুফাস্সিরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, কমপক্ষে তোমরা আমাদের সাথে থেকে আমাদের দলকে ভারি কর। তোমরা আমাদের দলকে ভারি করলে তোমরাও তাদেরকে প্রতিহত করলে।

ঝাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮১৯৭. সুদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **أَوْاَدْفَعُوا** মানে হল, তোমরা আমাদের দলটিকে ভারি কর।

৮১৯৮. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **أَوْاَدْفَعُوا** – এর ভাবার্থ হল : যুদ্ধ না হলেও তোমারা আমাদের থেকে তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তার দ্বারা শক্রদেরকে প্রতিহত কর। অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন, এর অর্থ হল, তোমরা যুদ্ধ না করলেও কমপক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে থাক।

ঝাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮১৯৮. আবু আউন আনসারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **أَوْاَدْفَعُوا** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মর্মার্থ হল, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাক। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ** – এর মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা‘আলা ভালভাবেই এ সব মুনাফিককে জানেন, যাদের অন্তর মু’মিনগণের শক্রতা ও বিদ্রোহে ভরপুর এমতাবস্থায় তারা মু’মিনগণকে **لَوْلَا نَعْلَمُ قَتَلًا لَا تَبْعَنُكُمْ** বলে যা বুবতে চায় সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা‘আলা সম্যক অবগত আছেন, যুদ্ধ হবে বলে জানলে ও তারা মুসলমানগণের অনুসরণ করতো না এবং মুসলমানগণের শক্রদেরকে প্রতিহত করতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা মনে মনে যা পোষণ করছে, এ সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ব এবং এ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। তাই, আল্লাহ

তা'আলা দুনিয়াতে তাদের ভেদের জাহির করে দিয়ে তাদেরকে লাখ্তি করেছেন এবং আধিরাতে তাদেরকে জাহানামের অতল তলে নিষ্কেপ করবেন।

আল্লাহর বাণী :

(١٦٨) قَالُوا لِخَوَانِيهِمْ وَقَعْدُوا لَوْأَطَاعُونَا مَا قُنْطُلُوا هُقُّلْ فَإِذْرُءُ وَاعْنُ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۝

১৬৮. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সবক্ষে বলল, যে, তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হতো না, তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ تَأْفَقُوا** এবং **وَقَعْدُوا** উভয় আয়াতাংশে আলোচ্য ব্যক্তিগত একই সম্প্রদায়ের লোক। অর্থাৎ মুনাফিক লোকেরাই নিজ গৃহে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সবক্ষে তো বলেছিল। **الَّذِينَ تَأْفَقُوا** শব্দটি **الَّذِينَ تَأْفَقُوا** থেকে পড় হয়েছে। আর এ হিসাবে তাতে যবর হয়েছে। আর **يَكْتُمُونَ الَّذِينَ تَأْفَقُوا** - এর অর্থ হল **يَكْتُمُونَ** - এ হিসাবে এ শব্দটি পেশযুক্ত ও হতে পারে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশের মর্মার্থ হলঃ আর আল্লাহ তা'আলা এন্টপ করলেন, এ সমস্ত লোকদের জানার জন্য তাদের ভাই তথা আতীয় ও কওমের লোকদেরকে বলেছিল, যখন তারা মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে মুশরিকদের বিক্রমে উহদের প্রাপ্তরে লড়াই করে বিপর্যস্ত ও শহীদ হয়েছিল, "وَقَعْدُوا" অর্থ হল, উপরোক্ত মন্তব্যকারী মুনাফিক লোকেরা নিজেদের আতীয়-স্বজন এবং জ্ঞাতী লোকদের সাথে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ না করে বসে রইল। "أَوْأَطَاعُونَا" আমাদের ভাই-বেরাদের আতীয়-স্বজন যারা উহদের প্রাপ্তরে শহীদ হয়েছে তারা যদি আমাদের কথা মানতো তা হলে তথায় তারা শহীদ হতো না। এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি, এ জাতীয় কথা যারা বলে সেই মুনাফিক লোকদেরকে বলে দিন, তা হলে তোমরা তোমাদের থেকে মৃত্যুকে হটাও তো দেখি। এখানে **فَارْفَعُوا** শব্দটি - এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে **دَرَأْتُمْ** মানে **دَفَعْتُمْ** অর্থাৎ আমি তাকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছি। এ শব্দটি যেমনভাবে রূপান্বিত থেকে ব্যবহৃত হয় অনুরূপভাবে **مَزِيفِي** থেকেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় - আর আরব কবি বলেন :

تَقُولُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضِيقَيْ * أَهْذَا دِينَهُ أَبَدًا وَدِينِي

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি মুনাফিকদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, অর্থাৎ তোমরা যে বলছো যে, আমাদের তাইয়েরা যদি আবু সুফিয়ান ও তার

কুরায়শ বাহিনীর বিক্রমে হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গী হয়ে মহান আল্লাহর রাহে লড়াই করা বর্জন করে আমাদের কথা মানতো, তবে তারা তরবারির আঘাতে নিহত হতো না, বরং তোমাদের সাথে তারা বসে থাকলে, হয়রত মুহাম্মদ (সা.)-কে তার পথে ছেড়ে দিলে এবং মহান আল্লাহর শক্রদের বিক্রমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তারাও তোমাদের ন্যায় যিন্দা থেকে যেতো, এ কথাতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা তোমাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই তো তোমরা যুদ্ধে না গিয়ে বসে রয়েছো এবং জিহাদ থেকে পশ্চাদপদতা অবলম্বন করেছো। অর্থ মৃত্যুর হাত থেকে কোনওক্রমেই তোমরা বাঁচতে পারতে না।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮১৯৯. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ تَأْفَقُوا** এর ব্যাখ্যায় বলেন মুনাফিকদের গোটোয় কাওমের লোকদের থেকে যারা মুসলমানদের সাথে উহদের প্রাপ্তরে বিপর্যস্ত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তারা বলল, **أَوْأَطَاعُونَا مَا قُنْطُلُوا** তারা আমাদের কথা শুনলে নিহত হতো না; অর্থ মৃত্যু হল অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এবং ক্ষমতাবান হলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতো দেখি, বস্তুতঃ তারা দুনিয়াতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার অহেতুক আশায় এবং মৃত্যুর তয়ে নিফাক অবলম্বন করেছিল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা বর্জন করেছিল।

যে সমস্ত ব্যাখ্যাকার একথা বলেন যে, **أَلَّذِينَ قَالُوا لَا يَخْوَانُهُمْ** (যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলল) -এর দ্বারা মুনাফিক সম্প্রদায়কেই বুঝানো হয়েছে; তারা প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের রিওয়ায়েতেসমূহ উল্লেখ করেন।

أَلَّذِينَ قَالُوا لَا يَخْوَانُهُمْ وَقَعْدُوا لَوْأَطَاعُونَا مَا قُنْطُلُوا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতখানি আল্লাহর শক্র আবদুল্লাহ ইবন উবায় সম্পর্কে নায়িল হয়েছে।

৮২০১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আয়াতখানি আবদুল্লাহ ইবন উবায় এবং তার সাথীদের সবক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮২০২. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতখানি আবদুল্লাহ ইবন উবায় সম্পর্কে নায়িল হয়েছে। বস্তুত আবদুল্লাহ ইবন উবায়-ই- ঘরে বসে রয়েছিল এবং স্বগোটোয় লোক যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে উহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের কে বলে ছিল; **أَوْأَطَاعُونَا مَا قُنْطُلُوا** " - আমাদের কথা মানলে তারা নিহত হতো না।)। হয়রত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, এ আয়াতখানি আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সুলুল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮২০৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **أَلَّذِينَ قَالُوا لَا يَخْوَانُهُمْ وَقَعْدُوا** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত আল্লাহর শক্র আবদুল্লাহ ইবন উবায় সম্পর্কে নায়িল হয়েছে।

ଆମ୍ବାହୁର ବାଣୀ ୧

(١٧٠) فَرِحْيَنْ بِمَا أَنْتُمْ إِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ،
أَرْكَحُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝

(١٦٩) وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا طَبْلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرِزَّقُونَ ۝

୧୬୯. ଯାରା ଆଜ୍ଞାହର ପଥେ ନିହତ ହେଯେଛେ ତାଦେରକେ କଥନୋ ମୁତ ମନେ କରୋନା; ବରଂ ତାରା ଜୀବିତ ଏବଂ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକରେ ନିକଟ ହତେ ତାରା ଜୀବିକା ପ୍ରାପ୍ତ।

୧୭୦. ଆମ୍ବାହ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାତେ ତାଦେରକେ ଯା ଦିଯେଛେନ ତାତେ ତାରା ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ତାଦେର ପିଛନେ ଯାରା ଏଥନ୍ ଓ ତାଦେର ସାଥେ ମିଲିତ ହୁଯିନି ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏ ଜନ୍ୟ ଯେ, ତାଦେର କୋନ ଭୟ ନେଇ ଏବଂ ତାରା ଦୃଢ଼ିତ ହବେ ନା ।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন মানে হল **وَلَا تَحْسِبُنَّ**, অর্থাৎ তুমি মনে করোন। যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে।

٨٢٠٨. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন، وَلَا تَحْسِبْ مَانِيْ - مানে ; তুমি মনে করো না; أَلَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ - এর মানে, রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর যেসব সাহাবী উহদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ! তাদেরকে এমন মৃত মনে করো না যে, তারা কোন কিছু উপলক্ষি করতে পারে না, কোন বস্তুর স্বাদ আস্থাদন করতে পারে না এবং কোন প্রাচুর্য ভোগ করতে পারে না। বরং তারা আমার নিকট জীবিত এবং আমার দেয়া রিয়্ক - এর দ্বারা তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আমার দেয়া সম্মান ও অনুগ্রহের কারণে তারা আনন্দিত এবং আমি তাদেরকে অধিক প্রতিদান ও অনুকূল্পার দ্বারা আমার নৈকট্য দান করব ; যেমন বর্ণিত রয়েছে :

৮২০৫. ইবন আয়াস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের ভ্রাতাগণ উহুদের প্রাস্তরে শহীদ হওয়ার পর তাদের আত্মাগুলো সবুজ পাচীর দেহের মধ্যে সংযোজিত করে দেয়া হয়। তারা ঝর্ণা ধারার কূলে ভ্রমণ করে এবং জান্নাতের বৃক্ষরাজীর ফল ভক্ষণ করে। তারপর তারা আরশের নীচে ঝুলানো প্রদীপের নিকট আশ্রয় নেয়। তারা জান্নাতে বিপুল সুখ-সন্তোগ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় উপভোগ করে বলতে থাকে আল্লাহ আমাদের সাথে যে আচরণ করেছেন আহা আমাদের ভাইয়েরা তা যদি জানতো! তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যেন তারা জিহাদ থেকে পরামুখ না হয় এবং যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপদতা অবলম্বন না করে এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি পৃথিবীবাসীকে এ সংবাদ তোমাদের পক্ষ হতে পৌছিয়ে দিব। তারপর আল্লাহপাক এ আয়াতগুলো নাখিল করেন।

৮২০৬. যাসরুক ইবনুল আযদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি **لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي** আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমিও এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছে, উহুদের প্রান্তরে তোমাদের তাইয়েরা শাহাদাত বরণ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাগুলোকে স্বর্জন পাখীর দেহের মধ্যে সংযোজন করে দেন। তারা জানাতের ঝর্ণা ধারার কূলে ভ্রমণ করে এবং জানাতের বৃক্ষরাজীর ফল ভক্ষণ করে। তারপর আরশের ছায়ার নীচে ঝুলানো স্বর্গের প্রদীপের নিকট তারা অশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে তাদেরকে বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার নিকট কিছু চাও কি? আমি তোমাদেরকে তাও বাঢ়িয়ে দেব। তখন তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে অধিক আমরা আর কি কামনা করব? জানাতের সর্বত্র আমাদের জন্য অবারিত; যেখানে থেকে ইচ্ছা আমরা ভক্ষণ করতে পারি। এভাবে তিনবার তারা একথা বলে। তারপর পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কি চাও? আমি তোমাদেরকে এর সাথে তাও বাঢ়িয়ে দেব। এ কথার উত্তরে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে অধিক আমরা আর কি কামনা করব? জানাতের সর্বত্র আমাদের জন্য অবারিত। যেখান থেকে ইচ্ছা আমরা ভক্ষণ করতে পারি। তবে একটি বিষয় আমাদের কাম্য। তা হল এই যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের আত্মাগুলোকে আয়াদের শরীরে ফিরিয়ে দিন এবং আয়াদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান যেন আপনার পথে পুনরায় লড়াই করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।

৮২০৭. মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সহস্রে আবদুল্লাহ (রা.)-কে জিজেস করেছিলাম। তিনি পূর্বেও বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা উল্লেখ আছে যে, তখন আল্লাহ বলেন, আমি পূর্ব হতে এ কথা নির্ধারণ করে রেখেছি যে, তোমরা কেউই এ স্থান হতে পুর্ণবার পৃথিবীতে ফিরে যাবেন।

৮২০৮. মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা.)-কে শহীদদের আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাসরুক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) না থাকলে কেউই এ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করতে সক্ষম হতো না। আমার প্রশ্নের উত্তরে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন শহীদদের আত্মা আল্লাহ'র নিকট সবুজ রং এর পাখির দেহের ভেতর থাকে এবং তারা আরশের নিচে ঝুলানো প্রদীপের নিকট অবস্থান করে। জান্মাতের ভেতর যথায় ইচ্ছা তারা বিচরণ করে। তারপর পুনরায় প্রদীপের নিকট ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও? তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে পুনরায় আপনার পথে শহীদ হতে চাই।

৮২০৯. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, শহীদদের অবস্থান ঝর্ণা ধারার পার্শ্বে স্থাপিত জানাতের প্রবেশ দ্বারের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজ। আবদা (র.) সবুজ গম্বুজের স্থলে

সবুজ বাগানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের নিকট জান্নাতী খাদ্য পৌছিয়ে দেয়া হবে।

৮২১০. ইবন আবাস (রা.) অপর এক সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুৰূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে সবুজ গমুজের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং - يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رَزْقٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَكْرَةً وَعَشِيًّا - এর স্থলে **يُخْرُجُ عَلَيْهِمْ** হিসেবে বর্ণিত আছে।

৮২১১. ইবন আবাস (রা.) অন্য একসূত্রে নবী (সা.) হতে অনুৰূপ বর্ণনা করেন।

৮২১২. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, শহীদদের অবস্থান হল, ঝর্ণা ধারার পার্শ্বে স্থাপিত জান্নাতের প্রবেশ দ্বারের উপর নির্মিত সবুজ গমুজ। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের নিকট জান্নাতী খাদ্য পৌছানো হবে।

৮২১৩. ইবন আবাস (রা.) অপর সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুৰূপ বর্ণনা করেন।

৮২১৪. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, হে জাবির! তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব কি? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই দিবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারপর তিনি বললেন, তোমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে জীবিত করে বললেন, হে আবদুল্লাহ! ইবন আমর! তোমার সাথে আমি তা ব্যবহার করব? তদুন্তরে তিনি বললেন, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করে আপনার পথে লড়াই করে পুনরায় শহীদ হতে আমার আকাঙ্ক্ষা হয়।

৮২১৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কতিপয় সাহাবী এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমাদের ভাতা যারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের সাথে কিরণ আচরণ করা হয়েছে তা যদি জানতে পারতাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাফিল করলেন **وَلَا تَحْسِنَ الدِّينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ** অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলতাম, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির দেহে সংযোজিত হয়। তারা জান্নাতী ফল ভক্ষণ করে এবং তাদের অবস্থানের জায়গা সিদ্রা অর্থাৎ জান্নাতী বড়ই গাছের নিকট।

৮২১৬. রবী' (র.) থেকে অনুৰূপ বর্ণিত আছে, অবশ্য তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, সবুজ ও সাদা পাখির দেহে সংযোজিত হয় এবং এতে এও অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, কেউ কেউ আমাদেরকে বলেছেন যে, ও আয়াতটি বদরও উহুদের শহীদদের প্রতি নাফিল হয়েছে।

৮২১৭. মুহাম্মাদ ইবন কায়স ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শহীদ ব্যক্তিগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এর সংবাদ নবী (সা.)-এর

নিকট পৌছিয়ে দেয়ার মত কেউ আছে কি? এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমিই তোমাদের এ সংবাদ পৌছিয়ে দেব; তারপর তিনি হ্যরত জিব্রাইল (আ.)-কে **وَلَا تَحْسِنَ الدِّينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ** - এ দু' আয়াত নবী (সা.)-এর নিকট পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

৮২১৮. মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা.)-কে **فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ** বললেন, শহীদদের আত্মা আল্লাহ তা'আলার নিকট সবুজ রং এর পাখির, ন্যায় হয়ে অবস্থান করে, তাদের জন্য রয়েছে আরশের সাথে ঝুলানো প্রদীপ। তারা জান্নাতে নিজ খুশী মত ঘুরে বেড়াবে, তারপর তোমাদের প্রতিপালক তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে তাদেরকে জিজেস করেন, কিছু চাও কি তোমরা? যদি চাও তবে তোমাদেরকে আমি তা বাড়িয়ে দেব। উভয়ে তারা বলে, আমরা কি আমাদের ইচ্ছামত জান্নাতের ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি? (আবার কি চাও) এরপর পুনরায় তাদের সামনে এসে আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিছু চাও কি তোমরা? যদি চাও তবে আমি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। তখন তারা বলে, আমাদের আত্মাগুলো আমাদের দেহে পুনঃসংযোজিত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। আমরা যেন আবারো আপনার পথে লড়াই করতে পারি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের থেকে নীরবতা পালন করেন।

৮২১৯. আবদুল্লাহ(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু চাও কি তোমরা? আমি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। এ কথা শহীদদেরকে বলা হলে ত্তীয়বারের সময় তারা বলে, আমাদের পক্ষ হতে নবী (সা.)-এর নিকট আমাদের সালাম পৌছিয়ে দিন এবং তাঁকে জানিয়ে দিন যে, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৮২২০. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্থীয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বললেন, তিনি যেন মু'মিন লোকদেরকে জান্নাতের ছওয়াবের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন এবং নিহত হওয়ার ব্যাপারটিকে হালকা বিষয় বলে পেশ করেন। ইরশাদ হয়েছে **وَلَا تَحْسِنَ الدِّينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ** অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে জীবিত করে আমার পক্ষ হতে তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। তাদের জিহাদের বিনিময়ে যে ছওয়াব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেছেন এর কারণে তারা আনন্দিত।

৮২২১. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট এ মর্মে প্রার্থনা করল যে, তিনি যেন তাদেরকে বদরের দিনের ন্যায় আরেকটি দিন দেখার সুযোগ করে দেন। যেদিনে তারা প্রচুর কল্যাণ লাভ করবে, শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করবে এবং জান্নাতের মাঝে জীবিকা প্রাপ্ত হবে, এমন জীবিকা যার দ্বারা অমরত্ব লাভ হবে তাদের। তারপর উহুদের প্রাতঃরে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের পরম্পর লড়াই হয়। এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় মুসলমানকে

শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন তাদের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা^{اللهُ أَكْبَرُ فَزُتُورْبُ الْكَعْبَةِ} আয়াতের মধ্যেই উল্লেখ করেছেন।

৮২২২. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি শহীদানের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন ৪ : وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ^{وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ}

তারপর এর ব্যাখ্যায় বললেন, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির দেহে সংযোজন করা হয়। তারা আরশের নিচে ঝুলানো স্বর্ণের প্রদীপের নিকট অবস্থান করে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে জানাতের মাঝে খানা প্রদান করা হয়। তারা জানাতের মাঝে যথায় খুশী আমোদ-প্রমোদ করে বেড়ায়। জানাতের মধ্যে কোন আহবানকারী তাদেরকে আহবান করে বলে, তোমরা কিছু চাও কি? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা কি? উত্তরে তারা বলবে হে, আমাদের প্রতিপালক! আপনার নিকট আমরা কি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করব? এরপরও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কি আকাঙ্ক্ষা, তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট কি কামনা করব? এভাবে তাদেরকে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পরও তারা ঐ উত্তরই দিবে। তারপর বলবে, আমাদের আত্মা আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেন এটাই আমাদের কামনা। শহীদানের ছওয়াব এবং ফর্মালত দেখে তারা এ কামনা করবে।

৮২২৩. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম সন্তান সর্বদা প্রশংসা কামনা করে। ফলে তারা এমন জীবন লাভ করবে যার পর নেই। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন— وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ^{وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ}—যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।

৮২২৪. আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.)—এর এমন সাহাবী সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয় যাদেরকে তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য মা'উনাবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। রাবী বলেন, তাঁরা চল্লিশ জন-না সত্তর ছিলেন তা আমার জানা নেই; সে কৃপতির মালিক ছিল আমির ইবন তুফায়ল জা'ফরী। যা হোক নবী (সা.)—এর সাহাবীদের এ দলটি রওয়ানা করে কৃপের নিকট অবস্থিত একটি শুহায় অবস্থান করেন। তারপর তাঁরা একে অপরকে বললেন, ঐ কৃপের পার্শ্বে বসবাসকারীদের নিকট রাসূল (সা.)—এর পয়গাম পৌঁছাতে কার সাহস আছে? রাবী বলেন, এ কথা শুনে ইবন মিলহান আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার সাহস হয় সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)—এর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে। তারপর তিনি সোৎসাহে বের হয়ে তাদের মহল্লার একেবারে নিকটে পৌঁছে যান এবং তাদের বাড়ি-ঘরের সম্মুখে চলে যান। তারপর তিনি তাদেরকে বলেন, হে বীর মাউনার অধিবাসিগণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের পক্ষের একজন দৃত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বাল্মী ও রাসূল।” তোমরাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আনয়ন কর। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে এসে তাঁর পার্শ্বে একটি তীর নিষ্পে

করে এবং তীরটি তার পাজরের এক দিক দিয়ে লেগে অন্য দিক ভেদ করে চলে যায়। সে মুহূর্তে তাঁর মুখ নিস্ত কথা ছিল রেখা আল্লাহ্ মহান, কা'বার মালিকের কসম! আমি আমার মিলনে সফল হয়েছি, এরপর সে কাফিররা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে সাহাবাদের শুহায় চলে আসে এবং আমির ইবন তুফায়ল তাদের সকলকে হত্যা করে। ইবন ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, তাদের কথাগুলো তাদের কওমকে জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন। কিছু দিন তিলাওয়াত করার পর তা রাহিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, অর্থাৎ— وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ^{وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ} যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

৮২২৫. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.)—এর কতিপয় সাহাবী উহদের যুক্ত শহীদ হওয়ার পর তাঁরা তাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করে এবং তিনি তাদেরকে মহাসমানে ভূষিত করেন। লাভ করে তাঁরা আমরত্ব, শাহাদাত এবং পবিত্র রিষিক। তখন তারা বলে, আহা আমাদের ভাইদের নিকট এমর্মে সে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি; তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন, তাদের এ আবেগ দেখে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এ সংবাদ আমি তোমাদের নবী এবং তোমাদের ভাতাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)—এর প্রতি নাযিল করলেন ৪ : وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ^{وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ}—এ আয়াত দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদের কথাগুলো তাদের নবী এবং মু'মিনদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। “فَدِحْنِ” —শব্দটি যবর হয়েছে। এর মধ্যে যবর হওয়ার কারণ দু'টি। একং হয়তো তা'রব—এর থেকে প্রস্তুত হওয়ার কারণ দুইটি। একটি হওয়ার কারণে মনসুব ভিত্তিতে হওয়ে। দুইং অথবা প্রস্তুত হওয়ে। দুইং অথবা প্রস্তুত হওয়ে। দুইং অথবা প্রস্তুত হওয়ে। দুইং অথবা প্রস্তুত হওয়ে।

আল্লাহর বাণী :

আর তাদের পেছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত ও হবে না। (৪ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, তাদের ভাইয়েরা যারা পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে, তাদের সাথে এখনও শরীর হয়নি তারাও ভবিষ্যতে তাদের মত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শক্তিদের সাথে জিহাদ করবে এ জন্যও তারা আনন্দিত। কেননা তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তারাও শহীদ হলে তাদের সাথে মিশ্রিত হবেন এবং তাদের ন্যায় তারাও সুখের ভাগী হবেন

এজন্যও তাৰা উৎফুল্ল। "لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَفُونَ"- এৰ মৰ্মার্থ হল, তাৰের কোন ভয় নেই। কেননা তাৰা আল্লাহৰ শাস্তি হতে সম্পূর্ণৱপে নিৱাপদ হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহু তাৰের প্ৰতি সন্তুষ্ট এ কথা তাৰা দৃঢ়ভাবে জেনে ফেলেছে। তাই পৃথিবীতে যেসব বিষয়ে তাৰা ভয় কৰতো তা থেকে তাৰা সম্পূর্ণৱপে নিৱাপদ। পৰত্ব তাৰা দুনিয়ায় যা রেখে এসেছে সে জন্যও তাৰের কোন দুঃখ নেই এবং দুঃখ নেই তাৰের পাৰ্থিব জগতের অপ্রাচুৰ্যতাৰ কাৰণেও। যেহেতু তাৰা আল্লাহু পক্ষ হতে মহা মৰ্যাদা এবং বিপুল সুখ সম্ভোগ লাভে ধন্য হয়েছে।

"لَا" শব্দটি নসৱেৱ অবস্থায় আছে। এ হিসাবে এৰ অৰ্থ হবে তাৰা এ জন্যও আনন্দিত যে, তাৰের কোন ভয় নেই এবং তাৰা দুঃখিত হবে না।

আয়াতেৰ যে ব্যাখ্যা আমি পেশ কৰেছি এক দল মুফাস্সিৱ অনুৱৰ্তন ব্যাখ্যা কৰেছেন। তাৰা নিম্নেৱ
রিওয়াতেৰ সমূহ প্ৰমাণস্বৰূপ উল্লেখ কৰেন।

৮২২৬. কাতাদা (ৱ.) আল্লাহু বাণীঃ - وَسَتَبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ - এৰ ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহু পথে নিহত শহীদ লোকদেৱ প্ৰতি আল্লাহু তা'আলা যে নি'আমাত এবং সুখ শাস্তিদান কৰেছেন তা পেয়ে তাৰা তাৰেৱ ঐ সমষ্টি ভাইদেৱ জন্য আনন্দ প্ৰকাশ কৰছে। যাৱা এখনো তাৰেৱ পেছনে রয়েছে, তাৰেৱ সাথে শৱীক হয়নি।

৮২২৭. ইবন জুরাইজ (ৱ.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন - وَسَتَبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ - এৰ ব্যাখ্যায় বলেন, তাৰা আনন্দ প্ৰকাশ কৰছেন এ বলে যে, আমাদেৱ ভাইয়েৱা শাহাদাত লাভ কৰবে, যেমন আমৱা শাহাদাত লাভ কৰেছি। ফলে তাৰাও মহান আল্লাহু পক্ষ হতে অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত হবে। যেমন আমৱা অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত হয়েছি।

৮২২৮. রবী' (ৱ.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে **وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا عَدْدَ رِبْعِينَ** - এৰ ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত বদৱ এবং উভদেৱ শহীদানে ব্যাপাৱে নাখিল হয়েছে। আল্লাহু তা'আলা শহীদানেৱ জান কৰয় কৱে তাৰেৱে জানাতে প্ৰবেশ কৱিয়েছেন। তাৰেৱ আত্মাগুলোকে সবুজ পাৰ্থীৱ দেহে সংযোজন কৱা হয়েছে। তাৰা জানাতে নিজ খুশীমত বিচৰণ কৱে। অবশেষে আৱশেৱ নীচে ঝূলানো স্বৰ্ণেৱ ঝালিসমূহেৱ নিকট অবস্থান গ্ৰহণ কৱে। মহান আল্লাহু তাৰেৱকে যে নি'আমাত এবং অনুগ্ৰহ দান কৰেছেন, তা দেখে তাৰা বলবে, আহা! আমাদেৱকে যে নি'আমাত দান কৱা হয়েছে, আমাদেৱ ভাতাগণ যাৱা আমাদেৱ পেছনে রয়ে গেছে, আমাদেৱ সাথে মিলিত হয়নি তাৰা যদি জানত। তবে তো তাৰা যুদ্ধে শৱীক হয়ে আমাদেৱ মত সুখ-শাস্তি এবং নি'আত লাভ কৱাৱ জন্য ত্বৰিত চেষ্টা কৱত। একথা শুনে আল্লাহু তা'আলা ঘোষণা কৱেন, আমি তোমাদেৱ নবীৱ প্ৰতি এ সম্পর্কে আয়াত কৱব এবং তোমাদেৱ ভাইদেৱকে জানিয়ে দেব ঐ সমষ্টি নি'আমতেৰ কথা, যা তোমৱা

লাভ কৰেছো। এতে তাৰা খুশী হয়েছে এবং আনন্দিত হয়েছে। সৰ্বোপৰি তাৰা পৰম্পৰ বলছে যে, তোমৱা যে সুখ ও প্ৰাচুৰ্য লাভ কৰেছো তা আল্লাহু তা'আলা তোমাদেৱ নবী এবং তোমাদেৱ ভাইদেৱকে জানিয়ে দিবেন। ফলে তাৰা তোমাদেৱ ন্যায় মহান আল্লাহু পথে জিহাদে অংশগ্ৰহণ কৱে তোমাদেৱ সাথে এসে শৱীক হবে। নিম্নোক্ত আয়াত **فَرِحَّيْنَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ** - এৰ মাবে এ কথাই বৰ্ণিত হয়েছে। এ আয়াতেৰ মানে হল, মহান আল্লাহু নিজ অনুগ্ৰহে তাৰেৱকে যা দিয়েছেন তাতে তাৰা আনন্দিত এবং তাৰেৱ পেছনে যাৱা এখনো তাৰেৱ সাথে মিলিত হয়নি তাৰেৱ জন্যও আনন্দ প্ৰকাশ কৱে, এজন্য যে, তাৰেৱ কোন ভয় নেই এবং তাৰা দুঃখিত হবে না। আল্লাহু অবদান ও অনুগ্ৰহেৱ জন্য তাৰা আনন্দ প্ৰকাশ কৱে এবং তা একাবণে যে, আল্লাহু মু'মিনগণেৱ শ্ৰমফল নষ্ট কৱেন না।

৮২২৯. ইবন ইসহাক (ৱ.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন **وَيَسْتَبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْبِهِمْ مِنْ مِنْ خَلْفِهِمْ** - এৰ মৰ্মার্থ হল, তাৰেৱ ভাইয়েৱা যাৱা পৃথিবীতে রয়েছে তাৰাও ভবিষ্যতে জিহাদ কৱে শহীদ হয়ে তাৰেৱ সাথে মিলিত হবে এবং আল্লাহু তাৰেৱকে যে প্ৰতিদান দিয়েছেন এতে তাৰাও শৱীক হবে এবং আল্লাহু তা'আলা তাৰেৱ থেকে ভয় ও দুঃখ ইত্যাদি বিদূৰিত কৱে দিবেন, এজন্যও তাৰা আনন্দিত।

৮২৩০. ইবন যায়দ (ৱ.) - وَسَتَبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ - এৰ ব্যাখ্যায় বলেন, শহীদ ব্যক্তিগণ ঐ সমষ্টি লোকদেৱ জন্য ও আনন্দ প্ৰকাশ কৱে যাৱা পৱে শহীদ হবে এ কাৰণে যে, তাৰেৱ কোন ভয় নেই এবং তাৰা দুঃখিত হবে না। এভাবে তিনি পৰ্যন্ত তিলাওয়াত কৱলেন। তাৰা আনন্দ প্ৰকাশ কৱে এ জন্যও যে, আল্লাহু মু'মিনদেৱ প্ৰতিদান বিনষ্ট কৱেন না।

৮২৩১. সুদী (ৱ.) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন **وَسَتَبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ** - এৰ ভাবাৰ্থ হল, শহীদদেৱ নিকট তাৰেৱ কোন আপনজন এবং ভাতৃবৰ্গ কখন আগমন কৱবে তাৰ একখনা চিৱকুট দেয়া হবে। এতে লেখা থাকবে তোমাৱ অমুক আত্মীয় অমুক দিন আসবে। আত্মীয়েৱ আগমনে শহীদ ব্যক্তি উৎফুল্লবোধ কৱবে। যেমন দুনিয়াবাসীৱা বহুদিন পৱে কোন বিশেষ আত্মীয়েৱ আগমনে আনন্দবোধ কৱে থাকে।

আল্লাহু বাণীঃ

(১৭১) **يَسْتَبَشِّرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَّأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ**

১৭১. আল্লাহু অবদান ও অনুগ্ৰহেৱ জন্য তাৰা আনন্দ প্ৰকাশ কৱে এবং তা এ কাৰণে যে, আল্লাহু মু'মিনদেৱ প্ৰতিদান বিনষ্ট কৱেন না।

কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরায় কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়তের পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে কিরাওআত বিশেষজ্ঞের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

হিজায ও ইরাকের কারীগণ **لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ** আয়াতটিকে - এর সাথে পড়েন এবং অন্যান্য কারীগণ **لَا يَحْسِبُونَ** শব্দটিকে - যা - এর সাথে পড়েন। অনুরূপভাবে আয়াতটির বিশেষণে তাফসীরকারদের মাঝেও একাধিকমত রয়েছে।

لَا يَحْسِبُنَّ الْبَاطِلَوْنَ الْبَخْلَ هُوَ خَيْرُهُمْ, আয়াতাংশের অর্থ হল, কৃপণ লোকেরা যেন কৃপণতাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে। এখানে **بَلْ يَيْخُلُونَ** বলার কারণে শব্দটিকে উহু রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কৃপণ লোকেরা যেন কৃপণতাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে। এখানে **الْبَخْل** শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা বাকী না থাকায় একে উহু রাখা হয়েছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয় যে, - এর অর্থ হল **فَمِنْ قَدْوَمِ فَلَانِ فَسْرَتِ يَقْدُوْمِ** অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে এবং তার আগমনে আমি আনন্দিত হয়েছি। কেননা তিনি হলেন দলনেতা। এখানে যেমনিভাবে দল ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে বক্ষমান আয়াতেও ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে।

وَلَا يَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ - এর মানে হল **وَلَا يَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، لَا يَحْسِبُنَّ الْبَخْلَ هُوَ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ** অর্থাৎ এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে। তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। এখানে দ্বিতীয় **يَحْسِبُونَ** - এবং ধারণাকৃত বস্তু - এন্টো শব্দকে হার্ফ করা হয়েছে অর্থাৎ উহু রাখা হয়েছে। কেননা প্রথমোক্ত **الْبَخْل** শব্দকে হার্ফ করার প্রয়োজনীয়তা এখানে আর বাকী থাকেনি। তাই এদেরকে উহু রাখা হয়েছে।

তাদের মতে এখানে যে পরিমাণ হয়েছে এর চেয়ে অধিক হয়েছে এর হার্ফ অধিক হয়েছে আয়াতের মধ্যে। এখানে **مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ** - আয়াতের মধ্যে। এখানে কথাটি বলা হয়নি কেননা **أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرْجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ** - বলার পর ঐ বাক্যটির প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকেনি। কেননা আয়াতের শেষোক্ত অংশের দ্বারা এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে আয়াতে কথাটি এখানে উল্লেখ না থাকলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল আছে। কিন্তু কোন কোন ব্যাকরণবিদ আমাদের উল্লিখিত বসরাবাসী ব্যাকরণবিদদের এ বক্তব্যকে অস্বীকার করেন এবং বলেন **لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ**

لَا يَسْتَوِي مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ - এর উপর আয়াতকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা **لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ** - এর মাঝে উল্লিখিত শব্দটি বহুচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হল, তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে নিজেদের বাড়ীতে অবস্থানকালীন অবস্থায় ব্যয় করেছে তারা এবং মক্কা বিজয়ের পরবর্তীকালে ব্যয়কারী লোকেরা কেমন করে সমান হতে পারে? তাই প্রথমোক্ত বাক্যটি উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় বাক্যটি আর পুনরায় উল্লেখ করা হয়নি। এমনিভাবে **لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ** - এর মাঝে ও শব্দ হো আছে। তবে এ বাক্যে এর স্থল ভিষিক্ত ও বিদ্যমান আছে। কেননা শব্দটি হল **عَامِلٌ** - এর অর্থে এবং **أَبْخَلَ** - এর সাথে পূর্বে দুটি শব্দটিকে পুনরায় আর উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন **لَا تَحْسِبَنَّ** শব্দটিকে যদি **الْبَخْل** - এর সাথে পড়া হয় তবে **الْبَخْل** শব্দটি - **الَّذِينَ** এর পূর্বে উহু থাকবে। আর যদি **لَا تَحْسِبَنَّ** শব্দটিকে **يَأْتَاهُمُ** - **الَّذِينَ** পর শব্দটি উহু থাকবে। এখানে **الْبَخْل** শব্দটিকে উল্লেখ থাকার কারণে শব্দটিকে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকেনি। যেমন জনৈক কবি বলেছেন-

إِذَا نَهَىَ السَّفَيْرُ جَرَى إِلَيْهِ * وَخَالَفَ وَالسَّفَيْرَ إِلَى اخْلَافِ

এখানে **يَأْتَاهُمُ** শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে **سَفَيْر** শব্দটিকে আর উল্লেখ করতে হয়নি এমনিভাবে আয়াতের মাঝে থাকার কারণে **الْبَخْل** শব্দটিকেও উল্লেখ করতে হয়নি।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় কিরাওআতের মাঝে আমার নিকট উত্তম কিরাওআত হল **تَاءٌ** - এর সাথে পড়া। তখন এর অর্থ হবে, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি একথা মনে করবেন না যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন এতে যারা কৃপণতা করে এ কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক আয়াতের মধ্যে **هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ** উল্লেখ থাকার কারণে হার্ফ করে দেয়া হয়েছে। বাহ্যিকভাবে একে হার্ফ করা হলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে তা ধর্তব্য আছে। কেননা **لَا يَحْسِبُنَّ** শব্দটি উল্লেখ রয়েছে।

এর কিরাওআতটি **(يَاءٌ)** - **لَا يَحْسِبَنَّ** - এর কিরাওআত হতে উত্তম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে - এর জন্য একটি খীর একটি যদি যাক আবশ্যক, আয়াতটিকে যদি **وَلَا** - **يَحْسِبَنَّ** - এর সাথে পড়া হয় তবে **مَحْسِبَةٌ** - এর জন্য এমন কোন থাকে - না যার থেকে কে - **هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ** - এর অর্থে এবং **لَا يَحْسِبَنَّ** - এর অর্থও প্রতিভাত হয়, এবং এর থেকে এবং **الْبَخْل** - এর অর্থও

হবে। এরপর তিনি **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ** থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজ মনিবের কাছে এসে আল্লাহু প্রদত্ত নি'আমত হতে তার নিকট কিছু কামনা করে এবং সে তা থেকে তাকে দিতে অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে তবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি বিষাক্ত সাপ ডেকে আনা হবে যা কেবল জিহবা নেড়ে ঐধন-সম্পদ চিবাতে থাকবে।

৮২৮৪. মুআবিয়া ইবন হায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজ মনিবের কাছে এসে আল্লাহু প্রদত্ত নি'আমত হতে তার নিকট কিছু কামনা করে এবং সে তা থেকে তাকে দিতে অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে তবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি বিষাক্ত সাপ ডেকে আনা হবে যা কেবল জিহবা নেড়ে ঐধন-সম্পদ চিবাতে থাকবে।

৮২৮৫. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিষধর সাপ যাকাত অঙ্গীকারকারী লোকদের মাথায় দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি-ই তোমার ধন-সম্পদ যা দান করতে তুমি কার্পণ্য করেছিলে।

৮২৮৬. আবদুল্লাহ (রা.) **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যাকাত অঙ্গীকারকারী ব্যক্তিদের মাথায় বিষধর সর্প দংশন করতে থাকবে।

৮২৮৭. অপর এক সূত্রে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এখানে অতিরিক্ত এ কথা বর্ণিত আছে যে, একটি কালো বিষধর সাপ।

৮২৮৮. ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কৃপণ ব্যক্তির মাল কিয়ামতের দিন বড় সর্পের রূপ পরিগ্রহ করে তার নিকট এসে তার মাথায় দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার ঐ ধন-সম্পদ যা দান করার ব্যাপারে তুমি কৃপণতা অবলম্বন করেছিলে। এ বলতে বলতে সর্পটি তার ঘাড়ের সাথে জড়িয়ে যাবে।

৮২৮৯. ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত প্রদান করে না। কিয়ামতের দিন তার ঐ মালকে বিষাক্ত সর্পরূপে তার গলায় বেড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। **وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ** আয়াতটি পাঠ করলেন।

৮২৯০. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি - এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন কৃপণের মালকে বিষাক্ত সর্পরূপে তার গলার বেড়ি বানিয়ে দেয়। তারপর তা তার গলায় গলবন্ধের মত হয়ে তাকে দংশন করতে করতে জাহান্মামে নিয়ে ফেলবে।

৮২৯১. আবু ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাদেরকে আল্লাহু তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু এ মালের মধ্যে নিকট আত্মায়দের যে অধিকার আল্লাহু রেখেছেন তা যথাযথভাবে আদায় করতে যদি অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে তবে এ ধন-সম্পদকে সর্প বানিয়ে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়।

হবে। তখন লোকটি বলবে, তুমি কে? তোমার ধ্রংস হোক। সাপটি বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার ধনভাস্তার।

৮২৯২. ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, কৃপণের গলায় বিষধর সাপ বেড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। এবং তা তার মাথায় দংশন করতে থাকবে।

কোন কোন তাফসীরকার ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের ঘাড়ে জাহান্মামের বেড়ি ঝুলিয়ে দেয়।

৮২৯৩. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, অমির বেড়ি তাদের গলায় লটকিয়ে দেয়।

৮২৯৪. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, অমির বেড়ি।

৮২৯৫. ইবরাহীম (র.) থেকে অপর একসূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন সিয়েতুকুন মানে হল অমির বেড়ি তাদের ঘাড়ে লটকিয়ে দেয়।

৮২৯৬. অপর এক সূত্রে ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সিয়েতুকুন মানে হল অমির বেড়ি তাদের গলায় গলবন্ধের ন্যায় ঝুলিয়ে দেয়।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন। আয়াতের অর্থ হল, যে সকল কিতাবী লোক মুহাম্মদ (সা.)-এর নবৃত্যাতের বিষয়টি লোকদেরকে জানাতে কার্পণ্য করেছে তাদের গলায় বেড়ি লটকিয়ে দেয়। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইবন আবাস (রা.)-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

৮২৯৭. ইবন আবাবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **سَيِّطُوقُونَ مَا بَخْلُوبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** - এর ব্যাখ্যায় **الَّذِينَ يَيْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ** বলেন, তুমি কি শোন নি যে, আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় (সূরা নিসার) ৩৭নং আয়াত এবং সূরা হাদীদের ২৪) অর্থাৎ কিতাবী লোকেরা তারা নিজেরাও কৃপণতা করে এবং লোকদেরকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হল, দুনিয়াতে আল্লাহু তা'আলা যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন এ ধন-সম্পদের ব্যাপারে যারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ সব ধন-সম্পদ হারিয়ে করার জন্য নির্দেশ দেয়। এবং এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে।

বলেছে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত এবং যারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকে তিনি দহন যন্ত্রণার মাধ্যমে শাস্তি বদলা দিবেন তাদের অন্যায় অপরাধের কারণে এবং তাঁর প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে। অতএব, লেনিহান অগ্নির মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দিলে আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী হবেন না এবং শাস্তি উপযোগী নয় এরূপ লোককে তিনি শাস্তি দিয়েছেন বলেও প্রমাণিত হবে না। তাই তিনি সৃষ্টির কারো প্রতি জুলুমকারী নন। বরং তিনি তাদের পরম্পরের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ এবং অনুগ্রহশীল তাদের সকলের প্রতি তিনি তাদের যাকে যে নিজামত ইচ্ছা প্রদান করেন।

আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَصِيَّا لَنَا أَنْ تُؤْمِنَ بِرَسُولِنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكِلُهُ
الَّذِينَ قُلْ قُدْجَاءَ كُمْ رُسْلُ مِنْ فَبِلِّيَنْتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمْ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَدِيقِينَ ۝ (১৮২)

১৮৩. যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্নি গ্রাস করবে, তাদেরকে বলে, আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নির্দেশনসহ এবং তোমরা যা বলছো তাসহ তোমাদের নিকট এসেছিল ; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে ?

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবাৰী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল, যারা বলে আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি তাদের কথা আল্লাহ্ শুনেছেন। **الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَفِيرَ** - আল্লাহর আয়াতটি আয়াতটি এর দিকে রাখে হয়েছে। তাই উপরোক্ত বাক্যের ন্যায় **الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ** আয়াতটির পূর্বে মুক্ত হয়ে আসেছে। (যের বিশিষ্ট)

فَأَتَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ لَا نُؤْمِنَ بِرَسُولِ - তারা বলে আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী কিভাবসমূহে ও নবীদের যবানে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি অর্থাৎ তিনি যদি বলেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে এ আদেশ-নিষেধ নিয়ে এসেছেন তাহলে আমরা যেন তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করি। **حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكِلُهُ** যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে। **قُرْبَان** মানে হল, সাদকা বা এ জাতীয় কোন কাজের মাধ্যমে বাল্দার স্থীয় প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করা। **قُرْبَان** হল ক্রিয়ার ধাতু মূল। যেমন **عَدْوَان** ও **خَسْرَان** হল ক্রিয়ামূল।

‘تَأْكِلُهُ’ এর কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, কারো পেশকৃত কুরবানী অগ্নি গ্রাসিত হওয়া তৎকালে তার কুরবানী কবুল হওয়ার দলিল ছিল এবং এতে এ কথা প্রতীয়মান হত যে, কুরবানী দাতা ব্যক্তি বিবদমান বিষয়ে নিজে এক হওয়ার যে দাবী করছে তার এ দাবী সত্য। যেমন নিশ্চের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

৮৩১০. **حَتَّىٰ يَأْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكِلُهُ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৎকালে কোন ব্যক্তি সাদকা করলে তা যদি গ্রহণযোগ্য হতো তবে আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত।

৮৩১১. **دَاهْهَاك** (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **بِقُرْبَانٍ تَأْكِلُهُ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৎকালে এমন নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি সাদকা করলে তা যদি গ্রহণযোগ্য হতো তবে আকাশ থেকে আল্লাহ্ অগ্নি প্রেরণ করতেন এবং তা কুরবানীর বস্তুর উপর পতিত হয়ে তাকে ভস্তীভূত করে দিত।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! যারা বলে আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্নি গ্রাস করবে, তাদেরকে বলে দাও, আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নির্দেশনসহ (অর্থাৎ এমন প্রমাণাদি যা রাসূলগণের নবুওয়াতের সত্যতা এবং তাদের তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে) এবং তোমরা যা বলছো। (অর্থাৎ কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে তা যদি অগ্নি গ্রাসিত হয়, এমন মুজিয়া যদি কেউ দেখাতে পারে তবে তোমাদের জন্য আবশ্যিক হবে তাকে বিশ্বাস করা এবং তার নবুওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা) তাসহ তোমাদের নিকট এসেছিল, **فَلَمْ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ** - আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদেরকে বলে দাও, আমার পূর্বে তো তোমাদের নিকট বহু রাসূল এসেছেন বিষয়াদি নিয়ে যেগুলোকে তোমরা তাদের নবুওয়াতের সত্যতার জন্য প্রমাণ্য মনে করতে। কিন্তু তাদেরকে তোমরা হত্যা করেছো। বস্তুত “তারা তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা তাদের নবুওয়াতের সত্যতার জন্য প্রমাণ্য বিষয়” এ মর্মে তোমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে কেন? - আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে রাসূলগণ তোমাদের সামনে এমন কুরবানী উপস্থিত করবে যা অগ্নিগ্রাস করবে এবং যা তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার ব্যাপারে দলিল, এ জ্ঞান রাসূলগণের উপরই কেবল তোমরা ইমান আনবে। এ বক্তব্যের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক?

ইমাম আবু জাফর তাবাৰী (র.) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ের যে সব ইয়াহুদীর কথা আল্লাহ্ এখানে বর্ণনা করেছেন, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সা.)-কে সত্য জানা সত্ত্বেও

তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাঝে এবং আল্লাহর বাণীতে তার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ পাওয়া যে, তিনি বিশ্ব মানবের রাসূল এবং তাঁর আনুগত্য ফরয ইত্যাদি সত্ত্বেও তাঁর নবৃত্যাতকে অবীকার করার মাঝে তারা তাদের পূর্বসূরীদের পথই অবলম্বন করেছে। যারা নবীদের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর এবং দলীলাদির ভিত্তিতে তাদের ওয়ার খত্ম হওয়ার পর আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করে এবং তাঁর হককে তুচ্ছ তাছিল্য তেবে নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

আল্লাহর বাণী :

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَزْبَرِ وَالرُّكْبَتِ الْمُسْتَبِرِ ۝ (১৮৪)

১৮৪. তারা যদি তোমাকে অবীকার করে, তোমার পূর্বে যে সব রাসূল স্পষ্ট নির্দশন, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছি তাদেরকেও তো অবীকার করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদী ও মুশরিক লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বহু যাতনা দিয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আল্লাহর তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! যারা বলে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত— এবং যারা বলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের সামনে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্নি প্রাপ্ত করবে” তাদের পক্ষ হতে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর দেয়া সুযোগ পেয়ে প্রতারিত হয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আর তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আল্লাহর সাথে তাদের অবাস্তব প্রতিশ্রূতির কথা আওড়ানোর বিষয়টিকে তুমি কোন বড় বিষয় বলে মনে করবে না। এরপ করে তারা যদি তোমাকে মিথ্যবাদী বানায় এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ যারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, অকাট্য দলীলসমূহ এবং মু'জিয়া সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদেরকেও তাঁদের পূর্ববর্তী লোকেরা অবিশ্বাস করেছে এবং দুঃখ দিয়েছে। এখানে “بِالْبَيِّنَاتِ” বলে এসব প্রমাণাদি ও মু'জিয়াকেই বুঝানো হয়েছে। বিরুদ্ধে “الزَّبْرِ” - রিয়াজুর রিয়াজ এবং “رَبُورِ” - রিয়াজ মানে কিতাব। প্রত্যেক কিতাবই একটি যেমন কবি সম্মাট ইমরান কায়স বলেছেন,

لِمَنْ طَلَّ أَبْصَرَتِهِ فَشَجَانِي؟ كَخَطِّ زَبُورِ فِي عَسِيبِ يَمَانِي

এখানে তাঁক বলে তাওরাত ও ইনজীল কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইয়াহুদী লোকেরা ইসা (আ.) ও তাঁর আনীত আদর্শকে অবিশ্বাস করেছে এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর গুণগুণ সম্পর্কিত আয়াত যা মুসা (আ.) নিয়ে এসেছিলেন তার পরিবর্তন করেছে। সর্বোপরি তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাও রদবদল করে ফেলেছে। আর খৃষ্টানরা ইনজলী কিতাবে রাসূলুল্লাহ

(সা.)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও হের ফের করে ফেলেছে।

المنير مانع هـ، دـيـنـيـمـاـنـ يـاـ آـلـوـ بـيـكـرـيـنـ شـبـقـتـ كـرـكـهـ دـيـنـيـرـ اـلـمـنـيـرـ ۝

নিকট হক সুস্পষ্ট নয়।

قد شـبـقـتـ إـلـيـهـ نـورـ وـآـلـোـকـি�ـتـ كـرـكـهـ (اضـاءـةـ) أـرـثـيـهـ بـيـكـرـيـنـ شـبـقـتـ بـابـ شـبـقـتـ مـنـيـرـ (أـرـثـيـهـ) (অর্থাৎ এ বিষয়টি তোমার নিকট সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে)। - ”انار لك هذا الام“ (অর্থাৎ এ বিষয়টি তোমার নিকট সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে) - ”انار لك هذا الام“ - অর্থ ইজ্জত হওয়া - সীফে এর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া - এস ফাউল - এর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া। আর আলোকিত বস্তুটিকে মনিয়ো বলা হয়।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۝ - এর ব্যাখ্যায় ৮৩১২. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি শব্দটি হিজায ও ইরাকী লোকদের মাসহাফের মধ্যে ۴ ب' ছাড়া বর্ণিত আছে। কিন্তু সিরিয়াবাসীদের মাসহাফে এ শব্দটি ۴ ب' সহ (وبالزير) বর্ণিত আছে। যেমন সূরা ফাতিরের পঁচিং নং আয়াতে এ শব্দটি ۴ ب' সহ বর্ণিত আছে।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۝ - এর ব্যাখ্যায় ৮৩১৩. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি শব্দটি হিজায ও ইরাকী লোকদের মাসহাফের মধ্যে ۴ ب' ছাড়া বর্ণিত আছে। যেমন সূরা ফাতিরের পঁচিং নং আয়াতে এ শব্দটি ۴ ب' সহ বর্ণিত আছে।

شـبـقـتـ هـ، حـيـزـ وـبـالـزـيـرـ (بـالـزـيـرـ) ۝

কـلـ نـفـسـ ذـآـقـةـ الـمـوـتـ ۝ وـأـلـئـمـ تـوـفـونـ أـجـوـرـكـمـ يـوـمـ الـقـيـمـةـ ۝ فـمـ رـحـزـ عـنـ النـارـ ۝ وـأـدـخـلـ الـجـنـةـ فـقـدـ فـازـ ۝ وـمـاـ الـحـيـةـ الـدـنـيـاـ إـلـأـ مـنـاعـ الـغـرـوـرـ ۝

১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবো যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জালাতে দাখিল করা হবে সে-ইসফলকামা আর পার্থিব জীবন চলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অবিশ্বাসী ইয়াহুদী সম্প্রদায় যাদের অবস্থা ও দুঃসাহসের কথা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তারা এবং আল্লাহ অন্যান্য সৃষ্টি সকলে আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা সকলের জন্যই মউত অবধারিত। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-কে বলছেন, হে মুহাম্মাদ! এ ইয়াহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় যারা তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে

তাদের এ অপকর্মে দুঃখিত হবার কিছুই নেই। কেননা তোমার পূর্ববর্তী নবীগণও তোমার ন্যায় সুস্পষ্ট নির্দর্শন এবং অকাট্য প্রমাণাদিসহ আবির্ভূত হয়েছিল তাদেরকেও তারা অবিশ্বাস করেছিল এবং দুঃখ দিয়েছিল। তাই তোমার জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে এমন নমুনা যার দ্বারা সাম্রাজ্য লাভ করা যায়। কিন্তু মনে রাখবে; যারা তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তাদের এবং অন্যান্য সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন কিয়ামতের দিন সকলকেই আমি তার কর্মের প্রতিদান দিব তাই আল্লাহ্ বলেছেন ﴿وَإِنَّمَا تُرْهَقُونَ أَجْوَرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। কর্মভাল হলে তাল ফল এবং কর্ম মন্দ হলে মন্দ ফল দেয়া হবে। "فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ" "فقد فاز" যাকে জাহানামের অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে।

یفوز هل مضارع ار - فازفلان بطلبه سفول کام هی تا و بله هل میزد - مفازاً و مفازه هل میزد |

এ হিসাবে উক্ত আয়াতের অর্থ ইল, যাকে অধি হতে সরিয়ে রাখা হবে, দূরে রাখা হবে এবং
জান্মাতে দাখিল করা হবে সে নাজাত প্রাপ্ত হবে, সফলকাম হবে এবং মহাসম্মানের ভূমিত হবে। ৭
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْأَمْتَاعُ الْغَرَوْرُ
অর্থ : দুনিয়ার স্বাদ, খাহেশাত, দুনিয়াস্থিত আকর্ষণীয় সুন্দর সুন্দর
বিশায়াদি ইত্যাদি ।

ଅର୍ଥ : କେବଳ ଛଲନାମୟ ତୋଗେର ସାମଗ୍ରୀ, ଯାଚାଇ ଓ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ତା ଟିକବେ ନା । ଏବଂ ଏର କୋନ ହାକୀକତେ ନେଇ । ଛଲନାମୟୀ ଲୋକେରା ଦୁନିଆତେ ଯା ତୋଗ କରେ ତୋମରା ତା ଆସ୍ତାଦନ କରଛୋ । ଏ ତୋମାଦେର ଉପର ବିପଦ ଦେକେ ଆନବେ । ତାଇ ଆଲ୍ଲାହର ତା'ଆଲା ବଲଛେନ, ଦୁନିଆୟ ବସବାସ କରାର ନିମିତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି ଝୁକେ ଯେଯୋ ନା । ଦୁନିଆର ମଧ୍ୟେ ତୋମରା କିଛୁ ଧୋକାର ସାମଗ୍ରୀ ନିଯେ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରଛୋ ଏବଂ ଏର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହଛେ କିନ୍ତୁ କିଛୁ ଦିନ ପର ତା ଛେଡ଼େ ଆବାର ରଙ୍ଗଯାନା କରବେ । ଆଯାତେର ଅପର ଏକଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ନିଶ୍ଚେତ୍ତାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ।

৮৩১৪. আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَاعٌ لِّغُرُورٍ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে পার্থিব জীবন একেবারেই তুচ্ছ, রাখালের সাথে নেয়া সামগ্রীর মত। হয়তো সে এক মুষ্টি খেজুর সাথে নেয় অথবা কিছু আটা অথবা এমন একটি পাত্র যাতে দুঃখ পান করা যায়।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ইবন সাবিত (র.) আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সারমর্ম হল, পার্থিব জীবন একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য, যা তোগকারীকে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছাতে পারেনা এবং তা তার ঐ দীর্ঘ, সফরের জন্য যথেষ্ট ও নয়। আয়াতের এ ব্যাখ্যার যদিও একটি যৌক্তিক

৮৩১৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জানাতের একটি চাবুকের স্থান
দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম। ইচ্ছা হলে পাঠ কর ও **وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ**
এবং পার্থিক জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যক্তীত আর কিছুই নয়।

ଆମ୍ବାହୁର ବାଣୀ ୧

(١٨٦) لَنْتَلُوْنَ فِي آمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَنْسَمْعَنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوْا اَذْءَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَبَّلُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ٥

১৮৬. তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধনেশ্বর্য ও জীবন সমস্যে পরীক্ষা করা হবে।
তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিভাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশার্রিকদের নিকট হতে তোমরা অনেক
কষ্টদায়ক কথা শুবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের
কাজ।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, لتبَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ তোমাদের ধন-সম্পদে বিপর্যয় দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। "وانفسك" তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের ধর্মের লোকদের থেকে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে শহীদ করার মাধ্যমেও আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। - وَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল ঐ সমস্ত তথা ইয়াহুদী লোকদের থেকে তোমরা কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যেমন তারা বলেছিল, আল্লাহ্ অভাগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ হাত রঞ্জ ইত্যাদি। "أَدْىٰ كَثِيرًا" এবং وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا। - ইয়াহুদীদের নিকট হতে কষ্টদায়ক কথা তো তাই যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। খৃষ্টানদের নিকট হতে কষ্টদায়ক কথা হল, "হ্যরত ইসা (আ.) আল্লাহব পুত্র" আল্লাহকে অস্তীকার করার মত এ ধরনের আরো বহু উক্তি।

“**أَنْتَصِرُوا وَتَقْتُلُوا**” আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে তাঁর আনুগত্য করার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন এ নির্দেশ পালনে তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর। **وَتَقْتُلُوا** আল্লাহরআদেশ-নিষেধবাস্তবায়নেরমাধ্যমেতার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তোমরা যদি আল্লাহকে তয় কর **فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ** - ধৈর্য ধারণ করা ও তাকওয়া অবলম্বন করা যা আল্লাহ্ অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং যে জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, পূর্ণ আয়াতটি বনী কায়নুকার নেতা ফিনহাস নামক ইয়াহুদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮৩১৬. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **لَتَبَلُّوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا** কাজ মিথুনের কাজে আবৃত্তি করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন।

- এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি নবী (সা.) আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং বনী কায়নুকার নেতা ফিনহাস নামক ইয়াহুদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, একদা নবী (সা.) আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) সহযোগিতা চেয়ে ফিনহাস নামক ইয়াহুদীর নিকট পাঠালেন, তিনি তার নিকট একটি পত্র দিয়েছিলেন, বিদ্যায়কালে রাসূল (সা.) আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বলে দিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমার অনুমতি না নিয়ে কোন কাজ করবে না। তারপর আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) তরবারি ঝুলিয়ে তার নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পত্রটি তার হাতে ছিলেন। পত্রটি পড়ে ফিনহাস বলল, তোমাদের প্রতিপালক আমাদের সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। এ কথা শুনে আবৃ বকর সিদ্দীক (আ.) তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে চাইলেন। কিন্তু তখনি তার মনে পড়ল, রাসূল (সা.)-এর কথা, “আমার নিকট ফিরে এসে আমার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন কাজ করবেনা।” এ কথা মনে পড়াতে তিনি তার উপর আঘাত হানা থেকে বিরত থাকেন। তখন **وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ يَخْلُونَ بِمَا أَتَاهُمْ** আল্লাহ মিল ফালে তোমাদের কাজে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন। আয়াতগুলো বনী কায়নুকার লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

- **أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ** - আয়াতটিও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, এ আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। **فَإِنْ كَذَبْتُكُمْ فَقَدْ كَرْبَرْسُلْ مِنْ** - এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার মু'মিন বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, অচিরেই তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং দেখবেন কেমন করে তারা তাদের দীনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে।” **وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا** কাজ মিথুনের কাজে আবৃত্তি করে আল্লাহদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান। - অর্থাৎ মুসলমানরা শুনতো, ইয়াহুদীদের কথা, উয়ায়র (আ.) আল্লার পুত্র এবং খৃষ্টানদের কথা ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। এ কথা শুনে মুসলমানরা

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **فَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَقْتُلُوا** যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চল তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অর্থাৎ এমন ম্যবুতী কাজ যা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন আয়াতটি কা'ব ইবন আশরাফ ইয়াহুদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমালোচনা করতো এবং মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে প্রেম-প্রীতির কবিতা আবৃত্তি করতো।

৮৩১৭. যুহুরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **أَنْ قَبْلُكُمْ وَمِنْ أَنْذِنِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন; আয়াতটি কা'ব আশরাফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কবিতার মাধ্যমে সে মুশরিক লোকদেরকে নবী (সা.) এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিত এবং নবী (সা.)-এর ভীষণভাবে সমালোচনা করতো। তারপর তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্য পাঁচজন আনসারী সাহাবা রওয়ানা হলেন, তাদের একজন ছিলেন মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা.) এবং অপরজন হলেন, আবৃ আবৃস সাহাবিগণ তার নিকট আসলেন, তখন সে তার কওমের লোকদেরকে নিয়ে আওয়ালীতে (বিশেষ এলাকা) বসা ছিল। সে তাদেরকে দেখে ভীষণ ভয় পেল এবং বিষয়টিকে সে অস্বস্তিকর মনে করল। সাহাবিগণ বললেন, আমরা এক প্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছি। সে বলল, তোমাদের একজন আমার নিকট এসো এবং প্রয়োজনটির কথা বল। তখন একজন তার কাছে গিয়ে বলল, আমরা এসেছি আমাদের লৌহ বর্মণলো তোমার নিকট বন্ধক রাখার জন্য। এতে আমাদের যা হাসিল হবে আমরা তা সাদাকা করব। এ কথা শুনে কা'ব ইবন আশরাফ বলল, যদি তোমাদের তাই করতে হয় তবে তো এ লোকটির আগমন কাল হতে সে তোমাদেরকে বহু উৎপীড়ন করছে। তারপর তারা এ মর্মে তার সাথে ওয়াদা করে চলে আসলেন যে, লোকজন চলে যাওয়ার পর বিকালে পুনরায় তাঁরা তার নিকট আসবেন। কথা মত তাঁরা তার নিকট আসলেন এবং তাকে ডাকলেন, এ সময় তার স্ত্রী বলল, কোন ভাল কাজের জন্য এ সময় তারা তোমাকে ডাকছে বলে মনে হয় না, কা'ব ইবন আশরাফ বলল, না না, তারা তাদের অবস্থা এবং তাদের কথা আমাকে জানিয়েছে। অন্য সূত্রে ‘ইকরামা (রা.)’ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারপর কা'ব ইবন আশরাফ তাদের সাথে আলোচনা করল এবং বলল, তোমরা তোমাদের পুত্র সন্তানদের আমার নিকট বন্ধক রাখতে রায়ি আছো কি? আগন্তুক সাহাবীদের ইচ্ছা ছিল কা'ব ইবন আশরাফ যেন তাদের নিকট কিছু খেজুর বিক্রি করে। তাঁরা বললেন, আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে, আমরা কেমন করে তোমার নিকট আমাদের সন্তানদেরকে আমরা বন্ধক রাখব? কেননা যদি তা করি তাহলে তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, একে দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। সাহাবিগণ বললেন, তুমি আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ব্যক্তি। তোমার ব্যাপারে

আমরা নিরাপদ নই। তোমার যে সৌন্দর্য এ অবস্থায় কোন মহিলা স্থীয় সন্তুষ্টিনামে অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করবে বলে আমরা মনে করি না। তবে আমরা তোমার নিকট আমাদের অস্ত্র-সশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। অথচ তুমি জান যে, আমাদের বর্তমানে অস্ত্রের কত প্রয়োজন। তখন কা'ব ইবন আশরাফ বলল, তাহলে তোমরা তোমাদের অস্ত্র-সশস্ত্র নিয়ে এসো এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে এসো। সাহাবিগণ বললেন, তাহলে তুমি নীচে নেমে এসো, আমরা পরস্পর চুক্তিপত্র সম্পাদন করে নেই। সে নীচে নামতে শুরু করলে তার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আপনার সাথে কি তাদের সম পরিমাণ আপনার কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দেব? সে বলল, তারা আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলে জগ্নত করতো না। তখন তার স্ত্রী বলল, তাহলে ঘরের উপর থেকেই তাদের সাথে আলোচনা করুন। এ কথার প্রতি সে অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করল। তারপর সে নীচে অবতরণ করলে তার শরীর থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ প্রকাশ পাওল। সাহাবিগণ বললেন, হে অমুক! এ কিসের ঘ্রাণ? উন্নরে সে বলল, এ হচ্ছে অমুকের মার আতরের সুঘ্রাণ। তারপর সাহাবীদের একজন তার ঘ্রাণ শুকার জন্য তার নিকটবর্তী হলেন। তারপর তিনি তার ঘাড়ে কাবু করে ধরলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তখন আবু আব্স (রা.) তার কোমরে আঘাত করলেন এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা.) তরবারি দ্বারা তার শরীরের উপরিভাগে আক্রমণ করলেন। তারপর সকলে মিলে তাকে হত্যা ফিরে আসলেন। এতে ইয়াহুদিগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আমাদের সর্দার গায়লা নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের নিকট তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরলেন এবং তুলে ধরলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার উসকানিসূচক পদক্ষেপ ও নির্যাতনের কথা। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সঞ্চি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহবান জানালেন। অবশেষে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হল।

আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبْيَنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُنَّهُ
فَنِبَادُوهُ وَرَأَءُ ظَهُورِهِمْ وَاشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِنَّمَا يَشْتَرُونَ
১৮৭)

১৮৭. স্মরণ কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে, এবং তা গোপন করবেনা; এরপর ও তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, হে মুহাম্মদ! আপনি কিতাবী লোকদের থেকে ইয়াহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ তাদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা আপনার বিষয়টি লোকদের নিকট বর্ণনা করে দিবে এবং এ কথাও জানিয়ে দিবে যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল এবং এ বিষয়ে তারা

গোপনীয়তার অশ্রয় গ্রহণ করবে না। এসব কথা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে বিদ্যমান আছে – فَنِبَادُوهُ وَرَأَءُ ظَهُورِهِمْ – এরপরও তারা ও অগ্রাহ্য করে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করে, তাকে ধ্বংস করে। আর তাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল তা ভঙ্গ করে আপনার বিষয়টিকে গোপন রাখে এবং আপনাকে অবিশ্বাস করে। আল্লাহ তাদের থেকে যে বিষয়ের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সে অঙ্গীকার গোপন করার মাধ্যমে তারা এর বিনিময়ে দুনিয়ার নিকৃষ্ট বস্তু খরিদ করে। তারা যা ক্রয় করেছে এর সমালোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيْسَ مَا يَشْتَرِيْنَ تা'আলা যা ক্রয় করেছে তা কত নিকৃষ্ট।

এ আয়াতের মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকার মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতের দ্বারা বিশেষভাবে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। দলীল হিসাবে তারা নিয়ের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন।

৮৩১৮. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ۱۷

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبْيَنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُنَّهُ
فَنِبَادُوهُ وَرَأَءُ ظَهُورِهِمْ وَلَا تَكُونُنَّهُ عَذَابُ الْيَمِينِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত ফিনহাস, আশইয়া আরো কতিপয় ইয়াহুদী পতিত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

৮৩১৯. ইবন আবাস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৮৩২০. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ۱۷

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبْيَنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُنَّهُ
فَنِبَادُوهُ وَرَأَءُ ظَهُورِهِمْ وَلَا تَكُونُنَّهُ عَذَابُ الْيَمِينِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবী লোকদের আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন, উচ্চী নবীর অনুসরণ করে, যিনি আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান রাখে। আর তাদের এ মর্মেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও। (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)। তারপর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করে বললেন, আর আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর; আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। (সূরা বাকারা : ৪০)-এ কথার উপর আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে এবং তাদেরকে বলে দিয়েছেন। যে, তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং আমার প্রিয় ব্যক্তিকে সকলে সাদরে গ্রহণ করবে।

৮৩২১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ۱۷

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبْيَنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُنَّهُ
فَنِبَادُوهُ وَرَأَءُ ظَهُورِهِمْ وَلَا تَكُونُنَّهُ تَكْمِيْنَهُ - এর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা লোকদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের কথা জানিয়ে দিবে, এ ব্যাপারে গোপনীয়তার অশ্রয় গ্রহণ করবে না। এতদ্সত্ত্বেও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে।

৮৩২২. মুসলিম আল-বাতীন (র.) থেকে বর্ণিত, একবার হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তার সাথীদেরকে এ আয়াতের তাৎপর্য সহকে জিজ্ঞেস করায় এক ব্যক্তি উঠে সাইদ ইবন জুবায়র (রা.)—এর নিকট গেলেন এবং তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এখানে কিতাবী বলতে ইয়াহুদী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওয়াদা নিয়েছিলেন, যে তারা মুহাম্মাদ (সা.)—এর আগমন বার্তা জনসাধারণকে জানিয়ে দিবে। এ ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করবে না। এতদৃষ্টেও তারা তা উপেক্ষা করে।

৮৩২৩. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্দুল্লাহ মিয়াচ দ্বারা উল্লেখ কৃত কৃতিকারের মধ্যে এ কথাও ছিল যে, ইসলাম আল্লাহর ঐ দীন যা পালন করা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর আবশ্যক করেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা.)—এর কথাটি তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হয়েছে শাদেরকে দীনী ইল্ম দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের দাবীর সমক্ষে নিম্নের বর্ণনা সমূহ পেশ করেন।

৮৩২৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্দুল্লাহ মিয়াচ দ্বারা উল্লেখ কৃত কৃতিকারের মধ্যে এ কথাও ছিল যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আলিম ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন। তা হল এই হয়, যে, ব্যক্তি কোন বিষয়ের ইল্ম হাসিল করবে তার জন্য উচিত হল অন্যকেও এর শিক্ষা প্রদান করা। তোমরা ইল্ম গোপন করা হতে বেঁচে থাকবে; কেননা ইল্ম গোপন করা ধূসেরই নামান্তর যার যে বিষয়ের ইল্ম নেই সে যেন এ ব্যাপারে মিথ্যা দাবী না করে। এরপ করলে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং যারা মিথ্যা দাবী করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই বলা হয়, যে ইল্ম বিতরণ করা হয়না তা এই ধন ভাস্তারের মত যা থেকে ব্যয় করা হয়না। আর যে হিক্মত নিস্ত হয়না তা এই মূর্তির মত যা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পানাহার করেন। প্রবাদ বাক্য হিসাবে আরো বলা হয় যে, যে ইল্মের নামে সৌভাগ্যবান এই আলিম যে ইল্মের কথা অন্যের নিকট পৌছিয়ে দেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইল্ম শিখে অন্যকে শিক্ষা দেয়। তা অকাতরে বিতরণ করে এবং এর দিকে লোকদেরকে আহবান করে এবং সৌভাগ্যবান এই শ্রোতা যে তার শ্রুত বিষয়ের সংরক্ষণ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ভাল কথা শ্রবণ করার পর তা মুখ্য করে, সংরক্ষণ করে এবং এর দ্বারা নিজে উপকৃত হয়।

৮৩২৫. আবু উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে উপবিষ্ট এক দল লোকের নিকট আগমন করল। তিনি বললেন, আপনাদের ভাতা কা'ব (রা.) আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন যে, এই আল্লাহ মিয়াচ দ্বারা উল্লেখ কৃত কৃতিকারের মধ্যে এই আয়াতটি আপনাদের

সম্পর্কে নাফিল হয়নি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রা.) তাকে বললেন, তুমও তার নিকট আমাদের সালাম পৌছিয়ে দিও। আর তাকে জানিয়ে দিও যে, আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে।

৮৩২৬. আবু উবায়দা (রা.), আবদুল্লাহ (রা.) এবং কা'ব (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপরাপর ব্যাখ্যাকারদের মতে আয়াতটির অর্থ হল, শ্রবণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহ তা'আলা নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তাঁদের কওমের ব্যাপারে। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনাসমূহ পেশ করেন।

৮৩২৭. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.)—এর শিষ্যগণ আয়াতটিকে পড়তেন। এ হিসাবে এর মানে হল, শ্রবণ কর ঐ সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক নবীদের থেকে তাদের কওমের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

৮৩২৮. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.)—এর শিষ্যগণ আয়াতটিকে পড়তেন। এর মানে হল, আল্লাহ তা'আলা নবীদের থেকে তাদের কওমের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

—*لَتَبَيِّنَنَا لِلنَّاسِ*— এর অর্থ নিম্নরূপ।

৮৩২৯. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা.)—এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মর্ম হল, তোমরা অবশ্যই হক কথা বলবে এবং আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপায়িত করবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক রয়েছে।

কোন কোন কারী সাথে কে *لَتَبَيِّنَنَا لِلنَّاسِ*—এর সাথে এই সচিফে— জমিন মুক্তি পেতে পারেন? এটা হল মদীনা এবং কূফার বড় বড় কারীদের পঠনরীতি। অর্থ হল, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। কিন্তু তা গোপন কিন্তু অন্যান্য কারীগণ তাকে *لَتَبَيِّنَنَا لِلنَّاسِ*—এর সাথে পড়ে থাকেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন নবী (সা.) এ বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছিলেন তখন তো তারা বিদ্যমান ছিলনা। তাই আল্লাহ তা'আলার তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়া অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়ারই শামিল। তাই সচিফে টি এর সাথে না বরং সচিফে— গান্ধি হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে উভয় কিরাআতই সহীহ এবং কারীদের নিকট প্রসিদ্ধ এতদৃষ্টিয়ে কিরাআতের মাঝে অর্থগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক কিরাআতই বিশুদ্ধ।

তবে আমার মতে উত্তম হল, **لَيُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا يَكُمُونُ** – অর্থাৎ – যাই – এর সাথে – গাঁথ – এর সাথে চিহ্ন হল, **فَنَبِّئُوهُ شَدِّقَة** – এর শব্দ। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত বাক্যটিকে যদি হিসাবে পড়া। কেননা পড়ে বর্ণিত। **فَنَبِّئُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** – এর শব্দ। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত বাক্যটিকে যদি হিসাবে পড়া হয় তবে **وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** – এর সাথে সামজ্ঞস্য হয়ে যাবে। আর যদি বাক্যটিকে হিসাবে পড়া হয় তাহলে পরবর্তী বাক্য **وَنَبِّئُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** – হাস্তাপ্তিষ্ঠিত এরপরও তারা তা আগ্রহ করে এখানে কিতাবী লোকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং অঙ্গীকার মুতাবিক আমল না করার বিষয়টিকে উপরা হিসাবে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কেন এ কথা বলেছেন তা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর পুনরাবৃত্তি আমার নিকট পসন্দনীয় নয়। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আসিয়া বলেছি তাফসীরকারগণ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৮৩৩০. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **فَنَبِّئُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** – এর ব্যাখ্যা বলেন, তারা কিতাব পড়তো কিন্তু সে মুতাবিক আমল করতো না।

৮৩৩১. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **فَنَبِّئُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

৮৩৩২. শা'বী (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি **فَنَبِّئُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, সরাসরি তারা তা আগ্রহ করেছে এবং অঙ্গীকার মুতাবিক আমল করা বর্জন করেছে।

৮৩৩৩. **وَأَشْتَرِوا بِهِ ثُمَّا قَبِيلًا** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাম গোপন রেখে সামান্য খাদ্য হাসিল করেছে।

৮৩৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **فَبَسْمَالَةِ مَا يَشْتَرُونَ** – অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং কিতাব পরিবর্তন করে তারা যা করেছে তা কত নিকৃষ্ট ক্রয় যেমন। বর্ণিত আছে যে,

৮৩৩৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَأَشْتَرِوا بِهِ ثُمَّا قَبِيلًا** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে বিক্রি করার মানে হল ইয়াহুনীদের তাওরাত কিতাব পরিবর্তন পরিবর্ধন করা।

আল্লাহর বাণীঃ

(১৮৮) **رَأَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَقْرَهُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجْبِيُونَ أَنْ يُحْمَدُ وَإِنَّمَا مِنْ يَقْعُلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ
بِسَمَاعَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের জন্য

প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, একপ আপনি কখনো মনে করো না। তাদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি রয়েছে।

ব্যখ্যাঃ ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের বিরোধ রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াত মুনাফিকদের সমবেক্ষে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন শক্রদের সাথে লড়াই করার করার জন্য যুদ্ধে যেতেন তখন তারা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে করে নিজ বাড়ীতে বসে থাকতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার জন্য বহু ওয়র অযুহাত পেল করতো। এমন কি তারা নিজেরা যে কাজ করেনি তার জন্য ও প্রশংসা শুনতে উৎসুক হতো। তাফসীরকারগণ নিজেদের দাবীর সমর্থনে নিশ্চের বর্ণনাসমূহ পেশ করেন।

৮৩৩৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যমানায় এমন কতিপয় মুনাফিক লোক ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকতো এবং যুদ্ধ হতে বিরত থাকতো। অধিকস্তু হতে বিরত থাকার কারণে তারা আনন্দও প্রকাশ করতো। তারপর রাসূল (সা.) যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলে তারা তার নিকট গিয়ে বহু ওয়র অযুহাত পেশ করতো। এমন কি তারা যে, কাজ করেনি এর উপরও প্রশংসা শুনতে উৎসুক হতো। তাদেরকে সংক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন **وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَقْرَهُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجْبِيُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا** অর্থাৎ যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের প্রতি প্রশংসিত হতে ভালবাসে।

৮৩৩৬. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَقْرَهُونَ بِمَا آتَوْا** আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল মুনাফিক সম্পদায়; যারা নবী (সা.)-কে বলতো, আপনি যুদ্ধে গেলে আমরা ও যাব। কিন্তু নবী (সা.)-কে বলতো, আপনি যুদ্ধে গেলে আমরাও যাব, কিন্তু নবী (সা.) যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তারা তার সাথে না গিয়ে বাড়ীতে বসে থাকতো। তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। এমনি যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে আনন্দ প্রকাশ করতো। উপরন্তু এরপ করাকে তারা একটি কৌশল বলে মনে করতো।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ আয়াতের দ্বারা ইয়াহুনী পশ্চিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা লোকদেরকে পথঅর্থ করতে পারায় এবং লোকেরা যেহেতু তাদেরকে আলিম বলে ডাকতো 'তাই আনন্দিত হতো।

উপরোক্ত তাফসীরকারগণ প্রমাণ স্বরূপ নিশ্চের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন।

৮৩৩৭. ইবন আবুস (রা.)-এর আয়াদকৃত গোলাম ইকরামা বা সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে

বর্ণিত। তিনি – وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَلَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতগুলো ফিনহাস, আশইয়া এবং অনুরূপ ইয়াহুদী পণ্ডিতদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তারা বিভাস্তিকর কথা লোকদের নিকট শোভনীয় করে পেশ করত পার্থিব সম্পদ উপার্জন করত এবং এতে খুব আনন্দিত হতো।

”وَيَحْبِبُونَ أَنْ يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا“ – এবং তারা যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের প্রতি প্রশংসিত হতে ভালবাসে” এর মানে হল, তারা আলিম নয়, অথচ তারা চায় যে, লোকেরা তাদেরকে আলিম বলুক। তারা হিদায়েত ও কল্যাণকর কোন কাজই করে না অথচ তারা চায় যে, লোকেরা বলুক যে তারা অযুক কাজ করেছে।

৮৩৩৮. অপর এক সূত্রে ইবন আবাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে রয়েছে যে, অথচ তারা আলিম নয় এবং হিদায়েত মূলক কোন কাজের অনুসরণ ও তারা করেনি।

অপরাগর ব্যাখ্যাকারদের মতে এ আয়াত দ্বারা ইয়াহুদী কওমকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাদের নিজেদের ঐক্যমতের কারণে তারা আনন্দিত হতো এবং তারা যে কাজ করেনি এর ব্যাপারে প্রশংসিত হতে তারা উৎসুক ছিল। অর্থাৎ লোকেরা যেন তাদেরকে মুসল্লী ও সিয়াম পালনকারী বলে তারা তা কামনা করতো। তারা নিজেদের দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি উল্লেখ করেন।

৮৩৩৯. দাহহাক ইবন মুয়াহিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি – لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে অবিশ্বাস করার ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়ার কারণে নিজেরা আনন্দিত হতো এবং বলতো আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে এক কথার উপর ঐক্যমত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমাদের কারো দ্বিতীয় নেই। তা হল এই যে, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ নবী নয়। বরং আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়। অধিকস্তু আমরাই মুসল্লী এবং আমরা সিয়াম সাধনাকারী। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। কস্তুর এসব ইয়াহুদী হল, কাফির; মুশরিক এবং আল্লাহর উপর অপবাদ রটনাকারী। আল্লাহ্ বলেন, আর যা তারা করেনি এমন কার্যের প্রতি প্রশংসিত হতে তারা ভালবাসে।

৮৩৪০. অপর এক সূত্রে দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি – وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا – এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদীরা পরম্পর একে অপরকে হকুম করল, তারপর একে অন্যের নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, মুহাম্মদ নবী নয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের কথায় স্থির থাক এবং তোমাদের দীন ও কিতাব তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তারা তাই করল, এতে আনন্দিত হল এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে ঐক্য বন্ধভাবে অঙ্গীকার করার কারণে ও নিজেরা খুব খুশী হল।

৮৩৪১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম গোপন রাখল, এতে আনন্দিত হল এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে ঐক্যবন্ধভাবে অঙ্গীকার করার কারণেও খুব খুশী হল।

৮৩৪২. অপর এক সূত্রে সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম গোপন রাখল, এবং সমবেতভাবে এ কাজ করাতে তারা খুব আনন্দিত হল, তারা নিজেদের আত্মপ্রশংসা করে বসত, আমরা তো সিয়াম সাধনাকারী। মুসল্লী এবং যাকাত আদায়কারী লোক। আমরা তো দীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করলেন – تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا – তারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর বিষয়টি গোপন রাখতে পারায় তারা আনন্দ প্রকাশ করে। وَيَحْبِبُونَ أَنْ يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا। অর্থাৎ যে যে কথা বলে তারা আত্মপ্রশংসা করে আরবরাও যেন এই কথা বলে তাদের প্রশংসা করে তারা তা কামনা করে। অথচ তারা এসব গুণের অধিকারী নয়।

৮৩৪৩. মুসলিম আল-বাতীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হাজ্জাজ তার সাথীদেরকে ছা – تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا – এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজেস করায় সাইদ ইবন জুবাইর (র.) বললেন, তারা নিজেরা যা করেছে। এর মানে হল, মুহাম্মদ (সা.)-এর বিষয়টি তারা যে শুকায়িত রেখেছে এ ব্যাপারে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। তারা করেনি তাতেও তারা প্রশংসিত হতে চায় অর্থাৎ তারা বলে আমরা দীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। অথচ তারা দীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই।

৮৩৪৪. ইবন আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি – لَا تَحْسِبَنَّ بِمَا أَتَوْا وَيَحْبِبُونَ أَنْ يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হল কিতাবী সম্পদায়। তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও তারা অন্যায়ভাবে ফয়সালা করেছে এবং শব্দগুলোর বিকৃত অর্থ করেছে। পরস্ত এরূপ করতে পারায় তারা খুব আনন্দিত ও হয়েছে। এমন কি যা তারা করেনি তাতে ও তারা প্রশংসিত হতে তালবাসে। মুহাম্মদ (সা.) ও তৎপ্রতি নাযিলকৃত কিতাব তারা সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করতে পারায় তারা খুবই আনন্দিত হয়েছে তাদের দাবী, তারা আল্লাহর ইবাদত করছে, সিয়াম সাধনা করছে, সালাত আদায় করছে এবং আল্লাহর আনুগত্য করছে। তাদের এ অবস্থার দাবী খড়ন করে আল্লাহ্ তা‘আলা-মুহাম্মদ (সা.) বলেন, তারা যা করেছে অর্থাৎ আল্লাহকে অঙ্গীকার করা এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে অঙ্গীকার করার যে কর্ম তারা করছে তাতে তারা আনন্দ প্রকাশ করছে, তারা শান্তি হতে মুক্তি পাবে তুমি কখনো একথা মনে করো না, وَيَحْبِبُونَ أَنْ يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا যে, সালাত, ও সওম তারা পালন করছেন। এমন কার্যের ব্যাপারে তারা প্রশংসিত হতে তালবাসে। তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বলেন, তারা শান্তি হতে মুক্তি পাবে তুমি কখনো একথা মনে করো না। তাদের জন্য মর্মস্তুদ শান্তি রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, **وَلَتَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يُفْرِحُونَ بِمَا أَتَوْا** – এর মানে হল, তারা নিজেরা আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করার পর একথা কামনা করে যে, এ কর্মের প্রতি লোকেরা তাদের প্রশংসা করব। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনাটি উল্লেখ করেনঃ

৮৩৪৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তি**তَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يُفْرِحُونَ بِمَا أَتَوْا** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল ইয়াহুদী সম্প্রদায়। কিতাব পরিবর্তন করার পর তারা লোকদের থেকে প্রশংসা কামনা করে এবং এ আত্ম প্রশংসন কারণে নিজেরা আনন্দবোধ করে। অথচ আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনই ক্ষমতা নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-এর বৎসরের প্রতি যে নি'আমত দান করেছেন তাতে তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮৩৪৬. সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا** – এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে যে নি'আমত দিয়েছেন তাতে ইয়াহুদী লোকেরা আনন্দ প্রকাশ করে।

৮৩৪৭. অপর এক সূত্রে সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে যে নি'আমত দান করেছেন তাতে ইয়াহুদী লোকেরা আনন্দ প্রকাশ করে।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতের দ্বারা ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে সম্মোধন করা হয়েছে। একদিন রাসূল (সা.) তাদেরকে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তারা তাঁর থেকে তা' গোপন করে রাখে এবং তার থেকে ঐ বিষয়টি গোপন করে রাখতে পারার কারণে তারা আনন্দিত হয়।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮৩৪৮. আলকামা ইবন আবু ওয়াকাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মারওয়ান রাফি (রা.)-কে বললেন, হে রাফি! ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট গিয়ে বল, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের জন্য প্রশংসন প্রার্থীকে যদি আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে তো আল্লাহ আমাদের সকলকেই শাস্তিদান করবেন। এ থেকে তো আমাদের কেউ রেহাই পাবে না। এ কথা শুনে ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, এ বিষয়ের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এ আয়াতে আমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। বরং এ আয়াত তো ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন নবী (সা.)-ইয়াহুদীদেরকে ডেকে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বিষয়টি গোপন করে এর উল্টো জবাব দিল। অথচ তারা বাইরে এসে বলে যে, তারা ঠিকই বলেছে। সর্বোপরি তারা সার্থক

তাবে সত্য গোপন করতে পেরেছে বলে পরম্পর আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করে। তারপর তিনি **وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِنَ الْأَذِنِ أَوْ تُوا لِكِتَابٍ** – আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

৮৩৪৯. হমায়দা ইবন আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মারওয়ান তাঁর দারোয়ান রাফিকে বললেন, হে রাফি! আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-কে গিয়ে বল, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের জন্য প্রশংসন প্রার্থীকে যদি আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে তো আমরা সকলেই শাস্তি প্রাপ্ত হব। এ কথা শুনে ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এ আয়াত তো কিতাবীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি **أَن يُحَمِّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا** – হতে পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, একদিন নবী (সা.) কিতাবী লোকদেরকে কোন এক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তারা বিষয়টিকে গোপন করে এর উল্টো জবাব দিল। অথচ বাইরে বেরিয়ে এসে বলল যে, তারা ঠিকই বলেছে। অধিকস্তু তারা এজন্য প্রশংসন বাক্য শোনার অপেক্ষায় থাকে এবং তারা সার্থকভাবে সত্য গোপন করতে পেরেছে বলে নিজেরা পরম্পর আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে ঐ ইয়াহুদী লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা প্রশংসন বাক্য শোনার কামনায় নবী (সা.)-এর সামনে মুনাফিকী কথা প্রকাশ করে। অথচ তাদের অন্তরে এর বিপরীত বিষয় লুকায়িত রয়েছে। এ সম্বন্ধে আল্লাহপাক সম্যক অবগত রয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেনঃ

৮৩৫০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের থেকে খায়রাবের ইয়াহুদীরা হল আল্লাহর শত্রু। একবার তারা নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তাতে তারা রায়ী ও সন্তুষ্ট আছে এবং তারা তার অনুসরণ করে চলছে। অথচ তারা তাদের মনগড়া পথভ্রষ্ট পথ অনুসরণ করে চলছে এবং তারা কামনা করছে যে তারা যে কাজ করেনি এর প্রতিও নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাদের প্রশংসন করেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন **وَلَتَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يُفْرِحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا** – আয়াতটি।

৮৩৫১. অন্য এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, খায়রাবের অধিবাসীরা নবী করীম (সা.) ও সাহাবীদের নিকট এসে বলল, আমরা আপনাদের মতে ও আপনাদের পথে আছি এবং আমরা আপনাদের সহযোগী হিসাবে আছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অবাস্তব দায়ী খড়ন করে **لَتَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يُفْرِحُونَ بِمَا أَتَوْا** – দু'টি আয়াত নাযিল করেন।

৮৩৫২. আবু উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা.)-এর

নিকট এসে বললেন, কা'ব (রা.) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। এবং বলেছেন যে **لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحَسِّبُونَ أَنَّ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا** - আয়াতটি তোমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। একথা শুনে তিনি বললেন, তাকে জানিয়ে দিবে যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا** - এর ব্যাখ্যায় যত মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এসব মতামতের মাঝে বিশুদ্ধতম মত হল ঐ সমষ্টি লোকদের ব্যাখ্যা যারা বলেন যে, আয়াতের দ্বারা ঐ কিতাবী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদের সমবন্ধে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কিতাবীদের নিকট থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিষয়টি জনসাধারণের সামনে বিবৃত করবে এবং গোপন করবে না। কেননা **لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا** আয়াতটি পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের আলোচনার পরই বিবৃত হয়েছে এবং এতদুভয় আয়াতের ঘটনার মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। সর্বোপরি তাফসীরকারগণও এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াতের আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ তারাই।

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার বিষয়টিকে গোপন করে আনন্দ প্রকাশ করে। অথচ তুমি হলে আমার প্রেরিত সত্য রাসূল। তাদের কিতাবেও তোমার কথা তারা লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। অধিকস্তু তোমার নবৃত্যাতের ব্যাপারে আমি তাদের থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছি এবং প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তারা তোমার বিষয়টি জনসাধারণের নিকট বিবৃত করবে। এ ক্ষেত্রে গোপনীয়তার কোন অশ্রয় গ্রহণ করবে না। আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আমার হকুমের নাফরমানী করা এবং আমার বিরঞ্ছাচারণ করা সত্ত্বেও তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং উৎফল্পিত হয়। উপরন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা হল, লোকেরা যেন তাদেরকে এ বলে প্রশংসা করে যে, তারা আল্লাহর অনুগত ইবাদতকারী, সওম পালনকারী এবং তাদের নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব ও ওহীর পুরোপুরি অনুকরণকারী সম্প্রদায়। পক্ষান্তরে তারা যেহেতু রাসূল (সা.)-কে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাই তাদের দাবীর সাথে তাদের কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তারা যে বিষয়ে মানুষের প্রশংসা কামনা করে এ কাজ তারা আদৌ করেনি। সুতরাং তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরপ তুমি কখনো মনে করো না এবং তাদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি রয়েছে।

فَلَا تَحْسِبُنَّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ আল্লাহ তা'আলা তার শক্তিদের জন্য দুনিয়াতে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। যেমন- ভূমি ধর্মে যাওয়া, আকৃতি বিকৃত করা, ভূমিকম্প হওয়া এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়া ইত্যাদি, এ থেকে তারা মুক্তি পাবে এরপ তুমি কখনো মনে করোনা এবং এ তাদের ক্ষেত্রে কোন দুর্ভু ব্যাপারও নয়। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

- **فَلَا تَحْسِبُنَّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ** এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরপ তুমি কখনো মনে করো না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** - এর অর্থ হল, দুনিয়াতে তড়িৎ তাদের প্রতি শাস্তি বিধান করার সাথে সাথে তাদের জন্য পরকালেও রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি।

আল্লাহ পাকের বাণী :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (১৮৭)

১৮৯. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই ; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমষ্টি লোকদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছেন যারা বলেছে, “আল্লাহ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত।” কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আসমান, যমীন এবং এর মধ্যস্থিত সমষ্টি বস্তুর একমাত্র মালিকানা আল্লাহরই। হে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী লোক সকল! যিনি সমষ্টি কিছুর মালিক তিনি অভাবগ্রস্ত হবেন কেমন করে?

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরপ কথা যারা বলে, যারা মিথ্যাবাদী এবং যারা অপবাদ আরোপকারী তাদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তড়িৎভাবে শাস্তি দিতে সক্ষম। তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ ধৈর্য গুণে স্বীয় সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন । - **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** - এরপ কথা যারা বলে তাদেরকে ধূংস করতে, তাদেরকে তড়িৎভাবে শাস্তি দিতে এবং এ ছাঢ়াও অন্যান্য কর্ম বিধানে আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

(۱۹۰) إِنَّ فِي حَوْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَّتِ الْأَيْلِ وَالثَّهَارِ لَدَيْتُ لِذُو لِبَابٍ

১৯০. আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দেশনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে উপরোক্ত মতামত ব্যক্তিকারী এবং অন্যান্য লোকদের নিকট আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি হলেন সমষ্টি বস্তুর কর্ম বিধায়ক, রূপান্তরকারী এবং ইচ্ছা মতে বস্তুসমূহকে পদান্ত ও নিয়ন্ত্রণকারী। অভাবগ্রস্ত করা ও না করা তারই হাতে। তাই তিনি বলছেন, হে লোক সকল! তোমরা ভেবে দেখ! এ আসমান যমীন আমি

তোমাদের জীবিকা তোমাদের রিয়িক এবং তোমাদের জীবনোপকরণের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি রাত্রি-দিন সৃষ্টি করেছি এবং এতদুভয়ের মাঝে পরিবর্তন বৃক্ষি হ্রাস ও সমতা ইত্যাদি বিধান করেছি। এতে তোমরা তোমাদের জীবনোপকরণ লাভের নিমিত্তে বিভিন্ন প্রকার পস্থা পদ্ধতি অবলম্বন কর এবং এতে তোমরা দিনাতিপাত কর ও সুখ তোগ কর। এসবের মাঝে মহা নির্দশন ও উপদেশ রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা বৃক্ষিমান ও জ্ঞানবান তারা অবশ্যই অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, আমার প্রতি সম্মোহন করে এ কথা বলা যে, “আমি অভাবগ্রস্ত ও তারা অভাব মুক্ত” এ একেবারেই মিথ্যা অবাস্তব কথা। কেননা এ সব কিছু আমার ক্ষমতাধীন আমি যেভাবে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এগুলো পরিবর্তন করি এবং হ্রাস ও বৃক্ষি করি। আমি যদি এ নিয়ম বাতিল করে দেই তবে তোমরা সব ধ্রংস হয়ে যাবে। তাহলে আসমান যমীনের সমস্ত বক্তুর জীবিকা আমার হাতে ন্যস্ত থাকা অবস্থায় আমার প্রতি দারিদ্র্যের নিসবত কেমন করে ঠিক হতে পারে। অথবা যার রিয়িক অন্যের হাতে সে কেমন করে ধনবান ও অভাবমুক্ত হতে পারে? সুতরাং হে বৌধসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং উপদেশ লাভ কর।

আল্লাহু পাকের বাণী :

(١٩١) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا بَيْتُمْ مَعَهُمْ مِّنْ حَدَقَتْ هَذَا بَاطِلًا سُمْحَنَكُ فَقَنَا عَذَابَ النَّاسِ ۝

୧୯୧. ଯାରା ଦୀନିଯେ ବସେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଆଲ୍ଲାହକେ ଶ୍ରବଣ କରେ ଏବଂ ଆକାଶମଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ବଲେ ହେ ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଲକ! ତୁମି ଏ ସବ ନିରର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି କରନି, ତୁମି ପବିତ୍ର, ତୁମି ଆମାଦେରକେ ଅନ୍ତିମାନ୍ତି ହତେ ରକ୍ଷା କରା।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, **أولى الالباب** (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) শব্দটি এখানে গুণ বাচক বাক্য) হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এর কারণে **أولى الالباب**-শব্দটিও - حرف جار-لام - এর মাধ্যমে মুসলিম হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হল, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দশনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে ঝরণ করে অর্থাৎ সালাতে দাঁড়িয়ে, তাশাহুদের অবস্থায় এবং অন্যান্য অবস্থায় বসে এবং ঘুমের অবস্থায় শুয়ে আল্লাহকে ঝরণ করে। যেমন বর্ণনায় রয়েছে যে-

৮৩৫৪. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا** - এর ব্যাখ্যা

ବେଳେ, ଦାଁଡିଯେ ବସେ ଆଜ୍ଞାହର ଯିକିର କରାର ମାନେ ହଲ, ସାଲାତେ, ସାଲାତେର ବାଇରେ ଏବଂ କୁରାଅନ ତିଲାଓୟାତେର ମଧ୍ୟମେ ଆଜ୍ଞାହର ଯିକିର କରା।

৮৩৫৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি তোমার সকল অবস্থায় আল্লাহর যিকির কর। শায়িত অবস্থায় ও আল্লাহকে শ্রণ কর। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শ্রণ করার বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন।

وعلیٰ اسم قعوڈا وے قیاماً هل ایم جاؤ فر تاواڑی (ر.) بولئن، یہدی کےوے پرش کرے یے، اسے صفت ہل جتوہم کے کہمن کرے یے۔ اسے اُپر کرنا ہل؟

এরূপ প্রশ্ন করা হলে উভয়ে বলা হবে যে, **وعلى جنوبهم** - কেননা এর অর্থ হল **فياما** অথবা **تاي** - এর উপর **مُضطجعِين** - **على جنوبهم** - কে - **قِياماً وَقَوْدَا** - **أَنْسَانَ الضَّرَّ وَأَذَمَّ**। মাঝে আছে করেন **عَطْفَ** করা জায়ে আছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন। **سُرْرَا ইউনুস** : ১২) এখানে **أَوْقَاعِيْمًا** - **لِجَنْبِهِ** - এর উপর **أَوْقَاعِيْمًا** - **أَوْقَاعِيْمًا** - **أَوْقَاعِيْمًا** এখানে **مُضطجعًا** এখানে **عَطْفَ** করা হয়েছে। এবং **شَدَّتْ** এখানে **أَوْقَاعِيْمًا** - **لِجَنْبِهِ** - এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে **سَهْلَه** ও হয়েছে। এর মাঝে ও **অনুরূপ** কথা **প্রযোজ্য**।

— اے رہنماء! میری خلائق کو سمجھنے والے اور اس کا سبک دینے والے کیا ہیں؟

رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقَنَعَ عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ : বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলো নির্যাতক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অমীশাঙ্গি হতে রক্ষা কর। (৩৮:১৯১)

ব্যাখ্যা : ইয়াম আবু জাফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এবং তারা **রিনামা খল্কত হ্যাদা** বলে অকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সমস্কে চিন্তা করে। **তাঁর শব্দটি** এখানে উহু রায়েছে। **পূর্ববর্তী ব্যাকটি** এ কথা বুঝায় বিধায় একে এখানে উহু রাখা হয়েছে।

তুমি এসব কিছু নির্বাক সৃষ্টি করেনি। অর্থাৎ কোন সৃষ্টিই তুমি বৃথা এবং অহেতুক সৃষ্টি করোনি। বরং পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং পুণ্যবানদেরকে তাদের পুণ্যের

পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করার মহান উদ্দেশ্যেই তুমি এসব কিছু সৃজন করেছ। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ﷺ **الخَلْقُ الْذِي فِي مَا خَلَقَتْ هَذَا بِالطَّلَاءِ** বলেছেন, কেননা হা বলে মাখ্লفত হোলা' বা খ্লفত হেনে **وَمَا سَمُواتٍ وَالْأَرْضَ** - (আসমান যমীনের মাঝে যে সৃষ্টি রয়েছে)-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। মাখ্লفত হেনা বাল্লাহ্ ও এ কথাই প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে যদি - এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। আসমান-যমীনের দিকে ইশারা কথা হয় তবে এর পরবর্তী বাক্য - এর কোন অর্থই থাকেনা। কেননা আসমান ও যমীনের আলোচনা তো এর সুষ্ঠাকে বুবায় ছওয়াব ও শাস্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ আদেশ ও না সূচক ক্রিয়ার দ্বারা ছওয়াব ও শাস্তি প্রাপ্তি প্রাপ্তি হয়।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ - এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ﷺ - এর গুণের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বৌধশস্তি সম্পর্ক লোকদের অবস্থা হল এই যে, তারা যখন নিয়মিত কর্মসূহ দেখে তখন বলে, হে আমদের প্রতিপালক! এসব কিছুকে আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। অনর্থক সৃষ্টি করা হতে আপনার সত্ত্বা পবিত্র। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এক মহান উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জানাত বা জাহানামের আপনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর বাণীঃ

(১৯২) **رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ**

১৯২. হে আমদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি অগ্নিতে নিষ্কেপ করলে তাকে তো তুমি নিষ্যই হয়ে করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যার তাফসীরকারণ একাধিক মত পোষণ করেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল হে আমদের প্রতিপালক! আপনি আপনার বান্দাদের থেকে যাকে অগ্নিতে অনস্তকানের জন্য নিষ্কেপ করলেন তাকে তো আপনি অবশ্যই হেয় করে দিলেন। মু'মিন হেয় হবে না। কেননা মু'মিন শাস্তি ভোগ করলেও পরিশেষে সে জানাতে যাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮৩৫৬. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি **رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হেয় সে হবে যে জাহানামে স্থায়ী হবে।

৮৩৫৭. ইবনুল মুসাইয়িব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হেয় হওয়া এ সমস্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট যারা জাহানাম হতে কখনো মুক্তি পাবে না।

৮৩৫৮. আশআছ হুমলী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান (র.)-কে বললাম, হে আবু সাইদ! শাফাত সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে কি? একি সত্য? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ সত্য।

যীৰিদুন অন রিনা ইন্ক মন তুখল নার ফেড অখ্রিটে - এবং এর অর্থ কি, এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, তুমি নিজের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে সক্ষম হবে না। কেননা জাহানামের অধিবাসী করা হবে তা নির্ধারিত আছে। তারা জাহানাম থেকে কখনো রেহাই পাবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। আমি বললাম, হে আবু সাইদ! তাহলে কতিপয় লোক জাহানামে যাওয়ার পর পুনরায় এর থেকে রেহাই পাবে কেমন করে, এবং তারা কারা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তারা হল এ সমস্ত লোক যারা দুনিয়াতে পাপ করবে এবং পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং জাহানামে নিষ্কেপ করবেন তারপর তাদের হাদয়ে সৃষ্টি ইমান ও বিশ্বাসের ডিস্ত্রিতে আল্লাহ্ তাদেরকে নাজাত দিবেন।

৮৩৫৯. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ অবস্থা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে জাহানামে স্থায়ী হবে।

অন্যান্য মুফাসিরগণ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হল, হে আমদের প্রতিপালক ! আপনি কাউকে অগ্নিতে নিষ্কেপ করলে আপনি তো নিষ্যই তাকে আয়াবের মাধ্যমে হেয় প্রতিপাল করলেন। চাই সে তথায় স্থায়ী হোক বা না হোক। তাদের দলীল নিম্নরূপ।

৮৩৬০. আমর ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) উমরা করার উদ্দেশ্যে এলে আমি এবং আতা (র.) তার নিকট গেলাম এবং তাকে **رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ** - এর ব্যাখ্যা সংস্কেতে জিজেস করলাম ? তিনি বললেন জাহানামের অগ্নিতে নিষ্কেপকালে যে হেয় হবে এর চেয়ে অধিক হেয় তা আর কি হতে পারে। অর্থাৎ হেয়? এর চরম রূপ হল অগ্নিতে নিষ্কেপ করা। অবশ্য এর চেয়ে নিম্নতরের আসমান ও আছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় অভিমতের মধ্যে জাবির (রা.)-এর মতটি হই আমার নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ যাকে জাহানামের অগ্নিতে নিষ্কেপ করা হল অবশ্যই তাকে হেয় প্রতিপাল করা হল, যদিও পরে তাকে এর থেকে রেহাই দেয়া হয়। কেননা **الْخَزِيرَ** শব্দের অর্থ হল কারো সমান বিনষ্ট করা লাঙ্গনা দেয়া এবং কাউকে লজ্জা দেয়া। কস্তুর কারো গুনাহের কারণে আল্লাহ্ যদি কাউকে শাস্তি দেন তবে এ শাস্তিদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে লজ্জা দিলেন এবং লাঙ্গনা দিলেন। তাই স্থায়ী জাহানামী এবং অস্থায়ী জাহানামী উভয়ই এ আয়াতের হকুমের অন্তর্ভুক্ত।

- যে ব্যক্তি আল্লাহর হকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাঁর নাফরমানী করে তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড) - ৫০

তার জন্য কোন সাহায্যকারী নেই যে, তাকে আল্লাহর শান্তি হবে বাঁচানোর জন্য সাহায্য করবে এবং তাকে আল্লাহর শান্তি হতে রক্ষা করবে।

আল্লাহু পাকের বাণী :

(١٩٢) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ قَاتَمَنَّا رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفْرُ عَنَّا سِيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

୧୯୩. ହେ ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ! ଆମରା ଏକ ଆହବାଯକକେ ଈମାନେର ଦିକେ ଆହବାନ କରତେ ଶୁଣି,
ତୋମରା ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ପ୍ରତି ଈମାନ ଆନନ୍ଦ କରା ସୁତରାଂ ଆମରା ଈମାନ ଆନନ୍ଦ କରେଛି। ହେ
ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ! ତୁମି ଆମାଦେର ପାପ କ୍ଷମା କର, ଆମାଦେର ମନ୍ଦକାଜଙ୍ଗଲୋ ଦୂରୀଭୂତ କର ଏବଂ
ଆମାଦେରକେ ସଂକର୍ମପରାୟନଦେର ସହଗାୟୀ କରେ ଯତ୍ଥ ଦିଓ।

ব্যাখ্যা ৪: ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত –المنادى–-এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ জায়গায় –المنادى–- মানে হল কুরআন।

ঘাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮৩৬২. মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **رَبَّنَا أَنْتَ سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْدِبِي لِلْيَمَانِ**—এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমস্ত মানুষ তো নবী (সা.)—এর কথা ও তাঁর বাণী সরাসরি শুনেনি তাই আয়াতে বর্ণিত **(আইবানকারী)** মানে হল **আল-**কুরআন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে আহবানকারী বলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বুঝানো হচ্ছে।

ଯୀର୍ବା ଏମତ ପୋଷଣ କରେନ :

৮৩৬৩. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি - إِنَّا سَمِعْنَا مُتَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন আমরা এক আহবানকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি। তিনি হলেন মচামাদ (সা)।

৪৩৬৪. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি -**রَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا بِنَادِيٍّ لِلْأَدْمَانِ**-এর ব্যাখ্যা

বলেন, আমরা এক আহবায়ককে ইমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি। এ আহবায়ক হলেন
রাসূলুল্লাহ (সা.)।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় ব্যাখ্যার মাঝে মুহাম্মদ ইবন কা'ব -এর ব্যাখ্যাই
বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা। অর্থাৎ مُنَادِي (আহবায়ক) মানে হল আল-কুরআন। কেননা, যাদের গুণগুণ এ
আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের অনেকেই নবী (সা.)-কে দেখেন নি। যদি দেখতো তবে তো
তারা আল্লাহর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহবান শুনতো। সুতরাং এ আহবায়ক হল আল-কুরআন। -এ
আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহবান শুনতো। আমরা তো এক বিশ্যকর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা
সঠিক পথ নির্দেশ করে। (সূরা জিনঃ ১-২)-এর মতই। এ আয়াতে জ্ঞিন জাতীয় কুরআন শ্রবণের কথা
বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বর্ণনায় আমার এ দাবীর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

يُنادى إلٰى هٰذَا - يُنادى لِلإِيمَانِ أَنْتَ سَمِعْنَا مُنادِيًّا يُنادِي لِلإِيمَانِ
آسِفٌ عَلَى هٰذَا - يُنادى لِلإِيمَانِ آسِفٌ عَلَى هٰذَا - يُنادى لِلإِيمَانِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا - سُرْرَا آرَافَةَ ٨٣ - إِيمَانُ
هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا -
أَرْثَاءَ يَقِنَّا بِهٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا -
سَمَرْطَنُ بِيَدِيَّا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا - هَدَانَا إِلٰى هٰذَا -

أوْحَى لَهَا الْقَرَارُ فَاسْتَقَرَتْ * وَشَدَّهَا بِالرَّأْسِيَاتِ الْبُلْبُلِ

এখানে - اوحىٰ لِهَا - شবّٰتِيَّةٍ - আল-কুরআনে
উল্লিখিত আছে যে، **بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا** - اর অর্থে
ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আয়াতের অর্থ এও হতে পারে আমরা ঈমানের প্রতি আহবানকারী এক ব্যক্তিকে এমর্মে আহবান করতে শুনতে পেলাম যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আন। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে; হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে

আহবান করতে শুনেছি। তিনি আহবান করছেন আপনার উপর ইমান আনয়ন করার প্রতি, আপনার একাত্মবাদের স্বীকৃতির প্রতি, আপনার প্রেরিত রাসূলের অনুকরণের প্রতি এবং আপনার রাসূল আপনার পক্ষ হতে আদেশ ও নিষেধমূলক যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন এর আনুগত্যের প্রতি, তাই আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ইমান আনয়ন করলাম। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। **سُوتَرَاهْ أَبْلَغَنَا فَاغْفِرْنَا** সুতরাং আপনি আমাদের ভুল-ভাস্তিসমূহ দেকে রাখুন এবং কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে লজিত করেন না। বরং আমাদের ভুল-ভাস্তি এবং আমলের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আপনার দয়াও অনুগ্রহে মাধ্যমে এগুলোকে মিটিয়ে দিন।

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ যখন আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন তখন আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ লোকদের তালিকাভুক্ত করে মৃত্যুদান করুন এবং তাদের সাথেই আমাদের হাশর করুন। **أَبْلَغَنَا شَفَقَتْ بَرْ** – এর ব্যবচন। **أَبْلَغَنَا** হল এই সমস্ত লোক যারা ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণ করেছে। এবং আল্লাহ তা'আলাকে রায়ী করেছে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

٠ رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعْدْتَنَا كَمْلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا لَا تُخْلِفُ إِلَيْنَا دَعْيَادَ (১১)

১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদের কে হেয় করোনা। তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং প্রতিশ্রুতির খিলাফ করা তার জন্য লোভনীয় নয়। এ কথা জানা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি পূরা করার জন্য দু'আ করার কি কারণ থাকতে পারে?

উত্তরে বলা হয় যে, এ বিষয়ে গবেষকদের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন গবেষক বলেন, আয়াতটি প্রার্থনামূলক (انشاء) হলেও এখানে এ হিসাবে জملে খবরীয়ে রয়েছে। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনাদী যন্তার মনাদী প্রিয়ক্রম করেন রিন্না ফাঁকান্না ফাঁকান্না ফাঁকান্না – এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ইমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনয়ন কর। সুতরাং আমরা ইমান আনয়ন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দকার্যগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যুদান

কর। আমরা এ কাজ করেছি যেন তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তুমি তা আমাদেরকে প্রদান কর এবং যেন আমাদেরকে কিয়ামতের দিন হেয় প্রতিপন্ন না কর। তাদের মতে এর অর্থ এই নয় যে, মৃত্যুর পর তুমি আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ণ কর। কেননা তাদের জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না এবং একথা ও জানা আছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের যবানে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দু'আর কারণে তা তিনি দিবেন না। বরং তিনিতো স্বীয় অনুগ্রহের ভিত্তিতে প্রদান করবেন।

কোন কোন গবেষক বলেন, **رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعْدْتَنَا** বলে আল্লাহর নিকট দু'আ এবং প্রার্থনা করা হয়েছে, এ হিসাবে যে, আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে যে সম্মান প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যেন তিনি দয়া করে অনুগ্রহ পূর্বক তাদেরকে প্রদান করেন। এ হিসাবে নয় যে, তারা ইমান আনয়ন করে নিজেরা যে সম্মানের অধিকারী হয়েছে সে অধিকার পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। এরপে হলে উপরোক্ত দু'আ করার কারণে আল্লাহর নিকট তাঁর প্রতিশ্রুতির ভঙ্গ না করার জন্য দু'আ করা হত। কিন্তু বিষয়টি এরপে নয়। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা যথাযথভাবে প্রদান করার প্রার্থনা করার মানে হল আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়ার নামাত্তর যে, তাদেরকে ছওয়াব দেয়া এবং মহা সম্মানে ভূষিত করা আল্লাহ পাকের উপর ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। মু'মিন বান্দাদের পক্ষ হতে এরপে প্রার্থনা করা আদৌ হতে পারে না।

অন্যান্য গবেষকগণ বলেন, **رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعْدْتَنَا** বলে আল্লাহর নিকট তারা এ হিসাবে প্রার্থনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর মু'মিন বান্দাদের তাদের শক্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার যে অঙ্গীকার করেছেন, তাদেরকে বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন এবং বাতিলের উপর হককে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে ওয়াদা করেছেন তা যেন অনুগ্রহ পূর্বক প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তারা আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করেছেন তা আদৌ হতে পারেনা। বরং তারা তো এ হিসাবে প্রার্থনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তড়িৎ তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি কোন সময় নির্ধারণ করেন নি। তাই তারা উক্ত অঙ্গীকার তড়িৎ বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করেছেন। কেননা এতে রয়েছে শারীরিক আরাম ও মানসিক প্রশাস্তি।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে এ আয়াতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল এই যে, এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-এর অনুসারী হিজরতকারী সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মহৱতে কাফিরদের সম্মত্যাগ করে স্বীয় বাড়ি ঘর ছেড়ে হিজরত করেছে। তারা

তাফসীরে তাবারী শরীফ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরী ছিল। এবং আর মাধ্যমে তারা আল্লাহর শক্তি ও তাদের নিজেদের শক্তিদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট তড়িৎ সাহায্য কামনা করেছে। তাই তো তারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি শক্তিদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অন্তর্গত পূর্বক তা তড়িৎ প্রদান করুন। আপনি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। আপনি তাদের ব্যাপারে যে ধীরতা অবলম্বন করেছেন এতটুকুন ধৈর্যধারণ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই অতি শীত্য তাদেরকে লালিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করুন।

আল্লাহ পাকের বাণী :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذِنَّ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا
۝

(তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করিনা ; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে) -এর মাঝে উক্ত বক্তব্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। আমার এ বক্তব্য এবং উপরোক্ত বক্তব্য এক নয়। এবং তাদের কথার নয়ির আরবী ভাষায় কোথাও নেই। কেননা আরবী ভাষায় -এর অর্থ কখনো হয় না। এরপ অর্থ যদি সিদ্ধ হয় তবে **إِلَى لِتَكْلِمَنِي** -এর অর্থ **لِتَفْعِلَنِي** -এর অর্থ করতে হবে। অথচ এরপ অর্থ করার নয়ির আরবী ভাষায় নেই এবং তা বৈধও নয়। অনুরূপভাবে **أَعْطَنَا مَا وَعَدْنَا** -এর অর্থ **أَعْطَنَا مَا تَعْدَنَا** করাও ঠিক নয়। যদিও যাকে কোন বস্তু প্রদান করা হয়েছে সে ঐ ব্যক্তির নয়ির যাকে অনুরূপ কোন কিছু দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এরপ নয়। যদিও ঘূরে ফিরে এ অর্থই দাঁড়ায়।

-এর অর্থ হবে, হে আমাদের প্রতিপালক! রাসূলগণের যবানে আপনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা প্রদান করুন। কেননা যারা আপনাকে অস্থীকার করে, আপনার নাফরমানী করে এবং অন্যের ইবাদত করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করে আপনার বাণী তথা হককে বিজয়ী করার ক্ষমতা রাখেন। তাই আপনি তড়িৎ আমাদেরকে সাহায্য করুন। কেননা আমরা জানি আপনি আপনার অস্থীকারের ব্যতিক্রম করেন না। **وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করো না। অর্থাৎ পূর্ববৎ গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। যেমন নির্মের বর্ণনায় রয়েছে।

- রَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رَسُولِكَ -এর ব্যাখ্যাবলেন, একথা বলে তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার আবেদন করে।

আল্লাহতা'আলার বাণী :

۝
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۝ قَالَنِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذِنَّ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
وَقُتُلُوا لَا كُفَّرَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ثَوَابٌ مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ ۝

১৯৫. তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না ; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জাল্লাতে, যার পাদদেশে নদী প্রাবহিতা এ আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার ; উভয় পুরস্কার আল্লাহর নিকটই।

ব্যাখ্যা : ইমাম তাবারী (র.)-এর আয়াতের ব্যাখ্যাবলেন, তারপর যারা উপরোক্ত দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করল, তাদের প্রতিপালক তাদের সে দু'আ কবুল করলেন এবং তিনি জানিয়ে দিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই নষ্ট করি না। সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক হোক।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! শুধু কেবল পুরুষের কথা বলা হচ্ছে। মহিলাদের হিজরতের ব্যাপারে তো কিছুই বলা হচ্ছেনা? তারপর আল্লাহতা'আলা তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল করেন।

৮৩৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষের হিজরতের কথা বলা হচ্ছে অথচ আমাদের কোন আলোচনাই করা হচ্ছে না? তখন নাযিল হল অন্তর্গত অর্থে অস্থীকার করা হচ্ছে না? তখন নাযিল হল শুনেছি না!

৮৩৬৮. আমর ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) স্ত্রী হিজরত উম্মে সালমা (রা.)-এর বংশের কোন এক ব্যক্তিকে আমি বলতে শুনেছি যে, একদিন উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে আল্লাহতা'আলাকে কিছুই বলতে শুনেছি না? তখন আল্লাহতা'আলা আয়াতটি নাযিল করলেন।

৮৩৬৯. অন্যএক সূত্রে আমর ইবন দীনার (রা.) উম্মে সালমা (রা.)-এর বংশের একব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একদিন উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের হিজরত সময়ে আল্লাহ তা'আলাকে কোন কিছুই বলতে শুনছি না। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ফাস্টেজাবَ سَبَّابَ আয়াতটি নাযিল করলেন। $\text{أَلَّمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْسِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ}$ - ফাস্টেজাব তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন। কবি বলেন,

ହେ ଆହବାନକାରୀର ଆହବାନେ ସାଡ଼ାଦାନକାରୀ । କିତାବେ ଜ୍ଵାବ ଦାତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜ୍ଵାବ ନା ଦିଯେ ଥାକତେ ପାରେନ । ଏଥାନେ - ଫଳ୍ୟିଜ୍ବେ ଉନ୍ଦରାକ ମଜିବ - ଫଳ୍ୟିଷ୍ଟଗ୍ବେ ଉନ୍ଦରାକ ମଜିବ ନେ ଏର ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହରିତ ହୁଯେଛେ । ଅନୁରପତାବେ ଶଦ୍ଦତି ଏଥାନେ - ଫାଜାବ - ଫାସ୍ଟଗ୍ବାବେ ଏର ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହରିତ ହୁଯେଛେ ।

আয়াতে - এর ব্যাখ্যা হিসাবে **منْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হল, কোন আমলকারীর আমল আমি নষ্ট করি না। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। না সূচক বাক্য হতে এ - **منْ** - অক্ষরটিকে বাদ দেয়া বা ফেলে দেয়া সিদ্ধ নয়। কেননা এ অক্ষরটি বাক্যে এমন অর্থে প্রবেশ করেছে যা ব্যক্তিত বাক্যের অর্থই সহীত থাকে না।

— بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ — হে মু'মিন লোকেরা! যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়ে আল্লাহ'কে শ্রদ্ধ করে তারা দীন ধর্ম এবং সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পরম্পর একে অপরের অংশ। তোমাদের সকলের সাথে আমি

যে ব্যবহার করব তোমাদের একজনের সাথেও আমি সে ব্যবহার করব। অর্থাৎ পুরুষ হোক বা স্ত্রী লোক আমি কোন আমলকারীর আমলই নষ্ট করব না।

ଆନ୍ତରିକ ବାଣୀ :

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَيِّئِيْنَ وَقَاتَلُوا وَقَتُلُوا لَا كُفَّارٌ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُنَّهُمْ حَتَّى تَحْرِيَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ حُسْنُ التَّوَابِ .

সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জানাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এ আন্নাহুর পক্ষ হতে পূরকার, উপর্যুক্ত পূরকার আল্লাহরই নিকট।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, فَاللَّذِينَ هَا جَرَوْا, যারা হিজরত করেছে; অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের নিমিত্তে কাফির লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বসী তাদের ঈমানদার ভাইদের নিকট হিজরত করেছে।

—يَا رَأْوَالنِّجَارِيْمُ وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ—
যাদেরকে কুরায়শ মুশরিক লোকেরা তাদের নিজ দেশ মক্কা হতে বিভিত্তি করে দিয়েছে।
যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করতে গিয়ে এবং
একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করা এই হল আল্লাহর পথ।
এ পথেই মক্কার মুশরিক লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর প্রতি ইমান আনয়নকারী লোকদেরকে কষ্ট
দিয়েছে। এবং যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে। এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে।
—أَكَفَرْنَ عَنْهُمْ سَبَّاْتُهُمْ—
অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ বিদ্রিত করে দিব ক্ষমা ও রহমত বর্ণ করব
এবং অবশ্যই আমি তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিব।
—جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ—
তাদের কর্মের প্রতিদান ব্রহ্মপ এবং আমার পথে তারা যে নির্যাতিত হয়েছে এর প্রতিদান ব্রহ্মপ আমি
তাদেরকে দাখিল করব জানাতে যার পাদদেশে নদী প্রাবহিত।
আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের
জন্য مِنْ عَنْدِ اللَّهِ আল্লাহর নিকটই রয়েছে তাদের কর্মের সর্বরকম প্রতিদান। যা কোন
বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেনা। কেননা জানাতের এ নি‘আমতসমূহ তো এমন যা কোন
চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন ব্যক্তি যার কল্পনা ও করেনি। যেমন নিশ্চের বর্ণনায় রয়েছে।

৮৩৭০. আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রথমে যে দলটি জান্মাতে প্রবেশ করবে তারা হল গরীব মুহাজির সাহাবায়ে

কিরাম। যারা অপসন্ধনীয় কাজ হতে বেঁচে থাকত এবং তাদেরকে কোন ব্যাপারে হুকুম করলে তারা তা শ্রবণ করতো এবং তা বাস্তবায়িত করতো। তাদের কারো রাজা বাদশাহের নিকট প্রয়োজন দেখা দিলে আমৃত্যু তারা তা পূরা করার চেষ্টা করতো না। ফলে এ আকাঙ্ক্ষা তাদের মনেই থেকে যেতো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জানাতে প্রবেশ করার জন্য আহবান জানাবেন। সেদিন জানাত তার আকর্ষণীয় লোভনীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেন, কোথায় আমার এই বাল্দারা যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছে, নিহত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং আমার পথে সংগ্রাম করেছে? তোমরা শীঘ্র জানাতে প্রবেশ কর। তারপর তারা হিসাবের সম্মুখীন হওয়া এবং শাস্তি ভোগ করা ব্যতিরেকে জানাতে প্রবেশ করবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতারা এসে আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো দিবারাত্রি আপনার তসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এরপরও তাদেরকে আমাদের উপর প্রধান্য দেয়া হল, এরা কারা? এ কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা হল আমার এই বাল্দা যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে। তারপর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে (এবং বলবে সَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَقِيمْ عَقْبَى الدَّارِ) তোমরা দৈর্ঘ ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শাস্তি, কত ভাল এ পরিণাম। (সূরা রাদ : ২৪)

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا - এর পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন কারী এ ক্রিয়া দুটোকে - تخفيف وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا (লঘু: তাশদীদ ব্যতিরেকে) পাঠ করেন অর্থ হল, তারা হত্যা করল এই সমস্ত মুশরিক লোকদেরকে যারা নিহত হয়েছিল।

কোন কোন কারী এ শব্দ দুটোকে وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا পাঠ করেন। অর্থাৎ قُتُلُوا শব্দটিকে শব্দিত করেন। তখন অর্থ হবে, তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং একের পর এক তাদেরকে হত্যা করেছে।

মদীনার সমস্ত কারীগণ এবং কৃফার কতিপয় কারী শব্দ দুটোকে - تخفيف وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا - এর সাথে পড়ে থাকেন। তখন অর্থ হবে তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করেছে।

কৃফার অধিকাংশ কারীগণ, শব্দ দুটোকে وَقَاتَلُوا وَتَخْفِيف - (তাশদীদ ব্যতিরেকে)-এর সাথে এবং পাঠ করেন। এ হিসাবে এর অর্থ হল, তাদের কতিপয় লোক শহীদ হয়েছে। তারপর অবশিষ্ট লোকেরা যুদ্ধ করেছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত কিরাআত চতুর্থয়ের মাঝে নিম্নোক্ত কিরাআত দুটোই আমার নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ। তা হল, وَقَاتَلُوا

-(তাশদীদ ব্যতিরেকে)-এর সাথে এবং - تخفيف - وَقُتُلُوا - কেননা এদুটো কিরাআত মতো হয়ে আসছে। বাকী দুটো হল বাঁশ। যারা শব্দ দুটোকে এভাবে পড়বে তাদের কিরাআত বিশুদ্ধ হবে। কেননা মুসলিমকারীদের নিকট উভয় কিরাআতই বিশুদ্ধ। তবে উভয়ের এক এবং অভিন্ন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী :

(১৯৬) لَا يَغْرِيَنَّكُلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

(১৯৭) مَنَعَ قَلْبُكُلُّ شَمْسَ مَا ذَرْتُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُهَاجِدُ

১৯৬. যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করো।

১৯৭. এ সামান্য ভোগ মাত্র ; তারপর জাহানাম তাদের আবাস ; আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মাদ! যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের বিচরণ অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত এবং পৃথিবীতে তাদের বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

৮৩৭১. সুন্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি লাইব্রেরি থেকে বর্ণিত, তিনি বিভ্রান্ত না করে। এর ব্যাখ্যায় বলেন, দেশে দেশে তাদের বিচরণ।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে এমর্মে সাম্মনা দিচ্ছেন যে, কাফিরদের আল্লাহ্র সাথে শরীক করা সত্ত্বেও এবং আল্লাহ্ নি 'আমতকে অস্থীকার করা সত্ত্বেও এবং গায়রূপাহর ইবাদত করা সত্ত্বেও দেশে দেশে তাদের বিচরণ করা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তাদেরকে সুযোগ দেয়া ইত্যাদি, হে মুহাম্মাদ! কিছুতেই তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শানে নায়িল হলেও এর অর্থ অন্তত ব্যাপক। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসারী ও সাহাবিগণ ও শামিল আছেন। যেমন এ সম্পর্কে পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেহেতু হকের প্রতি আহবানকারী এবং হক কথা প্রকাশকারী তাই তাঁকে এখানে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কাতাদা (র.) থেকে ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

৮৪৭২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বিভ্রান্ত করতে পারেনি এবং আল্লাহ্ তাঁর কোন কাজ তাদের প্রতি ন্যস্তও করেনি। এ অবস্থা তার মউত পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

مَنْ عَقِيلٌ - دেশে دेशे तादेर विचरण करा एवं देशे देशे तादेर घुरा फेरा करा ए सामान्य तोगमात्रा। अर्थां पृथिवीते तारा सामान्य किछु दिन उपतोग करवे। परे एसब किछु विलीन हये यावे एवं तादेर आयुक्ताल खत्म हये यावे। نہ ماؤ بھی جنم - المافی - प्रत्यावर्तन स्तुल, यथाय तारा कियामतेर दिन प्रत्यावर्तन करवे एवं अवस्थान करवे يسّع الماء اور جاہانام کت نیکوست آباصسٹुल و شیخا।

ଆନ୍ତରିକ ପାକେର ବାଣୀ :

١٩٨) لِكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ حَلِيلِيْنَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْكَافِرِ^٥

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জাল্লাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য; আল্লাহর নিকট যা আছে তা সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য শ্রেয়।

ব্যাখ্যাৎ আবু জাফর তাবারী (র.) - لِكِنَّ الَّذِينَ أَقْوَارُبَهُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন কিন্তু যারা আল্লাহর
নির্দেশ বাস্তবায়নে এবং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা হতে পরহেয়ে করণে তাঁর আনুগত্য তাঁর সম্মতি বিধানের
প্রয়াসে তাঁকে ভয় করে লাহুর জন্য রয়েছে জাগ্রাত অর্থাৎ এমন উদ্যান ^{لَهُمْ جِنَّتٌ} - تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
- যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় স্থায়ী হবে। ^{أَرْبَعَةُ أَنْوَافٍ} আল্লাহ পাক তাদেরকে
জাগ্রাতে অবস্থান করাবে এবং তিনি বলবেন তোমরা এখানে অবতরণ কর। ^{نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}
^{لَهُمْ جِنَّتٌ تَجْرِي شَرَابًا نَزِلًا} - مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
হাক্যের তাফসীর হয়েছে তাই তা (ফাতাহ্যুক্ত) মন্তব্যে, যেমন বলা হয়
হোক হোক এবং হোক সচেতন আরো বলা হয় যে। لَكَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ইত্যাদি এবং অর্থাৎ উত্তীর্ণ আল্লাহর পক্ষ
হতে, আল্লাহর দেয়া সম্মান হতে এবং আল্লাহর দেয়া পুরুষার হতে। ^{وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ} আল্লাহর
নিকট যা রয়েছে। মানে আল্লাহর নিকট যে জীবন, সম্মান এবং উত্তম ঠিকানা আছে তা সৎকর্মপরায়ণ
লোকদের জন্য উত্তম কাফিরদের বিচরণ করার স্থান থেকে। কেননা কাফিররা যেখানে বিচরণ করছে তা
ক্ষণস্থায়ী এবং একদিন লীন হয়ে যাবে। সর্বোপরি এ একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য। ^{وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ}
আল্লাহর নিকট যা আছে তা আনুগত্যশীল লোকদের জন্য শেয়। কেননা এ নি'আমত হল চিরস্থায়ী,
কখনো তা নিঃশেষ হবে না এবং লীন ও হবে না। তেমন বর্ণিত আছে।

৮৩৭৩. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি - **وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ** - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর নিকট যা আছে তা আনুগত্যশীল লোকদের জন্য শ্রেয়।

৮৩৭৪. আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মানুষ চাই পাপী হোক বা পুণ্যবান প্রত্যেকের জন্যই
মউত উক্তম। তারপর তিনি পাঠ করলেন এবং **وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خٰيরٌ لِّلْبَرَاءِ** নিকট যা আছে তা
সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য শ্রেয়। এরপর তিনি আরো তি঳াওয়াত করবেন **وَلَا يَحْسِبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا**
تُمْلِي لَهُمْ خٰيরٌ لِّأَنفُسِهِمْ - কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের
মঙ্গলের জন্য।

৮৩৭৫. আবুদ্দ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মউত উত্তম এবং প্রত্যেক কাফিরের জন্য ও মউত উত্তম। এ ব্যাপারে কেউ যদি আমাকে অবিশ্বাস করে তবে সে যেন আল্লাহ'র নিকট যা (আল কুরআন অধ্যয়ন করে)। কেননা আল্লাহ' তা'আলা বলেন، وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خٰيْرٌ لِلّٰهِبَارِ
وَلَا يُحِسِّنُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا تُمْلٰى لَهُمْ
আছে তা সৎকর্মপরায়ণ লোকদের জন্য শ্রেয়, তিনি আরো বলেন, حٰرٰ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا تُمْلٰى لَهُمْ لِيَرْدَانُوا إِنَّمَا
কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।

ଆନ୍ତରିକ ପାତା

(١٩٩) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ^٤
لَا يَشْتَرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ طَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ^٥

১৯৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবন্ত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি অবস্থার করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। এরাই তারা যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন এ আয়াতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে, এ নিয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে সম্মাট নাজাশী “আসহিমার” প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এবং তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাখিল হয়েছে।

ঘীরা এমত পোষণ করেন :

৮৩৭৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমরা বেরিয়ে এসো এবং তোমাদের ভাতার জানায়ার নামায আদায় কর। তারপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে চার তাকবীরের সাথে সালাতে জানায় আদায় করলেন এবং বললেন, এ হল, সম্মাট নাজুমী আসহিমা। এ সংবাদ শুনে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, এ ব্যক্তির কাউটা দেখ! সে সুদূর আবিসিনিয়ার মৃত কাফির **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُنْ** **خُسْتَنْ** **بِعَذِيرَةِ** জানায় আদায় করেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাখিল করেন, **يُؤْمِنُ بِاللَّهِ** - কিংতু তাকবীরের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী।

৮৩৭৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমাদের ভাতা নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা তার সালাতে জানায় আদায় কর। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, একজন অমুসলিম লোকের জানায় আদায় করা হবে। তখন নাযিল হল **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ** । কাতাদা (র.) বলেন, লোকেরা এ কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে কিবলামুখী তথা কা'বা মুখী হয়ে সালাত আদায় করত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, **وَلَلَّهِ كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّمَا تَوْلُوا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ** ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক। (২ : ১১৫)

৮৩৭৮. অন্য এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি নাজাশী ও তার কতিপয় সঙ্গী যারা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ইমান আনয়ন করেছে এবং তাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করেছে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাবী বলেন বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্মাট নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং তার জানায়ার নামায আদায় করেছেন। এসময় তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, তিনি দেশে তোমাদের এক ভাই মারা গিয়েছে। তোমরা তার সালাতে জানায আদায় কর। তখন কতিপয় মুনাফিক ব্যক্তি এ বলে তার প্রতিবাদ করল যে, ধর্মের অর্তভুজ নয় এমন এক ব্যক্তির জানায়া পড়া হবে। এ কেমন করে হতে পারে। তাদের এ সংশয় নিরসন করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاصِيَّةً لِّلَّهِ لَا يَشْتَرِئُنَّ بِأَيَّاتِ اللَّهِ
ثُمَّاً قَلِيلًاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

৮৩৭৯. অপর এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি নাজাশী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা নবী (সা.)-এর উপর ইমান আনয়ন করেছিল। সম্মাট নাজাশীর নাম ছিল, আসহিমা।

৮৩৮০. ইবন উয়ায়না (র.) বলেন আরবীতে নাজাশীর নাম হল আতিয়া।

৮৩৮১. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) সম্মাট নাজাশীর সালাতে জানায়া পড়ার পর মুনাফিক লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করল। এ ঘটেই **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম ও তার সাথীদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন :

৮৩৮২. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নাযিল হয়েছে।

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি পুরোপুরিভাবে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে আহলে কিতাব মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।
যারা এমত পোষণ করেন :

৮৩৮৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবীদের বলে এখানে ইয়াহুদ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুসলমান ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত অভিমতসমূহের মাঝে মুজাহিদ (র.)-এর মতটি সর্বাধিক প্রণিধান যোগ্য। অর্থাৎ তার মতে **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** -এর মধ্যে সমস্ত কিতাবী ব্যক্তিগণ শামিল আছেন। এখানে শুধু ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে ও বুঝানো হয়নি এবং শুধু খৃষ্টান সম্প্রদায়কেও বুঝানো হয়নি বরং এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ পাক এ ঘোষণা করেছেন যে, কিতাবীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে। আর এ কথার মধ্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয়ই শামিল রয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ এ মর্মে প্রশ্ন করে যে, বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তবে জাবির (রা.) ও অন্যান্যদের বর্ণনা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যথায় এ কথা উল্লেখ রয়েছে, এ আয়াতটি সম্মাট নাজাশী এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে?

এরপ প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে, (১) এ হাদীসের সনদ ও বর্ণনা পরস্পরায় আপত্তি রয়েছে। (২) আর যদি একে সহীহও ধরে নেয়া হয় তবুও আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি এর সাথে এ ব্যাখ্যার কোন বিরোধ নেই। কেননা জাবির (রা.) এবং অন্যান্য যারা বলেন যে, আয়াতটি নাজাশী সঙ্গে নাযিল হয়েছে, তাদের এ কথাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ একটি আয়াত কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়, তারপর এ কারণ আরো অন্যান্য বিষয়ায়ের মাঝেও পাওয়া যায় তখন বলা যায় যে আয়াতটি এ সরকে ও অবতীর্ণ হয়েছে। সূতরাং এ আয়াতটি সম্মাট নাজাশী সঙ্গে অবতীর্ণ হলেও একথা বলা যাবে যে, নাজাশী সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক যে হকুম দিয়েছেন, এ হকুম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ এবং তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাসে যারা নাজাশীর শুণে শুণাবিত আল্লাহর এ বাদ্দাদের জন্যও এ হকুম সমতাবে প্রযোজ্য। এর পূর্বে ও তারা তাওরাত ও ইনজীলে তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার অনুসারী ছিল।

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** কিতাবীদের মাঝে অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীলে বিশ্বাসী লোকদের মাঝে এমন লোক আছে যারা **لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ** আল্লাহতে বিশ্বাসী অর্থাৎ যারা আল্লাহর একাত্মবাদের স্বীকৃতি দেয়। **وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ** হে মুমিন লোকেরা। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আমি যে কিতাব ও ওহী নাযিল করেছি এর প্রতি। **وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ** - এবং ঐ সমস্ত কিতাব তথা তাওরাত, ইনজীল ও যাবুর কিতাবীদের প্রতি নাযিল করেছি। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সামনে নিজেদের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করছে। যেমন নিম্নের বর্ণনায়। রয়েছে যে-

৮৩৮৫. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি حَاسِعُنَّ اللَّهِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং বিনয়াবন্ত।

منْ حَاسِعِنَّ شَبَّثٍ - এর প্রস্তর বা সর্বনাম হো-হো-এর জাল বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। এখানে এর মর্ম বিবেচনা করা হয়েছে। এ হিসাবে حَاسِعِنَّ শব্দটি অর্থাৎ ফাতাহ্যুক্ত হয়েছে।

لَا يَشْتَرِفُنَّ بِإِيمَانِ اللَّهِ مُمْنَأً قَبْلَهُ - পার্থিব জগতের নগণ্য বস্তু হাসিল করার জন্য এবং মূর্খ লোকদের উপর নেতৃত্ব করার জন্য তাদের প্রতি আমার নায়িলকৃত কিতাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণগুণ সংবলে যা কিছু আমি নায়িল করেছি তা বর্ণনা করতে তারা কোন প্রকার আশংকাবোধ করে না এবং তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করে না এবং এ ছাড়া অন্যান্য হৃকুম আহকামেও কোন প্রকার রাদবদল করেনা। বরং তারা হকের অনুসরণ করে এবং আমার নায়িলকৃত কিতাবে আমি তাদেরকে যে কাজ করতে বলেছি তারা তা করে এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেছি। তারা তা থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি তারা নিজেদের প্রত্যক্ষির উপর আল্লাহর হৃকুমকে প্রধান্য দেয়।

أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ طَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ :

এরাই তারা যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরুষার রয়েছে। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তারাই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আল্লাহর উপর এবং তোমাদের প্রতি এবং তাদের প্রতি আমি যে কিতাব নায়িল করেছি তার উপর। - এদের জন্য অর্থাৎ তাদের আমলের বিনিময়ে এবং তাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের ছওয়ার হিসাবে তাদের জন্য রয়েছে। উন্দরে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সংবয় রয়েছে। ফলে কিয়ামতের দিন তারা তা পাবে এবং পুরোপুরিভাবে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তা প্রদান করবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। তার তড়িৎ হিসাব গ্রহণের মানে হল, তাদের কর্ম করার আগে এবং পরে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন থাকেন। তাই কোন কিছু গণনা করার তার কোন প্রয়োজন নেই। এরপ হলে হিসাব গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকত। যেহেতু এরপ হয়না তাই তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

আল্লাহ পাকের বাণী :

يَرْبِّ الْذِينَ أَمْنَوْا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَنْقُوا اللَّهُ تَعَالَى كُمْ فَلِحُونَ ۝ (২০)

২০০. হে ঈমানদার গণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক ; আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের তাফসীরকারদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন এর মানে হল, হে ঈমানদারগণ! দীনের ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কাফিরদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের সাথে জিহাদ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক।

যারা এমত পোষণ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের দীনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং কঠিন বিপদ ও মসীবতের সময় এবং সূখ শান্তি উপস্থিত হওয়ার সময় তারা যেন ঐ দীনকে ত্যাগ না করে। তিনি এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, তোমারা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর, আন্ত লোকদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং আল্লাহর পথে সদা প্রস্তুত থাক। وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ فَلِحُونَ - এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হল, তোমরা মুশরিক সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং আল্লাহর পথে সদা প্রস্তুত থাক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহর শক্রদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং আল্লাহর পথে সদা প্রস্তুত থাক।

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তোমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছি এ ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, শক্রদের সাথে ধৈর্য পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের সাথে জিহাদ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, তোমাদের দীনের ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, আমার আনুগত্যের শর্তে আমি তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি এ বিষয়ে তোমরা ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং তোমাদের শক্রদের মুকাবিলার করার জন্য তোমরা সদা প্রস্তুত থাক।

যারা এমত পোষণ করেন :

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হল, তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর, আমি তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি এর ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং আমার ও তোমাদের শক্রদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা সদা প্রস্তুত থাক। যেন তারা তাদের ধর্ম বর্জন করে তোমাদের দীন গ্রহণ করে।

অন্যান্য তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন। জিহাদে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, শক্রদের সাথে তোমরা ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের সাথে লড়াই করার জন্য তোমরা সাদা প্রস্তুত থাক। তারা নিজেদের দাবীর সমর্থনে নিম্নের রিওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেন।

৮৩৯২. যাযদ ইবন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন **إِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا** - এর মানে হল, জিহাদে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তোমাদের শক্রদের সাথে ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক।

৮৩৯৩. যাযদ ইবন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) হয়রত উমর ইবনুল খাত্বাব (রা.)-এর নিকট পত্র লিখলেন এবং এতে তিনি রোম সৈন্যদের সংখ্যাধিকতা এবং তাদের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে ক্ষীণ ভৌতির কথা প্রকাশ করেছিলেন। উমরে হয়রত উমর (রা.) লিখেছিলেন, কখনো কখনো মু'মিন বান্দাদের উপর সংকীর্ণতা ও বিপদ-আপদ আপত্তি হয়। কিন্তু এর পরই আসে প্রশংসন্তা ও বিজয়। মনে রাখবে দুটি (প্রশংসন্তা)-এর উপর একটি (কাঠিন্যতা) কখনো বিজয়ী হতে পারেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন। **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَنْقُوا لِلَّهِ أَعْلَمُ تَفْلِحُونَ** হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, **وَرَابِطُوا عَلَى الصَّلَواتِ** - এর মানে হল, অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামায শেষ হলে আরেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

৮৩৯৪. দাউদ ইবন সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু সালামা ইবন আবদুল রহমান আমাকে বললেন, হে ভ্রাতুস্পৃত! আয়াতটি কোন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তুমি জান? আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন, হে ভ্রাতুস্পৃত! শক্রদের মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন নবী (সা.)-এর যমানায সে যুদ্ধ ছিলনা। সুতরাং এখানে মুরাবাতা মানে হল, এক নামাদের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করা।

৮৩৯৫. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি যা করলে আল্লাহ পাক যাবতীয় পাপ এবং গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দিবেন। তা হল মনে না চাওয়া অবস্থায় যথাযথভাবে উয় করা এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা। এই হল “রিবাত”।

৮৩৯৬. জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি যা করলে আল্লাহ পাক তোমাদের পাপসমূহ দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। আমরা বললাম, হ্যা, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যথাসময় উয় করা, মসজিদে ঘন ঘন যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাক। এই হল, তোমাদের রিবাত।

৮৩৯৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি যা করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? তারা বললেন, হ্যা বলুন, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, মনে না চাওয়া অবস্থায় এ কঢ়ের

অবস্থায় যথাযথভাবে উয় করা, ঘন ঘন মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর প্রতিক্ষায় থাকা। এই হল, তোমাদের রিবাত এই হল তোমাদের রিবাত।

৮৩৯৮. অপর এক সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের উন্নম ব্যাখ্যা হল, এ সমস্ত লোকদের ব্যাখ্যা যারা বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ হল, হে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলে বিশাসী লোকেরা। তোমরা তোমাদের দীন ও তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর। কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ পাক দীন ও আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার কারণসমূহ নির্দিষ্ট করেন নি। তাই আয়াতের অর্থ প্রকাশ করা জরুরী নয়। এ কারণেই আমি বলেছি **إِصْبِرُوا** এ নির্দেশ সূচক ক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর আদেশ নিষেধসূচক তথা সর্বপ্রকার আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। চাই তো কঠোর ও রাজু হোক কিংবা সহজ ও লঘু হোক। তোমরা তোমাদের মুশরিক শক্রদের সাথে ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর।

এ অর্থটি এ জন্য বিশুদ্ধ যে, যে কাজ দুই দল মানুষের পক্ষ হতে সংগঠিত হয় অথবা দুই বা ততোধিক মানুষ কর্তৃক সংগঠিত হয় এই কাজের ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় **صِفَةٌ مُفَاعِلَةٌ** - এর অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় **صِفَةٌ مُفَاعِلَةٌ** - এর অর্থ পূর্বোক্ত বর্ণনায় অনুরূপ। অর্থাৎ এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহপাক মু'মিনদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের শক্রের সাথে ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করে। তাহলে আল্লাহ পাক তাদের বিজয়ী করবেন, তার বাণীকে সূচক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন এবং মুসলমানদের দুশ্মনদেরকে লাভিত করবেন। ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে কাফিররা যেন মুসলমানদের অগ্রগামী না হয়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুরূপভাবে **وَرَابِطُوا** অর্থ হল, এবং তোমাদের দুশ্মন ও তোমাদের দীনের দুশ্মন মুশরিক লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তোমরা সদা প্রস্তুত থাক।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে **رَبَاطٌ** - এর প্রকৃত অর্থ হল, শক্রের মুকাবিলা করার জন্য উট বেঁধে রাখা। যেমন বলা হয় **أَرْتَبِطُ عَدُوَّهُمْ لَهُمْ خِلَّهُمْ**। তারপর তাকে ব্যাপকতা দান করে নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থেকে ইসলামের শক্রদেরকে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ করা হতে বাধাদান করা এবং শক্রদের অকল্যাণ হতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা। চাই সে অশ্বারোহী হোক বা পদাতিক হোক।

তোমরা তোমাদের শক্র এবং তোমাদের দীনের শক্রদের মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাক - এর অর্থ বর্ণনা করার কারণ হল এই যে, এটাই হল, **رَبَاطٌ** - এর প্রসিদ্ধ অর্থ। আর সাধারণের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অর্থেই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অস্পষ্ট অর্থে নয়। এক্ষেপ্ট অস্পষ্ট অর্থের প্রতি নির্দেশ করা সিদ্ধ হত। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার আলোকে এ কানুনটি এমন একটি দলীল যা স্বীকার করে নেয়া অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَأَنْقُوا اللَّهُ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করা এবং তাঁর নিয়ে অগ্রহ্য করা থেকে তাকে ভয় কর।

৮৩৯৯. মুহাম্মাদ ইবন কাব কুরায়ী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তাহলেই তোমরা চিরসুখ স্বাচ্ছন্দময় অনন্ত জীবন লাভ করবে এবং অভিষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হতে তোমরা সক্ষম হবে যেমন বর্ণিত আছে।

৮৩৯৯. মুহাম্মাদ ইবন কাব কুরায়ী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَأَنْقُوا اللَّهُ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - এর অর্থ হল, আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়ায়ের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে কিয়ামতের দিন যখন তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে তখন কল্যাণ প্রাপ্ত হবে এবং তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সামর্থবান হবে।

آخر تفسير سورة آل عمران

সূরা আলে-ইমরান-এর তাফসীর সমাপ্ত